Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
স্মৃতি-সংখ্যা

বর্ষ ২৪ জানুয়ারী, ১৯৭৭ সংখ্যা ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

চতুর্বিংশ বর্ষ] জানুয়ারী, ১৯৭৭ [সংখ্যা ১

পরামর্শ-পরিষদ্

ডঃ গোপীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ, পি০আর০এস০, ডি০লিট্

ডঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম০ এ০. পি০ এইচ০ ডি০

ব্রহ্মাচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মাচারী নির্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

কার্য্যকরী সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—আট টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং (ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	মাতৃ-বাণী	—	১
২।	তর্পণ	—শ্রীঅনির্ব্বাণ ..	৩
৩।	শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের স্মৃতি-চারণ	—শ্রীপ্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
৪।	আচার্য্য গোপীনাথ স্মৃতিপূজনম্	—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মণা পরিকল্পিতম্ ...	১০
৫।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পুণ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান	—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ ...	১১
৬।	আমাদের আচার্য্যদেব	—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ...	৪৬
৭।	মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মমার্গে কৃপা ও কর্ম্মের স্থান	—শ্রীজগদীশ্বর পাল ...	৫৪
৮।	পরমের প্রতি প্রার্থনা	—শ্রীঅভয় ...	৫৭
৯।	শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লেখা একখানি পত্র	—	৫৮
১০।	আমার বাবা	—শ্রীমতী সুধাংশু বালা দেবী ...	৬২
১১।	মাতৃ-প্রসাদ	—মৌনী মা ...	৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

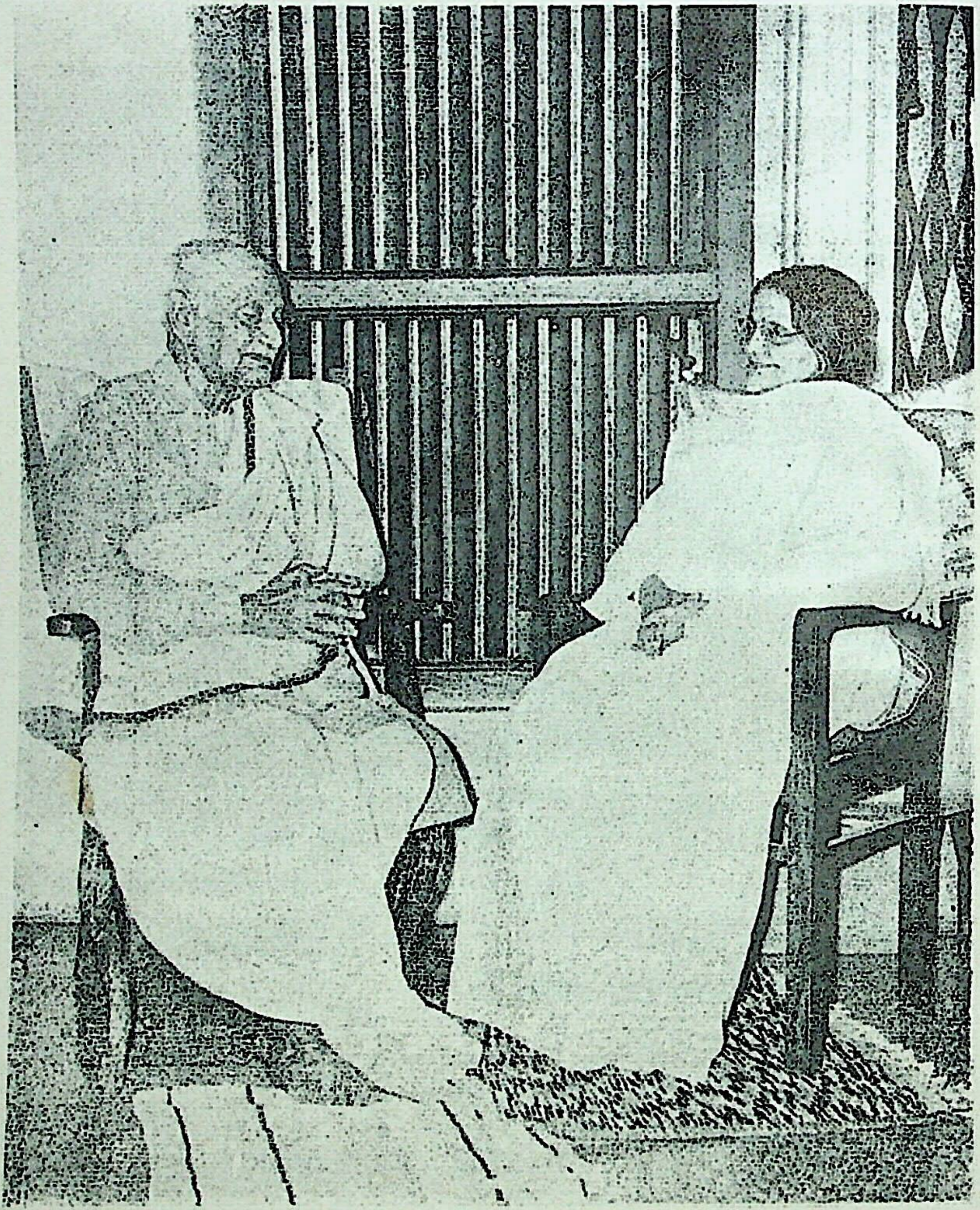

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

: মাতৃ-বাণী :

[সংকলন : ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই তো পড়ে। নিজেকে ভগবানের চরণে অঞ্জলী দিবার জন্য সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা। যিনি আত্মা, প্রাণের প্রাণ, তাঁহার কথা, তাঁহারই গুণবর্ণন, তাঁহারই রূপ সর্ব্বেতে দেখার চেষ্টা রাখা। একলাটি? একলা কোথায়? বিদেশে বন্ধু কি আর পরমবন্ধু ছেড়ে?

* * *

অন্তর সন্ন্যাসই তো সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী হওয়া খুব ভাগ্যের কথা। সর্ব্বত্যাগ। সন্ন্যাস মানে সর্ব্ব নাশ। নাশভাবও নাশ হইয়া যাওয়া। সন্ন্যাস নেওয়া আর সন্ন্যাস হওয়া এক কথা নয়।

* * *

ব্যর্থ জীবনে কত যুগযুগান্তর আসা যাওয়া। অন্তরের নিজ যাত্রায় অন্তরাল অন্তর্হিত হয়। আছাড় খাইয়া পড়িলেও আবার সেই মাটি ধরিয়া দাঁড়ানো। বারবার তো আর কেহ পড়িয়া যায় না। মানুষ মাত্রেরই চেষ্টা কর্ত্তব্য।

* * *

সেই অমৃতের দিকে যাত্রা করিতেই হইবে। শত শত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া সেই পুরুষকারের জাগরণ প্রয়োজন। 'প্যারালিসিসের' মতন হেলিয়া পড়িবে কেন?

* * *

মানুষের কখনও পরমার্থপথে পিছন ফিরে তাকাতে নেই। মনটা তাঁর চরণ ছাড়া রাখা নয়। তাহা হইলেই সবদিকের প্রলোভন হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁচার আশা। বন্ধু যেন বিদেশে সেই এক পরমবন্ধু ছাড়া আর কোন ভোগের বন্ধুর বন্ধনের দিকে না যায়।

* * *

সাধকের মরুভূমির মতন শুষ্ক লাগা কোনো কোনো স্থানে আসে—তখন ভক্তি শ্রদ্ধা ধরিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু একলক্ষ্য তপঃনিষ্ঠ যে হবে, তাহার নিজ লক্ষ্য পূর্ণ হবার জন্য সেইসময়ে ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সত্যাশ্রয়ের দিক্ ধরিয়া থাকাই ঘাবড়াইয়া টলায়মান হইতে নাই।

* * *

তাঁহার জন্য অভাব-জাগৃতিও তাঁহারই কৃপা মনে রাখা। যতক্ষণ ক্রিয়ার ফল দেখা না যায়, বুঝিতে হইবে ঠিক্ ঠিক্ ক্রিয়া এখনো হয় নাই—কিন্তু অগ্রসরের দিকে যাত্রীর যাত্রা হইতেছে। এস্থলে কিন্তু বিশ্বাস দৃঢ় রাখিতে হইবে।

* * *

চব্বিশ ঘণ্টা যদি কাহারো ভগবৎস্মরণে, জপধ্যানে, চিন্তাদিতে কাটে—তাহা হইলে জনার্দ্দনসেবাতেই সে সর্ব্বক্ষণ ব্রতী থাকে। আর যদি দেখা যায় যে সবসময় জপধ্যানাদি নিয়া ব্রতী থাকা যায় না, তাহা হইলে ঐ নিজ ইষ্ট জনার্দ্দন যিনি সকলের মধ্যে সমভাবে রহিয়াছেন — যতটুকু সময় বেশী থাকে, তৎজ্ঞানে সেবা। ইহাতেও চিত্ত শুদ্ধ হয়।

* * *

বেশী কথা বলা নয়। সত্যকথা সর্ব্বক্ষণ বলার চেষ্টা। ভগবৎ-কথা বিনা আর কোন কথা বলা নয়। ইহাতে শক্তি জাগ্রত হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তির দিকে তপস্বীর মতন চলা সাধকের প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

=তর্পণ=

অণির্বান

আচার্য গোপীনাথ আজ স্থূলশরীরে আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে তিনি অমর হয়ে আছেন।

আদিত্যবর্ণ মহান্ত পুরুষের যাঁরা বিভূতি সেই মহাপুরুষদের জন্মমৃত্যু নাই—আছে আবির্ভাব ও তিরোভাব, আর এই উভয়কে ছাপিয়ে শাশ্বত সদ্‌ভাব।

গোপীনাথ ছিলেন শাশ্বত ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি, ভারত-ভারতীর মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে শুধু ভৌগলিক ভারত নয় বিশ্বভারতীও আলোকিত। তাঁর কাছে স্বদেশে বিদেশে কোনও বিরোধ ছিল না। যেখানেই মানুষের চেতনার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে, সেখানেই তাঁর সঞ্চরণ ছিল অবাধ এবং অগাধ।

তাঁর সর্বজনবিশ্রুত পাণ্ডিত্যই তাঁর সমগ্র পরিচয় নয়—তাঁর পরিচিতি গভীর হয়েছে তাঁর অনুভবে। এই অনুভব তাঁকে উত্তীর্ণ করেছে চেতনার সেই উত্তুঙ্গ লোকে। যেখানে 'একং সৎ'কে 'বিপ্রা বহুধা বদন্তি' যুগে-যুগে। এইজন্য তাঁর দৃষ্টি এমন এক ক্রান্তিদর্শিতা লাভ করেছিল যার ফলে তিনি কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। তাঁর ব্রহ্মদৃষ্টিতে সবই ছিল 'সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা'। তাঁর এই অপরূপ বেদান্তদর্শনেই তাঁর অখণ্ড মহাযোগের ভিত্তি।

বারাণসী আবাহমানকাল ধরে ভারতবর্ষের প্রাজ্ঞ বার্ধক্যের বিশ্রামভূমি। গোপীনাথের কাছে এই বারাণসী ছিল যৌবনের উপবন, বানপ্রস্থের তপোবন। পূর্বদেশ হতে বিদ্যার্থী হয়ে তিনি যে বারাণসীতে গেলেন, সেখান থেকে আর তিনি ফিরলেন না—বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার মধ্যে লীন হয়ে রইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তদ্গত অবস্থায় তাঁর একমাত্র কৃত্য ছিল তত্ত্ববিদ্যার বিকিরণ। আদিত্যের মতই অকৃপণ হয়ে তাঁর অন্তরের সম্পদ তিনি বিলিয়ে দিয়ে গেছেন—কাউকে কখনও বিমুখ করেননি। তাঁর অমরস্মৃতির তর্পণ হতে পারে একমাত্র তাঁর পদাঙ্কের অনুসরণে। তাঁকে আদর্শ করে আমরাও যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে ব্রহ্মবিহারে ভূমানন্দময় হতে পারি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

গোপীনাথ-বাণী

১। নাম ও বীজের পার্থক্য।

নাম জপের ফলে কালের অর্থাৎ জরা ও মৃত্যুর আবরণ কাটে, আনন্দ লাভ হয়, চিদানন্দও থাকে কিন্তু অপরকে দেওয়া যায় না। নামের মধ্য দিয়া স্বরূপ প্রকাশ হয় না। বীজেতে স্বাতন্ত্র্যশক্তিও নিহিত থাকে। অর্থাৎ বীজ জপের ফলে স্বাতন্ত্র্যশক্তি পর্য্যন্ত বিকশিত হয়; নামে উহা হয় না। সাধারণ যোগী বীজ ধরিতেই পারে না। সদ্‌গুরু পারেন। বীজ পাইয়া গেলে মনের রাজ্য পাইয়া গেলে। শব্দ গলিয়া গেলেই নাদ আসিয়া গেল। নৌকার মাঝি ঠিক স্রোতে নৌকা নিতে পারলেই নৌকা আপনি চলে।

২। প্রকৃত সমর্পণ।

যতদিন হৃদয়ে ভগবানের সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন সমর্পণ সম্ভব নহে। কারণ যাঁহার হাতে নিজেকে সমর্পণ করিতে হইবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের পরই আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করা সম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত উদাসীন ভাব থাকে ততদিন সমর্পণ হয় না। কেহ নিজেকে যতই কর্ত্তা মনে করুন না কেন আসলে সে কর্ত্তা নয়। কর্তৃত্বাভিমান হইতে কর্ম উৎপন্ন হয় এবং ফল-ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে পরম সত্তাই মায়া-রজ্জু দ্বারা সমগ্র জীবকে পুত্তলিকাবৎ সঞ্চালন করিতেছেন তখনই অনুভবে আসে যে সমগ্র বিশ্বে সর্বদা তিনিই কর্ত্তা। ঐ অনুভব হবার পর তাঁহার শরণাগতি আবশ্যক হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের

স্মৃতি-চারণ ॥

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়ের দুর্লভ কোলে সজ্ঞানে আসীন হ'লে
ওগো মহাজন ;
সে আকাঙ্খা পূর্ণ তব উপলব্ধি অভিনব
সার্থক সাধন।
এক মহা শুভক্ষণে ধরণীর এক কোণে
লভিলে জনম ;
মাতৃরূপা ল'য়ে সাথে মহা ইচ্ছা প্রভাবেতে
গঠিল জীবন।
অধ্যাত্ম জগতে যত ঋষিকুলে বিকসিত
জ্ঞানের ভাণ্ডার ;
উপজিল হৃদে তব তত্ত্ব তথ্য অভিনব
অমৃত সম্ভার।
সদ্‌গুরু চরণ সেবি সাধন সাগরে ডুবি,
হ'লে তলাতল ;
যত রত্ন আছে সেথা মাতৃ-কৃপা মিলাল তা
জ্বলন্ত অনল।
ভেদি' জন্ম-চক্র-জাল সত্তা অতিক্রমি' কাল
প্রবেশে স্বভাবে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকোত্তর কালাতীত অনুভূতি চিন্তাতীত
স্বরূপ প্রভাবে।
কালরাজ্যে স্থিত দেহ আত্মা রহে নিজ গেহ
ভাবাতীত ধামে,
মায়ের অখণ্ড স্থিতি রহে যেথা নিরবধি
কভু নাহি নামে।
জননী বরিল তোমা আদরিণী নিরূপমা
আপন সত্তায়;
পরাকাষ্ঠা করুণার দোঁহে মিলি' একাকার
স্বীয় মহিমায়।
পরাস্থিতি পরাজ্ঞান স্বভাবেতে ভাসমান
প্রভাবে মাতার;
লভিলে পরমাগতি চৈতন্য বিচিত্র অতি
অব্যক্ত সত্তার।
আধার পরাৎপরে মাতৃ-শক্তি ভর করে
পরাবাক্ ধামে;
পশ্যন্তী মধ্যমা ভেদি' বৈখরীতে নিরবধি
পরাজ্ঞান নামে।
তোমারি শ্রীকণ্ঠ হ'তে জিজ্ঞাসুর এ জগতে
পায় সেই জ্ঞান;
মা যেন সাক্ষাৎ বসি' প্রকাশিছে দিবানিশি
নাশিছে অজ্ঞান।
অধ্যাত্ম রহস্য যত ভেদ করি অবিরত
দেখাইলে পথ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃষিত পথিক পায়　　নিরুপায়ে সদুপায়
পূর্ণ মনোরথ।
এ তব বিচিত্র ব্রত　　হেরিয়াছে এ জগত
অবাক্ বিস্ময় ;
মায়ের শ্রীমুখ বাণী　　শ্রীকণ্ঠেতে উঠে ধ্বনি
করুণা নিলয়।
কালরাজ্যে কালাতীতে　　সেতু ছিলে এ জগতে
গুরুরূপে তুমি ;
এ নহে তোমার লীলা　　অখণ্ড মায়ের খেলা
তাঁহারে প্রণমি।
তবু ভরিল না প্রাণ　　"চিরদুঃখ অবসান
সমগ্র জীবের" ;
ঘেরিল সমগ্র মন　　চিন্তা নিলে অনুক্ষণ
উপায় পারের।
জীবনের শেষ পাদে　　জীব লাগি' প্রাণ কাঁদে
মায়ের ইচ্ছায় ;
জন্ম-জরা-মরণের　　পারে—যথা চরমের
পথ—জীবে পায়।
মায়ের করুণা বলে　　পথের সন্ধান পেলে
বিচিত্র উপায় ;
অখণ্ড-গুরুরে হেথা　　সৃষ্টি করি লবে মাতা
চরম সত্তায়।
অঘটন সম্ভবিবে　　"ভাগবতী-তনু" হবে
পারের উপায় ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণব্রহ্ম অভিব্যক্ত এখনো যা চিন্তাতীত
মানব কায়ায়।
একই অখণ্ড গুরু অগণিত খণ্ড গুরু
ভাবে ভাসমান ;
আশ্রয় করিয়া তাহে প্রতি জীব সিদ্ধদেহে
হবে শোভমান্।
পূর্ণত্ব লভিবে সবে স্বভাবে চৈতন্য হবে
প্রতিটি জীবের ;
এক ক্ষণে সবে মুক্ত নাহি রবে কেহ সুপ্ত
শান্তি মরমের।
প্রকৃতি ভেদের ফলে কালরাজ্যে নাহি চলে
সৃজন মরণ ;
সৃষ্টি-রোধ চিরতরে ব্রহ্মস্বরূপ ধরে
সব জীবগণ।
সামরস্য অনুভবে নিখিল জগতে সবে
স্বরূপে স্বভাবে ;
নাহি কর্ম্ম নাহি জন্ম নাহি দুঃখ সবে ধন্য
করুণা প্রভাবে।
সে আশা হ'লো না পূর্ণ মরদেহ হ'লো জীর্ণ
কালের প্রভাবে ;
মহা ইচ্ছা রূপায়ণে কিবা আছে মার মনে
অজ্ঞাত এ ভবে।
অঙ্কনে রহিয়া গেল বাস্তবেতে না ঘটিল
অচিন্ত্য কল্পনা ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবু তুমি ধন্য হ'লে ভাষা দিয়ে প্রকাশিলে
অব্যক্ত বঞ্জনা ॥
যাও দেব প্রিয়তম আত্মার আত্মীয় মম
জননীর কোলে ;
দেবতা দুর্লভ স্থিতি যার কোন পরিচিতি
ভাষায় না মেলে।
যতনে গড়িল বিধি এ এক অপূর্ব্ব নিধি
বসিয়া বিরলে ;
করুণার পারাবারে মনোমত করি তারে
পরা-জ্ঞান দিলে।
মায়ের প্রকাশ সেথা বিস্ময় জাগায় হেথা
এই ধরাধামে ;
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-কর্ম্ম পথিক, যথার্থ মর্ম্ম
জানে সে মাধ্যমে।
যুগ যুগান্ত পরে হেন মহা আত্মা ধরে
দেহের আকার ;
আজীবন শিক্ষা দিলে নাহি প্রতিদান নিলে
দয়া পারাবার।
মহাপ্রয়াণেতে তব সে আসন অভিনব
হল শূন্য আজি ;
মা জানে আবার কবে হেন আত্মা আসি ভবে
ভরিবে সে সাজি।
বসি বাতায়ন পরে আজি ক্ষণেকের তরে
স্মরি গো তোমারে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসুক বহিয়া স্রোতে মহাকৃপা আচম্বিতে
জীবের আধারে।
বসিয়া মায়ের কোলে হেথা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে
দেখ একবার ;
মহাপঙ্কে নিমজ্জিত লক্ষ কোটি জীব যত
করে হাহাকার ॥

আচার্য গোপীনাথ স্মৃতিপূজনম্।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মণা
পরিকল্পিতম্।

জ্ঞানাম্ভোধি-মহানিধে! ভরতভূগর্বৈকভূমে! ঋষে!
ধাতৃ ধেয় মনুষ্য-শুদ্ধসুমনঃ সৌগন্ধ্য সন্ধায়ক।
গোপীনাথ ন কোঽপি দৃষ্টিপদবী মায়াতি হা! ত্বাং বিনা
নানা দর্শনমার্যভাববিভবং ব্যাখ্যাতুমীশো হি যঃ ॥ ১
উচ্চৈরুচ্চরিতে যদীয় চরিতে প্রাচ্যে মুনির্ল্লজ্জতে
যজ্‌জ্ঞানাবধিবর্ণনে বহুমুখোঽনন্তোঽপি মূকায়তে।
যৎ-সৌজন্যগুণাদিজন্য যশসা চন্দ্রোঽপি মন্দায়তে
সোঽয়ং ভারতগর্বপর্বতমহাশৃঙ্গং হি ভঙ্গং গতঃ ॥ ২
আবাল্যং পিতৃহীনদীনদশয়া সংসারচক্রস্থয়া
যেনাগম্য সুরম্য শম্ভুচরণৌ বারাণসীচারিণা।
বেদান্তোঽধিগতঃ সুধী শিবকুমারাচার্য্যপাদান্তিকাৎ
প্রাবীণ্যংস সমার্জ্জয়ৎ সমমহো পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাস্বপি ॥ ৩
বহুবিরুদাবলি-বলিতঃ কলিতো বিবিধৈরুপাদিভী রত্নৈঃ
সহি মানবর্দ্ধনেন হ্রসিতাভিমানমনা জীয়াৎ।
সকল সুদর্শনচক্র-সঞ্চারণ চারুসমর্থোঽবক্রঃ
গোপীনাথ কবিরাজ! নমামিভবন্তমর্থবৎ সংজ্ঞম্ ॥ ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের

পুণ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাবারিধি পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ব্রহ্মর্ষি গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ, ডি. লিট., পদ্মবিভূষণ, মহাশয়ের ঊননবতিতম শুভ-জন্মোৎসব গত ২২শে ভাদ্র, ১৩৮২ সনের প্রাতঃকালে কাশীস্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে তাঁহার বহু ভক্ত, শিষ্য, ছাত্র ও ছাত্রীগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে মালা-চন্দন দ্বারা পূজা ও অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দও তাঁহাকে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সাথে সাথে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কুমারী কন্যাগণ শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহোদয়কে মাল্যদ্বারা সুশোভিত করিয়া আরতি এবং তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত সহ তাঁহাদের অন্তরের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁহার চরণে নিবেদন করেন। এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিবার সৌভাগ্য এই প্রবন্ধলেখকেরও হইয়াছিল। এই মহৎসবে যাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ কৃপার পাত্র এবং তাঁহার স্নেহাশীর্বাদে নিজেদের ধন্য মনে করেন।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের কন্যা আমাদের পরম আদরণীয়া শ্রীমতী সুধারাণী দেবী, তাঁহার একনিষ্ঠ পরম ভক্ত শ্রীজগদীশ্বর পাল উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে এই নিবন্ধলেখককে কিছু বলিবার জন্য বারবার বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত মহাপণ্ডিত, সাধক ও অনুভবসম্পন্ন যোগীর বিষয় কিছু বলিতে যাওয়া আমার মত একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কেবল অশোভন ও বাতুলতাই নহে, বরং ইহা ধৃষ্টতা বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দিনদুপুরে তিমিরহরণ জগৎভাস্বর ভাস্কর দেবকে দীপ দ্বারা দেখাইতে যাওয়ার প্রয়াস যেমন হাস্যকর ব্যাপার তেমনি জ্ঞানমার্তণ্ড শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়ার চেষ্টাও আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তদ্রূপ বিদ্রূপের ও দুঃসাহসের কার্য্য। ইহা কেবল কথার কথাই নহে, ইহা অতিশয় সত্য কথা।

আমার অক্ষমতা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঁহাদের বারংবার উপরোধে অগত্যা আমাকে কিছু না কিছু বলিতেই হইল। শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের মুখকমল হইতে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার পবিত্র জীবন-বৃত্তান্ত যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম তাহাই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কয়েকটি ঘটনা যাহা সেই সময় মনে হইয়াছিল, বলিয়া আমার কর্তব্য শেষ করি। আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর অশোকবাবু, জগদীশ্বরবাবু, বারীনবাবু এবং উপস্থিত আরও দুই চারিজন যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন এই বৃত্তান্তগুলি লিখিয়া দিতে আমাকে বলিলেন। তাঁহাদের কথামত নিম্নে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে (২২শে ভাদ্র ১২৯৪, ভাদ্র কৃষ্ণা পঞ্চমী) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ এবং মাতার নাম শ্রীযুক্তা সুখদাসুন্দরী দেবী। সুখদাসুন্দরীর জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার মাতৃদেবী শিশুটিকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

প্রতিবেশী স্নেহময়ী বৃদ্ধা মহিলা বামাসুন্দরী দেবী মাতৃহীনা কন্যাটিকে লালনপালন করিয়া বিবাহও তিনিই দিয়াছিলেন। এই বামাসুন্দরীই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালকের নাম রাখিলেন 'নিবারণ'। তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ী ইঁহাকে 'অক্ষয়' বলিয়া ডাকিতেন। জ্যোতিষী ঠিকুজি করিতে যাইয়া রাশিগত নাম রাখিলেন 'অশ্বিনী কুমার'। পরে যখন মাতা সুখদাসুন্দরী বালককে লইয়া কাঁঠালিয়ায় মামাশ্বশুর শ্রীকালাচাঁদ সান্যাল মহাশয়ের বাড়ী আসিলেন, তিনি আদর করিয়া গৃহদেবতা শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ মনে করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছিলেন 'গোপীনাথ'। সেই গোপীনাথই আজ জগৎপ্রসিদ্ধ মহাধুরন্ধর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রহ্মর্ষি শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ। গোপীনাথের পিতা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ মহাশয় পুত্র-জন্মের পাঁচমাস পূর্বে কলিকাতায় এম. এ. পড়িবার সময় অকালে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ও পারশ্রমী ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি এ. পাস করেন। তাঁহার সতীর্থদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সর্বশ্রী ডঃ সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামদয়াল মজুমদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ। কবিরাজ মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দাইন্যা গ্রামে। আসলে তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র বাগচী, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহ চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেন বলিয়া কবিরাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দাইন্যা গ্রামে কবিরাজ বংশের প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। দেখাশোনা করিবার লোকের অভাবে সেইসব বিষয়আশয় হাতছাড়া বা বেদখল হইয়া যায়।

কবিরাজ মহাশয়ের পৈতৃক নিবাসস্থান দাইন্যা হইলেও তাঁহার বাল্যাবস্থা ধাম্‌রাইতেই অতিবাহিত হয় এবং সেইখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার ঠাকুরদাদা (পিতার মামা) শ্রীকালাচাঁদ সান্যাল মহাশয় তাঁহার বাসস্থান কাঁঠালিয়া গ্রামে নাতিকে নিয়া ৯ বৎসর বয়সে উপনয়ন দেন। উপবীত গ্রহণের পর হইতে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক ও শালগ্রামে শ্রীনারায়ণ পূজা করিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার অর্ধকালী বংশের একটি পরমাসুন্দরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যা শ্রীমতী কুসুমকামিনীর সহিত বিবাহ হয়। এই বাল্যবিবাহের দ্বারা তাঁহার অধ্যয়নে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপন্ন হয় নাই। এমনই ছিলেন তিনি বাল্যাবস্থা হইতে সংযমী। বিবাহের কিছুদিন পর একবার যুবক গোপীনাথ শ্বশুরবাড়ী হালালিয়া গিয়াছেন। যুবাবস্থায় সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে শ্বশুরবাড়ী গিয়া কত আমোদপ্রমোদ, হাস্য পরিহাস করে। কিন্তু যুবক গোপীনাথ এই সব কৌতুকাদিতে কোন প্রকার আনন্দ পাইতেন না। তিনি পড়াশুনাতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। খাবার সময় হইয়াছে কিন্তু জামাতাকে বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই জামাইর জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্বেষণ করিতে করিতে একজন গিয়া দেখেন জামাতা গোপীনাথ গ্রন্থাগারে বসিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতেছেন। বই পাইলে তিনি স্নানাহার পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। এই স্বভাব আমরা তাঁহার পরবর্তী জীবনেও দেখিয়াছি। পুস্তক পাঠে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে পুনঃপুনঃ ডাকিয়াও তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে ভোজনের জন্য নেওয়া যাইত না। এমনই ছিল তাঁহার অধ্যয়নে তীব্র অভিরুচি।

তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকার জুবিলী হাই স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে এন্ট্রানস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অল্প বয়সেই গোপীনাথ সিদ্ধান্তকৌমুদী পানিনীর ব্যাকারণ মহাভাষ্য সহিত সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সাথে সাথে ইংরাজী ভাষায় প্রসিদ্ধ কবি মিল্টন, সেক্সপীয়র, বায়রণ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, এমার্সন প্রভৃতির পুস্তকসকল পড়িয়া শেষ করেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার রুচি অধিক ছিল। একজন এম এ ক্লাসের ছাত্রও এইসব গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করিতে পারে না যাহা গোপীনাথ এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতে পড়িতে করিয়াছিলেন। এমনই তিনি ছিলেন মেধাবী ও পরিশ্রমী। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তাঁহার শিক্ষকগণ এই সময় পাইয়া তাঁহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। এইসব শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্তী, শ্রীরজনীকান্ত আমিন ও শ্রীনবকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের নিকট হইতে তিনি বহুপ্রকার সাহায্য ও সদুপদেশ পাইতেন। বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও তাঁহার লক্ষ্য কম ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় বুদ্ধিমান বা মেধাবী ছাত্ররা কম পরিশ্রমী হইয়া থাকে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের মধ্যে আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। একাধারে যেমন ছিলেন তিনি 'ইনটেলিজেণ্ট' তেমনি ছিলেন তিনি 'ডিলিজেণ্ট'—এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকার কারণে মাঝে মাঝে পড়াশুনায় বাধা আসিয়া পড়িত। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া তাঁহার শরীর খুবই খারাপ হয়, সেইজন্য ঢাকায় এফ. এ. পড়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি কলিকাতায় পড়িবার জন্য আসেন। সেখানেও ম্যালেরিয়া জ্বর হইবার আশঙ্কায় বালক গোপীনাথ সুদূর জয়পুর মহারাজার কলেজে পড়িবার জন্য গমন করেন। সেখানে তাঁহার এমন কোন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না যাঁহার বাড়ীতে গিয়া তিনি উঠিতে পারেন। সঙ্গে অর্থের অনটন তো লাগিয়াই ছিল। অধ্যয়নের জন্য তাঁহার হৃদয়ে এমনই তীব্র বাসনা যে কোন অসুবিধা বা বাধাই তাঁহাকে উদ্যমহীন করিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে ঠাকুরদাদা (পিতার মামা) কালাচাঁদ সান্যাল মহাশয় পরলোক গমন করেন। তিনি কিছু টাকা কোন এক পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ টাকার সুদের বাবদ গোপীনাথের পড়ার জন্য কিছু দিতেন।

বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত জয়পুরে আসিয়া বালক গোপীনাথ ষ্টেশনে মালপত্র রাখিয়া নিজের অধ্যবসায়ে মেঘনাদ-বাবু, সংসারবাবু, কান্তিবাবু, সংজীবনবাবু, অবিনাশবাবু প্রভৃতি সেখানকার গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহিত দেখা করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পড়িবার তীব্র অভিলাষ জানাইয়া বাসস্থানের ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইলেন। বাসস্থান এবং আহারের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে কয়েকস্থানে গৃহ-শিক্ষকের কার্য করিতে হইত। জয়পুরের মহারাজার কলেজে পড়িতে সেই সময় কোন প্রকার মাসিক বেতন দিতে হইত না। শ্রীসংজীবন গাঙ্গুলী সেই কলেজের তখন অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল। বালক গোপীনাথ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের পড়াশোনার গভীরতা, অধ্যয়নের আগ্রহ এবং উন্নত চরিত্রের প্রভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতি সহজেই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। সে সময় বঙ্গভঙ্গের দরুণ সমগ্র বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপকভাবে চলিতেছিল। বাঙ্গলার বাহিরে কোন কলেজে যুবকদের প্রবেশ বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু গোপীনাথের কলেজে প্রবেশে এই বাধা উত্থাপিত হয় নাই। এমনই ছিল তাঁহার প্রভাবশালী চরিত্রবল ও ভদ্র-মিষ্ট ব্যবহার। এখন হইতে তিনি নিশ্চিন্তমনে পাঠে মনো-নিবেশ করিতে লাগিলেন।

কলেজে তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন শ্রীনবকৃষ্ণ রায়। তিনি ছিলেন জগৎবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের অগাধ পণ্ডিত ডঃ সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিশয় প্রিয় ছাত্র ও বিশেষ কৃপার পাত্র। একদিন অধ্যাপক শ্রীনব-কৃষ্ণবাবু ক্লাসে একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতা ব্যাখ্যা করিতে দেন। তিনি ছাত্র গোপীনাথের লেখা খাতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। কবিতার ব্যাখ্যা এবং কবি ব্রাউনিংয়ের জীবনী ও তাঁহার রচিত কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এমন একটি সুন্দর ভাষা ও ভাবযুক্ত প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধ্যাপক নবকৃষ্ণবাবু ভাবের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন "I could not have written better than this." তিনি কলেজের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) শ্রীসংজীবন গাঙ্গুলীর নিকট গোপীনাথের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং প্রবন্ধটি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্মুখে পাঠ করাইলেন। একজন এফ. এ. কিংবা বি. এ ক্লাসের ছাত্র যে এই রকম ইংরাজী প্রবন্ধ—তাহাও আবার ব্রাউ-নিংয়ের মত কবির উপর লিখিতে পারে, তাহা কেহ বিশ্বাসই করিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। এমনই ছিল তাঁহার ভাব ও ভাষার উপর দখল। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রশংসা এবং ভাল ছাত্র বলিয়া খ্যাতি কলেজে ছড়াইয়া পড়িল। অধ্যাপক নবকৃষ্ণবাবুর সুপারিশে কলেজের প্রিন্সিপাল সংজীবনবাবু গোপীনাথকে মাসিক ১৫ টাকা পুরস্কার স্বরূপ বৃত্তিদান করেন। তিনিও তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় পড়াশুনায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার থাকার, খাওয়ার এবং অর্থের সুব্যবস্থা হইয়া গেল। ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা— সেই তপস্যায় গোপীনাথ সর্বদিক হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পাঠে সর্বতোভাবে লাগাইলেন। এমন ভাবে পাঠে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন যে, অন্য কোন দিকে মন দিবার অবসরই রহিল না।

জয়পুরে থাকাকালীন তিনি যখন বি. এ. পরীক্ষা দেন সেই সময় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাশী কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আর্থার ভেনিস্ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের পরীক্ষা লইবার সময় তাঁহার বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন এম. এ. পড়িতে তুমি কাশীতে আমার কলেজে যাইও। ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হইতে অধ্যক্ষের কতই না তোষামোদ ও উমেদারী করে আর এখানে বুদ্ধিমান এবং মেধাবী ছাত্র পাইয়া অধ্যক্ষই ছাত্রকে নিজের কলেজে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ইহা কি একজন বি. এ ক্লাসের ছাত্রের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা ?

বি. এ. পাশ করিয়া গোপীনাথ এম. এ. পড়িবার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কাশী কুইন্স কলেজে ভর্তি হইতে আসিয়া ডঃ ভেনিসের সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময়ও তিনি তাঁহার বিদ্যা ও পড়াশুনার বিস্তৃত ক্ষেত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া ভেনিস্ সাহেবের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হন এবং তিনি যে-সব বিষয় পড়ান তাহাই লইবার জন্য গোপীনাথকে পরামর্শ দেন। তিনি ইংরাজী কিংবা দর্শন নিতে নিষেধ করেন যদিও এই দুই বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক অধিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুচি ছিল। ডঃ ভেনিস্ বলিলেন, আমি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, পুরাকালীন লিপিবিজ্ঞান, মুদ্রাবিজ্ঞান এবং পুরালেখ শাস্ত্র পড়াই ; এই সব তুমি দ্বিতীয় বর্ষে আমার নিকট পড়িবে। এম এ র প্রথম বর্ষে তোমাকে সব কিছুই পড়িতে হইবে। ইহা ছাড়া তুমি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের সুযোগ্য ও প্রিয় ছাত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্যের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িবে, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব এবং অধ্যাপক নর্মান সাহেবের কাছে পালি, প্রাকৃত, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা পড়িও। এই সব তোমার জানা থাকিলে ভবিষ্যতে গবেষণা করিতে অনেক সুবিধা হইবে। এইসব পাঠ্য বিষয় ছাড়া ভেনিস্ সাহেবের নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মী, কুষাণ ও গুপ্তরাজ্যকালীন লিপির ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধেও তিনি অধ্যয়ন এবং আলোচনা তাঁহার সহিত করিতেন। গোপীনাথের কুশাগ্র বুদ্ধি ও পড়িবার শৈলী এবং রুচি লক্ষ্য করিয়া ডঃ ভেনিস্ তাঁহাকে তাঁহার আর্থিক অভাব মোচনের জন্য সেক্সপিয়র ও সাধোলাল ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। সাধারণতঃ একটা ছাত্রবৃত্তিই দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অধ্যক্ষের বিশেষ সুপারিশে তাঁহাকে দুইটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইল। ইহা তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতারই পরিচয় বলিতে হইবে। মাঝে মাঝে তিনি অসুখে পড়িতেন বলিয়া অধ্যয়নে বিঘ্ন পড়িতে লাগিল। হৃদ্‌রোগের জন্য তিনি ১৯১২ সনে এম এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। তথাপি ভেনিস্ সাহেব তাঁহার ছাত্রবৃত্তি বন্ধ করেন নাই। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের এক ক্লাস নীচে পড়িতেন। এই অসুখের কারণে কবিরাজ মহাশয় ও নরেন্দ্র দেব একসঙ্গে পড়িতে লাগিলেন। তিনিও একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশী বিদ্যাপীঠের উপকুলপতির পদে আরূঢ় হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

ডঃ ভেনিস্ যখন কাশী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু সার জন মার্শল ছিলেন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভাগের প্রধান পরিচালক। তিনি যখন কোন শিলালেখ পাইতেন তাহার প্রতিচিত্র বা ফটোগ্রাফ পাঠোদ্ধারের এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বন্ধু ভেনিস্ সাহেবের নিকট পাঠাইতেন। তিনি তাঁহার সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান ছাত্র গোপীনাথের সহিত এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া তবে তাঁহার বন্ধু মার্শল সাহেবকে তাঁহার মতামত ও বিবরণ পাঠাইতেন। গোপীনাথের বিদ্যা এবং বিচারবুদ্ধির উপর এমনই ছিল মহাপণ্ডিত ডঃ ভেনিসের বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাঁহার মত না লইয়া তিনি কোনপ্রকার বিবরণী গর্ভমেণ্টকে পাঠাইতেন না। গুরুর শিষ্য বা ছাত্রের উপর এ ধরণের উচ্চ ধারণা শিষ্য বা ছাত্রের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এম এ. পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি এলাহাবাদ গমন করেন। তথায় মৌখিক পরীক্ষা লইবার জন্য পুণা হইতে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ভাণ্ডারকর আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতের বিশেষজ্ঞ ও ধুরন্ধর পণ্ডিত। তিনি পরীক্ষা গ্রহণকালে পরিজ্ঞাত হইলেন যে কবিরাজ মহাশয় জার্মান, ফ্রেঞ্চাদি ভাষায় প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নূতন নূতন যে সব গবেষণা হইয়াছে সে সকলের সহিত পরিচিত আছেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিসর কত বিস্তৃত ও ব্যাপক তাহা অবলোকন করিয়া পরীক্ষক শ্রীভাণ্ডারকর বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাস করিয়াছেন। বলা হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পূর্বে কেহ এই বিষয়ে এত বেশী নম্বর পাইয়া পাস করে নাই।

সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার সাথে সাথে লাহোর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের এবং আজমীর মেও কলেজের অধ্যক্ষদ্বয় ডঃ ভেনিসের কাছে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহাদের কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া তার করিয়াছিলেন। লোকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াও এই সকল উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু তিনি তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের গুণে বিনা আবেদনে নানাস্থান হইতে নিযুক্তি-পত্র পাইতে লাগিলেন। আরও বিস্ময়কর বিষয়, তিনি জীবনে কখনও চাকুরীর জন্য আবেদনপত্র লিখেন নাই। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? তিনি উপর্যুক্ত কোন চাকুরী গ্রহণ না করিয়া ডঃ ভেনিসের পরামর্শ মত তাঁহার অধীনে থাকিয়া সরস্বতী-ভবনে গবেষণা কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। এই পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত বহু সংস্কৃত পুঁথি এবং ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত বিবিধ বিষয়ের উপর বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তক থাকিবার দরুন কবিরাজ মহাশয়ের নানা দিকের জ্ঞানার্জনের সুবিধা হইয়াছিল। তিনি অর্থ হইতে জ্ঞানের মর্যাদা অধিক বোধে বহু সম্মানিত ও অধিক বেতনের চাকুরী প্রত্যাখান করিতে পারিয়াছিলেন। দুইটি পরের ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় খুব বেশী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সর্বতোমুখী গভীর পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাকার্য্যে তাঁহাকে অতিশয় অভিজ্ঞ মনে করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কর্ণধার, সর্বজনমান্য উদার এবং গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং কাশী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কাশী ছাড়াইয়া কলিকাতা আনিতে পারেন নাই। আর একবার ঠিক এই ভাবে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কে অধিক বেতন দিয়াও কাশী ছাড়াইয়া লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে কৃতকার্য হন নাই। এমনই ছিল তাঁহার কাশীর সংস্কৃত কলেজ ও সরস্বতী ভবনের উপর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অনুকূল স্থান বলিয়া আকর্ষণ। তিনি অর্থ ও সম্মান হইতে জ্ঞানার্জ্জনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন এবং কার্য্যতঃও জীবনে তাহাই দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে আদর্শ জগতকে দেখাইয়াছেন তাহা চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি কার্যস্থল হইতে অবসর গ্রহণের পর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়াইবার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেশ মোটা টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেতনে অধ্যাপকের কার্য পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার অর্থ ও পদের উপর উদাসীনতা ও উপেক্ষা। বারাণসীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন উত্তর প্রদেশ সরকার তাঁহাকে অতি সম্মানের এবং তিন হাজার টাকা বেতনের প্রথম উপকুলপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত এবং শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদও তিনি স্বীকার করেন নাই। সাধনে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য বাধা সৃষ্টি করিবে বলিয়াই তিনি কাশীর বিদ্বৎসমাজের প্রার্থনা সত্ত্বেও ঐ পদ গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার সাধনে রুচি।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের গভীর জ্ঞান ও গবেষণা কার্যে সফলতা দেখিয়া উত্তর প্রদেশ শিক্ষাবিভাগ তাঁহাকে সরস্বতী ভবনের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। এই সম্মানিত পদে ইহার পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী কার্য করিতেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তিনি উত্তর প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে স্থায়ীরূপে প্রথম প্রবেশ করেন। নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের গুণে এবং সর্ববিষয়ে গবেষণা কার্য্যের দক্ষতা দেখিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গঙ্গানাথ ঝা কাশী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ হইতে নিবৃত্ত হইবার পর গভর্ণমেণ্ট ঐ সম্মানিত পদে কবিরাজ মহাশয়কেই নিযুক্ত করেন। এই পদের জন্য বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নির্বাচন-সমিতির সদস্য শ্রী এ বি. ধ্রুব এবং ডঃ গঙ্গানাথ ঝা কবিরাজ মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার আদর করিয়া তাঁহাকেই এই উচ্চপদের দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। এই পদও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না তথাপি তাঁহার স্কন্ধে ইহা একপ্রকার জোর করিয়াই চাপান হইয়াছিল। প্রধান অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তাঁহার সাধনায় বাধা উৎপন্ন করিতে পারে ইহা মনে করিয়াই তিনি ইহা লইতে রাজী ছিলেন না। এই পদের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু যোগ্য ব্যক্তি প্রার্থী ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় এম. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার পিতার বন্ধু এবং সতীর্থ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন মৈমন-সিংহের টাঙ্গাইল কলেজের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল। কবিরাজ মহাশয় পিতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করাতে তিনি বন্ধুর পুত্রকে দেখিয়া খুবই খুশী হন। কথায় কথায় তিনি মজুমদার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন "আপনারা বলেন এবং আমাদের শাস্ত্রেও বহুস্থানে উল্লেখ আছে, ভগবান্ সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও দয়ালু। তিনি সব জানেন, তাঁহার অজানা জগতে কিছু নাই। তিনি সব কিছু করিতে পারেন এমন শক্তি তাঁহার আছে—সংসারে এমন কোন কার্য নাই যাহা তিনি করিতে না পারেন। এবং তিনি দয়ালুও বটেন অর্থাৎ পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়। পরমেশ্বর জগতের প্রত্যেকের দুঃখের বিষয় জানেন, তিনি সকলের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ এবং তিনি অতিশয় দয়ালুও। তবে জগতে এত দুঃখ কেন? এই উপর্যুক্ত তিনটি গুণের মধ্যে যদি একটিও গুণ তাঁহাতে না থাকিত তাহা হইলে জগতের দুঃখ দূর করিবার প্রশ্ন উঠিত না। যদি তিনি জগতের দুঃখ না জানিতেন, অথবা তাঁহার যদি দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা না থাকিত অথবা জগতের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যদি করুণার সঞ্চার না হইত, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ থাকিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই তিনটি গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংসারে এত দুঃখ কষ্ট কেন?"

কবিরাজ মহাশয়ের এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় উত্তর দিলেন, "দেখিতেছি, তুমি খুবই বুদ্ধিমান, তোমার প্রশ্নও অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং পড়াশুনাও মনে হয় তুমি যথেষ্ট করিয়াছ। এই প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজে চিন্তা করিয়া আবিষ্কার কর।" পরে কবিরাজ মহাশয় স্বয়ংই চিন্তা করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তি এবং কোন বিষয়ের সমাধান করিবার যোগ্যতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার অসাধারণ ছিল ধৈর্যগুণ। তাঁহাকে কখনও আমরা বিরক্ত বা ধৈর্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। যে কেহ, যখন, যে কোন প্রকার প্রশ্ন করিতেন তাহা তিনি অতিশয় সরলভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উত্তরের মধ্যে কখনও কোন প্রকার জটিলতা বা হেঁয়ালিভাব থাকিত না প্রশ্নকর্তা যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেন ততক্ষণ তিনি নানাভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। প্রশ্নকর্তা বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়া কখনও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে কোথাও কোথাও বিরুদ্ধতা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তিনি এই সব বিরুদ্ধতার এমন একটা সমন্বয় বা মীমাংসা করিয়া দিতেন যাহা আমরা ধারণা বা কল্পনা করিতেও পারি নাই। এমনই ছিল তাঁহার শাস্ত্রে প্রবেশ, সমন্বয় করিবার অপূর্ব শৈলী এবং বুঝাইবার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি যাহা বহু বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের কিংবা উচ্চপদের অভিমান আমরা কখনও দেখিতে পাই নাই। একদিন বৈকালে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি তাঁহার আশ্রিত শ্রীসীতারামের কন্যা শ্রীমতী শিবরাণীকে (বেবীকে) তিনি হল্ এ্যাণ্ড ষ্টিভেন্সের জ্যামিতির ৫ম থিয়োরেম্ বুঝাইতেছেন। একটি ত্রিকোণের দুইটি বাহু যদি সমান হয় তাহা হইলে ঐ দুই বাহুর সংলগ্ন কোণ দুইটি সমান হইবে। একজন সপ্তম শ্রেণীর স্কুলের ছাত্র কিংবা ছাত্রীকে শিক্ষক যে ভাবে পড়ান সেই ভাবে তিনি বেবীকে বার বার বুঝাইতেছেন। আর একদিন ঠিক ঐ সময় যাইয়া দেখি তিনি তিন চারি জন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনাইতে ব্যাপৃত আছেন এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকা এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ব্রহ্মসূত্রের উপর শক্তিভাষ্য অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। এই দুইখানি কঠিন গ্রন্থ যেন তাঁহার মুখস্থ—একটুও চিন্তা করিতে হইতেছে না। এবং পুস্তক দেখিবারও আবশ্যকতা ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বশাস্ত্রেই যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাহা একদিনকার একটি ঘটনায় বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যদ্যপি তাঁহার প্রিয় ও সমাদৃত বিষয় ছিল যোগ, তন্ত্র, শৈবাগম ও বৌদ্ধদর্শন তথাপি তিনি সকল প্রকার শাস্ত্রই অনুশীলন করিতেন। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে বেলা অনুমান চারি ঘটিকার সময় তাহার সিগরার বাড়ী গিয়া দেখি তাহার ঘরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর ডঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এবং পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বসিয়া আছেন। তর্কভূষণ মহাশয় তখন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ। রাজেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন, "তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার কলেজের আচার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য একখানা মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-দর্শনের উপর পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; আপনার সঙ্গে সে বিষয়ের উপর একটু আলোচনা করিতে চান।" এই কথার উপর শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তর্কভূষণ মহাশয় সাংখ্য দর্শনের উপর পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন খুবই ভাল কথা। তবে আচার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য নূতন করিয়া সাংখ্য-দর্শনের উপর পুস্তক লিখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ সাংখ্য-দর্শনের উপর যে সব পুস্তক আছে সে সবই আচার্য পরীক্ষার্থীদের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। নূতন করিয়া পুস্তক লিখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।" এই কথা বলিয়া তিনি সাংখ্য-দর্শনের পাঁচ সাতখানা পুস্তকের নাম করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া গেলেন তিনি এই সব গ্রন্থের নামও শ্রবণ করেন নাই পড়া তো দূরের কথা—যদ্যপি সাংখ্য-দর্শনের উপর তিনি অনেক গ্রন্থই দেখিয়াছেন। উঠিবার মুখে রাজেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া গেলেন, "মহামহোপাধ্যায়, তর্কভূষণ মহাশয় যাহাও কিছু লিখিতেন, আপনার এই কথার উপর তিনি আর কিছু লিখিবেন বলিয়া মনে হয় না।"

আর একবার এই সিগরার বাড়ীতেই মিরাট কলেজের এক সংস্কৃতের অধ্যাপক মহর্ষি বাৎসায়নের কামশাস্ত্রের উপর বেশ একখানা মোটা বই লিখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজ মহাশয়কে উপহার দিয়া, পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রার্থনা করিলেন। কবিরাজ মহাশয় পুস্তকখানা হাতে নিয়া প্রথম কয়েক পাতা, মধ্যের কয়েক পৃষ্ঠা এবং শেষের দিকের কিছু অংশ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঋষি কি সাধারণ লোকের ভোগবিলাসের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ? আপনার পুস্তকের মধ্যে কোথাও তো সাধনার দিকটা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বই প্রকাশিত হইলে জনসাধারণের উপকারের পরিবর্তে অপকারই অধিক হইবে।" পুস্তকের উপর কবিরাজ মহাশয়ের এই মন্তব্য শুনিয়া অধ্যাপকটি বলিয়া গেলেন, তিনি এই দিকটা চিন্তাই করেন নাই। অতএব এই পুস্তক তিনি প্রকাশ করিবেন না। তাঁহার কিছু অর্থদণ্ড ছিল তাহা এইভাবে হইয়া গেল। লেখক কবিরাজ মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন "এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি এই পুস্তকে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে কি করিয়া বুঝিলেন ?" তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "সম্পূর্ণ বই পড়িতে হইবে কেন ? সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থে অনুবন্ধ চতুষ্টয় থাকে। গ্রন্থের অধিকারীকে অর্থাৎ কাহার জন্য গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে ? বিষয় কি ? সম্বন্ধ কি ? প্রয়োজন কি ? এই সব যে পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা প্রথম দিকটা, মধ্যের ও শেষের কয়েক পাতা পড়িলেই ধরা পড়ে।" এমনই ছিল তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার শৈলী এবং অসাধারণ যোগ্যতা ও কুশাগ্রবুদ্ধি।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাল্যবস্থা হইতেই সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যোগী ও মহাপুরুষ দর্শনের ও সৎসঙ্গের একটা শুভ সংস্কার দৃষ্টিগোচর হইত। ধর্ম-বিশ্বাস ছিল তাঁহার অতিমাত্রায়। ধামরাই থাকাকালীন মাধব-বাড়ীতে নিত্য কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত। তিনি প্রত্যহ সেই সব অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। পরবর্ত্তীকালেও দেখা গিয়াছে সাধুদর্শন ও রস-কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ পাইলে কখনও তাহা ছাড়িতেন না। শ্রীরামদয়াল মজুমদার ও শ্রীশশীভূষণ সান্যাল (শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ) মহাশয়ের আধ্যাত্মিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাব তাঁহার জীবনের উপর প্রভূত পরিমাণে পড়িয়াছিল। শোনা যায় শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহারাজ স্বয়ং পতঞ্জলি মহর্ষির নিকট হইতে পাণিনীর ব্যাকরণের মহাভাষ্য পড়িয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁহাকে অর্থ-সংকটে স্বীয় ভক্তদ্বারা সাহায্য করিতেন। এইভাবে তিনি জীবনে বহু উপকার ও সহায়তা দেবতা ও মহাপুরুষ হইতে অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, নির্ভরতা ও নির্লিপ্ততা বাস্তবিকই অসাধারণ ও অনুকরণযোগ্য এবং প্রশংসনীয় ছিল। কবিরাজ মহাশয়ের জীবনেও এই সকল সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় ইহা শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয়েরই প্রভাব। দীর্ঘ কাল তিনি নিয়মিত ভাবে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম তিনি যোগিরাজ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব মহারাজের দর্শন লাভ করেন। "জ্ঞানগঞ্জ" ও "সূর্যবিজ্ঞানের" প্রসঙ্গ তিনি প্রথম স্বামীজীর মুখেই শুনিতে পান এবং তাঁহার যোগশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। স্বামীজী বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস কাশীতে বাস করিতেন। অবশিষ্ট পাঁচ ছয় মাস তিনি পুরী, বর্দ্ধমান ও কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি কাশীতে যতদিন নিবাস করিতেন কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমে যাইতেন এবং যোগ সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। পরমহংসদেবজীর সৎসঙ্গ দ্বারা তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে ২১শে জানুয়ারী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হনুমান ঘাটের আশ্রমে তাঁহার নিকট বিধিমত দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের দীক্ষাগুরু হইলেন যোগিরাজ পরমহংসদেব স্বামী শ্রীবিশুদ্ধানন্দ তীর্থ, শিক্ষাগুরু ছিলেন যোগিবর ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্ববেত্তা ঋষিকল্প শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহারাজ এবং লৌকিক বিদ্যাগুরু ছিলেন প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে নিষ্ঠাবান প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার ধুরন্ধর পণ্ডিত ডক্টর আর্থার ভেনিস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের জীবনের উপর এই তিনজন মহাপুরুষের অলোক-সামান্য প্রভাব পূর্ণরূপে পড়িয়াছিল—যাহাকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন বা ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় যোগত্রয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাত বৎসর অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গ করিয়াও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই। তাই বলা হয় গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

ভেনিস সাহেবের অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্যেই অতি-বাহিত হইত। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তাঁহার মেমসাহেবই করিতেন। তিনি কিছু উগ্রস্বভাবের মহিলা ছিলেন। অল্পেই শীঘ্র তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য ডঃ ভেনিস তাঁহাকে ভয় করিতেন। তাহাদের এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিলেন। পুত্র প্রথম মহাযুদ্ধে জীবন ত্যাগ করেন এবং কন্যার বিবাহ হইয়া যাওয়ায় তাহারা বড়ই একাকী অনুভব করিতেন, বিশেষ করিয়া মেমসাহেব। সাহেবের পড়াশুনাতেই সময় ব্যয়িত হইত, মেমসাহেবের আর দিন কাটিত না। ভেনিস সাহেব অধ্যয়নে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে আহারের সময়ও তাহার হুঁশ থাকিত না। মেমসাহেব তাঁহার ঘরে গিয়া গর্জন করিতেন Arther ! Shall I have to remind you for your lunch ? (আর্থার, তোমার খাবার সময় হইয়াছে, ইহাও কি আমাকে মনে করাইয়া দিতে হইবে ?)। সাহেব কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাড়াতাড়ি পড়া ছাড়িয়া মেমসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরে চলিয়া যাইতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অল্প কয়েকদিনের অসুখে তিনি পরলোক গমন করেন। ইহার পর মেমসাহেবের আর্থিক স্থিতি কিছু খারাপ হইয়া পড়ায় তিনি স্বামীর প্রিয় ছাত্র কবিরাজ মহাশয়কে দুই একবার তাহা জানাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তিনিও যথাসাধ্য গুরুপত্নীকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে যোগিবর শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দজী সাংসারিক বিশেষ কোন কারণবশতঃ তাঁহার প্রিয় বিশ্বনাথের অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবরামানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন বলিয়া "শিবরামকিঙ্কর" এবং একাধারে তিনি যেমন ছিলেন কর্মযোগী, তেমন ভক্তযোগী ও জ্ঞানযোগী তাই তিনি "যোগত্রয়ানন্দ"। এইরূপ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতটে ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৬ সালে (১৯২৭ খৃঃ) প্রায়োপবেশন দ্বারা স্বীয় ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। দেহান্তর পূর্বে তিনি আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডঃ আর্থার ভেনিস ও স্বামী শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দজীর অভাবে কবিরাজ মহাশয় কলেজের নিত্যকর্ত্তব্য কর্মে যতটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন ততটুকু সময় দেওয়ার পর যাহা সময় অবশিষ্ট থাকিত তাহা তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা, সাধনা ও গুরুসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে শ্রীগুরুদেবের চরণে উপস্থিত হওয়া তাঁহার একটি নিত্য কর্ম ছিল। পারতপক্ষে তিনি এই কার্যে কখনও অনুপস্থিত বা অবহেলা করিতেন না। ইহা তিনি সাধনার অঙ্গ মনে করিতেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীকবিরাজ মহাশয় কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ পদে অতিশয় সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের সহিত কার্য নির্বাহ করিয়া ১৩ই মার্চ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কর্মস্থল হইতে অসময়ে অবকাশ গ্রহণ করেন। আরও আট বৎসর কাল তিনি এই সম্মানিত ও বহুজনপ্রার্থিত উচ্চপদে কর্ম করিতে পারিতেন। অবসরপ্রাপ্তির নির্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে পদত্যাগ করার ফলে তিনি প্রায় (১,২৫০০০) সওয়া লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং অবসরবৃত্তি বা উত্তরবেতনও সেই অনুসারে কম হইয়াছে। অর্থ হইতে পরমার্থকে তিনি সর্বতোভাবে উচ্চস্থান দিতেন বলিয়াই এত টাকার আকর্ষণ তিনি অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া গুরুর নির্দেশানুসারে আধ্যাত্মিক সাধনা ও যোগানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনায় ইহা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে ধারণা করিয়াই এতবড় পদ হইতে স্বেচ্ছায় তাঁহার অবসর গ্রহণ। পেনশন গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে উত্তর প্রদেশের লোকশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিচালক ম্যাকেঞ্জি সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সার্কিট্ হাউসে বাস করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে যান। কাজ শেষ করিয়া যখন তিনি উঠিবেন সেই সময় সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আমি শীঘ্রই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়া হায়দ্রাবাদ যাইতেছি। আমি এখান হইতে যাইবার পূর্বে আপনার কি উপকার করিয়া যাইতে পারি ?" তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন কবিরাজ মহাশয় কোন খেতাব কি উপাধির জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন। যিনি সর্ববিধ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ উপাধি ত্যাগের জন্য গুরুর আদেশানুসারে যোগানুষ্ঠানে তৎপর তাঁহার নিকট তুচ্ছ খেতাবের কি মূল্য ? কবিরাজ মহাশয় ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে বলিলেন, "আপনি এখান হইতে যাইবার পূর্বে যদি আমাকে চাকুরী হইতে অবসর দিয়া যান তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব। দয়া করিয়া এই উপকার করিবার জন্য আমি আপনাকে পূর্বেই ধন্যবাদ জানাইতেছি।" কবিরাজ মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই সকল সম্মানিত উচ্চপদে থাকিবার জন্য লোকে উপরওয়ালাকে কতই না অনুনয় বিনয় করিয়া থাকে। আর কবিরাজ মহাশয় স্বেচ্ছায় সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণের জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন! ইহা কি কম ত্যাগের কথা ? আধ্যাত্মিক মার্গে কতখানি অগ্রসর হইলে তবে জীবনে এইরূপ ত্যাগ আসে।

সাধুদর্শন ও তত্ত্বানুসন্ধান ছিল তাঁহার জীবনের দুইটি প্রধান সম্বল। তাঁহার এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংঘটন সাধু-মহাত্মাদের কৃপাদ্বারা যে সম্ভব হইয়াছিল ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাশীই ছিল তাঁহার বিদ্যাপীঠ, কর্মস্থল ও সাধনক্ষেত্র। অধিকাংশ সাধু ও মহাত্মাদের দর্শন তিনি এইখানেই করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কখনও তাঁহাদের জাতি, ধর্ম, আচার, দেশ অথবা আয়ুগত ভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। এমনই ছিল তাঁহার সাধুদের প্রতি উদারতা। তিনি সাধুদর্শন করিতে গিয়া কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক পথের পাথেয় তিনি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছেন। সাধুদর্শনের জন্য তিনি সর্বত্র গমন করিতেন, নিজের পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। এ বিষয়ে তিনি অত্যধিক অমায়িক ছিলেন। কোন সভাসমিতিতে তিনি কখনও যোগদান করেন নাই এবং সর্বসাধারণের সম্মুখে কখনও বক্তৃতা বা ভাষণ প্রদান করিতেন না। একবার দেশমান্য পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালব্য শ্রীকবিরাজ মহাশয়কে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি কিন্তু তুমি কখনও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আস না।" তিনি পাঁচ পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি পাইয়াছেন এবং কতই সুবর্ণ পদক ও পুরস্কার বিভিন্ন সংস্থা হইতে তাঁহাকে দিয়াছে কিন্তু তিনি কখনও ঐসব গ্রহণ করিতে কোন সমাবর্তন সভায় গমন করেন নাই। এবিষয়ে তিনি চিরকালই ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন।

সকাল সন্ধ্যায় দুইবার নিয়মিতভাবে যথাসময়ে তিনি সাধনায় বসিতেন কিন্তু মহানিশায় দীর্ঘকাল যোগসাধনাই ছিল তাঁহার প্রতি বিশেষ গুরুদত্ত নির্দেশ। এই মহানিশার ক্রিয়া বা সাধনা স্বামী শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী তাঁহার সকল শিষ্যকে প্রদান করিতেন না। যাঁহারা বিশেষ অধিকারী এবং সাধনায় উন্নত, তাঁহাদেরই কেবল দিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের উপর তাঁহার অসীম কৃপা ছিল। গুরুকৃপায় তিনি যে সব সময় অন্তর্মুখী ভাবে মগ্ন থাকিতেন ইহা কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। ক্রমশঃ এই তন্ময়তা ভাবটি যে তাঁহার মধ্যে অধিক গভীর হইয়া উঠিয়াছিল ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন বিশেষ কাজের জন্য তাঁহাকে বারবার ডাকিয়াও অনেক সময় সাড়া পাওয়া যাইত না। এমনই গাঢ় চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বিচার করিবার শক্তি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের নাই। তাঁহার বাহ্যিক স্থিতি দেখিয়া মনে হইত তিনি জগতের সুখ-দুঃখের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাথের (মাখনের) মৃত্যুতে আমরা তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও শোক করিতে দেখি নাই। যেমন নিত্য জিজ্ঞাসুদের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতেন সেই দিনও মৃত পুত্রকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানে লইয়া যাইবার পর সেইরূপ ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। এইরূপ আচরণ মহাপুরুষ ব্যতীত কি সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ? এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া যাঁহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার এই উদাসীন বা অনাসক্ত ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহার দুই মাস পর বিধবা পুত্রবধূ একটি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মৃত পতির অনুগমন করেন। ইহাতেও মহাপুরুষের সমতার মধ্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। এইরূপ অবস্থাকেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

যাঁহার হৃদয় দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও উদ্‌বিগ্ন হয় না এবং সুখলব্ধ হইলে যাঁহার স্পৃহা বা অভিলাষ বাড়িতে থাকে না, যাঁহার রাগ (আসক্তি), ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে সেই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মুনি কহে। উপর্যুক্ত গুণসকল আমরা কবিরাজ মহাশয়ের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে দেখিতে পাই। পুত্রবিয়োগ, স্ত্রীর অভাব, কন্যার বৈধব্য ইত্যাদি শোকে সাধারণ মানব মুহ্যমান বা অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়ে। কবিরাজ মহাশয়ের জীবনে এই তিনটি ভয়ঙ্কর শোক সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনও শোকসংবিগ্নমানস হইতে কেহ দেখে নাই, এমনই তিনি পরম জ্ঞানীর যথার্থ অবস্থা লাভ করিয়া শোক-মোহের কবল হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের দিকটা যেমন তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল, যোগজ শক্তিরও প্রকাশ যুগপৎ তাঁহাতে দৃষ্টিগোচর হইত। সিগরার বাড়ীতে থাকাকালীন যখন তিনি বিকালে কলেজ ফেরতা নিজের ঘরে আসিয়া একখানা আরাম কেদারায় কোট খুলিয়া হাতলের উপর দুইখানি হাত রাখিয়া কিছুক্ষণ আরামে বসিয়া থাকিতেন সেই সময় তাঁহার কামরার উত্তর দিকের জানালার ফাঁক দিয়া একটি গেরুয়া রংয়ের পায়রা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপর আসিয়া বসিত। তিনি উহার দিকে অল্প সময় একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবার পর কবুতরটি ধীরে ধীরে জানালার ফাঁক দিয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। এমন নয় যে তিনি প্রত্যহ ঐ সময় কপোতটিকে কিছু খাইতে দিতেন যাহার লোভে উহা আসিত। মহর্ষি শ্রীপতঞ্জলির যোগদর্শনের সাধনপাদে একটি সূত্র বর্ণিত হইয়াছে "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" যে সাধকের বা যোগীর অহিংসা বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার সান্নিধ্যে সকল প্রাণীর হিংসা বৃত্তি দূরীভূত হয়, যিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহার নিকট রজ ও তমোগুণের কার্য হিংসাবৃত্তি প্রশমিত হয়। যাহার মধ্যে হিংসা বৃত্তি থাকে না তাহাকে দেখিয়া কেহ ভয় পায় না। আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই ঋষিদের তপোবনে হরিণ-ব্যাঘ্র, অহি-নকুল, গজ-সিংহ একসঙ্গে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ পরস্পর বৈরভাব থাকা সত্ত্বেও ঋষিরা অংহিসায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সান্নিধ্যে বা উপস্থিতিতে একে অপরকে হিংসা বা আক্রমণ করিত না। সাধারণতঃ দেখা যায় পাখী মানুষকে দেখিয়া ভয়ে উড়িয়া যায়, কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া কপোত উড়িয়া যাওয়া তো দূরের কথা, স্বেচ্ছায় তাঁহার হাতের উপর আসিয়া বসিত এবং উহা যাহার জন্য আসিত তাহা পাইয়া আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইত। ইহাদ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে তিনি অহিংসা বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ?

যাঁহারা পূর্বে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত একটু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিতেন তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন তাঁহার শরীরে একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

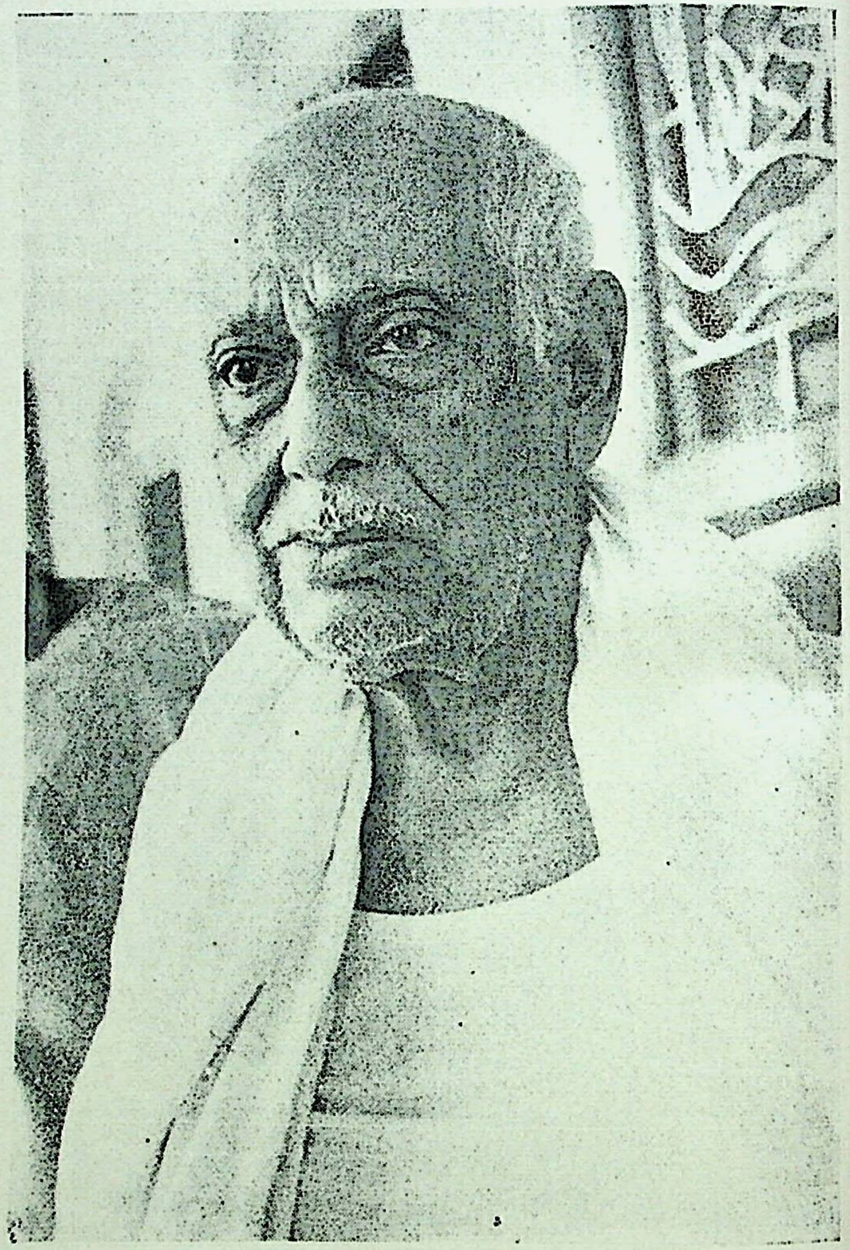

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হইত। একটি তামার পয়সা বিছানার উপর রাখিয়া তিনি নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী (অঙ্গুষ্ঠের পাশের আঙ্গুল) একটু বিছানার চাদরের উপর ঘসিয়া পয়সাটির তিন চারি ইঞ্চি উপরে ধরিলেই পয়সাটি লাফাইয়া তাঁহার আঙ্গুলের সহিত লাগিয়া থাকিত। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে তেমনি তামা তিনি আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহে তড়িৎ শক্তি এতটা পরিমাণ সর্বদা বর্তমান থাকিত যাহার জন্য তাম্রখণ্ড তাঁহার অঙ্গুলীতে গিয়া আটকাইয়া থাকিত। ইহা তাঁহার গুরুদত্ত যোগক্রিয়ার ফল বলিয়াই মনে হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অসাধারণ স্মরণ শক্তির কথা উঠিলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় একটি ঘটনা বলিলেন। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় (শৈবদর্শনের উপর একখানা অতিপ্রসিদ্ধ ও কঠিন গ্রন্থ) পড়িতেন। একদিন কথায় কথায় তিনি কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়দর্শনের কোথায়ও কি ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে?" তিনি প্রশ্নের সাথে সাথে উত্তর দিলেন, "ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে।" অনুমান প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এমনই প্রখর স্মৃতিশক্তি যে ন্যায়শাস্ত্রের কোন গ্রন্থে কত পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাস্য বিষয়টির বর্ণনা আছে তাহা তিনি প্রশ্নের সাথে সাথে বলিয়া দিতেন। আজকাল কাহারও এজাতীয় স্মরণ শক্তির কথা বড় শোনা যায় না, এতদিন পরও যে তাঁহার পাতা পর্যন্ত মনে আছে, ইহা যোগজ শক্তির দ্বারাই বলা সম্ভব কেবল মেধা দ্বারা বলা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় মনীষী শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বিশেষ চিন্তার ধারা ছিল তাঁহার অখণ্ড মনযোগ। ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ কি এবং ইহা কি সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সব অত্যন্ত গুহ্য রহস্য এবং ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশের যোগ্যও নহে। কিন্তু যোগসিদ্ধ হইলে ইহার ফল সকলেই পাইবে। এই বিষয়টি তিনি তাঁহার "অখণ্ড মহাযোগ" নামক পুস্তকে দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইয়াছেন। এই বিষয়টি লইয়া আংশিকভাবে কেহ কেহ আলোচনা করিলেও বিশ্বের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এবং গুরুসম্প্রদায় ইহাকে এ পর্যন্ত গুপ্তই রাখিয়াছেন। বর্তমান যুগেও ফরিদপুরের প্রভু শ্রীজগবন্ধু, যোগী, শ্রীরামঠাকুর মহাশয়, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমেহের বাবা প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মনীষীবৃন্দ কোনও না কোনরূপে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যোগীবর শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি অনুসারে ইহাকে অতিমানস অবতরণ বলা হইয়া থাকে। ইহাও সেই মহাযোগের আংশিক বিবরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার অন্তর্গত সকল প্রকার যোগই আসিয়া যায় যথা শিবের সহিত শক্তির যোগ, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, লোকের সহিত লোকাতীতের যোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অখণ্ড মহাযোগ যখন পূর্ণসত্তারূপে নিষ্পন্ন হইবে তখন আর জগতে কিছুরই অভাব থাকিবে না। এই মহাযোগের দ্বারা সকলের সর্বদার জন্য এবং সর্বপ্রকারের অভাব ও দুঃখচিরকালের জন্য বিনাশ হইয়া যাইবে। পারসী ধর্মের প্রবর্তক মহামনীষী শ্রীজরথুস্ত্র হনুমান ১০,০০০ বৎসর পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন, এমন একদিন আসিবে যখন জগতে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অভাব ও দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না (vide Iran and its Culture by Davar), পৃথিবীতে নিত্য স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্বে কোন সময়েই এইরূপ সুখ-শান্তি পূর্ণ সংসার ছিল না। সেই শুভদিনের আর বেশী দেরী নাই, ইহাই মহামানব শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিগত ধারণা। এই অখণ্ড মহাযোগের তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দুইটি বিষয়ের পূর্ণতম অপেক্ষা আছে। একটি হইল মানবের দিক হইতে পূর্ণতম প্রযত্ন বা পুরুষাকার এবং অপরটি হইল ভগবানের বা পরমাত্মার দিক হইতে তাঁহার পূর্ণ মহাকরুণা বা অনুগ্রহ। প্রথমটির হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্ন হইতে উর্দ্ধগতি এবং দ্বিতীয়টির হইল উপর হইতে নীচে অবতরণ বা অবরোহণ। এই দুইয়ের মিলন যে মুহূর্তে পূর্ণভাবে হইবে তখনই ইহার ফল সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হইবে। ইহার প্রস্তুতির জন্য আবশ্যক মানবকে সদা এই শুভক্ষণের জন্য চাতকপাখী যেমন স্বাতী নক্ষত্রের বর্ষার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে তেমনি উন্মুখ হইয়া থাকা। শ্রীভগবান্ তো সদাই জীবকে আনন্দে রাখিতে চাহেন কিন্তু জীব বিষয়বাসনারূপ তুচ্ছ আনন্দ প্রিয় মনে করিয়া শ্রেয় যে স্বরূপানন্দ তাহা হইতে দূরে সরিয়া আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহামনীষীর শ্রীমুখকমল হইতে প্রকাশ অখণ্ড মহাযোগের যে মূল উদ্দেশ্য, যাহার জন্য সারাবিশ্বের যোগীসমাজ এতদিন পর্যন্ত সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা সূক্ষ্মে অবতরণ করিয়াছে। উহার স্থূল প্রকাশে কতকগুলি অন্তরায় বা obstacles উপস্থিত, যাহার জন্য উহা সকলের অনুভবে আসিতে পারিতেছে না। সেই প্রতিবন্ধকসকল অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত উহার উর্দ্ধলোক হইতে নিম্নে অবরোহণ সম্ভব নহে। সেইসব বাধা দূর করিবার মানসে যোগীগণ আজ প্রযত্নশীল, যে কোন মুহূর্তে উহা প্রকাশ হইতে পারে। তজ্জন্য এখন সদা উন্মুখতার সহিত প্রতীক্ষার প্রয়োজন এবং বিশ্বনিয়ন্ত্রীর নিকট আবশ্যক আকুল প্রার্থনা।

আপাতদৃষ্টিতে কখন কখন শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কবিরাজ মহাশয় এই অনৈক্যের মধ্যে এমন একটা সমন্বয় করিয়াছেন যাহা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনই তাঁহার উদার এবং অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি। এই প্রকার প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি হইবার কারণ তিনি সকল প্রকার মতের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। সকল মতই আপন আপন স্থানে সত্য প্রতীত হয়। বর্তমান জগতে এই দৃষ্টির অভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ও বিরোধের স্ফুরণ হইতে দেখা যাইতেছে। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মের ক্ষেত্রেও। সাত্ত্বিক জ্ঞানদৃষ্টি না খুলিলে এই বিরোধ মেটে না বা সমন্বয় করাও যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লোকোত্তর প্রতিভা, সাধনপুষ্ট পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যসেবার স্বীকৃতি-স্বরূপ কেন্দ্রীয় ভারতসরকার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং বহু গণ্য-মান্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে যেসব সম্মানিত পদ, পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১।	মহামহোপাধ্যায়	ভারতসরকার, ১৯৩৭
২।	করোনেশন সুবর্ণপদক	ভারতসরকার, ১৯৩৭
৩।	ডি. লিট.	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭
৪।	ডি. লিট.	কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬
৫।	সার্টিফিকেট অফ অনার	রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৯৫৯
৬।	ফেলোশিপ	বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪
৭।	পদ্মবিভূষণ	ভারতসরকার ১৯৬৪
৮।	ফেলোশিপ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল, কলিকাতা ১৯৬৪	
৯।	মাননীয় সদস্য লোনাবালা হইতে প্রকাশিত যোগমীমাংসা পত্রিকা	
১০।	সাহিত্যিক পুরস্কার	সাহিত্য আকাদেমী, ভারতসরকার, ১৯৬৫
১১।	ডি. লিট.	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫
১২।	সাহিত্য-বাচস্পতি	হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, ১৯৬৫
১৩।	অধ্যক্ষ	গঙ্গানাথ ঝা ইনষ্টিট্যুট, প্রয়াগ, ১৯৬৫
১৪।	সর্বতন্ত্র সার্বভৌম	রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৭
১৫।	জগত্তারিণী সুবর্ণপদক	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯
১৬।	ডি. লিট.	দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪
১৭।	ডি. লিট.	নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫
১৮।	রাজ্য সাহিত্যক পুরস্কার ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)— উত্তর-প্রদেশ সরকার— ১৯৭৫।	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯। বাচস্পতি বারাণসীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬

২০। মহর্ষি মদনমোহন মালব্য শিক্ষা সংস্থা, উত্তরপ্রদেশ, ১৯৭৬

পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাঁহার পতি শ্রীরমনীমোহন চক্রবর্তী ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কাশী আগমন করেন এবং রামাপুরায় শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উঠেন। কুঞ্জবাবুর বড় ভাই রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন ডাঃ শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মায়ের একজন বিশিষ্ট ও অনুগত ভক্ত। তিনিই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে মায়ের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আগমনের সংবাদ পাইয়া শহরের নরনারী তাঁহার দর্শনের জন্য প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সর্ব সময় কুঞ্জবাবুর বাড়ী যাইত। সেই সময় গৌহাটির কটন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ. মহাশয় প্রায় প্রত্যহই শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী পুস্তক আনিতে যাইতেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াও কিন্তু গবেষণা করিতেন ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের উপর, বিশেষ রুচি ছিল তাঁহার শিলালেখাদিতে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল "কামরূপ শাসনাবলী" বা Inscription of Assam. তিনি ছিলেন একজন প্রাচীন আদর্শের চরমপন্থী সনাতনধর্মী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার লোকচরিত্র বিচারের মানদণ্ড এত উচ্চ ছিল যে কেহই তাঁহার আন্তরিক প্রসংসার যোগ্য ছিল না। তাঁহার মুখে কাহারও প্রসংশা বা সুখ্যাতি বড় শোনা যাইত না। একদিন তিনি কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কাশীতে একজন মা আসিয়াছেন। তিনি রামাপুরায় শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছেন। সঙ্গে তাঁহার স্বামীও আসিয়াছেন। তিনি অধিক সময় সমাধিতে থাকেন। তাঁহার খুব উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে হয়। তাঁহাকে দর্শন করিবেন।" শ্রীবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মুখে মায়ের প্রসংশা কবিরাজ মহাশয়ের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল। কারণ যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও কাহারও সুখ্যাতি করেন না, তাঁহার মুখে যখন এই মাতাজীর এত প্রসংশা তাহা হইলে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু তিনি দেখিয়াছেন যাহা অতিশয় বিরল।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় মাকে দর্শন করিতে গিয়া শুনিলেন তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় অনেকক্ষণ যাবৎ আছেন, কখন যে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া প্রথম দিন তিনি মাকে দর্শন না করিয়াই ফিরিয়া আসেন। পরের দিন তিনি মাতৃদর্শনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া গিয়া দেখেন তিনি সভায় বসিয়া ভারতধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী শ্রীদয়ানন্দজীর সঙ্গে ধর্ম বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেছেন। স্বামী-জীর বিশ্বাস স্বয়ং দেবী ভগবতী জগৎ কল্যাণের জন্য এই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী মাকে বিভিন্নভাবে দেখিতেন। কেহ বলিতেন মা সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীকালী, কেহ কেহ বলিতেন দশ মহাবিদ্যার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে কারণ তাঁহার শরীরে নানাবিধ মহাবিদ্যার দর্শন কেহ কেহ পাইয়াছেন। কেহ বলিতেন মহামুনি শ্রীশুকদেবই স্বয়ং আনন্দময়ী মা হইয়া আসিয়াছেন কারণ একাধারে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের সমাবেশ এইরূপ বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। কবিরাজ মহাশয় শ্রীশ্রীমাকে জগদম্বা রূপেই দেখিতেন এবং মা নানা প্রকারে তাঁহার কল্যাণ করিতেছেন ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। মায়ের স্নেহ যে তাঁহার উপর কত তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন না। মায়ের প্রতি তাঁহার শরণাগতির ভাবটিও বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইত। কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টাতেই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামী শ্রীবিশুদ্ধা-নন্দ পরমহংসদেব বাবার মালদহিয়ার আশ্রম বিশুদ্ধ কাননে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামীজী অত্যন্ত আদরের সহিত মায়ের যথোচিত সৎকার করিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে তাঁহার পতিদেবা শ্রীভোলানাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(রমণীমোহন) এবং ভক্তসন্তান জ্যোতিষচন্দ্র রায় মহাশয় (ভাইজী) ছিলেন। বাবার নিকট যাইয়াই বলিলেন, "বাবা! তোমার ছোট্ট মেয়েটা পিতার কাছে আসিয়াছে।" পক্ষান্তরে স্বামীজীও মাকে বলিলেন, "হাঁ বেটি। ঘরের ভিতর এসে বসো।" মার জন্য বাবার সম্মুখে আসন পাতা ছিল, কিন্তু মা আসনে না বসিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। বাবা ভোলানাথ (মায়ের স্বামী) আসনে বসিলেন। মা ভাইজীকে বলিলেন, "তোর না বাবাজীর সূর্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জানিবার খুব ইচ্ছা ছিল? এখন তোর যা ইচ্ছা বাবাকে প্রশ্ন কর্। যা দেখিতে চাস্ বাবাকে বল্, বাবা সব দেখাবেন।" স্বামীজী এই কথার উত্তরে বলিলেন, "সূর্যবিজ্ঞান যোগের কোন বিভূতি নহে। যাহারা সূর্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের বিশ্বাস ইহাও একপ্রকার যোগ-বিভূতি কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহার সহিত যোগের কোন সম্বন্ধ নাই। সূর্যবিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে। যোগ এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারাও সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বাহ্য জগতের যে কোন পদার্থ এই দুইয়ের দ্বারা নির্মাণ হইতে পারে। তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ আছে। সূর্যবিজ্ঞানে সূর্যের রশ্মি অবগত হইয়া বিভিন্ন রশ্মির মিশ্রণের সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হয়। সূর্যের এক নাম সবিতা অর্থাৎ যিনি প্রসব বা নির্মাণ করেন। এই বিশ্বের সৃজন বা আবির্ভাব সূর্য হইতেই হইয়াছে। সূর্য হইতেই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার সব কিছু হইতেছে। সূর্যবিজ্ঞানবিদ্ এই রহস্য আয়ত্ত করিয়া নানাবিধ রশ্মির সংমিশ্রণ হইতে ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার বস্তু সৃজন করিতে পারেন। ইহাদ্বারা যোগীর আত্মিক শক্তির উপর কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাশক্তিদ্বারা সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির উপাদান বাহির হইতে গ্রহণ করিতে হয় না, আত্মস্বরূপ হইতেই লইতে হয়। এইরূপ চন্দ্রবিজ্ঞানে চন্দ্র হইতে, বায়ুবিজ্ঞানে বায়ু হইতে, শব্দবিজ্ঞানে শব্দ হইতে উপাদান গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি হইতে যে সৃষ্টি হয়, উহাতে উপাদান কারণও আত্মা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত কারণও আত্মা। এইজন্য যোগ বা ইচ্ছাশক্তি হইতে সৃষ্টি করা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ আছে, কারণ উহাতে আত্মার ক্ষতি হয়। যদ্যপি উহার ক্ষতিপূর্ণ হইতে পারে তথাপি যোগীর ইষ্টসিদ্ধিতে ইহা বাধা উৎপন্ন করে। কিন্তু সূর্যবিজ্ঞান হইতে কোন বস্তু নির্মাণে কোন প্রকার আত্মিক হানি হইবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নাই।"

এই সব কথা বলিয়া বাবা তাঁহার 'জ্ঞানগঞ্জ' হইতে আনীত লেন্স দ্বারা সূর্যরশ্মি নির্গমিত করিয়া ঐ রশ্মির মিশ্রণের সাহায্যে প্রথম নানাবিধ গন্ধ দেখাইলেন। তাহার পর বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প নির্মাণ করিলেন এবং কর্পূর ও কেসর উৎপন্ন করিয়া উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। সর্বশেষে একটা পাতাবাহারের গাছ হইতে কয়েকটা পাতা নিয়া পিষিয়া একটি বটিকা তৈয়ার করিলেন। উহা একস্থানে রাখিয়া উহার উপর লেন্স দ্বারা সূর্যকিরণ ফেলিতে লাগিলেন। সকলের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে দুই এক মিনিটের মধ্যে উহা একটি কাঁচের গুটিকায় পরিণত হইয়া গেল। এই সব ভৌতিক রচনা দেখিয়া মা বলিলেন, "বাবা! এই সব তো প্রকৃতির খেলা, অতএব ইহাও এক প্রকার মায়ারই চমৎকার"। ইহার উত্তরে বাবা বলিলেন, "হাঁ ইহা মায়াই, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিই তো মায়াবীর মায়া। ইহাতে আর সন্দেহ কি?" আবার মা বলিলেন, "মায়ার ধাক্কায় সকলে মোহিত হইয়া আছে। আবার মায়ার উপর মায়া কেন দেখাইতেছ বাবা। মায়া সরাইয়া লও।" কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "বাবাকে ধরো। বাবার কাছে পরম বস্তু আছে। ইনি ঢাকনা দিয়া সব আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাবা, আর ঢাকিয়া রাখিও না। সব আবরণ সরাইয়া লও। পরম বস্তু খুলিয়া সকলকে দান কর"। ইহার উত্তরে বাবা বলিলেন, "বেটি, আমি তো দেবার জন্যই আসিয়াছি। দেবার জন্য প্রস্তুত, হাত বাড়াইয়াই আছি কিন্তু নেয় কে?" এই কথা বলিয়া বাবা হাসিতে লাগিলেন। আরও অনেক কথাবার্তা হইল। স্বামীজী বলিলেন, "সকলকে জলখাবার দেও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে বলিলেন, "বেটি, বাপের বাড়ী আসিয়াছ, কিছু খাইতে হইবে।" উত্তরে মা বলিলেন, "বাবা, এরা এই শরীরটাকে (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) খাওয়াইয়া আনিয়াছে।" মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বামীজী মনে করিলেন মায়ের বুঝি খাইবার ইচ্ছা নাই। পুনরায় তিনি বলিলেন "বেটি! তবে তুমি কিছু খাইবে না ?" মা উত্তরে বলিলেন, "কেন খাইব না ? ছোট ছেলেমেয়েরা তো বার বার খায়। তবে তোমার এই মেয়েটার একটা অভ্যাস সে নিজের হাতে খায় না। ছোট্ট মেয়েটা কিনা! তাই তাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়।" এইসব কথাবার্তার পর একখানা রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্টি লইয়া বাবা মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাথে সাথে মাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মায়েয় মুখে মিষ্টি দেন, কিন্তু তিনি মিষ্টি হাতে লইবার পূর্বেই মা মিষ্টি লইয়া বাবার মুখে দিলেন। বাবা ফল নিয়া মায়ের মুখে দিলেন। কে আগে দিলেন, আর কে পরে ইহা বলা কঠিন। একজন আর একজনের মুখে এক সাথেই দিলেন। এই কৌতুক দেখিয়া উপস্থিত সকলে আনন্দে হাসিয়া উঠিল। সকলের খাওয়ার পর মা বলিলেন, "বাবা তোমার এই ছোট্ট মেয়েটা এখন চললো।" সঙ্গে সঙ্গে বাবা অতিশয় ভাবাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "বেটি! যাচ্ছিস, কিন্তু এই বুড়ো বাপকে ভুলিস না।"

যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের লৌকিক লীলা সম্বরণের পর একদিন কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরের রোয়াকের উপর ছোট মা কবিরাজ মহাশয়ের হাত ধরিয়া শ্রীশ্রীমা আনন্দমীর হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "গোপীকে তোমার হাতে দিলাম।"

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে যখন কবিরাজ মহাশয় ভীষণ দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হন তখন মা আনন্দময়ীই তাঁহাকে দিল্লী নিয়া ডাক্তার সন্তোষ সেনকে দিয়া পরীক্ষা করান এবং বম্বে লইয়া গিয়া সেখানকার প্রসিদ্ধ ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বর্জিসদ্বারা অপারেশন করাইয়া তাঁহাকে ভাল করেন। এই অপারেশন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রী মায়ের অগাধ স্নেহ ও করুণা কবিরাজ মহাশয়ের উপর অজস্র ধারায় প্রথম দর্শন হইতেই সমানভাবে বর্ষিত হইত তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু এই অতিশয় কষ্টদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইবার পর হইতে তিনি সর্বতোভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গুরুদেব শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পমরহংসদেবের দেহরক্ষার পর তিনি শিশুর মতন সরল ও নিঃসঙ্কোচে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে তাঁহার হাতের একটি ক্রীড়নকমাত্র মনে করেন। মাকে নিবেদন করিবার জন্য তিনি ১৯৬৭তে লিখিলেন "বহু বৎসরের মধ্যে এবারই মায়ের নিকট যাইতে পারিলাম না। মাকে আমার শতকোটী প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিবেন আমি যেন মাকে নিকটেই পাই। আমি যাইতে পারিলাম না বলিয়া মা যেন আমাকে স্নেহদৃষ্টি হইতে চ্যুত না করেন। আমি সর্বদা তাঁর চরণেই অবস্থিত।" আর এক পত্রে তিনি বম্বে হইতে লিখিয়াছিলেন, "ছোট ছেলে মায়ের কোলে থাকিয়াও কাঁদে, মণি মুক্তা দিলে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইলে সে শান্ত হয়। কিন্তু মায়ের প্রসন্ন মুখ কখন সে দেখিতে পাইবে তাহা কি সে জানে?" এতবড় জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ও সাধকের পক্ষে এমন অহংকারশূন্য ও নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করা কতখানি উচ্চাবস্থার পরিণাম, ইহা সাধারণ লোকে ধারণাও করিতে পারে না। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তাঁহার সহধর্মিণী পরমভাগ্যবতী কুসুমকামিনী দেবী তাঁহার পতিদেবতার সম্মুখে কাশীলাভ করেন। এই ঘটনার পর কবিরাজ মহাশয়ের সেবার ত্রুটি হইবে আশঙ্কা করিয়া সিগরার বাড়ী হইতে তাঁহাকে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মায়ের গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে মা স্থানান্তরিত করেন। মায়ের কন্যাপীঠের কুমারী কন্যারা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেদের জীবন সার্থক মনে করিতেন। মায়ের আদেশে তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যা সুধারাণী দেবী পিতার সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুশ্রূষার জন্য তাঁহার দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, বাড়ী সাজান সংসার ত্যাগকরতঃ আশ্রমবাসী হইয়াছেন। একটি বিধবার পক্ষে সুযোগ্য পুত্রদের মমতা ও সংসার ছাড়িয়া এইভাবে পিতৃসেবায় জীবন অর্পণ করিতে আসা কম প্রশংসার কথা নহে।

কবিরাজ মহাশয়কে আমরা দেখিতাম তিনি যেন গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করিতেছেন। অন্তর্মুখী মনের গতি অবলোকন করিয়া অনেকেরই ধারণা হইত তিনি সর্বদা ইষ্টের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড মহাযোগে নিমগ্ন আছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জগৎ-কল্যাণের ভাবটাও পরম কারুণিক-যোগ্য একটি আদর্শ জীবন এই যুগে দৃষ্টিগোচর হয় না।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুন্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখ সাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

যাঁহার চিত্ত পরব্রহ্মরূপ অসীম ও অগাধ জ্ঞানানন্দরূপ মহাসমুদ্রে লীন হইয়াছে তাঁহার বংশ পবিত্র হয়, জননীর জন্মগ্রহণ সফল হয় এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন। যে কুলে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অথবা পরম ভাগবতের আবির্ভাব সেই কুলের ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ এই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। মর্যাদা পুরষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ রামচরিতমানসে শ্রীরাঘবেন্দ্রের বনগমন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হ জাত্রা ধন্য সোনগুরু জহাঁতে আএ।
ধন্য সো দেস্থ সৈলু বন গাউঁ। জহঁ জহঁ জাহিঁ ধন্য সোই ঠাউঁ॥

সেই পিতা মাতা ধন্য যাঁহারা এমন পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন। সেই নগর ধন্য যে স্থান হইতে তিনি আসিয়াছেন। সেই দেশ, পর্বত, বন. গ্রাম ও সেই সকল জায়গা ধন্য, যেথায় যেথায় তিনি গমন করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় তথা পুণ্যকীর্তি শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশ পবিত্র হইয়াছে, যে মাতা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ভূমণ্ডলে আসা সার্থক হইয়াছে, তাঁহার মতন একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষকে বক্ষে স্থান দিয়া আজ বসুন্ধরা মহাপুণ্যবতী বলিয়া পরিগণিতা। সেই সকল নগর ধন্য যেখানে যেখানে তিনি বাসকরতঃ তাঁহার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাধকজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং সে সমস্ত স্থান আজ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সাধনোচিত চির আনন্দময়ধাম যেথায় তিনি গমন করিয়াছেন সেই স্থানকে তিনি তাঁহার দিব্য উপস্থিতিদ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল ও আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন।

১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন শনিবার দিনটি জগতের পক্ষে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। কারণ ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বে অপরাহ্ন ৫টা ২০ মিনিটের সময় ভারতগগন হইতে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য বিদ্যার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জ্ঞানভাস্কর পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রহ্মর্ষি গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ, বিদ্যাবাচস্পতি, সর্বতন্ত্র সার্বভৌম, দেশিকোত্তম, মহাশয় অস্তমিত হইয়া জগৎকে তমসাচ্ছন্নকরতঃ শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথের শ্রীপাদ-পদ্মে লীন হইয়া চিরশান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

পরমপূজ্যপাদ আচার্য শ্রীশঙ্করের পর এই ১২০০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ও নিঃস্পৃহ কোন বিদ্বান্ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। যে স্থানটি তিনি শূন্য করিয়া গেলেন সেইটি নিকট ভবিষ্যতের তো কোন কথাই নাই, সুদূর ভবিষ্যতেও যে কখনও পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। তাঁহার অভাব আজ ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী সমাজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা লোকে বুঝে না। আজ আমরা অনুভব করিতেছি কি জিনিষ আমরা হারাইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাধারে তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বশাস্ত্রের অগাধ বারিধি, বাগ্‌দেবীর একনিষ্ঠ বরপুত্র, অক্ষর ব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পরম সাধক, উচ্চকোটির যোগী, জন্মগত সুকবি ও সাহিত্যিক এবং অভিমানশূন্য প্রকৃত ধীর স্থির গম্ভীর স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহার ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে যাওয়া আমার মতন একজন অতি সাধারণ মানবের পক্ষে কেবল অশোভন বা বাতুলতাই নহে বরং উহা ধৃষ্টতা বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। দিনদুপুরে তিমিরহরণ জগৎভাস্বর মার্তণ্ডদেবকে দীপদ্বারা দেখাইতে যাওয়ার প্রয়াস যেমন হাস্যকর কার্য তেমনি জ্ঞানের মূর্তিমান বিগ্রহ কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় ভাষার মাধ্যমে প্রদান করিতে যাওয়ার চেষ্টাও আমার মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ বিদ্রূপের ও দুঃসাহসের বিষয়। আর তাঁহাকে বুঝিরই বা কতটুকু। তথাপি যে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ পরম প্রীতিভাজন শ্রীজগদীশ্বর পালের বিশেষ অনুরোধ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রয়াস।

গত অনুমান ৬০ বৎসর আচার্যদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার মুখকমল হইতে বিভিন্ন সময়ে যাহা যৎসামান্য শুনিয়াছি তাহাই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা মতন কয়েকটি ঘটনা যাহা মনে পড়িয়াছে লিখিয়া আমার আন্তরিক ও বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি এইভাবে নিবেদনের অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। তাঁহার অসীম স্নেহ ও করুণার একটি ক্ষুদ্রতম কণা পাইবার যোগ্যতাও এই দীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর নাই, তথাপি তিনি কম করিয়া কিছু দেন নাই। ইহাদ্বারা তাঁহার উদারতা ও অহৈতুক কৃপারই পরিচয় দেয়। তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ তাঁহার রাতুল চরণে জ্ঞাপন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃ আমাদের আচার্যদেব ঃ

॥ হেমেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ॥

পূজনীয় আচার্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বলার যোগ্যতা আমার নাই, তবুও তাঁর অসামান্য প্রতিভার যে পরিচয় আমার হয়েছে তারই অল্প কিছু এখানে উপস্থিত করছি।

কিছুদিন পূর্বেও তাঁর দর্শনপ্রার্থী কোন নবাগত মানুষ কাশীর ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করে এসে আচার্যদেবকে সচল বিশ্বনাথ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁকে এই অভিধায় অভিহিত করতে তার মনে কোন সংকোচ হয় নি। এ যে কোন আহার্য জ্ঞান অথবা অর্থবাদ এ কথাও বক্তার মনে হয়নি। যদি বলি ইহা ভক্তির আতিশয্য, তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না, যে মানুষ কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানের পরাভূমিতে স্থিত বলে স্বীকার ক'রে তার সঙ্গে ব্যবহারে সহজ হতে পারেন, এবং ঐ পরম ভাবটিকে হৃদয়ে লালন করতে পারেন, তাতে তো তারই লাভ। মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে, তার কাছে অবনত হয়ে যদি বলতে পারি তুমিই তো জগজ্জননী। তাহলে ঐ বিগ্রহ তার ভাবনায় চৈতন্যময়রূপ ধারণ করে, তখন তার নিজ স্বরূপের সঙ্গে ঐ চৈতন্যময় পরমসত্তার যে মিলন ঘটে, তা কখনো যদি ঐ ভাবনা-সঞ্জীবনীর অমৃতস্পর্শ লাভ না করত তাহলে কি সম্ভব হত?

শাস্ত্রে বার বার বলেছে গুরু স্বয়ং শিব। স্বয়ং শিব গুরুর পরম রূপ, কিন্তু তার অপর রূপ সেই সব মহান্ পুরুষে বর্তমান যারা নিরন্তর ভগবৎস্বরূপে তন্ময় থাকেন। ভগবদাবেশময়তার ফলে ভগবৎস্বরূপ তার মধ্যে যতটা পরিস্ফুট ততটা অন্যে সম্ভব নয়, তাই তিনি মনুষ্যবিগ্রহে বিরাজিত হয়েও শিব স্বরূপ। তাতে শিবভাব অবাধিতরূপে প্রবাহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের স্বরূপও তো শিবভাবের স্পর্শ হতে' বঞ্চিত নয়, কিন্তু তাহলেও আমরা সাধারণ জীব শিবনামে আখ্যাত হই না কেন ? প্রশ্ন অনেকাংশে সত্য। কিন্তু প্রশ্নটি বুঝবার সুবিধা হবে বলে একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি। আমরা জানি ঘট একটি বস্তু। ঐ ঘটটিকে জানতে হলে তার আকার প্রকার. তার অন্য সব যোগ্যতাকেও জানতে হয়। যদি তাকে মাটি বলে জানি কিম্বা সৎ বলে জানি তাহলে ঘটের যা কাজ তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঘটত্ব যেমন ঘটের কাছাকাছি, সত্তা তেমন নয়। যে স্বরূপে ভগবদাবেশময়তা যত বেশী সে স্বরূপ পরমগুরুর অতি সন্নিহিত। আমরা সাধারণ পাশবদ্ধ জীব অপার আনন্দসমুদ্রের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মাত্র। আনন্দসমুদ্রে বর্ত্তমান থেকেও আমরা সুখ দুঃখের লবণাম্বু নিরন্তর পান করছি। আমাদের শিবস্বরূপ আবৃত, আর মহাপুরুষের পরম স্বরূপ অনাবৃত— পার্থক্য এই খানেই।

একদিন ঐ মহাপুরুষ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন শিবভাবে অথবা পরম অদ্বৈত স্থিতিতে যেন দুটি ভাবের খেলা আছে। যদিও বর্ণনাকালে এই স্থিতিকে দুটি শব্দে অভিহিত করা হয়, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে স্থিতি দুই নয়, একই। কেননা যেখানে পরম অদ্বৈত সেখানে দুই কোথায় ? যেখানে দ্বিতীয় নাই সেখানে দ্বিতীয়ভাব আসে কিরূপে ? কিন্তু স্বরূপকে যথাযথ বুঝতে হলে এই স্থিতিকে দুইরূপে বর্ণনা করা হয়। এই স্থিতি দুটি আগম পরিভাষায় একটিকে বলা হয় প্রকাশ এবং অন্যটিকে বলা হয় বিমর্শ। একটি শিব এবং অন্যটি শক্তি। একটি বোধরূপ অখণ্ডপ্রকাশ এবং অন্যটি ঐ বোধের, ঐ প্রকাশের আমর্শন, অর্থাৎ বোধকে বোধরূপে জানা। আমরা যেমন ঘটকে জানি তখন আমাদের বোধটা ঐ ঘটেই সীমিত। তাই ঘট সম্বন্ধে বোধের হয় বিচ্ছিন্ন বিমর্শন। স্বরূপ বিমর্শন হয় না বলে অহংভাব অন্তরালে থাকে, যার ফলে জেগে ওঠে ইদন্তা। যখন বোধ সম্বন্ধে বোধের স্বরূপ বিমর্শন ঘটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ অখণ্ডপ্রকাশ যখন অখণ্ডভাবে স্পন্দিত হয় তখন তাহাই বিমর্শ নামে অভিহিত হয়।

অবশ্য ইহা স্বরূপস্থিতির কথা। আমরা যে গুরুর অপর স্বরূপের কথা আগে বলেছি সেখানে বলা হয়েছে গুরুর যে অপরস্বরূপ মনুষ্যবিগ্রহে বর্তমান সে স্বরূপ ভগবদাবেশময়—অর্থাৎ ভগবৎসত্তা তাঁর স্বরূপকে সর্বদা অভিষিঞ্চিত করছে। অবশ্য তাঁর স্বরূপে বোধময়তার গৌণ মুখ্যভাব অথবা বিমর্শের গৌণ মুখ্যভাব থাকা সম্ভব। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের কথায় বলা যায় 'কারো মধ্যে ষোল আনা পূর্ণতা না আসা সম্ভব।' সুতরাং কেউ ষোল আনা পূর্ণতা আয়ত্ত করেছেন কি না তা না জেনেও যদি সাধারণ মানুষ জানতে চায় কোন পুরুষ বাস্তবিক গুরুসত্তায় স্থিত কি না, তাহলে তাকে বুঝতে হবে ঐ মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞানী কি না? তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষও গুরুপদবাচ্য। এ কথার ইঙ্গিত শ্রীমদভিনবগুপ্ত তন্ত্রলোকে দিয়েছেন—

তত্ত্বজ্ঞানাত্মকং সাধ্যং যত্র যত্রৈব দৃশ্যতে
স এব হি গুরুঃ

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিই গুরু হলে সংসারে বহু তত্ত্বজ্ঞ আছেন। তাঁরা বহু গবেষণায় শাস্ত্রের সার আহরণ করে তত্ত্বজ্ঞ বলে পরিচিত হয়েছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা তত্ত্বজ্ঞ কি না জানতে হবে। এখানে তত্ত্ব বলতে শাস্ত্রজ্ঞান নয়—কিন্তু যে পরমতত্ত্ব সব কিছুর সার তাকে অধিগত করে তাতেই বিশ্রান্ত হয়েছেন, তিনিই বাস্তবিক তত্ত্বজ্ঞ। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরম-যোগী, তাঁরা—

বাহ্যতোঽন্তরপি চোৎকটোন্মিষৎ ত্র্যম্বকস্তবক সৌরভাঃ শুভাঃ।
বাসয়ন্ত্যপি বিরুদ্ধবাসনান্ যোগিনো নিকটবাসিনোঽখিলান্॥

এর ভাবার্থ এই যে যোগিজন বাইরে এবং অন্তরে প্রস্ফুটিত শিবে সমর্পিত কুসুমগুচ্ছের সৌরভে সৌভাগ্যশালী হন, তাঁরা সমীপে আগত এবং বিরুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনায় ভাবিত জনের হৃদয়ও সুবাসিত করেন। যে যোগী সর্বদা শিব সমাবেশে নিমগ্ন তাঁর ভগবদ্‌ভক্তির কণাও কত মধুর। ঐ ভক্তির একটি কণাও কত শক্তি ধরে! যারা আমাদের মত সাধারণ মানুষ এবং যারা সর্বদা রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে হৃদয়ের নির্মলতা হারিয়েছে তারা যখন কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে ভগবদ্‌ভক্তির একটি কণা লাভ করে, তখন তাদের চিত্তের মালিন্য দূর হয় এবং তাঁরা ভক্তিরসে প্লাবিত হয়।

আমাদের মত মানুষ কতদিন আলোচ্য মহাপুরুষের সন্নিধানে উপনীত হয়েছে। আমাদের হৃদয়ের আবর্জনা দূর হয়েছে একথা জোর করে বলতে পারি না, তবে যতবার তাঁর কাছে বসেছি অন্তরে যে প্রদীপবর্ত্তী অন্য সময় সদা নির্বাপিত থেকেছে, তাঁর পবিত্র সন্নিধানে কোন্ যাদুস্পর্শে তা জ্বলে উঠেছে। এ শুধু আমার কথা নয়, এ অঘটন অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে তাঁর সান্নিধ্যে সর্বদা বসার একটি দুর্বার বাসনা অনেকেরই হয়েছে।

পূজনীয় আচার্যদেব সর্বদা যে স্থিতিতে থাকতেন তা আমাদের বোধের বাইরে। যখন কিছু বলতেন, অবশ্য শারীরিক বাধা প্রবল না হলে, "আমার এ শরীরটা কি কিছু বলছে? যে স্থিতি থেকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তর আসে, সেখানে এই শরীরটা গৌণ। সেই স্থিতি এই শরীর স্থিতির অনেক উর্দ্ধে।" কিভাবে বলতেন তার একটি অনুস্মৃতি উল্লেখ করছি ;

'ব্রহ্ম, গুরু ও শিষ্য মূলতঃ একই আত্মস্বরূপ। কিন্তু যেখানে ব্রহ্ম, গুরু ও শিষ্য এই তিনটি পৃথক সত্তার কথা বলা হয়, সেখানে ভেদ না থাকলেও ভেদ কল্পনা করা হয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক থেকেও তাঁতে অনন্ত ভেদ কল্পিত হতে পারে। ব্রহ্ম বস্তুতঃ স্বরূপস্থিতিরই নামান্তর। গুরুও তাই। কিন্তু ব্রহ্ম তাঁর নিজ স্বরূপকে জীবের নিকট অনাবৃত করেন না, তবে তাঁর নিজ স্বরূপ যে স্থিতিতে অনাবৃত সেইটি তাঁর গুরুরূপ। মনে কর ব্রহ্ম যেন মধু অর্থাৎ আনন্দ-সমুদ্র। ঐ আনন্দসমুদ্র আস্বাদন করেন গুরু এবং শুধু তাই নয়, ঐ আনন্দমধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যের সত্তায় সঞ্চারিতও করেন গুরু। যিনি নির্বিকল্প ব্রহ্ম স্থিতিতে স্থিত থাকেন, তিনি মধু হয়ে যান একথা সত্য কিন্তু ঐ মধুর তিনি না পারেন আস্বাদ নিতে কিম্বা অপরকে আস্বাদ দিতে, তাই তিনি সদ্‌গুরুর পদবীতে আরূঢ় হতে পারেন না।'

আচার্যদেবের যে গুরুরূপ তার আরম্ভ ও বিকাশ কিভাবে ঘটেছে সে প্রসঙ্গে না এসে আমার নিকট তিনি কিভাবে প্রকাশিত হতেন তার কিছু ইঙ্গিত এখানে উপস্থিত করছি। যদি কোন জিজ্ঞাসু কোন সাধন-ক্রমের বিবরণ জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন তাহলে তাঁর ব্যাখ্যা শুনে আচার্যদেবের জ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতা দেখে পুলকিত ও বিস্মিত হতেন। এক অজ্ঞাত জগৎ তাঁর প্রতিভার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠত, আর যিনি শ্রোতা দীর্ঘকাল তাঁর চরণোপান্তে বসেও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের স্বল্প কণিকা মাত্র সংগ্রহ করে তাঁকে ঘরে ফিরে আসতে হত। সাধনক্রম যেমন অনন্ত, তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত বিষয়ও অনন্ত। সেই অনন্ত পথের অল্প কিছু প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহুমূল্য প্রবচনে, কিছু প্রকাশ পেয়েছে সারগর্ভ নিবন্ধের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর অমূল্য ও দুর্লভ প্রবচন শোনার আর সৌভাগ্য হবে না। তিনি যখন বাগ্‌ব্যবহারে মুখর হতেন, তাঁর সমগ্র সত্তা এক অসামান্য প্রকাশে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠত—এক পরম উপলব্ধির প্রত্যয়ে, তাঁর সমগ্র সত্তা যেন স্পন্দিত হত গুরুর যোগশক্তির ব্যাখ্যায় অথবা কোন অপরোক্ষ সত্যের উপলব্ধিতে। সেদিন যে অনর্গল বাণীর নির্ঝর উন্মুক্ত হত সে সব দিনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমরা দেখেছি। তাঁর কথা আমার মর্মমূলে কোন এক শুষ্ক প্রত্যাশাকে সজল কোমল পল্লবিত করত। সে কথা আমি কখনও কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারি না। তাঁর বাণী আমার হৃদয়ে আমার চেতনাকে আবৃত করে রেখেছে।

তাঁর কাছে ভারতীয় কোন সাধনার ক্রম অজ্ঞাত ছিলনা। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সাধনার ধারা, নাথমার্গের পথিকদের কথা, কবীরপন্থী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও আধুনিক রাধাস্বামী মত একদিকে যেমন তাঁর কাছে সুবিদিত ছিল আবার অন্যদিকে তান্ত্রিক সাধনার নানাদিক্, আগম সাধনার ভিন্ন ভিন্ন ক্রম, উপনিষদের রহস্যবিদ্যা এবং তাঁর যুগে বর্তমান বিভিন্ন সাধু যোগী ও ভক্তদের সাধনার রহস্য অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তাঁর নিকট পরিচিত ছিল। শুধু গোপন ছিল নিজের সাধন পদ্ধতি। কি তার উদ্দেশ্য, কোথায় তার পরিসমাপ্তি এসব তিনি ইঙ্গিতেও প্রকাশ করতে সংকুচিত হতেন। আভাসে কখনও মহানিশার কর্ম, কৃপাশূন্য কর্মের উল্লেখ করতেন, কিন্তু সে সব শুধু শব্দ মাত্র, পথের ইঙ্গিত তাতেও থাকত না, এমন কি অন্তরঙ্গ ভক্তজনের সান্নিধ্যেও নয়।

যে অখণ্ড মহাযোগ সম্বন্ধে তাঁর রচিত একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ঐ যোগের যে সামান্য পরিচয় উপনিবদ্ধ হয়েছে তাতেও তাঁর নিজের সাধনক্রমের কোন ইঙ্গিত স্পষ্ট নয়, অবশ্য ঐ পুস্তক সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। ঐ পুস্তকখানি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে তা থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এক মহাকরুণার অবতরণ কোন মহামানবে অদূর ভবিষ্যতে হবে। সেই মহাঅবতরণের প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে আন্তরিক উন্মুখতা নিয়ে। আকুল পিপাসা নিয়ে প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকা, আর নিজ স্বরূপের সহজ বিকাশের জন্য গুরুপ্রদত্ত বিধির যথাযথ অনুসরণ। ঐ তাকিয়ে থাকা কিরূপ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উল্লেখ করে বলতেন—

হৃদয় আমার সূর্যমুখীর মতো
তোমা পানে চেয়ে রয় অবিরত।

জ্ঞান আহরণের প্রবল তৃষ্ণা তাঁর জন্মেছিল অতি কৈশোরেই। তরুণ বয়সে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত classic সাহিত্য পাঠ এবং অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ তাঁর একটি প্রধান ব্যসন ছিল। ঢাকার উকিল আনন্দ চন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, জয়পুরে সংসার চন্দ্র সেনের গ্রন্থাগার এবং মহারাজার গ্রন্থাগার তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটাবার সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। ঐ সব গ্রন্থাগারে mycticism এবং Theosophyর বই পড়তে আরম্ভ করেন। কাব্য ও দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাধনার নানা গ্রন্থ তাঁর অন্তর্জগৎকে জ্ঞানের আলোকে উদ্‌ভাসিত করেছিল। নবীন বয়সেই তিনি বিদ্যায় বিদগ্ধ ও জ্ঞানে প্রবীণতা অর্জন করেছিলেন। বিচারমূলক শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রখর রৌদ্রালোকিত পথ সযত্নে পরিহার করে তিনি বোধের ও অনুভবের শান্ত ছায়াচ্ছন্ন পথে বিচরণ করে যে আনন্দ পেয়েছেন তর্ককর্কশ দীপ্তকঠোর পথে সে আনন্দ পেয়েছেন কি না বলা সহজ নয়। দর্শনের রাজ্যে তাঁর প্রবেশ ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রের পথে-যে রাজ্যে বস্তুর বিচার হয় যুক্তির কঠোর নিকষে। কিন্তু তাই বলে একথা অনায়াসে বলা যুক্তিসঙ্গত নয় যে ন্যায় বৈশেষিক গ্রন্থরাজি তিনি অধ্যয়ন করেছেন ঐ শাস্ত্র অধিগত করার আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু মধ্যযুগ হতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ যে রীতি অনুসরণ করে শাস্ত্র আলোচনা করেছেন সেই শৈলী ন্যায়শাস্ত্রের মাধ্যমে অধ্যয়ন করে তাকে অধিগত করেছিলেন যুক্তির জালে আকীর্ণ অন্য শাস্ত্রের নিবিড় গহন অনালোকিত প্রদেশে প্রবেশের উপায়রূপে। তাঁরই কাছে ন্যায়শাস্ত্রের অভিধা 'প্রদীপঃ-সর্বশাস্ত্রাণাম্' সার্থক হয়েছে। ন্যায়ের প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনি ভামতী, অদ্বৈত-সিদ্ধি, খণ্ডন খণ্ডখাদ্য, তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের জটিল গ্রন্থি মোচন করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। আবার বৈশেষিক আচার্যগণের বস্তুবিচার পদ্ধতি তাঁকে পথ দেখিয়েছে বাক্যপদীয়, তত্ত্বসংগ্রহ, তন্ত্রালোক, যোগভাষ্য, পরাত্রিং-শিকা প্রভৃতির আলোচনা সহজভাবে গ্রহণ করার উপায়। সাধক জীবনের নানা বিচিত্র অনুভব এবং নিজ প্রতিভা তাঁর কাছে রহস্যশাস্ত্রের গভীর অনুভব পরম প্রত্যয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

কিশোর বয়স হইতেই তাঁর জীবন যেন দুটি ধারায় চলতে থাকে—একটি অন্তর্জীবন। একদিকে রূপ রস শোভা বোধ বুদ্ধির ক্ষেত্র, আর একদিকে সব শোভার সার যে হৃদয়রাজ্য - যেখানে জ্ঞান ভক্তি উদারতা কোমলতার অপার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুর্লভক্ষেত্র এবং তাকেই পাওয়ার জন্য বহির্জীবনের নানা প্রস্তুতি, তাকে একান্ত আপন করে পাওয়ার এক তুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমগ্রজীবনকে একটি ধ্রুব-যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল তুটি জগৎ - একটি জানার জগৎ, যেখানে পরিধি সীমাবিহীন; আর যেটি অন্তর্জগৎ সেখানে গভীরতার অতলতা। বাহির ও অন্তর যেখানে এক ও অখণ্ড সে পথ সেদিন যদিও দূরে ছিল, কিন্তু সে দূরের হলেও তারই হাতছানি তিনি শুনেছেন, তাঁরই জন্য তাঁর এক নিরন্তর অভাববোধ চিরকাল জাগ্রত ছিল।

:)—(:

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ দ্বারা সঙ্কলিত আরও তিনখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। অজ্ঞাত বনকুসুম—নয় জন অজ্ঞাতনামা সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী ও ভগবদ্ভক্তগণের জীবনী সংগ্রহ। মূল্য তিনটাকা মাত্র।

২। ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য প্রণীত ব্রহ্মানুচিন্তনম্—মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদের সহিত সরল ব্যাখ্যা। মূল্য তিনটাকা মাত্র।

উপর্যুক্ত তুইখানি পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের সেবায় ব্যয় হইবে।

৩। দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা—বিস্তারিত পূজাপদ্ধতি।
মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

:— প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

৯৪, ভদৈনী, বারাণসী-২২১০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মমার্গে কৃপা এবং কর্মের স্থান

॥ সংকলন—শ্রীজগদীশ্বর পাল ॥

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ভগবান লাভ বা ভগবৎ প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির জন্য উপায় অবলম্বন প্রয়োজন। সাধকের যতক্ষণ দেহাভিমান প্রবল এবং কর্তৃত্ববোধ কাজ করে ততদিন কর্ম ছেড়ে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা কঠিন। কাম প্রবৃত্তি আসে অভিমান থেকে। প্রত্যেক দেহধারীই প্রতিক্ষণ কর্ম করছে। অভিমানের রাজ্য থেকে অভিমান থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য কর্মের কৌশলের সাহায্য প্রয়োজন—এই কৌশল হচ্ছে যোগ—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। কর্মে যে বন্ধনের আশংকা আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে। বন্ধনের কারণ চিত্তের মালিন্য-এ মালিন্য আসে ফলাকাঙ্খা থেকে। এই কামনাই চিত্তকে মলিন করে। ফল মিলুক আর নাই মিলুক উহার প্রাপ্তির আশাই চিত্তকে কলুষিত করে। এজন্য কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করে কর্ম করা উচিৎ। ইহারই নাম যোগস্থ কর্ম। ইহাতে আসক্তি থাকে না—সিদ্ধি তথা অসিদ্ধিতে সম-ভাব থাকে। এই সমত্বই যোগ। এইভাবে কর্ম করতে করতে চিত্ত প্রায় শুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় অভিমান শিথিল হয়ে যাবার জন্য নানাপ্রকার কর্ম করার সামর্থ থাকে না। আত্মা অসমর্থতা অনুভব করে। এই অবস্থায় অভিমান শিথিল হলেও তার কিছু লেশ থাকে। উহাকে নিঃশেষ করবার জন্য কর্মের আবশ্যকতা থাকে। ঐ সময় অন্য কিছু করার কথা না ভেবে পরমেশ্বর তথা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করাই সাধন্যকৃষ্ট কর্ম। ইহাকেই শরণাগতি বলে। যথার্থ সন্ন্যাসও ইহাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রকার বিশিষ্ট কর্মে লিপ্ত না হয়ে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁকেই ধরে থাকা শরণাগতি ধর্মের নিত্য লক্ষণ। এরকম হলে ধীরে ধীরে কর্ম ছেড়ে যায়। যতদিন হৃদয়ে অভিমানের আভাস থাকে ততদিন করতেই হয়। শরণাগত সাধক ভগবানকে সর্বতোভাবে আশ্রয়রূপে বরণ করার জন্য মনকে নিয়োজিত করলে কর্তৃত্ববোধ নিবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় পরমাত্মা স্বয়ং প্রয়োজ্য কর্ত্তা হন্—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। তখন সাধক বোঝেন বাস্তবিক প্রেরক এবং কর্ত্তা অন্তর্যামী ভগবান। এরপর কর্তৃত্বও থাকে না, তখন সাধক নিশ্চিন্ত হয়। স্বয়ং ভগবান কর্তৃত্ব নিয়ে স্ফুরিত হন। তখন সাধকের এ ভানও থাকে না যে অন্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কর্ম করছে। যে তখন সাক্ষী এবং দ্রষ্টা—ভগবান স্বয়ং কর্ত্তা। এ অবস্থায় সাধকের অনুভূতি হয় যে তার শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়ে যে কার্য্য হচ্ছে তা শ্রীভগবানই করছেন। এ সময় যে ধর্মাধর্ম থেকে মুক্ত হয়—শ্রী ভগবানের চরণে আশ্রিত হয়-তাঁর অনন্ত লীলা দর্শনের অধিকারী হয়। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে কর্মের স্থান প্রথমে আর কৃপার স্থান তার পরে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কর্মের মূলেও কৃপাই আছে। তবে সে কৃপা গৌণ। মুখ্য কৃপার প্রকাশ তখনই হয় যখন সাধক নিশ্চিন্ত শিশুর মত দ্রষ্টাভাব নিয়ে শ্রীভগবানের চরণে স্থিতি লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আগমের দৃষ্টিও বিচারণীয়। আগমের দৃষ্টি অনুসারে প্রাচীন তান্ত্রিকগণ নির্দেশ করেন সামান্য দৃষ্টীতে উপায়কে অবলম্বন করে উপায়কে যেতে হবে। এই অভিমানেরও প্রকার ভেদ আছে যেমন দেহাভিমান, প্রাণাভিমান, ইন্দ্রিয়াভিমান, বুদ্ধির অভিমান এবং মনের অভিমান প্রভৃতি। এই অভিমানের জন্যই কর্মের আবশ্যক। সেই সেই কর্ম থেকে সেই সেই অভিমান শান্ত হয়ে যায়। অভিমান শান্ত হলে প্রেরণামূলক কর্মও শান্ত হয়। তখন সাধকের জন্য বিধিনিষেধের প্রয়োজন থাকে না। প্রশ্ন উঠে এ অবস্থা কিরূপ?—এ সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা যে অবস্থায় জীবের অন্তঃস্থ চিৎশক্তির অনাদিকালের নিদ্রা থেকে জাগরণ ঘটে। ইহাই প্রবুদ্ধভাবের পূর্বাবস্থা। লৌকিক ভাষায় ইহার নাম কুণ্ডলিনীর জাগরণ। সংবিৎ শক্তির জাগরণ ঘটলে সাধককে নিজের দিক থেকে পরমার্থ লাভের জন্য আর কিছু করতে হয় না। অবশ্য কিঞ্চিৎ দেহাভিমান থাকার জন্য আভাসস্বরূপ কর্ম থাকে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। শক্তি জাগরিত হয়ে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হয় এবং সেই প্রবাহের সঙ্গে অচিৎসত্তার চিদাত্মকরূপ ধারণ করে চিৎ-সত্তার সঙ্গে মিলে যায়। গোমুখী থেকে গঙ্গা বরফের দুর্গ ভেদ করে যখন জল-রূপে প্রবাহিত হতে সুরু করে তখন সে আপন বেগে মহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। সাধকজীবও তেমনি মহাশক্তির আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করতে পারে-এই জন্য তাহাকে আলাদা চেষ্টা করতে হয় না—অর্থাৎ শক্তির ক্রিয়াতেই তখন সে ক্রিয়াশীল। এইরূপ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবরূপীআত্মা শিব অথবা ব্রহ্মরূপী সমুদ্রে পৌঁছায়—জীব শিবত্ব লাভ করে ঠিক যেমন গঙ্গা সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্রভাবাপন্ন হয়। যেমন কনিষ্ঠ অধিকারীর জন্য আণব উপায় অবলম্বন প্রয়োজন তেমনি মধ্যম অধিকারীর জন্য শক্তি উপায়। এই ভাব প্রকাশ করে গীতায় বলা হয়েছে—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

কিন্তু এখানেও পূর্ণত্ব লাভ হয় না—এজন্য শাম্ভব উপায় প্রয়োজন। শিব হলেও ততক্ষণ পযান্ত পূর্ণত্ব আসে না যতক্ষণ শিব হওয়ার বোধ না আসে। বোধ এলেই পূর্ণত্বে স্থিতি লাভ হয়—এখানে সত্তাও থাকে, বোধও থাকে। সত্তাবোধ হবার পর আনন্দ আসে। তাই সরল ভাষায় বলা হয় প্রথমে গুরু অথবা শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী কর্ম করা উচিৎ। নিষ্কাম কর্মে এভাবে চিত্ত নির্মল হলে পরমেশ্বরী শক্তিকে আশ্রয় করে চলা উচিৎ। ইহারই নাম কৃপা। পরিশেষে আপন স্বরূপে প্র তিষ্ঠিত হয়ে স্বরূপবোধে স্থিত থাকতে হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৃপা এবং কর্ম—দুইই পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে রাখা উচিৎ সুরুতে কর্মের প্রাধান্য থাকে আর শেষে কৃপার। পূর্ণ স্থিতিতে কর্মেরও না কৃপারও না। কোন কোন সাধকের কর্মের পর কৃপারও অনুভব হয়, আবার কাহারও বা কৃপার প্রভাবেই কর্মে প্রবৃত্তি হয়। এই তারতম্য জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রভাবে ঘটে। কৃপাতেও বহুরকম তারতম্য আছে। কিন্তু মহাকৃপার ইহাই বৈশিষ্ট, ভগবান স্বয়ং আকৃষ্ট হয়ে ভক্তের কাছে আসেন। ছেলে কাঁদলে মাকে আসতেই হয়।

ঃ পরমের প্রতি প্রার্থণা ঃ

॥ শ্রীঅভয় ॥

এই-না সেদিন ভোরের বেলা
ভিতর থেকে এল ঠেলা।
জাগল কথা এ অন্তরে,
রাখছি পরম, চরণ পরে।
তোমার ওই পূর্ণবোধের মধ্যে
আনবে কি এক পূর্ণ জাগরণ ?
সে জাগরণ আকাশের মত ছড়ানো—
অন্তহীন বিকাশ সেখানে এক হয়ে গেছে
একটা প্রকাশের মধ্যে,
কালের বাইরে যে-প্রকাশ সেই প্রকাশের মধ্যে।
আনবে কি সেই জাগরণ ?
আসবে কি সেই জাগরণ ?
তার বিরাট দেহ নিয়ে ন'ড়ে চ'ড়ে ওঠে;
অজগর যেমন ক'রে

(বাকী অংশ ৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লেখা একখানি পত্র

2 A Sigra
Benaras
21.5.45

শ্রীশ্রীদুর্গা

কল্যাণীয়েষু

তোমার পোষ্টকার্ড খানা পাইলাম। পূর্ব্বের Registered পত্রও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। কেশবকে তাহার চিঠি ও টাকা যথাসময়ে দেওয়া হইয়াছে। সে এখন ঢাকা আশ্রমেতে আছে। প্রয়োজন হইলে সেখানে চিঠি লিখিতে পার। তোমার পুর্ব পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়া তোমাকে একখানা পোষ্টকার্ড লেখা হইয়াছিল।—পাও নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না।

(১) চিৎ ও চিদাকাশে এবং চিৎশক্তি ও চিন্ময় সাম্রাজ্যে প্রভেদ কি?

চিৎ ও চিদাকাশ একই বস্তু; তথাপি উভয়ে ভাবগত তারতম্য আছে। চিৎ এই ভাবটি দেশ ও কালের অতীত, উহাতে ব্যাপকতা ও ধর্ম্মের আরোপ চলে না। কিন্তু যখন সৃষ্টির ভিত্তিরূপে ইহাকে ব্যাপক সত্তারূপে গ্রহণ করা হয় তখন ইহা চিদাকাশ পদবাচ্য হয়। চিদাকাশ ব্যাপক, চিৎ ব্যাপক ও অব্যাপক উভয়েরই অতীত। যদি কোন চক্রের কেন্দ্রটিকে চিৎ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সমগ্র মণ্ডলটি চিদাকাশ পদবাচ্য হইবে।

চিৎ হইতে চিদাকাশের প্রকাশ, চিৎশক্তির উন্মেষ এবং ক্রিয়াসাপেক্ষ। ঘরের মধ্যস্থানে যদি প্রদীপ থাকে কিন্তু দীপের কিরণধারা যদি চারিদিকে বিকীর্ণ না হয় তাহা হইলে ঘরটি আলোকিত হয় না। সেইরূপ চিৎ থাকা সত্ত্বেও চিচ্ছক্তির ক্রিয়া ব্যতিরেকে চিদাকাশের অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে। 'চিৎ ও চিদাকাশের মধ্যাবস্থাই চিৎশক্তি'। চিৎকে যদি স্বরূপ ধরা যায় তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিৎশক্তি তাহার অন্তরঙ্গা শক্তি এবং চিদাকাশ তাহার বৈভব। চিৎ সাম্রাজ্য পৃথক বস্তু কারণ চিদাকাশ নিরাকার, চিৎসাম্রাজ্য সাকার। চিদাকাশে বৈচিত্র নাই, চিৎ সাম্রাজ্যে অনন্ত বৈচিত্র। চিদাকাশকে আশ্রয় করিয়া পৃথক পৃথক চিন্ময় রাজ্য আবির্ভূত হয়। এই সকল রাজ্যের সমষ্টীই চিৎ সাম্রাজ্য। ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মস্বরূপে যে পার্থক্য, চিৎ সাম্রাজ্য ও চিদাকাশেও কতকটা সেইরূপ পার্থক্য। কতকটা বলিলাম এই জন্য যে চিদাকাশের সহিতও চিৎশক্তির কতকটা এ জাতীয় পার্থক্য আছে। মৌলিক ক্রম এই—চিৎ—চিৎশক্তি – চিদাকাশ—চিৎসাম্রাজ্য। সংক্ষেপে বলিলাম—একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে।

(২) চিৎশক্তি জীবের চিন্ময়-জিহ্বা ব্যতিতও নিজের আনন্দ নিজে পান করিতে সমর্থ কি না?

ইহার উত্তর নাও বলা যায় হ্যাও বলা যায়। দৃষ্টি ভেদে উত্তর পৃথক হইবে। বাস্তবিক পক্ষে চিৎশক্তির প্রকাশ আনন্দাত্মক না হইয়া পারেনা। ইহা স্বরূপভূত আনন্দ সুতরাং এই স্থলে পারা না পারার কোন অর্থই নাই। কারণ যাহা স্বপ্রকাশ তাহার অভাব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পৃথক আস্বাদন জীবই করিয়া থাকে। অথচ ইহাও সত্য যে জীব জীবভাব লইয়া চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেনা। প্রকৃত কথা এই ভাব হইতে অভাবে যাইয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিলে ঐ ভাবই স্বভাবরূপে পরিণত হয়। এইজন্য ভাবাবস্থায় আনন্দ আস্বাদনাত্মক নহে কারণ ভাব অবস্থায় দুঃখের অনুভূতি থাকেনা। ভাব অবস্থা হইতে অভাবে গিয়া দুংখের অনুভব প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার ভাবাবস্থায় ফিরিয়া ওখানকার স্বরূপভূত আনন্দকে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রথমাবস্থায় জীবভাব থাকেনা॥ চরমাবস্থাতেও জীবভাব থাকে না কিন্তু মাঝখানে জীবভাব থাকে বলিয়াই প্রথমাবস্থায় যাহা ঠিক ঠিক আস্বাদিত হয় নাই, চরমাবস্থায় তাহা আস্বাদিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যে ব্যাখ্যা বা তত্ত্বালোচনা তোমাকে বা উমেশানন্দজীকে পাঠাই তাহা আমার অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে লিখিতে দেওয়া নিষিদ্ধ।

এই পত্রে স্থানাভাববশতঃ অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেলনা। আশাকরি তুমি কুশলে আছ। আমার আশীর্ব্বাদ ও সদানন্দের ভালবাসা জানিবে। এখানকার কুশল।*

---

* গোপীনাথ বাবুকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। দুটি প্রশ্নের তিনি এই পত্রে উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্ন দুটির উল্লেখ করিয়া তাহার তলায় নীল পেন্সিলের দাগ। এবং "অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে লিখিতে দেওয়া নিষিদ্ধ"। ইহার 'লিখিতে'র তলায় লাল পেন্সিলের দাগ দিয়া দিয়াছিলেন। সে কারণে পত্র মধ্যেও দাগ দেওয়া হইয়াছে। ইতি—

শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

১০।৯।৭৬

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

তেমন ক'রে এই বিরাট বিশ্ব কি নাড়া খাবে
একটা কালাতীত সংবেদনের স্পর্শে ?
অথবা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠবে আলো
আলোকিত ক'রে অন্তহীন অন্ধকারকে ?

আপন, যদি তোমার এই অঘটন ঘটে
আমি যেন দাঁড়াতে পারি তোমার পায়ের কাছে
আমার কিছু সেবা নিয়ে।
আমার এ আধারে অনেক বাধা।
তবু, ওস্তাদ তুমি এ সব বাধা
কাটিয়ে উঠো।

(পর পৃষ্ঠায়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মধ্যেকার এসব বাধা
তোমারি তো ভঙ্গী।
ওগো রঙ্গী, নূতন ধারার ভঙ্গিমা
তোমাতে জাগতে পারে না কি ?

নূতন ভাবে জাগ তুমি,
আমি নিয়ে এসেছি এই আবেদন।
আমি তোমার সঙ্গী হব।
তোমার আমি নেব তোমার
মহৎ কাজের কিছু ভার।
আমি কাজ করব তোমারি হ'য়ে
তোমার মধ্যে থেকে।
তোমার যে আলোতে আনন্দের বার্তা
সেই আলো বিলানোর কিছু কাজ নেব আমি।
দেবে কি আমায় সেই কাজ ?

হে জাগরণের ঠাকুর,
ছাড়ো তোমার এই স্বপনের বিলাস।
আমি তোমার অংশ, আমি তোমার কণা।
আমাতে তোমারি—তোমারি ইচ্ছা ঢেউ খেলে।
সেই আমার এই প্রার্থনা।
প্রার্থনা কেন ? এ আমার আবদার।
তোমার দ্বারে-দাঁড়ানো এই সন্তানকে
তুমিই যে ডেকেছ
তোমার কিছু কথা বলবার জন্যে।
তুমি বলাও। তুমি বল।
তুমি জাগাও। তুমি জাগো।
অনন্যতার মধ্যে ধন্য হয়ে থাক্ অখিল প্রাণী।
আমার 'আমি' আনন্দিত হোক্।
তোমার প্রেমের জয় হোক্।
(প্রত্যুষে, রবিবার, ৩১।১০।৭৬, বারাণসী।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃ আমার বাবা ঃ

॥ শ্রীমতী শুধাংশুবালা দেবী (সুধাদি) ॥

আমার বাবা মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌রূপে ভারতবর্ষে খ্যাত। আজ তাঁহার জীবনের অল্প কিছু কথা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাবা সংসারের মানুষ হইয়াও সংসারের নানা জটিলতার উর্দ্ধে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহার যাহা কিছু ভাবনা বিচার সবই ছিল আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে পবিত্র, সংসার জীবনের কোন মলিনতা তাঁহাকে কোন দিনই স্পর্শ করিত না। ছোট বড় কত জিজ্ঞাসু মানুষের সমাগম তাঁহার গৃহে হইত, অল্প কথায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁহার সময়ের বেশী অংশ তত্ত্বকথার গভীর আলোচনায় অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন আহারের কথা, বিশ্রাম গ্রহণের কথা তাঁহার নিকট্ট অনাবশ্যক বাহুল্য মনে হইত। তন্ময় চিত্তে তত্ত্বের কোন্ গভীরে তিনি বিরাজ করিতেন, কোন্ দুরূহ তথ্য কত অবলীলায় ও অনায়াসে শ্রোতার বুদ্ধির ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিতেন, বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসুর মুখের প্রসন্নতায় তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে হইত আমি কেন এমন পিতার সন্তান হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া নানা প্রশ্ন করিয়া সকল সংশয়ের পারে পৌঁছিতে চেষ্টা করি নাই। ভাবিয়া দুঃখ হইত, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস পড়িত।

আমার শত জন্মের পরম সৌভাগ্যে এমন পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার মা কুসুমকামিনী দেবী ছিলেন টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত হালালিয়া গ্রামের এবং পূর্ব বাংলায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কার্ত্তিক শঙ্কর তর্কলঙ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের কন্যা। এই বংশ মিতরার অর্দ্ধকালী বংশের একটি শাখা। অল্প বয়স হইতে মাকে যতটা আপন করিয়া পাইয়াছি, বাবাকে তেমন পাই নাই। মনে মনে এই আক্ষেপ ছিল। আমি ছিলাম বাবার একমাত্র কন্যা। দাদা জিতেন্দ্র নাথ বাবাকে দূর হইতে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের যে পরিমণ্ডল বাবার চারিদিকে বিরাজমান থাকিত নিকটে আসিয়া তাহা গ্রহণ করিবার সাহস তাঁহার কখনও দেখা যায় নাই। বাবাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, সভয়ে দূরেই থাকিতেন।

আমি ছিলাম ছোট। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মত পিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইতে পারি নাই। কোন আবদার করি নাই। যাহা প্রয়োজন তাহা পাইতেছি, আবদারের কোন প্রশ্ন উঠিত না।

তারপর ১৯২৫ সালে কাশী ছাড়িয়া যেদিন পতিগৃহে যাইতে হইল, তখন হইতে দেশের দূরত্বই শুধু বাড়িল না, আর একটা সংসারের সুখতুঃখের ভাগী হইয়া বাবার সঙ্গে অন্য এক দূরত্ব বাড়িল। কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে যখন কাশী আসিতাম তখন লক্ষ্য করিতাম তাঁহার গৃহে আরো অধিক সংখ্যক জিজ্ঞাসুর সমাগম হইতেছে, বাবার সাধন জীবন এক গভীর পরিণতির দিকে চলিতেছে।

পূজার ঘরে বহুক্ষণ কাটিতেছে। রাত্রির কোন্ প্রহরে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন, কখন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেন কেহ জানে না। শুধু তুবেলা আহার গ্রহণ করিতে ভোজন কক্ষে যান।

বাবা ছোট বেলা হইতেই কষ্টসহিষ্ণু। শুনিয়াছি যখন তিনি গভর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, ১৯১১ সালের কথা, তখন থাকেন ৫৩ দেবনাথপুরার একটি বাড়ীতে। তুবেলা হাঁটিয়া কলেজ যাইতেন, এবং আবার ফিরিয়া আসিতেন। সকালে পড়িতেন ডক্টর ভেনিসের ক্লাসে, আবার বিকেলে প্রোফেসার নর্মান সাহেবের ক্লাশে। বাবার শরীর তখন খুব ভাল চলিতেছে না - রোগে ভুগিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুবই দুর্বল। এম. এ. পড়ার সময় ১৯১১ সালে পঞ্চম বর্ষে কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পঞ্চমবর্ষের পরীক্ষার শেষে পাঠ স্থগিত রাখিতে হয়। চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যান এবং কতকটা নিরাময় হইয়া পুরীতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য থাকিতে হয়। ইহার ফলে একবৎসর তাঁহার পাঠের ক্ষতি হয়। ১৯১২ জানুয়ারী মাসে তিনি কাশী ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এ বছর আর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই বাধ্য হইয়া জুলাই মাসে এম. এ. ষষ্ঠ বর্ষে প্রবেশ লাভ করেন। তখন আবার পূর্ববৎ হাটিয়া কলেজ যাতায়াত চলিতে থাকে। কিন্তু এবার বুঝি ভগবান সদয় হইলেন। ডঃ ভেনিস তাঁহার প্রিয় ছাত্রের এই কষ্ট দেখিয়া ঐ বছরের আগষ্ট মাস হইতে তাঁহাকে হষ্টেলে থাকিবার সুযোগ করিয়া দেন।

বাবার মুখে শুনিয়াছি বাবার জীবনে কষ্টের সুচনা হয় অতি অল্প বয়সে। তাঁহার পিতার মাতুল তাঁহাকে অতি যত্নে মানুষ করিয়া তুলিয়া সব সম্পত্তি তাঁহাকেই লিখিয়া দিবেন এই সংকল্প করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে অর্থাৎ মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে বাবার বিবাহ দেন। মার বয়স তখন মাত্র ৮। ভাবিয়াছিলেন পণ্ডিত কার্ত্তিক শঙ্কর তাঁহার অবর্তমানে এই বালকের অভিভাবক হইবেন। বাবা তখন ঢাকা জুবিলি স্কুলের ছাত্র। হঠাৎ দাদামহাশয় গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং লোকান্তরিত হন। সেদিন আমার পিতার সম্মুখে যে গুরুতর সংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অল্প কথায় বলা যায় না। সেদিন দাদামহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পান দাদামহাশয়ের সব ঘরে তালা ঝুলিতেছে। সান্যাল মহাশয়ের জ্ঞাতিগণ আমার পিতাকে বঞ্চিত করিবার সব আয়োজন সম্পন্ন করিয়াছেন। সেদিন বস্ত্র পরিবর্তন করিবার পরিধেয় পর্যন্ত ছিল না। পরে ঐ গৃহ হইতে তিনি শুধু পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতার সংগৃহীত কিছু পুস্তক, অন্য কিছু নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধামরাই গ্রামে আমার পিতামহী সুখদাসুন্দরীর পালক মাতা বামাসুন্দরী ছিলেন বৈদ্যবংশীয়া। বাবা তাঁহাকে আজিমা বলিতেন, শুধু বলিতেন না জানিতেন তিনিই বাস্তবিক মাতামহী। তাঁহার স্নেহে মমতায় অর্থানুকূল্যে তিনি বড় হইয়াছিলেন।

বাবা একটি লোকের ন্যায়নিষ্ঠার খুবই উচ্চ প্রশংসা করিতেন। আমার পিতৃগৃহ দান্যার অনতিদূরে একজন সাহা মহাজন ছিলেন। কালাচাঁদ সান্যাল মহাশয়ের তিনি অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি গোপনে কিছু অর্থ তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন আমার পিতার দুর্দিনে কাজে লাগিবে। যখন কালাচাঁদ সন্যাল মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন, পিতার হাতে তখন অর্থ সম্বল কিছুই নাই। তখন পিতার শ্বশুর মহাশয় এবং বাবা দুজনে দান্যা গিয়াছেন, মনে মনে উদ্দেশ্য এই যে কোন উপায় সেখানে হয়ত হইতে পারে। খবর পাইয়া মহাজন ভৈরবনাথ রায় আসিয়া বলিলেন - 'আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। আমার নিকট কাঁলাচাঁদ সান্যাল মহাশয়ের গচ্ছিত ৫০০০ হাজার টাকা আছে। ঐ টাকায় দান্যায় বাড়ী নির্মিত হইবে এবং প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া গোপীনাথের পড়ার খরচও চলিবে।'

তারপর একদিন দান্যায় ঘর উঠিল। আমার মায়ের আগমন হইল দান্যার পিতৃগৃহে। পিতামহী শক্ত হাতে সংসারের ভার তুলিয়া লইলেন। আমার ও দাদার জন্ম দান্যার কবিরাজ বাড়ীতে।

অনেকদিন পর ১৯১৪ কিম্বা ১৯১৫ সালে বাবা যখন কাশী সরস্বতী ভবনের লাইব্রেরীয়ান তখন আমরা কাশীতে আসি। থাকিতাম কাশীতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাড়া বাড়ীতে।

বাবা প্রত্যক্ষতঃ আমাদিগকে দার্শনিক তত্ত্বকথার গম্ভীর বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। কিন্তু যাহাতে আমরা সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চিত না হই সেজন্য নিজ গুরুর নিকট আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন। সাধনার উপদেশ ও ক্রিয়া প্রভৃতি শ্রীগুরুর নিকট হইতেই লাভ করিয়াছি।

মনটা বিষয়প্রবণ। হয়ত তাই পূর্ববাংলার বিপুল সম্পত্তি আমার থাকিয়াও আর আমার নয়। ধীরে ধীরে আবার মনটা সংসারের ভালবাসা ভাললাগার জালে ভালভাবে জড়াইয়া পড়িতে না পড়িতেই ১৯৬৭ সালে গর্ভধারিনী জননীর সেবার ভার লইয়া কাশী আসি। কিন্তু মার দেহাবসানের এক বৎসরের মধ্যেই মা আনন্দময়ী ডাকাইয়া পাঠাইলেন বাবার ভার নিতে। মনে মনে দুঃখ ছিল বাবাকে তো খুব কাছে পাই নাই। জগজ্জননী সেকথা শুনিয়াছিলেন তাই দীর্ঘ সাত বৎসর বাবার অতি নিকটে থাকিতে পারিয়াছি। সেবা কতটুকু হইয়াছে জানি না। যে বাবা এত গম্ভীর সেই বাবাকে শিশুর মত নিজ সন্তানের মত আবার কখনো জীবন্মুক্ত পুরুষের মত দেখিয়াছি। কি কোমল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কি নিষ্কলুষ সারল্য এবং আমার সেবায় কত নির্ভরশীল!

কখনো অভিমান হইয়াছে, কত মানুষকে মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করেন, আমাকে তো কখনো করেন না। তারপর একদিন দুই হাত মাথায় রাখিয়া বলিলেন "আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করি। তোমার ভাল হবে।" আমার সারা শরীর মন তাঁহার আশীর্বাদে জুড়াইয়া যায়। এই আশীর্বাদ, পিতার এই সান্নিধ্য - মা আনন্দময়ীর .স্নেহ সব আমার পাওনা ছিল তাই মা আমাকে সংসার হইতে দূরে এই আশ্রমে আনিয়া আমার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। এ সবই মায়ের অসীম করুণা।

বাবা যখন অল্প কথায় তাঁহার কোন ভক্তকে বোঝান-'যা কিছু নিজের জন্য গ্রহণ করবে মনে মনে হলেও তা ভগবানকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে নেবে,' তখন ঐ কথা তাঁর জন্যই নয় আমারও ঐ কথা গ্রহণ করতে মন চায়। যখন বাবার ভালবাসা দেখি তখন দেখি সবার জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত। আমরা সমালোচনা করিয়া, মনে মনে ভাল মন্দ বিচার করিয়া কাউকে গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাউকে বর্জন করি, কিন্তু বাবা সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার স্নেহ মমতা সর্বত্র সমান ভাবে প্রসারিত। এই সব দেখিয়া বাবার মত সব বিরোধ পরিহার করিয়া সকলকে সমান মর্যাদায় গ্রহণ কেন করি না?

বাবার জীবনের মহৎ আদর্শ গ্রহণ করি এমন শক্তি তিনি জুটাইয়া দিবেন বাবার চির অম্লান অখণ্ড স্বরূপের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

বাবার মুখে কত কথা শুনিয়াছি। এ কথা হয়ত আমাকে লক্ষ্য করিয়া নয় তবুও কানে আসিয়াছে। গুরুর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাও কখনো ভুলিবার নয়। বাবার বসার ঘরে একটা ছবি টাঙ্গানো আছে। একদিন কথায় কথায় বলিলেন 'ঐ ছবি তাপস ধ্রুবের ও তাহার আরাধ্য নারায়ণের। ছোট বেলায় যখন কাঁঠালিয়া ছিলাম তখন প্রথম যাত্রায় ধ্রুব পালা শুনি। ধ্রুব গভীর অরণ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে। ধ্রুবের তপস্যা এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য যে আকুলতা সেদিন বালক বয়সে দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল। সেদিন আমার বয়স বা কত ৭ কিম্বা ৮? যখন সরস্বতী-ভবনে কাজ করি তখন একজন চিত্রকর ধ্রুব ও নারায়ণের ঐ চিত্র তৈরী করিয়া দেয়। আমি সযত্নে সেটি বাঁধাইয়া ঘরে রাখিয়াছি। ছবিটি চোখে পড়িলে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে।'

আরো বলিতেন - আমরা যখন গয়নার নৌকায় ধামরাই হইতে কাঁঠা-লিয়া যাইতাম, দেখিতাম - কেশা পাগলা নামে এক মুসলমান ফকির জলে ঘেরা বিলের মধ্যে উঁচু মাচায় নিজের আশ্রম করিয়া বসিয়া আছে। ঐ মাচাই তাঁর আশ্রম। তাঁর কিছু তত্ত্বানুভূতি এবং শক্তি হইয়াছিল। লোকের ভিড় হইত, তাঁর নামের দোহাইয়ে বিপদও কাটিত। আমর বালক মনে তাঁর জীবন সম্বন্ধে এবং তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে জানিবার একটা কৌতূহল ছিল। মানুষের সাধারণ জীবন ছাড়াও পরমার্থের যে একটি অর্থবহ দিক্ আছে তাহা আমার মধ্যে একটু একটু করিয়া দানা বাঁধিতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার সব কথা আমরা জানি না। নিজের সাধনার দিক্ সম্বন্ধে তিনি কোনদিন আলোচনা করিতেন না। যতটা আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অর্থ কি ভবিষ্যতে বিদ্বানগণ খোঁজ করিলে হয়ত জানিবেন।

মা আনন্দময়ী তাঁহাকে আজ হইতে সাত বছর পূর্বে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্য আশ্রমে নিয়া আসেন। মার প্রতি বাবার শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভালবাসা ও একান্ত নির্ভরতা যিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন মাকে তিনি হৃদয়ের কত উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুজনের সাক্ষাৎকার আমার চোখের সম্মুখে কতবার ঘটিয়াছে। অপূর্ব ভাবের বিনিময়ের কোন ছবি ফটোগ্রাফের কৌশলে বাঁধিতে পারা যায় না। একটি শিশু পরম সারল্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতেছে-- মনে হয় এই যেন একজনের ভাব এবং আর একজন লোকোত্তর স্নেহের মমতার দৃষ্টিতে তাঁহাকে অভিসিঞ্চিত করিতেছেন। এই মূর্ত্তি আমার এক অক্ষয় সম্পদ্।

মাকে এইভাবে এমন রূপে দেখিতে পাইব, তাঁহাকে বাস্তবিক জগজ্জননী রূপে দর্শনের সুযোগ পাইব বলিয়াই যেন আমার এখানে আগমন ঘটিয়াছে। আমার জীবন, আমার সব আনন্দ তাই বাবার সেবাকে উপলক্ষ্য করিয়া সার্থক হইয়াছে।*

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর সভ্যদের নিকট সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যে যাঁহাদের ১৯৭৬-৭৭ সালের সোসাইটীর বাৎসরিক চাঁদা বাকী আছে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া ৫১৲ টাকা সোসাইটীর অফিসে সত্বর পাঠাইয়া দিয়া সেবার কার্যে সহায়তা করেন।

জেনেরাল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
ভাদৈনী, বারাণসী-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-প্রসাদ

(প্রথম খণ্ড)

মৌনী মা

(১০)

প্রথমে গুরু হাত ধরে চলেন
তাহার পরে হাত ছেড়ে
দুইয়ের বাঁধন ভেঙ্গে, স্বাধীন করে দেন।
একলা করে দেন।
একলা একলা চলে ভোলা
একলা কথা কয়
আর ত কেহ নয় ; একলা কথা কয়।

(১১)

প্রেমের বাঁধন গেল টুটে
একলা আছি উদাস পথে
সংসারে দেবতাগণে কত বাঁধিল প্রেমের বাঁধনে
সব গেল টুটে।
দেবতারা আত্মায় উদ্ভব, আত্মায় কথা কয়
আত্মায় লয়।
মূলে কোন ভুল নাই অমৃত ময়
মরমে মরমি হইয়া আছে হৃদয় কোণে।
কথা হইল এই সকলই সেই।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রম সংশোধন

'আনন্দ বার্ত্তা'র গত জুলাই ১৯৭৬ সংখ্যায় "ব্রহ্মলীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যস্ততা ও অনবধানবশতঃ কয়েকটি ভূল ছাপা হইয়াছিল। 'আনন্দবার্ত্তা'র বর্ত্তমান সংখ্যাটি "শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ স্মৃতি-সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশিত হইল এবং ইহাতে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ঐ ভ্রমাত্মক বিষয়গুলির সংশোধন করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত তুইটী ভূলের সংশোধন নীচে দেওয়া হইল।

(১) "যোগীসম্রাট পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীজী কবিরাজজীর গুরু ছিলেন"—ইহার স্থলে

"যোগীসম্রাট শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব কবিরাজজীর গুরু ছিলেন"—এইরূপ পড়িতে হইবে।

(২) "১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোভাবের পর কবিরাজজী নিজের গুরুদেবের নামে 'বিশুদ্ধানন্দ' নামক গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন"—ইহার স্থলে

"কবিরাজজীর শ্রীশ্রীগুরুদেব দেহে থাকাকালীন 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রী-গুরুদেবের তিরোভাবের পর 'বিশুদ্ধানন্দ-বাণী' নামক গ্রন্থ কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল"—এইরূপ পড়িতে হইবে।

সম্পাদক

আনন্দ বার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

BRANCH-CENTRES
of
SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

1. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Bhadaini, Varanasi U. P. (Phone : 62791), Tele : "Mataji"
2. Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth, Bhadaini, Varanasi, U.P.
3. Mata Anandamayee Hospital, Shivala, Varanasi U. P. (Phone : 52591)
4. Anandamayee Karuna, Bhadaini, Varanasi, U. P.
5. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Vrindaban, U. P. (Phone : 94)
5. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
   Vindhyachal, U. P.
7. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kishanpur. P. O. Rajpur, Dehradun, U. P. (Phone : Rajpur 271)
8. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
   Kalyanvan, 176, Rajpur Road, Dehradun, U. P.
9. Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Ashram,
   47/A. Jakhan, Dehradun, U. P. (Phone : 4038)
10. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    P. O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun U. P.
11. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    P. O. Kankhal, (Hardwar), Shaharanpur, U. P. (Phone : 575)
12. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram.
    Kali Mandir, P. O. Uttar Kashi, U. P.
13. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, Almora, U. P.
14. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Puran Mandir, P. O. Naimisharanya, Distt. Sitapur, U. P.
15. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Kalkaji, New Delhi-19 (Phone : 631378)
16. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    P. O. Kamarhati, Calcutta-58 (Phone : 581208)
17. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    P. O Chandipur-Tarapeeth, Distt. Birbhum, West Bengal.
18. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Rajgir, Nalanda, Bihar.
19. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road, Ranchi, Bihar.
20. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri, Orissa.
21. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
    Bhimpura, P. O. Chandod, Baroda, Gujrat.
22. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Poona-7.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Registered with the Registrar of Newspaper for India under No. N. 4725/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

জন্মোৎসব সংখ্যা

বর্ষ ২৪ এপ্রিল, ১৯৭৭ সংখ্যা ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Statement about ownership and other Particulars about Newspaper/Periodical

ANANDA VARTA

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of Publication	Mata Anandamayee Ashram Bhadani, Varanasi - 1
2. Periodicity of its Publication	Quarterly
3. Printer's Name	Swami Bhagawatananda
(Whether citizen of India ?)	Yes
(If foreigner, state the country of origin)	
Address	Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi - 1
4. Publisher's Name	Swami Bhagawatananda
(Whether citizen of India ?)	Yes
(If foreigner, state the country of origin)	
Address	Mata Anandamayee Ashram
5. Editor's Name	1. Br. Nirmalananda 2. Atmananda 3. Dr. R. M. Pandey
(Whether citizen of India ?)	Yes
If foreigner, state the country of origin)	
Address	Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi - 1
6. Names and address of individuals who own the newspapers and partners or sharcholders holding more than one per cent of the total capital.	Shree Shree Anandamyee Charitable Society (Regtd.) Bhadaini Varanasi - 1

I, Swami Bhagavatanada, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Swami Bhagavatananda

Signature of Publisher

Date 1-4-77

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

চতুর্বিংশ বর্ষ] এপ্রিল, ১৯৭৭ [সংখ্যা ২

পরামর্শ-পরিষদ্

ডঃ গোপীনাথ শাস্ত্রী, এম০এ, পি০আর০এস০, ডি০লিট্

ডঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম০ এ০. পি০ এইচ০ ডি০

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ, এম০ এ০, শাস্ত্রী

কার্য্যকরী সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী

✻ বার্ষিক চাঁদার হার ✻

ভারতে—আট টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং (ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

প্রতি সংখ্যা—২৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী-সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী ও আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তা ভিঃ পিঃ দ্বারা পাঠান হয় না।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক কমিশন বাবদ অতিরিক্ত তিন টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা	জেনারল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী (পাবলিকেশান একাউন্ট্) ভাদৈনী, বারাণসী-১
* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা	সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা' শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী ভাদৈনী, বারাণসী-১

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী ভাগবতানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপ প্রিন্টাস', রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	যোগীভাইয়ের মহাপ্রয়াণ	... ...	..
২।	মাতৃ-বাণী	—	৭০
৩।	মাতৃ-সৎসঙ্গ	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	৭২
৪।	মাতৃ-বন্দনা	—শ্রীভবতোষ দেবশর্মা	৮
৫।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—৺অমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত	৮১
৬।	মায়ের দু'টি বাণী ও চারটি প্রশ্ন-সমাধান	—শ্রীনরেন চৌধুরী	৯০
৭।	বিশ্বেশ্বরী মাতা আনন্দময়ী	—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়	৯৬
৮।	শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব	—শ্রীঅমিয় কুমার গুপ্ত	৯৯
৯।	পরশন	— অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	১০০
১০।	মানসী মা	—শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়	১১০
১১।	ভগবতী মার লীলা	—শ্রীভূপতি মোহন মুখোপাধ্যায়	১১১
১২।	গোণ্ডালে ২৭তম সংযম মহাব্রত	—শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু	১১৮
১৩।	অমৃত-অবগাহন	—অমিতা ঘোষাল	১৩০
১৪।	মাতৃ-প্রসাদ	—মৌনী মা	১৩৬
১৫।	একখানা গান	—শ্রীঅভয়	১৩৭
১৬।	কৈলাস ও মানসসরোবর	—শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী	১৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঘাট্ নরেশ শ্রীদুর্গা সিংজী (যোগীভাই)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যোগীভাইয়ের মহাপ্রয়াণ"

বাঘাট্‌নরেশ শ্রীমান্ দুর্গা সিংজী আজ আর ইহলোকে নাই। শ্রীশ্রী মায়ের অনন্য ভক্ত ভাইজীর আদর্শে সদা অনুপ্রাণিত এবং আমাদের মাতৃ-ভক্ত সমাজে সদা সমাদৃত, সদা হাস্যমুখ, প্রিয়দর্শী যোগীভাইকে আমরা চিরতরে হারাইলাম। গত ৩০শে মার্চ, ১৯৭৭, অপরাহ্ণ ৪।৹ ঘটিকার সময় বিজয়াদশমীর শুভ মুহূর্তে সোলন নগরীর নিজ প্রাসাদে সজ্ঞানে মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সহজগতিতে মানবলীলা সংবরণ করিয়া ইষ্টদেবীর নিত্যলীলায় চিরতরে প্রবেশ করিয়াছেন। এই দারুণ দুঃ-সংবাদে আমরা সকলেই মর্ম্মাহত এবং অবিভূত।

যোগীভাইয়ের মহাপ্রয়াণের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহাকে যাহারা শ্রদ্ধার ও ভালবাসার চক্ষে দেখিত, তাহাদের সকলের পরামর্শে এবং তাঁহার শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার মৃতদেহকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া হরিদ্বারে আনা হয় এবং পরের দিন ৩১শে মার্চ্চ, পূণ্যসলীলা মা গঙ্গার তটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কাশী হইতে মায়ের প্রসাদী মালা লইয়া স্বামী চিন্ময়া-নন্দজী হরিদ্বারে আসিয়া যোগীভাইয়ের অন্তিম কৃত্যে উপস্থিত থাকেন।

বর্তমান হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত শিমলার নিকটস্থ বাঘাট রাজ্যের মহারাজা ছিলেন শ্রীমান্ দুর্গা সিংজী। ১৯৪৮ সালে ভারত ইউনিয়নে ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীমান্ দুর্গা সিংজী দীর্ঘ দিন ধরিয়া সুচারু-রূপে এই রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে নিজেদের প্রভুরূপে এবং পালকরূপে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। মহারাজা দুর্গা সিংজীও প্রজাদের পুত্রবৎ পালনে এবং সর্বতোভাবে তাহাদের উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প থাকিতেন। এমন নিষ্কপট, নিরভিমানী সদাচারী এবং প্রজাবৎসল রাজা এ যুগে খুবই বিরল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৪৮ সালেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়, এবং তারপর হইতেই জাগতিক জীবন হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মচিন্তায়, সাধন-ভজনে এবং ধার্মিক ক্রিয়াকলাপেই অধিক সময় ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী আনন্দময়ীর সংঘের এবং জনজনার্দ্দন সেবার কার্য্যে অধিক মনযোগ দিতে আরম্ভ করেন। যোগীভাই মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের সভাপতি ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং সংচালক ছিলেন। এই তুইটি প্রতিষ্ঠান তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় ও ঐকান্তিক আগ্রহে এবং শুভ ইচ্ছা বহন করিয়া প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই তুইটি প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির দিকে তাঁহার সতত সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার মহাপ্রয়াণে এই তুইটি প্রতিষ্ঠানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল এবং সমস্ত মাতৃভক্তবৃন্দ হারাইল একজন একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত ও যোগীসদৃশ উচ্চকোটীর মহান্ ব্যক্তিত্বকে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রী আনন্দময়ীর সংঘের উদ্যোগে যে "সংযম সপ্তাহ মহাব্রত" প্রতিপালিত হয় তাহারও প্রবর্তক ছিলেন যোগীভাই। তাঁহারই ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও আগ্রহেই এই পূণ্যব্রতের আরম্ভ করা হয়।

শ্রীমান্ তুর্গা সিংজী রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি পূজাপাঠ ও জপধ্যানে কাটাইতেন এবং এই ফল্গুধারাটি তাঁহার মধ্যে চিরকাল অক্ষুন্ন ছিল। তাই শ্রীমা নাম দিয়াছিলেন "যোগীরাজ" এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে "রাজলক্ষ্মী" নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। "যোগীরাজ" শুনিয়া তিনি জোড়করে মাকে বলেন: মা, 'যোগীরাজ' নয়, "যোগীভাই"। সেই হইতে তিনি সকলের নিকট 'যোগীভাই' নামে সুপরিচিত। শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি যোগীভাইয়ের ছিল অনন্য শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ ভক্তি ও পরিপূর্ণ শরণাগতি। প্রথম দর্শনের পর থেকেই তিনি নিজেকে মায়ের চরণে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত করিয়া দিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি তাঁহার এই অসাধারণ ভাবভক্তির মুলে ছিলেন ৺ভাইজী। ৺ভাইজীরই উপদেশে এবং অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি সকলের প্রিয় যোগীভাই হইয়া মায়ের নামে উৎসর্গীত যে আদর্শময় জীবনযাপনপ্রণালী দেখাইয়া গেলেন তাহা সত্যই অতুলনীয় এবং আমাদের সকলের পক্ষে অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার শান্ত সমাহিত ভাব এবং যোগীসুলভ অমায়িক ও নিরহংকার ব্যবহার সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিত। যে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারি না এমনই ছিল তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার। মৃত্যুদূত তাঁহাকে নিতে আসে নাই। জগতের খেলাধুলা সাঙ্গ হইলে জীবনের সায়াহ্নে মা ভগবতী স্বয়ং আসিয়া নিজ সন্তানকে নিজধামে লইয়া গেলেন।

প্রতীক হইতে অপরোক্ষে—মূর্ত্তি হইতে ব্যাপ্তিতে, সীমা হইতে অসীমে, স্বল্প হইতে ভূমার মধ্যে মায়ের কোলে যোগীভাই চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে তাঁহার আত্মা চির প্রশান্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃ মাতৃ-বাণী ঃ

[সংকলন ঃ ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

মানুষের পরম-ধনে ধনী হইবার জন্য যাত্রায় ব্রতী থাকা। লক্ষ্য-প্রাপ্তি নিয়ে যিনি সর্ব্বক্ষণ রত—অখণ্ড পূর্ণ যখন, তদ্‌মুহূর্ত্তেই স্পর্শ—যাহা ভাষায় বর্ণন হয় না।

* * *

মনটা ভগবানের দিকে না রাখিলে চঞ্চলতা স্বাভাবিক। সারাদিনে মন খালি না রাখা—জপধ্যানে সদ্‌গ্রন্থপাঠে মনটা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভগবানের চরণে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা।

* * *

প্রথম দিক্ দিয়ে এসব আসে—ফল না পেলে দুঃখই কেবল নয়, শ্রদ্ধা কমে যায়। মনে রাখা—আমার যা কল্যাণ ঠাকুর করেন, করবেন। বারবার অভ্যাসের ফলে লক্ষ্য পূরণের দিক্ আসে। এইসব কারণে কোনো কিছু নিয়ে তাঁকে ডাকা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যাঁকে পেলে সব পাওয়া।

* * *

নিজ স্বরূপ প্রকাশের জন্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের সংযম করা—তদ্‌মুখী হওয়া। তাঁকে স্মরণ করার জন্যই একাদশী ব্রত।

* * *

স্ব-ধন লাভের পথ সাধনা—যে ধনে ধনী হলে সত্যস্বরূপ ভগবান প্রকাশ হবেন। তিনি যে আছেন—নিত্য, নিরাবরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের আকাঙ্খা ঠিক্ ঠিক্ জাগ্রত যখন, প্রকাশ তখন। সদ্‌গুরু শক্তি অনুসার খুঁজিয়া গ্রহণ করা।

*　　*　　*

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারে মাঝে মাঝে ভুলের দিক্‌টা এনে দেয় অখণ্ডভাবে ভগবানের দিকে মন লাগাতে। তা না হলে, মুক্ত হবার রাস্তা কি করিয়া খোলে? ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মনটাকে লাগিয়ে রাখা। শরীর ও মন সৎ-ভাবে, সৎক্রিয়ায় লাগানো।

*　　*　　*

সংসারযাত্রার নানা ক্লেশ---এক এক রূপে এক এক জনের কাছে ধরা দেয়। জীবনযাত্রায় যত কষ্ট ততই মনে করা---এ কষ্ট আমার আর তো আসবে না। তপস্যা হয়ে যাচ্ছে---ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

*　　*　　*

ভজন কীর্ত্তন, প্রাণঢালা ভাবযুক্ত হলেই আনন্দ। নিজ পরম পথের যাত্রায় ব্রতী যাহারা তাহাদের যাত্রা সফলের জন্য ইষ্ট-চরণে মন রাখা সর্ব্ব-ক্ষণ যাহাতে হয়---অনুকূল ক্রিয়ায় ব্রতী থাকা।

*　　*　　*

কেহ আত্মহত্যা করিতে চায়---তাহার উত্তরে মা বললেন---"পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম থাকে তো, তাহাতেই তো জন্ম। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে ইহার ভিতরে ভগবানের করুণা কোথায় তাহা খুঁজিবার চেষ্টা করা, মন তাঁহার চরণে সমর্পিত করা। ঠিক ঠিক সত্যানুসন্ধান কখনো বিফল হয় না। ভগবানের দেওয়া শরীর, ইহার উপর কিছু করবার অধিকার কাহারও নাই-- ভাবনাও পাপ। পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ কিন্তু মনে প্রাণের ডাক---ভগবানকে ছাড়িতে নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-সৎসঙ্গ

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

(১৭)

১৬ই নভেম্বর, ১৯৫৬

প্রঃ কঃ—সব জায়গায় ভগবানই আছেন তবে জগৎ মিথ্যা কি করে হল ?

মা—ভগবান কোথায়ও আসেন না যান না। তবুও আসেনও যানও। ভ্রান্তি-রূপে তিনি স্বয়ংই। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই। আসা যাওয়া বললে ভগবানের মধ্যেই আসা যাওয়া হয়। যেখানে সব মিথ্যা (সর্পরজ্জুভ্রম) সেখানে জগৎও মিথ্যা। যেখানে গতি সেখানেই জগৎ। তাই যা পরিবর্ত্তনশীল তা অনিত্য। ভগবান নিত্য ও সত্য।

প্রঃ কঃ—মানুষ কর্ম্মের অধীন না ভগবানের অধীন ?

মা—ভগবানই সবকিছু।

প্রঃ কঃ—তবে দণ্ড কেন পাই ?

মা—দণ্ড অজ্ঞানীর জন্য। দুঃখে এবং দুঃখ নিবারণের রূপে ভগবানই আছেন। যেখানে দুঃখ আছে শোক আছে সেখানে ভোগ করতেই হবে। ভগবানই একমাত্র আছেন। "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি।" এর দুটি ধারা। প্রথমটি বেদান্ত আর দ্বিতীয়টি ভক্তি, তুমি স্বামী আর আমি দাস। ভগবানই সব কিছু করান, ক্রিয়ারূপেও ভগবানই আছেন। তিনিই দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই রাস্তা দিয়ে চল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রঃ কঃ যখন ভগবানই কর্ত্তা ধর্ত্তা, তবে আমরা দুঃখ, সুখ কেন ভুগব ?

মা—'ইহাও তাঁরই খেলা, মৌজ। হে ভগবান! তুমিই সমস্ত বিগ্রহরূপে আছ। দুঃখ রূপে সুখ রূপে আর কে আছে তুমিই তো আছ। রাস্তায় চলার সময় তিনিই সাহায্য করেন। ভগবানই সর্বত্র আছেন। যতক্ষণ না এইরূপ জ্ঞান হবে ততক্ষণ প্রশ্ন যাবে না। ভগবান তো স্বয়ং প্রকাশিত, যেমন সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত কিন্তু যতক্ষণ মেঘের আড়ালে আছেন ততক্ষণ আমরা তাকে দেখতে পাই না। এইরূপ যতক্ষণ মায়ার আবরণ আমাদের বুদ্ধিতে আছে ততক্ষণ ভগবানের দর্শন হতে পারে না।'

প্রঃ কঃ—আপনি কি মেঘকে বিশ্বাস করেন না ?

মা—মেঘ রূপে কে ? তুমিই তো স্বয়ং। যতক্ষণ না, যে কাজ করায় ও যে কাজ করে এক না হবে, ততক্ষণ যিনি স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান, তিনি তোমার কাছে কোথায় ? মেঘরূপে, অনিত্যরূপে যেখানে মিথ্যা, সেখানে আবরণ অবশ্যই আছে।

প্রঃ কঃ - যদি ভগবানই সব কিছু, তবে মেঘ কোথা থেকে এল ?

মা তিনি স্বয়ংই অনন্তরূপে প্রকাশিত। ছায়া রূপে মায়া রূপে, ভ্রান্তি রূপে তোমার কাছেই তো শুনেছি। যতক্ষণ না দাস রূপ হবে ততক্ষণ সম্যক জ্ঞান হবে না। যেমন তাঁর জন্য "আছে আছে" ঠিক, তেমন "নেতি নেতি" ও ঠিক।

প্রঃ কঃ—যদি ভগবান মিথ্যা না হন তবে আমরা মিথ্যা বলতে কেমন করে শিখলাম ?

মা—যেখানে অহংকার আছে, সেখানে মিথ্যা আসে। ভগবান মিথ্যা না। ভগবান সৎস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। ভগবান মিথ্যা এই কথা বলার তোমার অধিকার নেই। সর্বত্র 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি।' 'যত্র যত্র নেত্র হেরে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।' যতক্ষণ এই প্রকাশ না হয় ততক্ষণ তোমার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলার অধিকার নেই। তুমি কেবল সত্য কথা নিয়ে চল। তুমি তো কেবল শুনেই বলছ। তোমার অনুভব কোথায় হয়েছে? মিথ্যা আছে—আমাতে তোমাতে, অহংকারে। অহংকারে আমার তোমার আছে।

প্রঃ কঃ—আমি স্বয়ং করি, না ভগবান করান?

মা—'আমিকে এরকম করে রাখ যে আমি তোমার যন্ত্র। যদি তুমি এই কথা বলবে ভগবানই আমাকে দিয়ে চুরি করান তবে তোমার এই কথাও বিশ্বাস করতে দুঃখ করা উচিৎ নয় যে ভগবানই জেলে পাঠিয়েছেন আর তিনিই দণ্ড দেওয়ার অধিকারী। ভগবানের রাস্তায় চল ভগবানই সদা সত্য। যেখানে রাম, সেখানে আরাম। যেখানে নেই রাম সেখানে বে-আরাম। এক মাই আছেন, এক ভগবানই আছেন যতক্ষণ এই অনুভব না হয়, ততক্ষণ ভগবান মিথ্যা এই কথা বলা ঠিক নয়। ভগবান সত্যস্বরূপ। এই কথাই বল, যে ক্রিয়া হচ্ছে যেমন ভগবান করাচ্ছেন তেমন হচ্ছে, এই ভাব রাখ।'

প্রঃ কঃ—গীতায় ভগবান বলেছেন যে যখন পৃথিবীতে পাপবৃদ্ধি হয় তখনই ভগবানের অবতার হয়।

মা—'ভগবান দুনিয়ার কথা নয়। ভগবান যেখানে প্রকাশমান সেখানে দুনিয়া থাকে না। ভগবান নিত্য স্বয়ং প্রকাশ। যেখানে রাম সেখানে আরাম। যেখানে নেই রাম, সেখানে বে-আরাম।'

প্রঃ কঃ—অহংকারের নাশ কি করে হয়?

মা—'অহংকারের নাশের জন্যই এই সংযম সপ্তাহ রাখা হয়েছে।'

১৭ই নভেম্বর '৫৬

প্রঃ কঃ—'মা আপনি কিছু শোনান।'

মা—যেমন ঘণ্টা বাজাবে তেমন শব্দ শুনবে। কেউ বলছিল যে সংযম সপ্তাহ বছরে দুবার হওয়া উচিৎ। তোমাদের দুই সময়ে ধ্যান জপে বসার অভ্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে গেছে। অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাসযোগ লেখা আছে না? এখন নিজের নিজের ঘরে গিয়ে এই সংযমের জন্য যথাশক্তি সপ্তাহে অথবা পক্ষে যেমন করতে পার করে যেও। যে অসংযমী তার গতি মৃত্যুর দিকে; তাকে Return ticket অর্থাৎ জন্ম মরণ পেতে হবে। সংযম ব্রতের এই নিয়ম; জন্ম মৃত্যুর অতীত হওয়ার জন্য। এই প্রকারে ভগবান যে স্বয়ং প্রকাশ তা প্রকাশে আসে। 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি।' এইটি পাকা কথা। যেমন মাঁটী সত্য; আর নাম রূপ মিথ্যা তেমন সংসারে ভগবান সত্য আর জগৎ মিথ্যা। এখন দ্বিতীয় উদাহরণ নেও যেমন জল ও বরফ এক; তেমন নিরাকার ও সাকার একই। পাশ হয় কেবল নাম ও রূপের। গতিতে যদি মন দাও তবে সে মৃত্যু দেবে। তুমি যে অবিনাশী তা প্রকাশে আনার চেষ্টা কর।

প্রঃ কঃ—গতিতে স্থিত থাকা কি? মা এইটি বোঝাও।

মা—"বিষয় মানে পরিবর্ত্তনশীল। গতি মানে জগৎ। পরিবর্ত্তনে মন থাকলে সে ধীরে ধীরে মৃত্যু দেবে। যদি পরম গতির দিকে চল তবে পরমবস্তু পাবে। তোমার শরীরে যে ক্রিয়াশক্তি আছে তাকে ভগবানের সেবায় লাগাও। ব্রহ্মস্থিতি—আত্মস্থিতি প্রাপ্তির চেষ্টা কর। বাবা বুঝতে পারছ?"

পঃ সুন্দর লাল—"হ্যাঁ, খুব বুঝতে পারছি।"

মা—'এই শরীর তো পরের সাথে কথাই বলে না, তাই উল্টাপাল্টা বলি।'

পঃ কঃ—তোমার কি পর প্রতীতিই হয় না?

মা—'না, একদম না।'

প্রঃ কঃ—তবে সঙ্কোচ কেন?

মা—তোমার সঙ্কোচ দেখে সঙ্কোচ হয়। তুমি পিতা, আমি ছোট্ট মেয়ে, পিতার গুণ তো মেয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রঃ কঃ—সবার জন্য কোন্ দিন সংযমের দিক থেকে অনুকূল হবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—যার যেদিন অনুকূল হয় সংযম করা উচিৎ। বন্ধন রেখ না। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বিনা নিয়ম পরিবর্ত্তন না করা।

প্রঃ কঃ—যদি অশৌচ হয় তবে কি করা যায় ?

মা—ভগবানের নাম সম্পূর্ণ অশৌচ নাশ করে। যেখানে শোক, সেখানেই অশৌচ। জপ, ধ্যান যে অবস্থায় থাক করতে পার। দ্বিতীয় কথা হল গৃহস্থের নীতি অনুসারে কাজ করা উচিৎ।

প্রঃ কঃ—মা! আপনি কে ?

মা—তুমি যা বল তাই।

প্রঃ কঃ—কেউ যদি কৃষ্ণ বলে তবে ?

মা—কেউ কৃষ্ণ বললে খারাপ কি ? যেমন নতুন নাম হয় নাম দিয়ে দিক। যে যা বলুক তাই ঠিক।

প্রঃ কঃ—তবে কি আপনি কৃষ্ণ না ?

মা—সবার মধ্যে কৃষ্ণ আছেন।

প্রঃ কঃ—সবাই বলে আপনার মধ্যে কৃষ্ণ আছেন।

মা—যত্র যত্র নেত্র হেরে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।

প্রঃ কঃ—কৃষ্ণ যদি হন লোকেরা বংশী ও মুকুট দেখতে চায়।

মা—বংশী যদি না দেখে, তো না বলুক। যে যা বলে তাই ঠিক। সবার মধ্যেই কৃষ্ণ আছেন।

প্রঃ কঃ—ভগবদ্-মার্গে তুঃখ কেন আসে ?

মা—পরম সুখ হওয়ার জন্য তুঃখ আসে।

প্রঃ কঃ—সুন্দর লালজীর প্রার্থনায় মা কীর্ত্তন শুরু করলেন—

“কৃষ্ণ কহ্নাইয়া বংশী বজৈয়া, গৌয়া চরৈয়া রে রে রে।
কৃষ্ণ কহ্নাইয়া মেরে নৈয়া. আও কহ্নাইয়া প্রাণ কহ্নাইয়া।
মেরে নৈয়া পার করৈয়া, মেরে নৈয়া আও কহ্নাইয়া।
কৃষ্ণ কহ্নাইয়া, আও কহ্নাইয়া, আও কহ্নাইয়া মেরে নৈয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ভগবান! হে ভগবান! হে ভগবান! হে ভগবান!
হা ভগবান! হা ভগবান! হা ভগবান! হা ভগবান!
ধ্যেয় ভগবান! জ্ঞেয় ভগবান! প্রেয় ভগবান! শ্রেয় ভগবান!
প্রেয় ভগবান! শ্রেয় ভগবান! জ্ঞেয় ভগবান! ধ্যেয় ভগবান!
শ্রেয় ভগবান! ধ্যেয় ভগবান! প্রেয় ভগবান! জ্ঞেয় ভগবান!
হে ভগবান! হে ভগবান! হে ভগবান! হে ভগবান!
মঙ্গলময় হে ভগবান! শান্তিময় হে ভগবান!
হে ভগবান! হা ভগবান! হে ভগবান! হা ভগবান!

১৮ই নভেম্বর ১৯৫৬

কার্ত্তিক শুক্ল পূর্ণিমা (রাস পূর্ণিমা)

প্রঃ কঃ—সর্বত্র কি হরিই আছেন?

মা—'এক হরিই আছেন। হরি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যতক্ষণ হরির খোঁজ না পাও ততক্ষণ গুরুর উপদেশ পালন করে চল।'

প্রঃ কঃ—হরির সাথে তো দেখাই হয়নি।

মা—"না" রূপে তোমার দেখা হয়েছে। যে নিয়মে যে ক্রিয়ায় হরি প্রাপ্ত হন, তারই নাম সংযম। সংযম হচ্ছে মানে ভগবানের দিকে গতি হচ্ছে। যে গতির দ্বারা আমাদের ভাবনায় হরি স্থির হন আর হরি ভিন্ন কিছুই নাই এই গতি নিয়ে নেও। সাধুর বেশভুষা করা উচিৎ নয়। অর্থাৎ চুলে তেল দেওয়া উচিৎ নয়। শৃঙ্গার করা উচিৎ না। সাধুর মিথ্যা কথা বলা উচিৎ না, ভগবৎ কথা শোনা এবং বলা উচিৎ। এই তার উত্তম শৃঙ্গার। ঋষিদের চুল আঁচড়াবার সময় কোথায়, জায়গা কোথায়। দর্পণ দেখার অবসর কোথায়?

প্রঃ ক:—ছুনিয়ার লোকেরা এমন নোংরা লোককে পছন্দ করবে না।

মা—নিশ্চয়ই পছন্দ করবে? এমন না হলে ঋষিপন্থা কেন হবে? সপ্তঋষি সব তোমাদের মধ্যেই আছেন। রাস্তা প্রাপ্ত হোক, দরজা প্রাপ্ত হোক, এই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এই কথা বলা হয়েছে। যতটা আছে, যা আছে সব একমাত্র ভগবানই আছেন। পিতারূপে, পুত্ররূপে, পত্নীরূপে একজনই। আবার পিতা, পুত্র কিছু নাই এক আত্মাই। নিজেকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা কর। নিজেকে জানলে আর বেশভূষা ভাল লাগবে না। কে? সৎসঙ্গ যে করেছে সে নিশ্চয়ই পছন্দ করবে। সংসারে লোক বিষয় নিয়ে পাগল হচ্ছে। কিন্তু তারা বুঝতেই পারে না যে তারা পাগল। রাঁচীতে পাগলখানায় পাগলরা বলে "আমি পাগল না, ও পাগল।" কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে যদি সাধু মাথায় তেল দেন তবে কি তিনি ভগবান পাবেন না? রোগের সূক্ষ্ম কীটাণু কেমন করে আসে? তা বোঝা যায় না। যেমন রোগের কীটাণু হয় তেমনই ভগবৎ ক্রিয়াও খুব সূক্ষ্ম হয়। তেল কোন গুণের বৃদ্ধি করবে কে জানে? "যেমন অন্ন খাবে তেমন মন হবে"। মানুষ নিজের গুণ অনুসারেই খাদ্য চাইবে। মনকে যেমন ভোজন দেবে তেমনই গুণ বৃদ্ধি হবে। পরমার্থচিন্তনে যদি সত্যি মন লেগে যায়, তবে খুব ভাল। সর্পরজ্জুর তুল্য অনিত্যরূপে কে? তুমিই তো। এক ভগবানই সর্বত্র আছেন এই প্রকাশ যতক্ষণ নিজেতে না হবে ততক্ষণ হরি কোথায়? যখন তোমার তমোগুণ কম হবে তখন তোমার নিদ্রাও কম হবে। তামসিক গুণ কম হলে সাত্ত্বিকবৃত্তির বৃদ্ধি হবে। খেয়ে দেয়ে আনন্দ আর মজা করলে কি হবে? যে ব্যক্তি যে স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে সে তেমনই দেখতে পায়। সংযম নিয়ম তাহলে কি ফল দেবে? সংযম মৃত্যুগতি থেকে তোমার অমৃতগতির রাস্তা খুলে দেয়।'

কথা প্রসঙ্গে মা বললেন—"দুই প্রকারের মৌন আছে—একটি কাষ্ঠ মৌন আর দ্বিতীয়টি গৌ মৌন। কাষ্ঠ মৌনে কোন প্রকারের সংকেত অথবা লেখা বা কোন প্রকারের মুদ্রা করাও নিষেধ। গৌমৌনে বিশেষ আবশ্যক অনুসারে সংকেত করা যেতে পারে। কেউ কেউ মৌনেও পাঠ, কীর্ত্তন ইত্যাদি করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে যে মৌনের সময় থাকে তাতে কীর্ত্তন, পাঠ, স্তোত্র আদি বন্ধ থাকে। কিন্তু যখন অখণ্ড কীর্ত্তন চলে তখন মৌনের সময়েও কীর্ত্তন হয়।

প্রঃ কঃ—সংযম সপ্তাহে গীতা, সপ্তশতীর স্তোত্র উপনিষদের মন্ত্র পাঠতো করি কিন্তু বুঝি না।

মা—'তুমি এই কথা তো বুঝেছ, যে পাঠ্য বিষয় বোঝ না। কি মনে হল তা বোঝা উচিৎ। ঋষি মুখনিঃসৃত শব্দ যদি নাও বোঝা যায় তাও পাঠের ফল অবশ্য দেয়। —ওঁ মা॥'

(ক্রমশঃ)

ঃ মাতৃ-বন্দনা ঃ

ভবতোষ দেবশর্ম্মা

আনন্দময়ী মা তুমি আমার
স্নেহময়ী সসাগরা।
শব্দে-স্পর্শে-বর্ণে-গন্ধে—
বহে আনন্দ-ধারা।
দাও মা দীক্ষা, দীন সন্তানে।
দীপ্ত শিক্ষা, সূর্য-কিরণে।
জ্বালা-যন্ত্রনা জুড়াও জীবনে—
দৈন্য-দুঃখ-হরা।
স্নেহ-মমতার সান্ত্বনা বাণী।
রচিছে স্বর্গ, ধূলার ধরণী।
মঙ্গলময়ী করুণারূপিণী।
পূর্ণ পরাৎপরা।

বহু দূরে একা, কাঁদি অভিমানে,
বুকের বেদনা বোঝাব কেমনে?
চরণে শরণাগত দীন জনে—
দাও মা অমৃত-ধারা।
দগ্ধ হৃদয় দুখের দহনে,
বিষাদ-মগ্ন, করুণা বিহনে।
অশ্রু-সিন্ধু উথলে নয়নে—
পাপে, তাপে, দিশাহারা।
মুছাও অশ্রু। শত পরাজয়।
মাভৈঃ মন্ত্রে কর নির্ভয়।
অনু–পরমাণু অনুভূতিময়—
ধন্য হউক ধরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(৬ষ্ঠ খণ্ড)

৺অমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত

সূক্ষ্মদেহে শ্রাদ্ধ এবং উহার ফল

৮ই শ্রাবণ রবিবার (ইং ২৪।৭।৪৯) আজ বেলা ১০॥ টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "তোমাকে কেহ কি খবর দিয়াছে?"

আমি—না।

মা—(হাসিয়া) নিশ্চয়ই খবর দিয়াছে। এখানে চিঠি লইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করা হইতেছিল। কুসুম তোমাকে খবর দিতে চাহিতেছিল। আমিই নিষেধ করিতেছিলাম। লোকে যখন কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে তখন কি আর খবর দেওয়ার বাকী থাকে? মা কয়েকখানা private চিঠি আমাকে দিয়ে বলিলেন, "তুমি চিঠিগুলি পড়"।

চিঠি পড়া ও লেখার ব্যাপার শেষ হইলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, সেদিন যমুনাদাস বাজাজের কথা বলিতে বলিতে তুমি বলিয়াছিলে, মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুসারে বাজাজের ছেলে তাহার পিতার শ্রাদ্ধ করিল না অথচ তুমি দেখিতে পাইলে যে বাজাজের ছেলে সূক্ষ্ম দেহে তাহার পিতার শ্রাদ্ধ করিতেছে। ইহা হয় কেমন করিয়া? যাহা স্থূলে মোটেই হইল না তাহা সূক্ষ্মে হয় কেমন করিয়া?"

মা—(হাসিয়া) এ প্রশ্ন খুকুনী করিয়াছিল, তখন তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলাম তাহা খেয়াল হইতেছে না। তবে ইহার উত্তর এভাবেও দেওয়া যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন স্থূলে কিছু না করিলেও ঐ অভাবটা কাহারও প্রভাবে সূক্ষ্মে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

আমি। তোমার কথায় মনে হইতেছে যে বাজাজের ছেলে শ্রাদ্ধ না করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল তাহা কাহারও কৃপায় সূক্ষ্মে ঐ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হেতু কাটিয়া গেল। আচ্ছা, এমনও কি হয় না যে বাজাজের ছেলের শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা খুবই ছিল কেবল মহাত্মা গান্ধীর আদেশ লঙ্ঘনের ভয়ে তাহা পূর্ণ করিতে পারে নাই এবং এই ইচ্ছা ছিল বলিয়াই তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম দেহে ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল।

মা। এরূপও হইতে পারে। কারণ মানস পূজার কথা তোমাদের শাস্ত্রে আছে ত? তবে একটা কথা এই যে শাস্ত্রের বিধি কায়মনোবাক্যে পালন করিতে শাস্ত্রে বলে। যদি কেহ শ্রাদ্ধ স্থূলভাবে না করিয়া মনে মনে ঐ শ্রাদ্ধ করে তবে স্থূলভাবে ঐ শ্রাদ্ধ করিলে যে ফলটা পাওয়া যাইত, মনে মনে করিলে ঐ ফলটা ষোল আনা পাওয়া যায় না। তবে বাজাজের ছেলের বেলায় সূক্ষ্মে যে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে স্থূলভাবে শ্রাদ্ধ করার সমস্ত ফলই ছিল।

গঙ্গা দিদি। এইজন্যই বুঝি মৃত্যুর পর তুমি বাজাজের বাড়ীতে গিয়াছিলে? পূর্ব্বে এত ডাকাডাকি করিল তখন ত গেলে না।

মা। (হাসিয়া) তোমার পণ্ডিতি বুদ্ধি দিয়া তুমি বুঝি এক নূতন কারণ বাহির করিলে? (সকলের হাস্য) যাহা হউক শেষ রফা হইলেই হইল।

গঙ্গা দিদি। যিনি ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহার জন্য শ্রাদ্ধের বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

মা। এই যে ভগবানের নাম করার কথা বলিতেছ, ইহার মধ্যেও একটু বিশেষ আছে। তোমরা জীবিত অবস্থায় দেখিতে পাও যে ভগবানের নাম করা হয় কিন্তু উহার ফল কিছু দেখা যায় না, ঐ ফল অনুভূতিতে আসে না। অবশ্য নাম করার যে ফল সে ফল থাকিয়াই যায়। সেইজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানের নাম শুনাইবার ব্যবস্থা, যেন উহা শুনিয়া তাহার ভগবানের নাম স্মরণে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর সময় যদি কেহ ভগবানের নাম করে কিন্তু ঐ নাম করার ফলে যদি কাহারও নামরূপী ভগবৎ সত্তায় স্থিতিলাভ না হয় তবে শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহার তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। আর যে ভগবানের নাম করিতে গিয়া নামের মধ্যস্থিতি লাভ করে তাহার জন্য অবশ্য শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই।

গঙ্গা দিদি। আচ্ছা, শ্রাদ্ধ দ্বারা কি কাহারও উর্দ্ধগতি লাভ হইতে পারে?

মা। পিতামাতার প্রতি সন্তানের একটা কর্ত্তব্য আছে। কারণ পিতা মাতা হইতে তাহার জন্ম কিনা। সেইজন্য সন্তান এবং পিতামাতার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে। যতক্ষণ এই যোগসূত্র থাকে ততক্ষণ পিতামাতাও সন্তানের হাতে জলপিণ্ড আশা করেন এবং উহা পাইলে তৃপ্ত হইয়া উর্দ্ধগতি লাভ করেন। যদি এই জলপিণ্ড না পান তবে উহা পাওয়ার কামনা থাকে বলিয়া উর্দ্ধগতির একটা অন্তরায় সৃষ্টি হয়। জলপিণ্ড পাইলে কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া এই অন্তরায় কাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে উর্দ্ধগতি হয়। অবশ্য পিতা যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন অথবা পুত্র যদি সন্ন্যাসী হইয়া যায় তবে এই সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে যে যোগসূত্র থাকে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে আর শ্রাদ্ধ করিতে হয় না।

স্তর, গতি, স্থিতি—ইহার অর্থ

এই সময় গঙ্গাদিদির ভ্রাতা শ্রীমান ননী মাকে প্রশ্ন করিল, "মা, আপনি যে স্তর, গতি, স্থিতি ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেন উহার অর্থ কিভাবে গ্রহণ করিব?"

মা। স্তর বা স্থান বলিয়া যাহা বলা যায় সে সম্বন্ধে অবশ্য তোমাদের ঠিক ঠিক ধারণা হয় না সত্য কিন্তু ঐ সব অবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের নিজ নিজ একটা ধারণা আছে। তোমরা আবরণের মধ্যে থাকিয়া ঐ ধারণা কর বলিয়া উহা সত্য হয় না। যেমন ধরনা তোমরা কোন দিন হরিদ্বারে যাও নাই অথচ হরিদ্বার কথাটি শুনিয়াই ঐ জায়গা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া নিলে। পরে যখন হরিদ্বারে গেলে তখন দেখিলে যে, যে ধারণা তুমি করিয়াছিলে উহা ঠিক নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন কথা হইতেছে কি যে তোমার ধারণা কি তবে একেবারেই মিথ্যা ? তাহা নয়। প্রত্যেক স্থানের অনন্তরূপ থাকিতে পারে। তোমার ধারণাও ঐ অনন্ত-রূপের একটি। হরিদ্বারের কথা এখানে কেন আসিল তাহা বলিতেছি, এ দেহ যখন প্রথম হরিদ্বারে গেল তখন হরিদ্বারের বাড়ী ঘর যাহা আছে তাহাত দেখিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বারের আরও একটি রূপও এ দেহের কাছে ফুটিয়া উঠিল। ঐ রূপে হরিদ্বারে বাড়ী ঘর নাই। উহা যেন শূন্য ধূ ধূ করে—এক মরুভূমির মত। কোন সময়ে হরিদ্বারের এই রূপ ছিল বলিয়াই উহা এ দেহের কাছে প্রকাশ পাইল।

গুরু যখন তোমাদের স্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দেন, তোমরা উহা শুনিয়া ঐ সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিয়া ফেল। তোমাদের অবস্থায় ঐরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু গুরু নির্দিষ্ট পথে যতই তুমি চলিতে থাকিবে ততই তোমার ধারণা বদলাইতে থাকিবে। পরে যখন তুমি গুরুর সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হইবে তখন দেখিতে পাইবে যে এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা কিছু ধারণা করিয়াছ, তাহা সবই অবস্থা ভেদে সত্য। এই জন্যই বলা হয় যে সর্ব্বরূপ তাহারই রূপ, সর্ব্বনাম তাহারই নাম। গুরু করার সুবিধা এই যে, তিনি একটা কিছু ধরাইয়া অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দেন। তিনি কোন নাম বলিয়া দিলেন বা কোন মূর্ত্তির ধ্যান করিতে দিলেন যাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইবার সাহায্য হয়। তোমাদের অবস্থায় তুমি যাহা ধারণা করিতে পারিবে গুরু অবশ্য তোমাকে তাহাই বলিয়া দিবেন।

গুরু-নির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে তোমার অনুভূতি হইতে তোমার ধারণা দেখাইতে থাকিবে। যতক্ষণ এইরূপ বদলাইতে থাকিবে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে তুমি পথেই আছ। একবার যদি পরমগুরু-অবস্থা লাভ করা যায় তখন দেখা যায় যে কিছুই মিথ্যা নয়, অবস্থা ভেদে সবই সত্য। আবার গুরুর নিকট হইতে নাম লাভ করিয়া উহা লইয়া দীর্ঘ দিন কাজ করিয়াও যদি তোমার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলেও মনে করিতে হইবে না যে তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক অবস্থায়ই আছ। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু গুরু তাহা তোমাকে জানিতে দিতেছেন না। সময় হইলে সমস্তই তিনি তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন। কাজেই স্থান, স্থিতি, স্তর বলিতে সেই সব অবস্থায়ই বুঝায় যাহা গুরু তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন। ইষ্ট, গতি, অর্থও সেই গতি যাহা গুরু তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন ত এই কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারিলে ?

ননী। আমি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

মা। বেশ যদি আরও কোন প্রশ্ন উঠে তবে তাহা জানাইও।

প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ—

৯ই শ্রাবণ সোমবার (ইং ২৫।৭।৪৯) বেলা ১০॥ সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া মাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলাম। বড় এবং ছোট স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ছোট শঙ্করানন্দ স্বামী মাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মা, শাস্ত্রে প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে নানাবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত তাহা জানিতে চাই।"

মা। শাস্ত্রে কি আছে ?

স্বামী শঙ্করানন্দ। শাস্ত্রে পূজা, আরতি এবং প্রণামের পর প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা। এই প্রসাদ গ্রহণ করিলে প্রভু দাস ভাবটি পুষ্ট হয়, অর্থাৎ যে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করা যায় আমি যে তাহারই দাস এই ভাবটা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত তাহা জানিতে চাই।

মা। কেন ? এ সম্বন্ধে ত তোমার গুরুর মত আছে। তাহা কি ?

স্বামী শঙ্করানন্দ। প্রসাদ আসিলে গুরুজী উহা ব্রহ্মজ্ঞানে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা। তবে আর চাও কি ?

স্বামীজী। আমার কথা বলিতেছি না। অপর কাহারও মনে যদি প্রসাদ গ্রহণ বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে তবে তাহার কি করা কর্ত্তব্য ?

মা। এই যে বলা হইল সমস্ত প্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা উপায় হিসাবে বলা হয়। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রসাদ বলিয়া কিছু থাকে না, সবই ব্রহ্ম হইয়া যায়। কাহারও গুরু যদি দেবতা বিশেষের প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ দিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে এ দেহের কিছু বলিবার নাই। কারণ গুরুর আদেশ সর্ব্বদা পালনীয়। প্রসাদ বলিতে আমরা প্রসন্নতা বুঝি অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিলে মনের ময়লা বা অজ্ঞান কাটিয়া গিয়া আমাদের স্বরূপ প্রকাশের সহায়তা করে। প্রসাদ মাত্রেরই মনের মল বা অজ্ঞানতা নাশের ক্ষমতা আছে। এই ভাব হইতে প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। আবার সাধনের এমন অবস্থা আছে যখন নিজে যে ভোগ ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করা যায় উহা ছাড়া অন্য ভোগ গ্রহণের কোন প্রবৃত্তিই হয় না। এই ভাব সাধনের ফলে নিজের ভিতর হইতে স্বভাবতঃই উঠে। কিন্তু বাস্তবিক যদি কাহারও এরূপ কোন ভাব না থাকে তবে দেবতার প্রসাদ লইয়া বাছাবাছি করা পাপ। আবার সাধনের ফলে আরও একটি অবস্থা হয়—সাধক নিজ হাতে যাহা গ্রহণ করে তাহাই তাহার নিকট পবিত্র বলিয়া মনে হয়। এইখানে নিজে কিছু নিবেদন করিতেছে বলিয়া যে পবিত্র মনে হইতেছে তাহা নহে। সে নিজে নিবেদন করুক বা না করুক তাহার স্পর্শে কোন জিনিষ আসিলেই উহা যে পবিত্র এই ভাবটি জাগিয়া উঠে। সাধনের ইহাও একটা অবস্থা। এইরূপ অনেক অবস্থা থাকিতে বা আসিতে পারে। পরে এইসব গণ্ডীবদ্ধ ভাব কাটিতে আরম্ভ করে। তখন মনে হয় সকলের যাহা ইষ্ট উহা আমারও ইষ্ট। আমার ইষ্ট ত এত ছোট নয় যে উহা শুধু আমার কাছেই প্রকাশ হইবে। সকলের কাছেই আমার ইষ্টের প্রকাশ, আমার গুরুই জগৎগুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জ্ঞান হইতে প্রসাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি কাটিয়া যায়। তখন সবকিছুই ভগবানের প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, ফল ফুল যাহা কিছু দেখা যায় উহা সমস্তই যে ভগবানের প্রসাদ বা সমস্তই যে ব্রহ্ম এই বোধ আসিয়া যায়। এইগুলি হইল সাধনের অবস্থার কথা, ইহার সঙ্গে শাস্ত্রের বিধি নিষেধের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যতক্ষণ এ জাতীয় জ্ঞান বা অবস্থা লাভ না হয় ততক্ষণ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ধরিয়া অথবা গুরুর আদেশ মানিয়া চলাই ভাল।

আবার প্রসাদ কতটুকু গ্রহণ করা এ সম্বন্ধেও নানা কথা আছে। কেহ বলেন প্রসাদ কণিকামাত্র গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়া উহা ভাল লাগে কি মন্দ লাগে সে সব বিচার করিতে নাই। প্রসাদ মাত্রই যখন মনের ময়লা কাটিয়া দেয়, উহার সামান্য কিছু লাভ হইলেই হইল। আবার কেহ কেহ বলেন প্রসাদ আকণ্ঠ ভোজন করিতে হয় এবং ঐরূপ ভোজন করিলে উহা হইতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। এগুলি হইল ভাবের দিক দিয়া কথা। কিন্তু ভাবের ফল ছাড়াও প্রসাদের নিজস্ব একটা ফল আছে। সেইজন্য ছোট ছেলেপেলের মুখে প্রসাদ দেওয়া হয়। কারণ তাহাদের বেলায় ত ভাবের কোন প্রশ্ন নাই। আগুন জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, স্পর্শ করিলে আগুনের গুণ প্রকাশ হইবেই। সেইরূপ ভক্তি করিয়াই হউক বা অভক্তি করিয়াই হউক প্রসাদ গ্রহণ করিলে উহার ফল থাকিবেই। তবে ভাবযুক্ত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভাব এবং প্রসাদের ফল দুই-ই পাওয়া যায়।

একটি ভদ্রলোক—মাতাজী, ব্রহ্ম ত নিত্য শুদ্ধ বস্তু, তাহাতে মলিনতা আসে কি প্রকারে ?

মা ব্রহ্মে কখনও মলিনতা আসিতে পারে না, উহা সর্ব্বদাই নিত্য শুদ্ধরূপে প্রকাশমান। জীবভাবই বদ্ধভাব! জীবভাবেই মলিনতা দেখা যায়, ব্রহ্মভাবে উহা সম্ভব নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রলোক আমার মধ্যে যে মলিনতা বুদ্ধি আছে উহা কাটাইবার উপায় কি ?

মা—পিতাজী, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ কর।

ভদ্রলোক—মহাপুরুষেরও কি প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয় ? উড়িয়া বাবার মৃত্যু দেখিয়া—এই প্রশ্ন মনে হইতেছে।

মা—এ দেহ কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে কিছু বলে না।

ভদ্রলোক—সেই জন্যই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি যে মহাপুরুষদের প্রারব্ধ ভোগ হয় কিনা।

মা—মহাপুরুষ বলিতে তুমি কি বোঝ ?

ভদ্রলোক যিনি রাগ দ্বেষের অতীত।

মা—যদি তুমি মনে কর যে মহাপুরুষ কর্ম্মের মধ্যে আছেন তবে তাঁহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। আবার সুইচ বন্ধ করিলেও ইলেকট্রিক পাখা যেমন কিছুক্ষণ চলিতে থাকে সেইরূপ কোন মহাপুরুষের কর্ম্ম যদি সুইচ বন্ধ হওয়ার পর পাখা চলার মত তোমার মনে হয়, তবে জানিও যে তাহারও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ হইতেছে। তবে এ ভোগ সাধারণ লোকের ভোগের মত নয়। আবার এমনও হইতে পারে যে প্রারব্ধ ভোগ হয় না। ভগবান্ যদি সকল কর্ম্মই শেষ করিতে পারেন তবে এই প্রারব্ধটুকু কি শেষ করিতে পারেন না ?

১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার (ইং ২৬।৭।৪৯)। আজ আশ্রমে একশত দশটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল। এইসব ব্রাহ্মণ-ভোজন সাবিত্রী যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবেই করান হইতেছে। দুপুরে এই ভোজন দেখিবার জন্য মা আমা-দিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমরা কখনও এরূপ ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখি নাই। ইহাও যেন এক প্রকার যজ্ঞ। ব্রাহ্মণগণ সকলেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, চন্দন ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের ললাট চর্চ্চিত ; গলায় মাল্যধারণ করিয়াছেন। প্রত্যেকের স্থানে আহার্য্য সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাত্রের নিকটেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূপ জ্বলিতেছে। সকলে সমস্বরে বেদ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। চারি বেদই পাঠ হইল এবং এই বেদ পাঠ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। ইহাদের ভোজনের আয়োজন ইঁহারাই করেন। যিনি রান্নাদি করেন তাঁহারই সমস্ত দোষ ত্রুটি। আর যিনি ভোজন করান তিনি অর্থ দিয়াই খালাস।

সন্ধ্যা কীর্ত্তনান্তে যখন চত্বরে মার কাছে গিয়া বসিলাম তখন অতি অল্প সংখ্যক লোকই মার কাছে ছিল। কন্যাপীঠের তিনটি ছোট ছোট মেয়ে মার অতি নিকটে বসিয়াছিল। মা একটি মালা দ্বারা তাঁহার দুই হাত বাঁধিয়া ছোট মেয়েদিগকে বলিলেন, "দেখ্ আমি হাত বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, তোরা ইহা খুলিয়া দিতে পারিস ?" মা প্রথমে যে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে অস্বীকার করিল। তাহার দেখাদেখি বাকি দুইটি মেয়েও বলিল যে তাহারাও বাঁধ খুলিতে পারিবে না। তাহাদের এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "কৈলাসের পথে তাকলাকোটে একদল ভেড়া দেখিয়াছিলাম। ওদিকে এই ভেড়াগুলিই মালপত্র বহন করে। যে এই ভেড়াগুলি চালাইয়া লইয়া যায় তাহাকে খুব সাবধানে চলিতে হয়, কারণ একটি ভেড়া যেদিকে যাইবে ঐ ভেড়ার দলও সেই দিকে যাইবে, উহা স্থানই হউক কি অস্থানই হউক। এই মেয়েরাও ঐ সকল ভেড়ার মত ব্যবহার করিল। যেই একজন বলিল যে সে বাঁধ খুলিতে পারিবে না, আর সকলে কোন চেষ্টা না করিয়াই বলিয়া উঠিল তাহারাও পারিবে না। (সকলের হাস্য)

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের দু'টি বাণী ও চারটি প্রশ্ন-সমাধান

নরেন চৌধুরী

মায়ের অনেক উপদেশ ছাপানো হয়েছে। ভাইজী-প্রণীত 'সদ্‌বাণী'-তে (যার ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাতি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে), ১০১-সংখ্যক বিভিন্ন উপদেশ সংগৃহীত হয়েছে। ভাইজী-র 'মাতৃ দর্শন'-পুস্তকেও (তারও হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে) ১২-টি উপদেশ সঙ্কলিত হয়েছে। এ ছাড়া গুরুপ্রিয়া-দিদির "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-পুস্তকে (যার ১৭ খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে), ৺অমূল্য দত্ত গুপ্তের "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ"-পুস্তকে (যার ষষ্ঠ খণ্ড বর্তমানে 'আনন্দবার্তা'য় প্রকাশিত হ'চ্ছে)। গঙ্গা সমীরণ ও বিভুপদ কীর্তির "আনন্দময়ী মা" পুস্তকে, আরও কোনও কোনও বাংলা ও ইংরাজী পুস্তকে এবং আনন্দবার্তায় সব সংখ্যাতেই মায়ের অমূল্য বহু উপদেশ হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রচারিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ৺গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের "অমরবাণী" পুস্তকেও মায়ের বেশ কয়েকটি দুর্বোধ্য উপদেশ প্রাঞ্জল-ভাবে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। কিন্তু ঐসব উপদেশরাশি ও ব্যাখ্যা থেকে মায়ের সহজ সরল, সুসাধ্য, সংক্ষিপ্ত বাণী যে কি—তা' বুঝে উঠা মুস্কিল। এই নিবন্ধে, তাঁর সাক্ষাৎ উপদেশ থেকে, তাঁরই অসীম কৃপায়, আমি যে দু'টি অমিয় বাণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগ্রহ ক'রেছি, এই রচনার সূচনাতেই, সেই দু'টি বাণী সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপিত এবং কিছু বিশদভাবে আলোচনা ক'রবো।

প্রথম বাণী ঃ সকলের সেবা ক'রে ভগবান লাভ করা যায়। কিন্তু, এই সেবা ক'রতে হবে 'তদ্‌-বোধে'। পুত্রকে বালগোপাল ভাবে, স্বামীকে পরম পতি-বোধে, স্ত্রী ও কন্যাকে সাক্ষাৎ গৌরী মনে ক'রে সেবা ক'রতে হবে। 'যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী'। এই সংসারটা ভগবানের আমি সেবক মাত্র। তাঁর নির্দেশ-মত আমি শুধু সেবা ক'রে যাবো। এই ভাবটা সব সময়ে, সর্বক্ষেত্রে মনে রেখে চ'লতে হবে। তদ্‌-বুদ্ধিতে সেবার ভাব নিয়ে সব কাজ ক'রলে, তাঁকেই পাওয়া যায়। ঠিক এই ধরণের কথা দেখি, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ঃ

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্‌ যেন সর্বমিদং ততঃ।
স্বকর্মনা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

[অর্থাৎ, যা' থেকে প্রাণীসকল সৃষ্ট হয়েছে, যিনি বিশ্বব্যাপী, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁকে সম্যক্‌ভাবে অর্চনা-ক'রে মানব সিদ্ধি লাভ করে।]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দেখি, অনুরূপ কথা বলেছেন কপিলরূপী ভগবান্‌ নিজ মাতা দেবহুতিকে তত্ত্বজ্ঞান-দান-প্রসঙ্গে ঃ

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেহর্বা বিড়ম্বনম্‌॥"

[অর্থাৎ, ভূতবর্গের আত্মস্বরূপ আমি সদা সর্বপ্রাণীতে অবস্থিত। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কেহ কেহ যে প্রতিমাদি অর্চনা করে, তাহা বিড়ম্বনা মাত্র।]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দেখি, ভক্ত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ শেষ উপদেশ দিয়েছেন,—"মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্বভূতে মদ্‌ভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার সকল উপায় মধ্যে শ্রেষ্ঠতম"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যদেবও ব'লেছেন—ভক্তিমার্গে 'জীবে দয়া' ছাড়া সিদ্ধি-লাভ করা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'বহুরূপে সম্মুখে তোমায়, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

এই তদ্‌বোধে সেবা সকলের পক্ষেই প্রজোয্য এবং অভ্যাস দ্বারা সুসাধ্য হয়। সকলের মধ্যেই তিনি— 'হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতম্'। সুতরাং, কারও প্রতি দুর্ব্যবহার করা যাবে না। তদ্‌বোধে সেবা যে পিতা বা মাতা ক'রবেন, তিনি ক্রোধবশে পুত্র বা কন্যার গায়ে হাত তুলতে পারবেন না। এই ভাবে বিভাবিত শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর ছাত্র বা ছাত্রীকে ধৈর্য্যচ্যুত বা ক্রোধান্ধ হ'য়ে প্রহার ক'রতে পারবেন না।

'যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী', ঐ কথা মা শুধু যে মুখে শিক্ষা দেন তা' নয়। ঐ কথার প্রভাব তাঁর যাবতীয় আবরণে পরিস্ফুট। মা বলেন, —আমি তোদের যত ভালবাসি, তার এক কণাও তোরা আমাকে ভালবাসিস না। এটা তাঁর পক্ষে সত্য ও সহজ হ'য়েছে এই জন্য যে, —মা দেখেন প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্—তিনি নিজেই—সুতরাং প্রত্যেককে তিনি পূর্ণভাবে ভালবাসেন। তাই তাঁর ভালবাসা অপরিমেয়।

এই তদ্-বোধ —ভাবটা যে কত কার্য্যকর হ'তে পারে, তা' একটু ভেবে দেখলে বুঝা যায়। কেউ আমায় নিন্দা করেছে, কিম্বা আমাকে গালি দিয়েছে। আমি যদি ঠিক মনে-প্রাণে বুঝি যে, তিনিই নিন্দা ক'রেছেন বা গালি দিয়াছেন, তা'হলে আমার ক্রোধ হবে না। বরং আমি ভাব্‌বো—কেন নিন্দা ক'রেছে বা গালি দিয়েছে। আমার কি কোনও ত্রুটি হয়েছে ? এই ভেবে নিজে শান্ত হ'তে পারবো এবং দোষ-মুক্তও হবো। এই ভাবটা নিয়ে বলতে পারলে ভেদ-বুদ্ধি ক'মবে—সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্র্য বাড়বে। সমাজ একতাবদ্ধ, শক্তিশালি ও পরস্পরের সহায়তায় উন্নতিশীল হ'তে পারবে। এই প্রথম বাণীর মধ্যে আছে —কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই ত্রিমার্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিধি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় বাণী ঃ নাম-জপ দ্বারা ভগবান লাভ করা যায়। এই বাণীও নূতন নয়। গীতায় আছে— 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'। অর্থাৎ, যতরকম যজ্ঞ আছে – তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে 'জপ-যজ্ঞ'। জপের অর্থ,—মনে মনে বার বার ভগবানের নাম উচ্চারণ। এই জপ ব'লবে গোপনে। ঠোঁট নড়বে না, এমন কি কণ্ঠেও কোনও স্পন্দন বুঝ যাবে না –এই রকমই আমাদের মায়ের নির্দেশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কি নাম, কোন্ নাম জপ করতে হবে? গুরু যে মন্ত্র বা নাম দেন. তা'ই জপ ক'রতে হবে—এটাই সনাতন চির-আচরিত বিধি। তা'হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে. —উপযুক্ত গুরুর খোঁজ করতে হবে, এবং না পাওয়া পর্য্যন্ত, জপ আরম্ভ করা যাবে না। এই ব্যাপারে, আমাদের মা যে সহজ, সার্বজনীন ব্যবস্থা দিয়েছেন তা' অপূর্ব, অনন্য (unique)—আর কোথাও শুনিনি, বা কোনও ধর্ম-পুস্তকেও পড়িনি।

মা বলেন, —যে নাম তোমার ভাল লাগে, সেই নামই তুমি বার বার—নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে. উঠ্তে-ব'সতে-শুতে-বস্তে সব সময়ে যথা-সম্ভব, যথা-শক্তি-জপ কর। এই নাম অনেক রকম হ'তে পারে। মা বলেন, —'সব নাম তাঁর নাম. সব রূপ তাঁর রূপ'। এই নামগুলি মায়ের কাছে শুনেছি: হরি, হরিবোল, কৃষ্ণ, রাম, শিব, শঙ্কর, মহাদেব, দুর্গা, কালী, তারা, নারায়ণ রাধে-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, গোবিন্দ, গোপাল, সিয়া-রাম, রাম-সিয়া, ভগবান্, মা, 'রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে', 'নমো নারায়ণ' 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে. হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে',। 'জয় শিব শঙ্কর, ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর'। ইত্যাদি। আবার, 'ওঁ নমো নারায়ণায়', 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়', 'ওঁ মা' এই সব মন্ত্র মায়ের ভক্ত অনেকে জপ করেন। মা বলেন, —সব নামেই শক্তি আছে; তুমি যে নামই নাও না কেন, সেই নাম নিয়ে, তুমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারবে। এই বিষয়টি মা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন একটি উপযুক্ত উপমা দিয়ে। মা বলেছিলেন, —ছোট শিশু 'মা' বলতে শেখে নি। সে যখন 'ওয়া',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ওয়া'-- আওয়াজ ক'রে তার মা-কে ডাকে তার গর্ভধারিণী মা তো বুঝতে পারে যে, শিশু তাঁকেই ডাক্‌ছে। পরে, ঐ শিশুর মুখে যখন কথা ফোটে, তখন তা'র মা-ই শিখিয়ে দেয়—আমাকে 'মা' ব'লে ডাক্। তাই যে নাম দিয়েই জপ আরম্ভ করা হয়, বিশ্বজননী, বিশ্বপিতা বা বিশ্বপতি তো বুঝতে পারেন যে, তাঁহাকেই ডাকা হ'চ্ছে। তিনি সময়মত এসে যদি নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, সাক্ষাৎ গুরু রূপে, অথবা স্বপ্নে, অথবা সাধকের বা সাধিকার মনে, উপযুক্ত নাম বা মন্ত্র দেবেন। সে গুরু দায়িত্ব তাঁহারই, যিনি সাধক বা সাধিকা জন্মাবার পূর্ব্বেই তার মায়ের স্তন্যে দুগ্ধ যুগিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে, চারটি সাধারণ প্রশ্নের সরল, যুক্তিযুক্ত সমাধান যা' মায়ের শ্রীমুখ থেকে পেয়েছি, বা পুস্তকে পড়েছি,—বিবৃত ক'রছি। সমাধানগুলি, মনে হয়, আমার মতো অনেকের উপকারে আস্‌বে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ জপে মন লাগ্‌ছে না। অন্য কিছু চিন্তা ক'রতে ক'রতে জপ ক'রলে কোন সুফল পাওয়া যায় কি ?

উত্তর ঃ মা বলেছেন, —মন না লাগ্‌লেও, নামেরই একটা নিজস্ব প্রভাব আছে। না জেনে, অন্যমনস্কভাবে যদি আগুন ছোঁয়া যায়, আগুন তো তার কাজ ক'রবেই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব'লেছেন, —ভগবানের নাম 'জান্তে অজান্তে ভ্রান্তে' (অর্থাৎ ভুল কাজে) উচ্চারণ ক'রলেও তার ফল হয়। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন, —নামে অরুচি হইলে তাহার ঔষধও নাম। গুরু নানক বলেছেন, - 'সর্বে রোগ্‌কা ঔষধ নাম', অর্থাৎ, নাম জপ দ্বারা সব ব্যাধি সারানো যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সেবা অথবা নাম-জপ, —কোনটি বেশী ফলপ্রদ।

উত্তর (*) ঃ কারও বসে নাম জপ ক'রতে ইচ্ছা হয় না। তাদের পক্ষে সেবা ক'রে চিত্ত-শুদ্ধি করা ভাল। আবার একটা কথা আছে, নাম জপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে চিত্ত-শুদ্ধি না হ'লে, সেবাও ঠিক ঠিক হয় না। তদ্‌বোধে সেবা ও নাম-জপ —দু'টোই দরকার। একটা অপরটার পরিপূরক। দু'টোতে মিলেই, সামগ্রিক সাধন।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ মা কি সন্তানের উপর কখনও রুষ্টা হন ?

উত্তর (†) ঃ মা রুষ্ট হন না, বটে। কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের জন্য, অনেক সময় রুষ্টার মতো ব্যবহার করেন। তা'র দ্বারা সন্তানের ইষ্টই হয়। অনিষ্ট হয় না।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ ভক্ত ও সাধক ব্যক্তিরা অনেকেই খুব কষ্ট পান। তাঁদের দুঃখ-ভোগের কারণ কি? ফলই বা কি?

উত্তর (*) ঃ অনেক সময়ে ভগবান্ ছোট দুঃখ দিয়ে বড় দুঃখ হরণ করেন। দুঃখ-ও তাঁরই এক রূপ। দুঃখের ভিতর দিয়েও তিনি অনেক সময়ে জীবকে নিজের কাছে টানেন। দুঃখও একটা সুযোগ। দুঃখ-ভোগের মধ্যে সব সময় কর্মক্ষয় (প্রারব্ধ কর্মের কম ভোগ) হয়। বিপদ মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে, সে কত দুর্বল, কতো অসহায়। সে যখন দেখতে পায় যে—নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না, তখন একটা সুযোগ আসে তাঁকে ডাক্‌বার। বিপদে প'ড়লে আপনা হ'তেই সে ডাক্ এসে যায়। তিনি বিপদ-বারণ কিনা! দুঃখ-ভোগকে যারা তাঁকে ডাক্‌বার সুযোগে পরিণত ক'রে নিতে পারে, তাদের পক্ষে দুঃখ পরম বন্ধু।

* গুরুপ্রিয়া দেবীর 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী', পঞ্চদশ ভাগ, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

† গুরুপ্রিয়া দেবীর 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী', পঞ্চদশ ভাগ, ৩১ পৃষ্ঠা।

* গঙ্গা-সমীরণের 'আনন্দময়ী মা', ১১৪–১১৫ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বেশ্বরী মাতা আনন্দময়ী

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

জগন্মাতা মা আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদ কখন যে কার উপর কী ভাবে আসছে তা আমাদের মত সংসারী জীবের বোঝা দায়। ছোটবেলায় আমার মার কাছ থেকে কখন কখন তাঁর বিষয়ে শুনেছি কিন্তু দেখার সু-অবসর পাই নি। B. Com. পাশ করার পর কলকাতায় আসি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরীর জন্য। একবার, প্রচণ্ড কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। রাত্রে ঘুম আসছিল না সেই অসম্ভব ব্যাথার জন্য। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে দেখলাম একজন দেবী—শুভ্রবসনা এসেছেন আমার কাছে সঙ্গে আর একজন সহচরী। সেই দেবী আমার কোমরে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রা ভাব কেটে গেল এবং দেখলাম আমি পূর্ণ সুস্থ্য। আর একবার Shillong-এ ভীষণ হাঁটুর যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম সঙ্গে ছিল মানসিক কষ্ট। ছোট ভাই চাকুরী পাচ্ছিল না। সেই রাত্রেই স্বপ্নে দেখলাম সেই দেবী এসেছেন এবং বললেন তোর ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে এবং ভাইয়ের জন্য চিন্তা করিস না। ঘুম ভাঙ্গতে আবার নিজেকে পূর্ণ সুস্থ পেলাম এবং তারপর দিন দুপুরে মার চিঠি পেলাম যে ভাই চাকুরী পেয়েছে। মন খুব খুশীতে ভরপুর। একটি বইয়ের দোকানে গেলাম কিছু বই কিনতে এবং অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে পেলাম একটি বই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বই খুলে আমি বিস্ময়ে হতবাক্। আরে এ ছবি তো আমার দেখা! ইনিই তো বারংবার স্বপ্নে এসে আমার জ্বালা যন্ত্রনা দূর করেছেন। আরও অবাক্, যে মাকে আমি কখনও দেখি নাই। তিনি কষ্ট গ্রহণ করেছেন আমাকে জ্বালামুক্ত করতে, আনন্দ দিতে। সত্যিই ইনি জগন্মাতা, অনাথের নাথ মা আনন্দময়ী।

তারপর বেশ কিছু সময় কেটে গেল। আমিও কলকাতায় ফিরে এলাম। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম মা সারদা দেবী (বেলুড় মঠ) আমাকে দীক্ষা দিতে এসেছেন কিন্তু আমি নিলাম না এবং ওঁকে বললাম আমার বন্ধু মিঃ সিংকে দীক্ষা দিতে এবং উনি ফিরে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তারপর থেকেই বেণারসে যাবার জন্য আমার মন ছটফট করতে লাগল। কিছুই ভাল লাগত না, মনে হতো আমার জন্মদাত্রী মায়ের কাছে ছুটে যাই এবং না থাকতে পেরে without reservation বেণারসে চলে গেলাম। কিন্তু বেনারসের বাড়ি গিয়েও শান্তি এলো না। না জানি কোন এক অদৃশ্য টানে মার আশ্রমে চলে গেলাম। সেদিন গোপাল-মন্দিরে পাঠ হচ্ছিল, মা বসে শুনছিলেন। অনেক শ্রোতা। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই মা আমার দিকে হাঁসিমুখে তাকালেন, সঙ্গে ছিল আমার মেয়ে। আমরা ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরে আর শান্তি পেলাম না কেবলই মনে হতো আমার সব শান্তিই আছে মার শ্রীচরণের নীচে। এরপর রোজই আশ্রমে চলে যেতাম বিকাল হলেই। না গেলে শান্তি পেতাম না।

একদিন বিকালে আশ্রমে গেছি। মা তখনও ঘর থেকে বের হন নি। দর্শনার্থীরা ভীড় বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার মেয়ে বিরক্ত করছে ঘরে ফিরে যাবার জন্য এবং আমি শুধু এক ঝলক দর্শন পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎই মা দরজা খুললেন এবং আমাকে পলকের দর্শন দিয়ে ভীতরে চলে গেলেন। কারণ উনি যে ভক্তবৎসলা এবং যেহেতু উনি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, ভক্তবৎসলা—আমার মনের ইচ্ছা যা ওঁর দর্শন পাবার জন্য হয়েছিল, পূর্ণ করেছেন। ওঁকে দেখার পর আমার মন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল ওঁর কাছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে ৺"মন্ত্র" পাবার জন্য, ওঁকে গুরুরূপে পাবার জন্য। আর যেহেতু মা আমার জগদ্‌গুরু উনি তাঁর এই শিষ্যকে তাঁর শিষ্যত্ব পাবার অনেক অনেক বছর আগে থেকেই রক্ষা করে আসছেন, ভালবেসে আসছেন।

আমি অনেক সাধু মহাত্মা দেখেছি কিন্তু কেউই আমার মনকে তাঁদের চরণে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু মা শুধু মাত্র গোপাল-মন্দিরে ক্ষণিকের দেখা দিয়েই আমার মন, প্রাণ শরীর আত্মা সব কিছুই তাঁর চরণের তলায় টেনে এনেছিলেন। কারণ উনি যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।

দীক্ষার পর অনেক বার আমার মেয়ের শরীর খারাপ হয়েছে। কিন্তু যতবারই ওঁর ছবির ছোঁওয়া মেয়ের শরীরে দিয়েছি, প্রত্যক্ষ পেয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সুস্থ। আজকাল যখনই ওর জ্বর হয় মায়ের ছবি আঁকা লকেট (lockct) যা আমি আশ্রম থেকে এনেছি, ওকে পরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই এবং 102°/103° জ্বরও মিনিট পনেরর মধ্যে ঠিক হয়ে যায়।

আমার এই তিন বছরের মেয়েটিও তাঁর ভক্ত এবং তাই তো দয়াময়ী ওর কষ্ট দূর করে দেন।

আমাদের মা যে স্বয়ং যোগমায়া, পঞ্চমহাশক্তি। তাই তো উনি শুধু তাঁর শিষ্য/শিষ্যাদের কাছেই বন্দনীয়া নন। এই জগৎবাসীদের প্রত্যেকের কাছেই, যাদের একটু মাত্রও ভক্তি আছে ভগবানের প্রতি, তিনি বন্দনীয়া এবং পূজনীয়া। আমার জন্মদাত্রী মা বেলুড়মঠের শিষ্যা এবং আজ ২৯ বছরের উপর ধ্যান practice করে আসছেন এবং অনেক অলৌকিক দর্শনাদি এবং শ্রবণাদিও হয়েছে কিন্তু তিনিও এই জগদম্বাকে ভক্তি করেন! তাঁর মতে মা আনন্দময়ী "রাধারাণী" এবং আমাকে ওঁর ছবিতেই মহাশক্তি পূজা করতে বলেন। আমার দিদিমা শ্রীমতী প্রমীলা মজুমদার যাঁকে যাদবপুরে প্রায় সবাই চেনে, উনি রাম-ঠাকুরের শিষ্যের শিষ্যা যাঁর গুরুভক্তি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই, তিনিও এই "মা"কে জগৎত্রাণকর্ত্রী মানেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত "মার" শ্রীচরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি করেন। এঁরা সবাই highly qualified এবং উচ্চপদস্থ এবং এঁরা কেউই তার শিষ্য/শিষ্যা নন।

মার হৃদয় দয়া, করুণা, স্নেহ এবং ভালবাসার সমুদ্র। উনি কখন যে কাকে নিজের শ্রীচরণের আশ্রয় দেবেন কেউ জানে না। তাই আমাদের সবার উচিৎ ঘুম থেকে উঠে এবং শোবার আগে হাত জোড় করে ওঁর শ্রীচরণ বন্দনা করা। উনি যে এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব

শ্রীঅমিয় কুমার গুপ্ত

আজি উনিশে বৈশাখ,
বাজিতেছে চারিদিকে মাঙ্গলিক শাঁক।
বিমোহিত হয়ে যেন প্রভাত তপন
দেখা দেয় গগন ললাটে
অভিনব ছবি এক
আঁকা যেন পটে!
উচ্ছল অলিকুল মধু আহরণ ভুলি
করিতেছে হুটোপাটি,
সমীরণে হিল্লোলিত পুষ্পরাজি
করে যেন লুটোপুটি—
মাতৃপদ স্পর্শ লাগি
মূর্ত্ত হয়ে উঠে জাগি;
ধরা মাঝে ব্যাপ্ত হয় আনন্দ উচ্ছ্বাস—
মুক্ত চরাচরে আজি তাঁহারি প্রকাশ।
পক্ষীকুল পক্ষপুটে
চামর দোলায়ে ছোটে—
সেবিতে মাতারে আজ
ভুলি আর কত কাজ।
আনন্দের ছড়াছড়ি আকাশেবাতাসে—
দ্যুলোকে ভূলোকে
আনন্দময়ী মা আজ
স্ফুর্ত যেন দিকে দিকে;
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, এমনিতরো হয় যেন মা
তোমারি প্রকাশ
চিত্ত যেন শুদ্ধ হয়ে পৌঁছে যায়
তোমারি সকাশ।
আসা যাওয়া নাই তব
শাশ্বত প্রতিমা তুমি মাগো,
অচলা ভক্তির ডোরে বেঁধে দিয়ে
হৃদে তুমি সদা জাগো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

(১৬)

যে পথে খোলা-হাওয়া এসে নৌকোর পালে লাগে, যে পথে ফুলের বুক মধুতে ভ'রে ওঠে, সেই পথে কান্তবাবুর প্রাণে আসছিল আনন্দ-আলোক।

প্রবচন দিয়ে, মেধা দিয়ে, বা বহুধা পাণ্ডিত্যে যা পাওয়া যায় না—এমন কিছু কান্তবাবু যে পেয়েছেন, একথা তার চৈতন্যে এতক্ষণে উদয় হচ্ছিল। পেয়েছেন নিজগুণে নয়। মা দিয়েছেন, তিনি পেয়েছেন। বললেন, কী বুদ্ধি নিয়ে ঘুরেছি এতদিন, কী ধন আমি চেয়ে দেখিনি! এ সুধা-রস রাখি কোথায়! একে রেখে আমাকে বা কোথায় রাখি আমি! একটু থেমে বললেন, চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না।

বললাম, প্রানে যখন দীক্ষা হয়ে আসেন, তখন চোখের সাক্ষ্যও পাল্‌টে যায়। নইলে চোখের এজাহার টেকে না।

"গুরুর আশ্রয়ে বন্ধনের অনিত্যতা উপলব্ধি হয়। সব কিছু গুরুভক্তিতেই সম্ভব।"

বেশী বয়সের মানুষটিকে ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছিল। কান্তবাবু বালকের মতোই বললেন, তা'হলে তো মা-ই হলেন আমার গুরুদেব।

শুনে মনে এল গুরুমূর্তি রূপে দেখা মহাত্মাদের ছবি। কেউ জটা-কৌপীন-ধারী, কেউ মুণ্ডিত-মস্তক, কারও ক্ষৌম বসন, গৃহীর বেশ। যথাশাস্ত্র আচার-নিয়ম-নিষ্ঠা রাখার উপদেশ দেন শিষ্য ভক্তদের। কেউ বা বৎসরান্তে শিষ্য গৃহে আসেন, বার্ষিক নেন। কে পারবে এদের সঙ্গে 'পরম স্বতন্ত্র' মাকে মেলাতে? সমাবেশে এরাও যে বসেন মায়ের আসন ঘিরে।

* এই রচনার উদ্ধার চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং 'শ্রীশ্রীমায়ের' উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু বললেন, সাধ হচ্ছে সবাইকে ডেকে আমার ভাগ্য দেখাই। ধন্য আমি।

বললাম, মায়ের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র :

"তোমার আমি যেখানে, সেখানে গুরু কোথায়? আমি তুমি দ্বন্দ্ব যেখানে মিটে যায়, গুরুই বল, আর ইষ্টই বল—ইষ্টতে গুরু, গুরুতে ইষ্ট রয়েছেন (সেখানে)।"

বললেন, কিন্তু মা তো শ্রীআনন্দময়ী-মা! তাঁর দেশজোড়া নাম, দেহ-পট, দিব্য কান্তি চোখের পরে কে না দেখেছে?

বললাম, তাঁকে কে বা দেখেছে! "সত্যই দর্শন করিলে সব হইয়া যায়, কিন্তু দর্শন হইতেছে কই?"

মায়ের হাঁটা, বসা বিশ্রাম সব অবস্থাই দেখিনি কি?

বললাম, "গুরু যদি বল, তবে বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি যেমন রাখতে নেই, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি রাখবে না। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখতে হবে। গুরু মানেই হ'ল জগদ্‌গুরু, জগদ্‌গুরু মানে মৃত্যুর দিকে গতি থেকে যিনি অমৃতের গতি দেন। স্বয়ং ভগবানই গুরু-রূপে প্রকাশ হ'ন।"

কান্তবাবু বলেন মা গুরু হলে, মায়ের রূপে কিছু দেন না?

বললাম, সংসারে এনে মা না দিলে ছেলেকে কে দেয়? মা বলেই তো দিলেন।

"মা মানে আত্মা, মা মানে ময়। বিশ্বময় তিনিই যে। মা ছাড়া আর ত কিছুই নাই। মা-ই ত সব দিতেছেন। মা-ই ত গুরু।" সেই বিশ্বজননীর আনন্দঘন প্রকাশমূর্ত্তি মা-আনন্দময়ী। স্নেহময়ী, কৃপাময়ী।

প্রাণ ঢালা ভালবাসার মতো আকাশ মাটির অসীম ছেয়ে জ্যোৎস্না নেমেছে। যে গাছপালা আঁধারের সঙ্গে পড়ে দৈত্য-দানোর আকৃতি পায়, তারা জ্যোৎস্নার সৎসঙ্গে হয়েছে কান্তিমান। মানুষের চোখ তবু সব দেখতে পায় না। দূর নদীপার কুহেলীর মত দেখাচ্ছিল। একখানা ষ্টীম বোট সার্চলাইটের আলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলে ফেলে উজান ঠেলে উত্তরে আসছে। কান্তবাবু মগ্ন হয়ে দেখছেন। মুখ ফিরিয়ে সন্ধান করলেন, কিন্তু সবাই যে বলে—মা কাউকে দীক্ষা দেন না ?

যেন প্রশ্নের আলো ফেলে কুল-কিনারা দেখতে চাইলেন।

বললাম, তিনি না দিলে এখানে আপনি পেলেন কি করে ? জীবনে এই জন্মান্তর পেয়ে আরও যারা ধন্য হয়েছে, তারা বা তা কোথায় পেয়েছেন ? দেশের এবং বিদেশেরও যাদের কপালে এই তিলক জুটেছে তাদের সংখ্যা কম নয়। বললাম, শ্রীশ্রীমা শুধু বলেন—গুরুকরণের ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে বাঁধন, তাঁর শরীরটা'য় তা আসে না।

"গুরু শিষ্য সম্বন্ধও একটা বাঁধন সত্য কিন্তু এ শরীরের সে সব এভাবে হয় না।" বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীত যার বিমুক্ত অবস্থিতি তাকে সম্পর্কের বেড় আঁটতে পারে না।

কান্তবাবু বললেন, গোপালকে বাঁধতে মা-যশোদারও রসিতে কুলায় না, তাই কি বলছ ?

বললাম, তা-ও ধরতে পারেন। কিন্তু মায়ের কাছে তাঁর হয়ে একবার এলে "আসা আছে, যাওয়া নেই। ···যে এই শরীরটাকে একবার ভালবেসেছে, যা যদি হাজার মাইল দূরেও তাকে রাখেন, তবুও সে মায়েরই।"

কান্তবাবু বললেন, তাই তো দর্শন চেয়ে হেঁটেছি। তাঁর কতো আগমনীই বিজয়ায় মিশে গেছে, আবার পথ চেয়ে থেকেছি।

বললাম, আমি মাকে পেয়েছিলাম প্রথম দর্শনেই। তারপর সেই পাওয়া পূর্ণ করতে আপনার সাথে চলেছি দুই যুগ—ভক্তদের গৃহে, প্যাণ্ডেলে, মায়ের আশ্রমে। "কেউ জানে না, শুভ লগ্নটি কখন আসবে।" আজ আপনার সেই শুভ লগ্নটি এল।

এ কথায় কান্তবাবুর আপত্তি আছে মনে হলো না। তার চোখে এক ধরণের দৃষ্টি – শিশু যেন মায়ের কোলে উঠতে পেরে—চেয়ে চেয়ে জগৎ দেখছে। উপরে আকাশ, দূরে সুরকির কল, চিমনি, নদী-নৌকো বোট মাঝি সব যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দেখছেন। তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে মনে হয়, কেউ এইসবের মধ্যে থেকে তার দিকে চেয়ে আছেন, তাই আর চোখ ফেরাতে পারছেন না।

"এক এক জনের এই দিকটি খুলে যায়। তার মনে হয়—জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, মানুষে, গাছপালায়, সেই ঠাকুরই বনেছেন।"

কান্তবাবু চেষ্টা করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কিছু পরে আবার তাকালেন। কখনো বা চোখ বুজলেন, আবার চোখের পাতা মেললেন। দেখলেন দৃশ্য পাল্‌টায় না। এই সৃষ্টি যেন মোহন-বেশে সৃষ্টি ছাড়া অন্য আর কিছু।

তিনি তারস্বরে চেঁচিয়ে বলবার মতো কিছু পেয়েছিলেন, কিন্তু শান্ত গাঢ় স্বরে বললেন, সেই যে শ্রীমন্ত সদাগর কমলে-কামিনী দেখেছিলেন, কিন্তু দেখাতে পারেন নি, আমার অবস্থা হোল তাই। সব তো শ্রীশ্রীমায়ের দৌলতেই। পৃথিবীকে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, না নিজেকে আশ্চর্য বোধ হচ্ছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। যা কিছু দেখছি, সবের অস্তিত্বই পরমাশ্চর্য।

"তোমার গুরু বা ইষ্ট এতটুকু নয়। মনে মনে প্রার্থনা রাখা—হে ঠাকুর, হে আমার ইষ্ট, তোমার কতো সুন্দর সুন্দর প্রকাশ, সবই যে তুমি, আমায় তা বুঝিয়ে দেও। ···প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি কেমন করে তিনি সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন।"

ষ্টীম বোট-খানা আলো ফেলছে ; ভোঁ বাজালো। তার সুরে মানুষের স্বর কথা বলল যেন।

কান্তবাবু বললেন, গুরু, ইষ্ট, ঠাকুরই যদি আছেন সর্বত্র, তবে মাকে কোথায় পাই ?

বললাম—"সর্বরূপে তিনিই তো ভগবান। গাছপালা, পশু পাখী সবাইকে নিয়ে এ শরীর। এ শরীরের কাছে আলাদা বলে কোথাও কিছু নেই।"

কান্তবাবু চেয়েই থাকেন। চোখে যেন আশ্চর্য্য-দেখার কাজল পরেছেন।

বললাম, আশ্চর্যই তো। আশ্চর্যকে আমরা প্রয়োজন দিয়ে ইচ্ছামতো দেখি। দেখার অভ্যাস করি। অভ্যাসে যা দেখি তার সত্য দেখিনে। মা দৃষ্টি দান করে সেই অভ্যাসের অন্ত ঘটিয়ে দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এ শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর্, তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।"

কান্তবাবু বললেন, ধর্মপ্রাণ বাড়ীর ছেলে আমি— বেড়ে উঠেছি পূজা-মণ্ডপে ঢাক বাজলে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে থেকে; সংকীর্তনে খোল-করতালের সঙ্গে নেচে; কাঁসর-ঘণ্টার রোল তুলে ধুনচিতে আরতি করে—যা উচ্ছ্বাসে উদ্দীপনায় পূর্ণ তাতেই পুণ্য জেনেছি। তোমার অবশ্য তাই দিয়ে শেষ করতে বাধা থেকেছে।

বললাম, মায়ের আশ্রমে খোল-করতাল কাঁসর-ঘণ্টার বিধি-বিধান তো আছে। ছোট-বড় গৃহী-সন্ন্যাসী, সাকার-নিরাকার সবার মাপ অনুযায়ী বসন তিনি যোগান। তবুও তিনিই বলেছেন ঃ

"জগৎরূপে নানা যে তুমি দেখছ, এই নানাটা মিটবে কি করে ? …এই নানার মধ্যে আপনাকে যদি পাও। নিজেকে পাওয়ার দিকই একমাত্র দিক। আর সব বৃথা ও ব্যথা।"

কান্তবাবু আগ্রহে বললেন, শোন তবে। চিরকাল তোমার নিজেকে দেখার যে সাধ, তা বুঝি পূর্ণ হচ্ছে আমার চোখ দিয়ে। এই নীরব নদীতীরে …যেখানে ঢাকের বাজনা নেই, কাঁসর-ঘণ্টা নেই…এখানে অবাক হয়ে কি দেখছি, শোনো ঃ রাতের গঙ্গায় পাড়ি ধরেছে ওই ছোট্ট ডিঙি, কিন্তু ভয়ে ত্বর-ত্বর করা কাকে বলে তা বুঝছে আমারই বুক। বিপদ ওখানে, ভয় এখানে…তা কিন্তু নয়, সব একখানেই। এপারে ওই দাঁড় টেনে টেনে হয়রান মাঝি দাঁড় তুলছে বোটে, কিন্তু শ্রান্তিতে অঙ্গ টলছে আমার। আমার মধ্যে যিনি গুরু ওদের মধ্যেও তিনিই গুরু বলে এমন হচ্ছে…এও আমি নিজেই বেশ বুঝতে পারছি।

শুনে মায়ের কথা মনে এল ঃ "এমন একটি অবস্থা হয়…এও মনে জাগে …আমার ঠাকুরের মধ্যে সমস্ত ঠাকুর আছেন। সকলের ঠাকুরের মধ্যে আমার ঠাকুরই রয়েছেন এবং সব আছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু বলে চলেছেন, ঐ যে ইলিয়াস্‌দের জেঠিতে নোঙর করে আছে বোটগুলি, ওরা কিন্তু আমি। স্রোতে না ভেসে যাই, তাই অভয় চরণে নিজেকে বেঁধে দিন পাবার আশায় আমিই বসে আছি। কী আশ্চর্য দেখো, ওদের মাঝিরা গান ধরেছে তাদের মুখে, তার সুর উঠছে আমার বুক থেকে। এতেও ভুল নেই—তাল রাখছি আমিই।

বললাম, এ সব শুনে আপনাকে কেউ পাগল বললে এখন আর লজ্জা বা ভয় পাবেন না, নয় ?

বললেন, পাগল বলার কথা আসে না, লজ্জা-ভয়-ঘৃণার কথাও না। আসলে কেউ কিছু নয়—সবাই গঙ্গার জলে ঢেউয়ের আল্‌পনা জাগছে যেন। সবাই যাত্রী, জলের পিঠে জল গড়িয়ে স্রোত হয়ে চলেছে। চলেছেন কিন্তু গঙ্গা। ষ্টীমবোট্‌টা কুলে ভিড়ছে, লোক নামছে, লোক উঠছে—ওরা শুধু পা ফেলে হাঁটছে! চলেছেন অন্য কেউ। এমন কি ওরা কেউ জলে পড়ে ডুবে গেলে, তা হবে খেলার মাঠে ছেলেদের কেউ পড়ে গিয়ে হেসে ওঠা যেন। খেলা চলবেই।

সাদা-ফুলে ভরা করবীগাছটি চাঁদের আলোয় যেমন দেখাচ্ছিল, তেমনি মধুর-মূর্তি কান্তবাবুর।

ভেবেছিলাম তাকে বলব, 'গঙ্গা চলেছেন' বলে যদি শ্রীশ্রীমাকে বুঝিয়ে থাকেন, তবে এও মনে রাখা চাই—স্রোতে-স্রোতে যা চলেছে তা জলযাত্রা। প্রাণযাত্রা। গঙ্গা ন'ন। গঙ্গা শুধু আছেন। মেঘে মেঘে নিত্যকালের খেলা চলে, আকাশ শুধু দেখেন। দেখেও দেখেন না।

"মায়ের ধরাও নেই, ছাড়াও নেই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।"

কিন্তু বলব ভেবেও বললাম না, তার যেমন ভাব তেমন লাভ হোক। আবার তখুনি বলতে যাচ্ছিলাম –

"এর মধ্যে নিজেকে পাওয়ার জন্য যখন চেষ্টা কর, বা তাঁর কৃপাবশে সাধনা যখন হয় (সাধনামাত্রই কৃপা), তখন দেখতে পাও—আমিই তো সমগ্ররূপে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আছি বলেই তো গাছপালার যত ইতি দেখছি। যতগুলি আকার-প্রকার-প্রকাশ রয়েছে প্রতিটিই তো অনন্ত, তা হলে আমিও অনন্ত।"

কিন্তু এও তাকে বলা হয় না। অনন্তের অন্তহীন আস্বাদনে একমাত্র অন্তরায় যে উপস্থিত ছিল, সে জীবন। আমাদের সাথী। আশ্রমের নির্জন ঘাটটায় সেই মূর্তিমান তখনো পাশে বসেছিল। এই নিত্যসঙ্গীর পরে কান্তবাবুর বিরাগ বেড়ে রাগে দাঁড়ায়। ওর পরিচয় দিতে বলেন, প্রাক্তন সঙ্গী। তাকে বোঝাই, প্রাক্তনই তো সঙ্গী আমাদের।

পরিচয়ের গোড়া থেকে জীবন শুধু আছে তাই নয়, আমৃত্যু সে সঙ্গী থাকার সাধু-সংকল্প জানিয়ে রেখেছে। এমন বন্ধুবৎসলের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কান্তবাবু রেগে বলেন, তুমি তাই থেক। আমি রেহাই চাই।

কিন্তু রেহাই চাইলেই হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেশ দেওয়া ছাড়তে পারে না, জীবনও ছাড়ল না। ঘনিয়ে বসে কানে কথা তুলতে লাগল—রাতের চাঁদ দিনে থাকবে না। এখানে মায়ের আশ্রমে অভয় বিছানো, চাঁদের হাসিতে ঝরছে মায়ের হাসি…এমন হাসি এই পৃথিবীর মাটির পরে বড় একটা ফোটে না। তাই এখানে আজ যা দেখছ, কাল দিনের আলোয় ঘরে তাকে খুঁজেও পাবে না… এখন ঘরের ছেলে ঘরে চলো। চাঁদ গেলেও রাত থাকবে অবশিষ্ট নিষ্প্রভ আলোয় সারাটা পথ সংশয়াচ্ছন্ন হবে, যেখানে ঘর-সংসার সেখানে ফেরার উপায় থাকবে না। আশ্রমে স্বামীজিদের দলে থেকে যাবার মতো কাজও কিছু করা হয় নি, তা তো এখন বুঝছো!

হিতাকাঙ্ক্ষীর যুক্তির কি বহর! জীবনের ভাষায় খত-কবালা দেওয়া নেওয়ার মুন্সীয়ানা রপ্ত হয়ে আছে।

কান্তবাবু চটে বললেন, ঘরে থাকলে বাইরে আনো তুমি; বাইরে এলে ঘরে ফেরাতে চাও; এত অস্থির কে গড়েছে তোমায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে অম্লান মুখে বলল, যিনি তোমাদের গড়েছেন। তিনি এখানেও টেনেছেন। রাতটা কত হোল সে ভাবনা আছে?

জীবনের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বললাম, না, ঠাহর নেই। আজ সন্ধ্যায়, না কবে এখানে এসেছি মনে পড়ছে না, মনে করার ইচ্ছাও আর নেই। পথ এসে একবার যখন পুণ্যতোয়ার এই স্রোতে পড়েছে "তখন তোমার কিছু করিবারও নাই, করিবার শক্তিও নাই। তখন স্রোতের প্রবল বেগই তোমাকে টানিয়া নিয়া যাইবে।"

বললাম, পথ হয়েছে শেষ, হারিয়ে গিয়েছি তাই। পথ বাকি থাকলে, পথিকও থাকত বাকি।

কথার অর্থ বুঝি কথাগুলিকে ছাড়িয়ে গেল। জীবন সহসা সজাগ হোল। সে কপালে বুকে ভক্তিভরে হাত ঠেকিয়ে বলল, এই ঘাটালে মায়ের বিশেষ-প্রকাশ দেখছ বুঝি? এমন সুযোগ তবে ছেড় না, এখনই মায়ের কাছে কিছু চেয়ে নেও।

বললাম, অভাব, প্রার্থনা, এ সবের যেন শেষ হয়ে গেছে। সর্বস্বান্ত হবার মতো এক পরম-আস্বাদ নেমেছে দেহে-মনে। চেয়ে দেখো কান্তবাবুকে—একই অবস্থা। আর চাওয়া নয়।

"সব তাঁর, সব তিনি! সংসারের কিছুর জন্য প্রার্থনা না জানিয়ে শুধু নিজে তাঁর হয়ে যাবার চেষ্টা; যেখানে অভাব থাকে না, সব চাওয়া পরিপূর্ণ, সেখানে আরাম, আরাম, আরাম।"

জীবন থমকে গিয়ে বলল, কিছু চাইবে না? ধন, জয়, যশ, এ সব দেবীর কাছে চাইনে?

বললাম, কার জন্যে চাওয়া? নিজস্ব অস্তিত্ব কিছু থাকলে আজও আমি ধন, জয়, যশ; স্বাস্থ্য চাইতাম বৈকি।

জীবন সুর উল্টে ফেলল। বলল, রাত আরও বাড়লে পদ-রথ ছাড়া ডেরায় ফেরার বাহন মিলবে না। রাতও যমের মতো চেয়ে আছে, চাঁদের শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্ত যাবার যা অপেক্ষা।

স্থির হয়ে গেলাম। দেখলাম কান্তবাবুতে আর কান্তবাবুর কোন খবর নেই, নিজেকে যেন মুছে ফেলেছন। তার নির্লিপ্তির এমন চেহারা দেখা বাকি ছিল। অস্ফুটে বললেন, আমার মনের যতো কথা তোমার মুখে ভাষা পায় কি করে! আমাকে আড়াল করে তুমি মায়ের কৃপা আগেই পেয়েছিলে, বলো নি তো?

বললাম, এতদিন আপনার এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম।

অপেক্ষা! কিসের অপেক্ষা? তিনি বললেন, কবে আমরা দূরে ছিলাম যে, অপেক্ষা করতে হবে? বুদ্ধি-শুদ্ধি, পরামর্শ, সব তোমারই—এ যেমন মেনে চলেছি, তেমন শরীরধারী একটা মানুষের বেশী নিজের দাবি কিছু তো রাখিনি।

বাঁধা তানপুরাটার সুরের মতো সুরেলা তাঁর স্বর।

তার ভাব বুঝে আমি বললাম, আপনি যা বললেন তা-ই যদি হয়—দু'জনের একজন বুদ্ধি-চৈতন্য-পরামর্শ অন্যজন দেহ-প্রাণ-মন, তা'হলেও অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না। চেতনা আগে মাতৃকৃপা লাভ করে বটে, কিন্তু সেই "কৃপা বুঝতেও কৃপার প্রয়োজন।" তার জন্যে অপেক্ষা করা চাই। আবার সে-পরশন শুধুমাত্র চেতনায় পেলে চলবে না। সে প্রসাদকে মন-প্রাণের বৃত্তিগুলিতে, স্থূলবুদ্ধির সর্বরকম কর্মপ্রয়াসে অকুণ্ঠভাবে নামিয়ে আনতে হবে—"এ মেয়েটার ষোলআনা চাই।" তবেই হবে অখণ্ডভাবে মাতৃপ্রসাদ লাভ। অপেক্ষা তার জন্যেও চাই। একটু থেমে বললাম, এতদিন যা জানেন তাকে ছেড়ে, যা জানতেন না তাকে নিতে, আপনার মতির সম্মতি ছিল না। যে কথা এতদিন হেঁয়ালি বলেছেন, আজ বলছেন তা আপনার মনের কথা···এই দিনটির অপেক্ষাতে ছিলাম।

"এই পথে ধৈর্যের সমান বন্ধু নাই, সহ্যের সমান গুণ নাই।"

পাছে ধৈর্য ও সহ্যের উপকার পেতে আরও অপেক্ষা করতে হয়, জীবন তাই শঙ্কিত হলো। যুক্তি খাড়া করে, ফেরার তাড়া দিল···গঙ্গার তীরও ভাল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারের স্রোতও মহৎ, তবুও এ স্রোতের পাড়ে ঘর বাঁধে না মানুষ। এ ধারায় কুল ভেঙ্গে যায়, ঘর ভেসে যায়। রাত হচ্ছে, বিপদ হবে দেখছি।

কান্তবাবু বললেন, বিপদে তাঁকে পাব আরও বেশী করে। এই রূপ আধারে হবে অপরূপ।

আমিও বললাম, জীবন, বাঁচিয়েই যে শুধু বাঁচাতে চাও তুমি। কেবল শ্বাসের ঘরে নিয়ে গিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে কতোকাল? স্বস্তি সেখানে কোথায়?

"যতদিন শ্বাস আছে, ও-ঘরে থাকতে পারবে। তারপর? ভাবো।"

এর উত্তরে জীবন শুধু শ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে।

(ক্রমশঃ)

"গুরুই গ্রন্থরূপে প্রকাশ। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আর ভগবানের নাম গান কলিযুগের সার—ভবসাগর পার হবার উপায়। মৃত্যু যাত্রা তো অনেক হোলো, সুখ দুঃখ তো অনেক পাওয়া গেলো। এখন অমৃতযাত্রী হওয়া। নিজ ঘরে ফেরা।

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানসী মা

শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়

মনোমন্দিরে পরম আদরে
রেখেছি মানস প্রতিমা
স্থির-সৌদামিনী শত রূপজিনি
দিব্য তনুর তনিমা !

সিত-সুবসনা স্মিত-আননা
কণক-বরণা কমল-নয়না
যোগাসমাসীনা মূর্ত্ত-করুণা
দীপ্ত-স্নিগ্ধ-গরিমা।

শিরো'পরি শোভে চারুচিক্কণ
বেণীবদ্ধ কৃষ্ণ কেশদাম
বিরাট ললাট জ্যোতি বলয়ে
প্রদীপ্ত নয়ন-অভিরাম।

বাম-করে ধৃত শ্বেত শতদল
দক্ষিণে বরাভয়-মালা-ফল
অঙ্কে বিরাজে সন্তান দল
পাদ-পদ্মে শান্তি প্রাণারাম।
ঊর্দ্ধে চিত্ত-গগনে নেহারি
গ্রহতারা জপ-মালিকা
নিম্নে ধরণী ফুলে ফলে পর্ণে
ধরিয়াছে অর্চ্চা-থালিকা;
দিকে দিকে করে যোগী ঋষিগণ
উদাত্ত-স্বরে বেদ-মন্ত্রোচ্চারণ
ভাগবতী গীতি গায় ভক্তজন
ভূজয়ে জগৎ-পালিকা।

ত্রিগুণ-ধারিণী বিশ্ব-রূপিণী
অ-সীমা হয়েছে স-সীমা
মাতৃ-স্নেহাবেশে বাঁধা পড়িয়াছে
বহ্ম-শক্তি আজ প:মা !
মহাজীবন নিল রূপ এ ভুবনে
সঞ্চারিত হ'ল জীবনে জীবনে
ধুয়ে গেল গ্লানি আনন্দ-প্লাবনে
মর-জগতের কালিমা !
আমি অনিমেষে অতি প্রেম-বশে
মুখ-পানে শুধু চেয়ে রই
এতো দেখি তবু তৃপ্তি তো কভূ
পায় না নয়ন তিলেকই !
অন্তরে বাজে যেন বেণু-বীণ
হিয়া নাচে গায় প্রেমে নিশিদিন
মনো-মধুকর পাদ-পদ্মে-লীন
আনন্দে আত্ম-হারা হই !
একি অপরূপ হেরি বিশ্ব-রূপ
একি হেরি অপার মহিমা
একি উচ্ছল আলোকোজ্জ্বল
কৃপা-স্নেহ-স্মৃত সুষমা !
এ কি রে শিবানী জগজ্জননী ?
মন মোর কয় ওরে চিনি চিনি
স্থূল-দেহে তুমি নয়নের মণি
মোদের আনন্দময়ী মা !
আমি অজ্ঞানিতে গড়িয়াছি চিতে
চির-বাঞ্ছিতা তোমা মা !!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবতী মার লীলা

শ্রীভূপতি মোহন মুখোপাধ্যায়

অবশেষে যা' চেয়েছিলাম তাই পেয়েছি কিন্তু কিরূপে এটা সম্ভব হলো এবারে তাই বল্‌বো ঃ—

বিগত '৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার সংসার-জীবনে আচম্‌কা একটা বিপর্যয় এসে গেল। বেশ বয়স হয়েছে আমার, চার দিক থেকে ক্রমে গুরু-গম্ভীর করণীয় কাজগুলো যেন আরো সুদৃঢ়ভাবে আমাকে ঘিরে ধরলো।

এবারে স্ত্রী-বিয়োগের বেদনা বেশ ভালভাবেই অনুভব করলাম— সম্পূর্ণ অসহায় আমি, কি করে এই প্রবীণ বয়সে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন কর্ব্বো? গভীরভাবে তাই ভাবছি কিন্তু কোনও সমাধান নেই। এ বয়সে সংসারবন্ধন ছিন্ন করাই স্বাভাবিক। সংসারে থেকে কি করে ভগবৎ চিন্তায় আত্মসমর্পণ সম্ভব হ'তে পারে—সে কথাটাও অহরহ একটা পরম চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে সদ্‌গুরুর গোপন অন্বেষণও কম হয়নি। থেকে থেকে নানা সূত্রে কৃপা লাভের চিন্তাও আমার মনে বেশ জাগ্রত কিন্তু কোন দিকেই, তেমন কিছু গ্রহণ কর্ব্বার মতো পাচ্ছি না। এজন্য মনের অবস্থা স্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সহজসাধ্য কিছু চিন্তাধারায় এলেও আমার চিরাগত একটা বদ্ধ সংস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা' গুড়িয়ে দিচ্ছে। কিছুতেই সে সংস্কারমুক্ত হতে পাচ্ছি না—ফলে সবই যেন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে।

সংস্কাররূপ কমপ্লেক্সটা ভূতের মতো আমাকে ভর করে এমনভাবে গ্রাস করছে যে আমি কিছুতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'তে পারছি না। সবই যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। মানসিক অশান্তি এজন্য মাত্রাধিক হয়ে আমাকে পাগলপ্রায় করে তুলেছে। সদ্‌গুরুর কৃপা সহজে লাভ হয় না তা জানি, এজন্যও সাধনা চাই আর চাই আত্ম-বিশ্বাস। কিন্তু আমার সংস্কার যে-টা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কি করে তাকে প্রতিরোধ কর্বো সেটা এখনও ঠিক কর্ত্তে পারিনি। সদ্-গুরুর চিন্তা-সূত্র ক্রমে আমার এতই বিস্তারলাভ করেছে যে ওদিকটারও একটা সমাধান হয়েও হচ্ছে না।

যাঁদের অনুগ্রহ লাভ করার পরিকল্পনা আমার রয়েছে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান যাঁর তারই দর্শন মানসে এরই মধ্যে একবার বেনারস চলে গেলাম। দিনকয়েক অবস্থানের পর তাঁকে যোগাযোগ কর্ত্তে না পেরে বাধ্য হয়েই আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু বেনারসের অবস্থান আমার বিফল হয়নি। পরিচিত, অপরিচিত অনেক সাধু-সন্তর কাছ থেকে আমার মানস্‌কল্পিত সেই দেবী ভগবতীর আরও অলৌকিক বিবরণাদি অবগত হয়ে আমাকে আরও বিস্ময়াভিভূত করেছে এরং সেই দেবীর দর্শন লাভের জন্য একটা ব্যকুলতা মন্ত্র-সূত্রের মতো আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

কলকাতায় এসে আবার ভাবছি কি কর্বো। আবার সেই সংস্কারটা বাধা দিচ্ছে। তবে বেনারসের খবরাখবর অনেকটা আমার সংস্কারটা ম্লান করে দিয়েছে। যদি আমার ইচ্ছাই সফল হয়, যদি আমার আকাঙ্খিত এই বেনারস পরিক্রমার ভিত্তি যার পবিত্র নাম ও স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত, তাই সম্ভব হলে আমার সংস্কারের কমপ্লেক্সটা চিরতরে বিদায় নেবে।

এই বৃদ্ধ বয়সে সেটা এমনই পেয়ে বসেছে যে শুধু এই কারণে আমাকে গুরু খুঁজতে খুঁজতে নাজেহাল হতে হয়েছে। একবার তো এক সাধুজাতকের প্রশ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে লাঠি তাড়াকরেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমি এই সংস্কারের সঙ্গে বন্ধুতা খেলাপ কর্ত্তে পারি নাই। বহু সাধু-সন্ত এবং ভগবৎ অনুগৃহীত-মহান্‌দের সম্মুখীন হয়ে আমার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি কিন্তু তারা এক বাক্যেই আমাকে সায় দিয়াছেন কেউ কোন বিরূপ মন্তব্যও করেন নাই।

আমার মনের ভেতর একটা "টাগ্ অফ ওয়ার" চলেছে। ব্যাকুল উদাসীনের মতো খুবই এলোমেলো ভাবে সময় কাটছে। ঠিক তখনই এক বন্ধুর মারফৎ মা আনন্দময়ীর শুভাগমনের খবরটা কানে এলো। মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হয়ে গেলাম—পরে সংবাদটা ক্রমে এতই আনন্দময় হ'য়ে উঠ্‌লো যা' প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মা'— কলকাতার যোধপুর পার্কে এক বৃহদ্ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তবৃন্দকে উৎসাহিত কর্ব্বার জন্য দিন কয়েকের প্রোগ্রামে কলকাতায় আস্‌ছেন।

এবার আমাকে যে কোন উপায়েই মা'র দর্শন লাভ কর্ত্তে হবে। মার খবর পেয়ে আমি এত আনন্দলাভ করলাম যে কিছুতেই নিজেকে সামাল দিতে পাচ্ছিলাম না। যাক্ - এবার হয়ত আমার সুযোগ এসেছে। মনিষীদের বক্তব্যে জানা যায় যে মানুষের জীবনে এমন একটা সময় এসে পড়ে, যখন তার সদ্-গুরু লাভের জন্য আধ্যাত্মিক চেতনা এবং প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে এসে যায়। তাকে সেই সুযোগই গ্রহণ করা উচিত। সময় সুযোগ একবারই আসে বার বার নয়। জানিনা হয়ত বা আমার অনুগ্রহ লাভের সময় সন্নিকট হয়ে এসেছে।

আমি আকারে প্রকারে গত পঞ্চাশ বছর থেকে কলকাতা রয়েছি। রাস্তা ঘাট্ সবই আমার সুপরিচিত। কাউকে বিশেষ কিছু না জানিয়ে এই দিন আমার একজন বিশেষ বন্ধু ও সতীর্থকে নিয়ে যোধপুর পার্কের আয়োজিত যজ্ঞমণ্ডপের ভেতর প্রবেশ করলাম। আমি এবং আমার বন্ধু দুইই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার।

বন্ধু কলিকাতা পুলিশের প্রখ্যাত অফিসার ছিলেন। সরকারী খেতাব পেয়েছেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং সদালাপী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণ কলিকাতার নামজাদা লোক। এতদ্পূর্ব্বেও তিনি বহুবার যজ্ঞক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন এবং মা-এর আশ্রমের স্বামিজীদের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত।

মণ্ডপের চারপাশ পরিক্রমা হলো। বিরাট সামিয়ানা পরপর চার ভাগে সুসজ্জিত হয়ে রক্ষিত অপরূপ শোভায় ভরপুর। মনে হলো যেন ফুলের পাহাড়ে এসে পড়েছি। বিরাট সামিয়ানার দেওয়াল স্পর্শ করে বৃহৎ ডায়াস্—তারই মধ্যস্থ পূণ্যশয্যায় মহামায়ারূপী মা ভগবতী আসীনা। সহাস্যে ভক্তদের অপার লীলা দেখিয়ে আহ্বান কচ্ছেন। সদা হাস্যময় রূপ। কঠিন কঠোর প্রশ্ন কর্ব্বার পূর্ব্বেই যেন সমাধান লাভ হয়ে যাচ্ছে -তবে কোন ক্ষোভ নেই। মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলাম। সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ অবিরাম কীর্ত্তন ভজনে আপ্লুত হ'য়ে মহামায়ার সামনে জোড়হাতে অন্তিমের প্রার্থনা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন।

মণ্ডপের দৃশ্যে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বন্ধু রায়সাহেব আমারই গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছেন। এরই মধ্যে কার আহ্বানে বন্ধু আমাকে সঙ্গে নিয়েই উঠ্‌লেন। অদূরে এক স্বামিজী বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কুশল প্রশ্নাদির পর বন্ধুকর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত আমার দিকে তাকালেন। ওদিকে সামনের দিকে পথ চলতে চলতে খুব যেন বেশী বেশী করেই বন্ধু আমার পরিচয় স্বামিজীকে দান করলেন। আমি নীরবে এগুলি শুনছি। স্বামিজীও আমাকে যতদূর সম্ভব আদর আপ্যায়ন জানিয়ে মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করেন। যাবতীয় খবরাদি লিপিবদ্ধ করে আগামী কাল মার সাক্ষাৎ দর্শনের আয়োজন করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। স্বামিজীকে অভিবাদন জানিয়ে দুই বন্ধুই স্বামিজীর আবাস থেকে বার হয়ে এলাম। খানিকক্ষণ বন্ধুর সঙ্গ করে তাঁকে বিদায় জানিয়ে পুনরায় কাল উপস্থিতির অঙ্গিকারে চলে এলুম। জানা গেল এই স্বামিজী আমার দীক্ষার বিষয় নিয়ে মার সঙ্গে আলোচনা কচ্ছেন। ফল হয়ত শুভই হবে। শুভ সংবাদের প্রতীক্ষায় রইলাম। পরদিন আবার বন্ধুর বাড়ী হাজির হলেম। তিনিও আমারই অপেক্ষাতেই ছিলেন। যথাসময়ে উভয়েই স্বামিজীর ক্যাম্পে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজির হলেম। স্বামিজী আজ আরও খোলামনে আলাপাদি করলেন।

আমাকে একটু বেশী আপ্যায়ন করছেন বলে মনে হলো। খানিকক্ষণ আলাপ আলোচনা যার অধিকাংশই ধর্ম্মীয় এবং আশ্রমিক হবার পর স্বামিজী ৫ মিনিটের সময় নিয়ে কোথায় গেলেন। আমরা অধীর অপেক্ষায় বসে। স্বামিজী ফিরে এলেন, সঙ্গে এক নবীন ব্রহ্মচারীও ছিলেন। বল্লেন—চলুন এবার। আপনাদের মাতৃদর্শন করিয়ে নিয়ে আসছি।

দুজনেই গেলাম সাক্ষাৎ মার সামনেই। একটু এগুলাম এবং মায়ের শ্রীচরণে মাথা লুটিয়ে দিলাম। বন্ধুও তাই করলেন। মা বন্ধুর কাছে আমার পরিচয় পেলেন।

অদূরে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা তাকে ডেকে সামনে নিলেন। আমরা পুনরায় প্রনাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। ভক্তের এত ভীড়—মার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। তবুও মার স্পর্শে আমার মন শান্তিময় হয়ে গেল।

অপেক্ষা কচ্ছি, খানিকবাদে স্বামিজী একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। আমরা তার পেছু নিলাম। আমার পিঠ চাপড়ে স্বামিজী বল্লেন—"মার আদেশ হয়েছে যথাসময় আপনাকে এই ব্রহ্মচারী বেনারস আশ্রম থেকে চিঠি পাঠাবেন। সেই চিঠিতে আপনি মায়ের আদেশ জানতে পারবেন—কবে কোন্ তারিখে আপনার দীক্ষা হবে।" জয় মা—বলে স্বামিজী চলে গেলেন। খানিকক্ষণ এদিক সেদিক করে বন্ধুর সঙ্গে তার বাড়ী গেলাম। মার সন্নিকটে অনেক কিছু জানালেন। মায়ের কথাগুলি আমার অন্তরে প্রবেশ করে কি ভাবে যে আমাকে উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত করলো তা' বলতে পারবো না।

বাড়ী ফিরে এসে বেনারসের পত্রের অপেক্ষা কচ্ছি এরই মধ্যে কিছুদিন বেনারসে থাকবার জন্য আনুসঙ্গিক তোড়জোড় চললো। বন্ধুর দয়া এবং সরলতার কথাও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। সত্যই তাঁর সাহায্য না হলে হয়ত আমি এত শীঘ্র উৎরাতে পার্ত্তাম না।

কিছু দিন অপেক্ষার পর ব্রহ্মচারীর চিঠি পেলাম। ফোনে বন্ধুকে খবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানালাম। বন্ধুও এতে আশানুরূপ প্রীত হয়েছেন। ৫/৭ দিন হাতে রেখে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বেনারসে পৌঁছে গেলাম। এবারে সরাসরি আশ্রমেই স্থান সংগৃহীত হলো।

একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার এক পুত্রবধুকে আমার সঙ্গেই বেনারস নিয়ে গিয়েছিলাম। এবারে এলাহাবাদে কুম্ভ ছিল! মা' ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন। আশ্রমে যাত্রী সমাগমও খুব বেশী। অনেকেই কুম্ভ সেরে ভক্তদের অনুসরণ করে এই আশ্রমেই স্থান সংগ্রহ করেছেন।

পরদিন সেক্রেটারী ও স্বামিজীর নির্দ্দেশ মত মার সাক্ষাৎ লাভ করে আমার বৌমাকেও দীক্ষাদানের জন্য অনুরোধ জানালাম। মা' অতি সহজেই রাজী হলেন। বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করে আদেশ দিলেন "আগামী অক্ষয়-তৃতীয়ায় শুভ দিনে তোমাদের দীক্ষা হবে—অপেক্ষা কর"।

প্রনাম জানিয়ে আশ্রমের প্রকোষ্ঠেই ফিরে এলাম। শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার আর দুদিন মাত্র বাকী। অফিস থেকে মা'র আদেশ মতো দীক্ষার সাজ, সরঞ্জাম-এর তালিকা নিয়ে সেগুলি এরই মধ্যেই সংগ্রহ করে নিলাম। দীক্ষার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে নিয়ম কানুনগুলি জেনে সেই মত প্রস্তুত হলাম।

আজ সেই বহু প্রতিক্ষীত অক্ষয় তৃতীয়া। অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করে বৌমাসহ আশ্রমের ভেতর দীক্ষা মণ্ডপের দিকে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি নিয়ে ভেতরের দোতালায় সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে পুরোহিতের নির্দ্দেশ মতো আসন গ্রহণ করলাম। মণ্ডপ গুণগ্রাহী ভক্তদের সমাগমে মুখর হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিক কার্য্যাদি শেষ হলো। দীক্ষা-চাতাল ধুপধুনোয় আচ্ছন্ন। মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপ পূরাদমে চলছে। আমরা ধীর স্থির হয়ে বসে নির্দ্দেশ মত প্রক্রিয়াদি সমাপন কচ্ছি। এমন সময় একটা মধুর গুঞ্জন এসে মা'র আবির্ভাব ঘোষণা করলে।

আমরা সবাই সচকিত—কখন কার আহ্বান্ আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক এলো। পরিচালকের নির্দ্দেশ মতো মা'র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অচিরেই মা' ভগবতীর শ্রীপাদপদ্মে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম। জীবন আমার ধন্য হয়ে গেল। মা'র শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ আমাকে বিচলিত করে দিল।

মা-এরই আদেশ, নির্দ্দেশ পুরাপুরি অবনত মস্তকে গ্রহণ করে জীবন সার্থক হয়ে গেল। মা'র স্পর্শে ও সঞ্জীবনী শক্তিতে দেহ-মন পবিত্র হলো। মনে হল যেন এক নবজীবন লাভ করলাম।

আমার কাজ শেষ হলে, পুনরায় মা'-এরই আদেশে শ্রীচরণের ধুলি মাথায় দিয়ে ফিরে আস্‌বো এমন সময় মা' আদেশ করলেন—এবারে তোমার বৌমাকে পাঠাও। ডাক হলো, বৌমাও এলেন। মায়ের আদেশে আমি একটু দূরে একপাশে নিবিষ্ঠ মনে দাঁড়িয়েছিলাম।

একটু পরে বৌমাও মায়ের অনুগ্রহ লাভ করে ফিরে এলেন। ধীরে ধীরে সি ড়ি বেয়ে নীচে এলাম। মনে হলো সর্ব্বশেষ নতুনের পালা চলেছে। তাজা মনে অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে মা'র আশীর্ব্বাদ লাভ করে ধন্য হলেম।

কোথায় গেল আমার সংস্কার। কই আর তো সেই দুষমনটা একবার ভুল করেও আমার মনে এলো না। আমি তো পরিপূর্ণভাবেই মা'য়ের দয়া লাভ করেছি। আমার মনষ্কামনা পূর্ণ হয়েছে।

এবারে বুঝেছি সবই শ্রীশ্রী মা ভগবতীর লীলা। তিনি তো আমার অভিপ্সীত সবই আমাকে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোণ্ডালে ২৭তম সংযম মহাব্রত

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

২৭তম সংযম মহাব্রতের পাঠশালা খুলেছিলেন শ্রীশিবরাজ সিংহ সৌরাষ্ট্রের গোণ্ডাল উপনগরীতে। ভারতের নানান পীঠস্থান থেকে মহাত্মারা এসেছিলেন পাঠশালার পণ্ডিতরূপে। আর স্বয়ং শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ব্রতী-শিশুদের আঙ্গুল ধরে ধরে সংযম মহাব্রতের পাঠশালায় নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন। সংযম-পাঠ হলো আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি-পাঠ।

অপভ্রংশ গোণ্ডালের প্রাচীন নাম ছিল গোমণ্ডল। রাজকোট নগরীর পঁচিশ মাইল দক্ষিণে গোণ্ডাল উপনগরী। সৌরাষ্ট্র-ভ্রমণে সৌরাষ্ট্রের প্রাচীনতা বেশ উপলব্ধি করা যায়। গোণ্ডালের ঐতিহ্যও বিশেষ সুপরিচিত। মাতা ভুবনেশ্বরীর মন্দির হলো জগদম্বে দুর্গার মন্দির। আরতির সময় জগন্মাতার মাথার উপরের রৌপ্যছত্রটি হিন্দোলিত হয়। মন্দিরের পিছনে একটি ফলকে খোদিত আছে—১৯১৫ সালে স্বামী তীর্থ মহারাজ গান্ধীর নাম মহাত্মা গান্ধী দেন। বর্ত্তমানে তীর্থ মহারাজের বয়স ১০৮ বৎসর। নারায়ণ মন্দিরে স্বামী নারায়ণের বিগ্রহ ও তার সমাধি-গৃহ এক কথায় অপূর্ব্ব। স্বামী নারায়ণ ও তাঁর সতীর্থ ছিলেন একজন আলোকপ্রাপ্ত পরম ঈশ্বর-অনুকম্প্য ভিক্ষু। সমগ্র সৌরাষ্ট্রে ভগবানের চেয়ে ভগবদ্ভক্তের প্রতি ভক্তি বেশী। যেমন আছে গোণ্ডালের নিকটেই বীরপুরে ঈশ্বর-কৃপা প্রাপ্ত ভক্তপ্রবর জলারাম বাপার মন্দির। শেষোক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুটি মন্দিরেই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা পদধূলি দিয়েছিলেন।

সৌরাষ্ট্র মরুভূমির দেশ। সর্ব্বত্র জলকষ্ট। দুপুরে প্রচণ্ড গরম। রাত্রে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। শিবরাজ সিংহজীর বাগানে কিছু কিছু ছোট বড় গাছ-পাল', জঙ্গল, ময়ূর দেখা গেল। বিরাট কুয়া থেকে অনবরত জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এর পূর্ব্বে মা যখন গোণ্ডালে এসেছিলেন, সিংহ পরিবার মা'র কাছে জল ভিক্ষা চেয়েছিল।

সংযম মহাব্রতের সাতাশ বছরের ইতিহাসে এইবার ব্রতী সর্ব্বাধিক। খ শ্রেণীর ব্রতী চারশ পঞ্চাশ ও ক শ্রেণীর ব্রতী একশ। অবশ্য গুজরাটের অধিবাসীরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ।

শিবরাজ সিংহজীর ব্যবস্থা ছিল যথোপযোগী। মা'কে আগলে রেখে তাঁদের পরিবার কোনো সময়েই ভক্তদের নিন্দাভাজন হন নি। ৬ই নভেম্বর রাত্রে শ্রীমতী সিংহজী ছোট্ট একটি লাল ফুল হাতে নিয়ে (সৌরাষ্ট্রে ফুলের বড় অভাব) অগণিত ভক্তদের মাঝে বহুক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, কখন মা'র চরণ-কমলে ঐ ফুলটি সমর্পণ করবেন। বাস্তবিকই সিংহ পরিবার যারপরনাই উদারতার নজির রাখলেন।

মণ্ডপের অভ্যন্তরটি সম্পূর্ণ লাল রং-এর কাপড়ে তৈরী। মঞ্চের পশ্চাৎ-পর্দ্দাটি হলুদ রং-এর। তার উপরে বড় করে 'ওঁ মা' দৃশ্যমান। মঞ্চের উপর মহাত্মারা ও অন্যান্য সাধুরা কমলা রং-এর আসনের উপর গেরুয়া কাপড় পরে বসে আছেন। শুধু মা'র আসন সাদা ও বসন সাদা। মা যেন ঠিক সগুণ জাগ্রত ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। সব সংযমী ব্রতীদের কাছে এই প্রতীতি অনায়াস-লব্ধ।

সর্ব্বাগ্রে আমরা মহাত্মাদের ভাষণসমূহের সারাংশ হৃদয়ে অনুধাবন করে নিই।

১। কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর বিদ্যানন্দজী বললেন : অধ্যাত্ম-জাগরণের নতুন পথ সংযম মহাব্রত। এই মহাব্রতে আধ্যাত্ম-চেতনার নব ক্রান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসবে। ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপা মা আপনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন আলোক প্রাপ্তির জন্যে। আমার উপরে উদ্ঘাটনের ভার দিয়ে মা আমাকে ধন্য করেছেন।

ইন্দ্রিয় আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইন্দ্রিয়কে দমন করে সংযত রাখলে ইন্দ্রিয় আমাদের সবচেয়ে বড় মিত্র। অবিবেকীদের কাছে পরমাত্মা সদাই পরোক্ষ থেকে যায়। তাদের কাছে পরমাত্মা কখনো প্রত্যক্ষ হয় না। পরম স্থিতিতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রীয় নিরুদ্ধ থাকে। তখন সাধন অপরোক্ষ হয়, আত্মদর্শন হয়, সাক্ষাৎকার হয়।

পুতুলনাচিয়ে যেমন সূতো দিয়ে পুতুল নাচের কাঠের পুতুলগুলি নাচায়, সেই রকম পরমাত্মা মায়া দ্বারা সমস্ত সংসার চালাচ্ছেন।

তুমি যদি দেহাভিমানী হও, তত্ত্বনিষ্ঠ যদি না হও, তাহলে শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়কে সদা শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্মে ব্যস্ত রাখবে। তাহলে পাপের প্রলেপ তোমার শরীরে পড়বে না।

যার কোনোদিন রোগ নেই, বিয়োগ নেই, তার বৈরাগ্য কোনোদিন হবে না। রোগ, শোক, দুঃখ না হলে বৈরাগ্য, মোক্ষ হবে না।

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্মরূপে আমাদের মধ্যে বিরাজমান। অতি মহান মহতীরূপে আমাদের বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান। যে আত্মাতেই সর্ব্বভূতকে দেখে এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকেই দেখে, সে কারও উপর রাগ, দ্বেষ করে না।

মোহই সম্পূর্ণ শোক দুঃখের কারণ। মোহ নিবৃত্তি হলে শোক দুঃখ অনুভূত হবে না।

পূর্ব্বজন্মের কর্মানুসারে যে প্রবৃত্তি হয় সেই প্রবৃত্তি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শাস্ত্র-পঠন, শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি হয়। তখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরাজিত হয়।

২। হৃষিকেশের Divine Light Society-র সভাপতি স্বামী চিদানন্দজী বললেন : যার উপর মা'র অনুগ্রহ হয়েছে, সে তার হৃদয়ের গভীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-অনুভূতি বোধ করে। ভগবানের অনুগ্রহে, মাতৃ-কৃপায়, সন্তদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশীর্ব্বাদে আপনাদের এই দুর্লভ সুযোগ মিলেছে। কিন্তু অতি অবশ্যই ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

পাশ্চাত্য ধারণা সংযম করে শরীর ও আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। সংযম করলে ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। চিত্তের বিক্ষেপ নির্মূল হয়। ভগবৎ-উপাসনায় মন একাগ্র হয়। অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সংযম জোর করে কারও উপর চাপানো হয় নি। তাতে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সংযম-সাধনার প্রথম প্রয়োজন মনোবল। কারণ সংযম মহাব্রত হোল তপস্যা। এই তপস্যা হোল, মনের, কথার চিন্তার, শ্রবণের, ভোজনের, শয়নের, সব কিছুর সংযম।

শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রবৃত্তিকে সাধনার দ্বারা দিব্য করতে হবে, পবিত্র করতে হবে। এর জন্যে সংযম আবশ্যক। দিব্য করতে পারলে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বোঝা যাবে ও চেতন আত্মাকে উপলব্ধি হবে। সংযমিত জীবন সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনের মেরুদণ্ড। সংযম তাত্ত্বিক সাধনার কেন্দ্র।

সংযম সাধনার আবশ্যিক উপায়ঃ

ক) মিতভাষী, মিতভোজী, সত্যনিষ্ঠা।

খ) কটুবচন না বলা, কঠোর কথা না বলা। কটুবচন হঠাৎ বললে আত্মদণ্ড নেওয়া উচিত। যেমন আজ খাব না অথবা সাত দিন চিনি খাব না। এইভাবে কটুবচনকে সংযত করতে হবে।

গ) নিজে নিজের প্রশংসা করা অনুচিত। এমনকি নিজ কার্য্যের তারিফ চিন্তা করাও অনুচিত।

ঘ) কর্ণ—ইন্দ্রিয়ের সংযম। পরনিন্দা কখনো শুনবে না। যে করবে তাকে বারণ করবে। না হলে ওখান থেকে উঠে চলে যাবে।

ঙ) দৃষ্টি—সংযম। সাধনার প্রতিকূল জিনিস দেখবে না।

চ) ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ সংযম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছ) দয়া, দান, দমঃ (দমন)।

জ) বিষয়–ইন্দ্রিয় সংসম (বৈরাগ্য সাধন)। সর্ব্বপ্রকার বিষয় পদার্থে নির্লিপ্ত থাকা।

ঝ) মনকে কখনো খালি রাখবে না। যখনই খালি তখনই ইষ্টদেবের চিন্তন, জপ ইত্যাদি। তাহলে অশুভ ইচ্ছা অনেক দমিত হবে। যে নিজের মনকে জিততে পারে, সে জগৎ জিততে পারে।

ক্রমশঃ এই সংযমের অভ্যাস করতে হবে।

পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য সকল মার্গের সংযমই হোল প্রারম্ভিক বুনিয়াদ। বেদান্ত-মার্গী, যোগ-মার্গী, ভক্তি-মার্গী, সংকীর্ত্তন-মার্গী, সবার জন্যে সংযমই আবশ্যিক সাধনা।

৩। মহামণ্ডলেশ্বর স্বতন্ত্রানন্দজী বললেন ঃ

সুখ বেশী ভোগ করলে দুঃখ আসে। দুনিয়াতে কোথাও সদাসর্ব্বদা সুখ নেই। মাত্র পরমাত্মাতে সদা সুখ আছে। দুর্লভ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হোল পরমাত্মাপ্রাপ্তি। বড় পাপীকে নিতে আসে স্বয়ং যমরাজ। ছোট পাপীকে নিতে আসে যমদূত। পুণ্যাত্মাকে নিতে আসে দেবতারা। আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তকে নিতে স্বয়ং ভগবান আসেন। জ্ঞানীকে নিতে কেউ আসে না।

মরতে হবে গঙ্গার তীরে। গঙ্গার ধারে কোন মৃত পাপীর দেহ যদি ফুলে যায়, কাকে ঠোকরায়, কুকুরে খায়, রাত্রে শেয়ালে কামড়ায়, কিন্তু গঙ্গার ঢেউ যখন সে-দেহ ছুঁয়ে যায়, তখন দেবতাকে আসতে হবে ওকে নিয়ে যেতে।

আমিই ব্রহ্ম, এটা অহংকারের কথা নয়। এটা অহংকার নাশের কথা।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত-বৃত্তি নিবৃত্ত হয়।

হজমি গুলি যেমন ভরাপেট হজম করায়, সেই রকম পরমেশ্বর-ভক্তি জাগতিক কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য হজম করায়।

আধ্যাত্মিক পথের পথিক সেই হতে পারবে, যে নিষ্কাম কর্ম করবে।

উপাসনার সময় ভগবানের কাছে বসা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোনিয়ন্ত্রণ বা মনোবিজয় হোল সংযম।

৪। কনখলের জগৎগুরু আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর প্রকাশানন্দজী বললেন:

প্রজ্ঞা-চক্ষুতে দেখলে, বহুদূরে গেলেও সবসময় মা'র মূর্ত্তি চোখে ভাসবে। ধ্যানে মা'র এমন ফটো তুলে নাও, ঘরে ফিরে গিয়ে যখনই চাইবে, তখনই দেখবে।

মালা হৃদয়ের কাছে রেখে জপ করতে হবে। মালা এখানে সেখানে রাখবে না। কাউকে দেখাবে না। যখন মালায় মন বসে যাবে, সিদ্ধ হবে, তখন ধ্যানযোগের উপযোগী হবে। নাম জপতে জপতে নাম-অগ্নিতে তোমার সব ইচ্ছা কাঠ হয়ে জ্বলে যাবে।

মা যদি প্রিয়তম হয় তাহলে কৃষ্ণ কি রামের মূর্ত্তি ধ্যান করলে ফল হবে না। যার মূর্ত্তি প্রিয় তার মূর্ত্তিই ধ্যান করতে হবে।

মানসিক জপ যখন তখন যেখানে সেখানে যে কোন অবস্থায় করা যায়। মনের সব রোগের ওষুধ হোল নাম, মানসিক জপ, নাম জপ। নাম ছাড়া ঈশ্বরকে টেনে আনবার আর কিছু ভাল রশি নেই।

গুরুকে মন সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করলে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড সবই তোমার অনায়াস-আয়ত্ত্ব হয়ে যাবে। সংযম তোমাদের মানুষ তৈরী করবে, দেবতা নয়। বাড়ী ফিরে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে ইন্দ্রিয়কে মোটা কোরো না। গুরুর কখনো মরণ হয় না। পরমাত্মা গুরুর মাধ্যমে উপদেশ দেন। গুরুর শব্দ, নামের শব্দ নিত্য। অনন্তকাল সেই শব্দের ক্রিয়া চলবে।

অনুভূতির কাছে শাস্ত্র তুচ্ছ হয়ে যায়।

বদন সদা প্রসন্ন রাখবে। বাণী রাখবে সদা মধুর। কর্ম করবে সদা পরোপকার।

তোমাদের, সংযমীদের কুল পবিত্র হয়ে গেছে। তোমাদের জন্মদাত্রী মা ধন্য হয়ে গেছেন। তোমাদের যদি এক সেকেণ্ডও ভগবানের চিন্তায় ব্যয় হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের চরণ-স্পর্শে পৃথিবী ধন্য হয়ে যাবে। এখানে এই যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভ মেলা বসেছে, এই কুম্ভ মেলা আসল কুম্ভ মেলার চেয়ে অনেক পবিত্র, অনেক আনন্দদায়ক।

৫। মহামণ্ডলেশ্বর ব্রহ্মানন্দজী বললেন :

ভগবানের অনুগ্রহে মনুষ্যশরীর পাওয়া যায়। মানুষ যেমন চায়, তেমন তৈরী হতে পারে। পশুরা তা পারে না। মা'র দৃষ্টি দিয়ে মা সবাইকে পালন করছেন। আপন-ভার ভগবানে সমর্পন করলে ভগবান তার সব ভার নেন। আমি ভগবানের, এইপৃথিবীর যা কিছু সবই ভগবানের। ভগবানের কাছে যেতে হলে অহংকার অভিমান সব দূর কর।

আগামীবার সংযম মহাব্রত নর্ম্মদার তীরে। তপস্যা করতে হয় নর্ম্মদার তীরে। মরতে হয় গঙ্গার তীরে।

৬। দেরাডুন রাজপুরের রামতীর্থ আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর গোবিন্দ-প্রকাশজী বললেন :

এই গোওালনগরীকে মহাকুম্ভ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গাস্বরূপা মা বিরাজমানা। স্বামী নারায়ণ মন্দিরে স্বয়ং নারায়ণ বিদ্যমান। এত মহাত্মারা এসেছেন আশীর্ব্বাদ দিতে। এই তো মহাকুম্ভ। এই সংযমে শ্রবণমাত্রই তোমাদের জ্ঞান-পিপাসা, সমস্যার ক্ষুধা, সবই নিবৃত্তি হয়ে যাবে। তোমাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে যাবে।

নিজের মনের প্রসন্নতা দ্বারাই দুনিয়াকে প্রসন্ন দেখা যায়। পশুপাখীরা আমাদের চেয়ে ভাল থাকে শান্তিতে থাকে। গাছের সুমিষ্ট ফল, ভাল ঝরণার জল খেতে ওদের charge-এ যেতে হয় না। ওদের ওষুধ ইনজেকশান্ লাগে না, Air conditioner লাগে না। তাহলে পশুরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রেয়।

পতি পত্নীর কাছে সুখ চায়, পত্নি পতির কাছে সুখ চায়। দুজনেই সুখের ভিখারী। কি করে তারা সুখ পাবে? পরমাত্মা আমাদের জড় শরীরের ভিতরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম সুখের আধার চেতন আত্মা দিয়েছেন। আমরা হৃদয়ের মধ্যে সেই সুখ অন্বেষণ না করে বাইরের পার্থিব সুখ খুঁজে বেড়াই।

স্বামী রাম বলে গিয়েছেন—দুঃখী হওয়ার কারণ হোল ;

ক) মানুষ যা চায় তা পায় না।

খ) প্রারব্ধ কাজের জন্য সুখ পায় না।

গ) যা চায় সেটা যদি প্রারব্ধের সাথে মিলে যায়, মানুষ কিছুটা সুখ পায়, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী, তাই দুঃখ হয়।

নদীতে যেমন বাঁধ দিয়ে নদীর গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় সেই রকম তোমাদের জীবনপ্রবাহে সংযমের বাঁধ দিয়ে জীবনপ্রবাহের গতি ঘুরিয়ে নাও।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হোল নাট্যমঞ্চ, পরমাত্মা হলেন পরিচালক, আমরা সবাই অভিনেতা।

প্রতিদিন অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট করে এই চার রকমের প্রতিটি সাধন-কর্ম অভ্যাস করবেঃ

ক) জপ, ধ্যান

খ) স্বাধ্যায়, পাঠ

গ) নাম, ভজন, কীর্ত্তন

ঘ) মৌন

৭। স্বামী হংসপ্রকাশজী বলেনঃ

জ্ঞানী ভক্তের লোভ, কামনা, বাসনা থাকে না। প্রহ্লাদকে ভগবান বর দিতে চাইলে প্রহ্লাদ বলল—আমি কিছুই চাই না। আমার মনে যেন কোন কামনা না জন্মে।

মা'র কৃপাদৃষ্টি সবার উপর সমান। নিজেদের জানালা দরজা খোলা রাখো।

শুধু রাবণ আর কংসকে মারবার জন্যে ভগবানকে অবতার হয়ে জন্মাতে হয় না। ও-তো সামান্য কাজ। ভগবান অবতার হয়ে আসেন লীলা করতে আর মনুষ্যকুলকে আদেশ উপদেশ দিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। যোগীরাজ নানকচাঁদজী বললেন :

মহাত্মাদের ভাষণ তুলনা করা stupidity।

পরমাত্মা পাওয়ার কোনো বাঁধাধরা রাস্তা নেই। পরমাত্মার সম্বন্ধ ভাব ও শ্রদ্ধা দিয়ে দেখতে হবে, বিচার বুদ্ধি দিয়ে নয়। সগুণ, নির্গুণ, সাকার, আকার, অদ্বৈত, দ্বৈত—এ-সবে যদি ফেঁসে যান, কোন দিন বেরিয়ে আসতে পারবেন না। ভক্ত কোনো তর্কের মধ্যে যায় না।

ভিতরে জ্ঞান চাই, বাইরে করুণা চাই।

অহংকার জয় হলে তবে দরজা খুলবে।

চিন্তামুক্ত হতে হলে পরিস্থিতি বদলে দিন অথবা নিজের দৃষ্টিকোন বদলে দিন।

যে কোনো কাজ যন্ত্রবৎ কোরো না। অনুভূতি দ্বারা করবে।

মা'র কথায় আসতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় মা'র শরীরের কথা। সাধারণতঃ সংযম মহাব্রতের দিনগুলিতে মা'র শরীর বিশেষ খারাপ হয় না। এবারও বিশেষ খারাপ হয়নি। মহাত্মারা মনোক্ষুণ্ণ হবেন বলে মা যথাসাধ্য বেশী সময় মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। প্রশ্নোত্তরের সময় মহাত্মাদের সঙ্গে বেশ হাসি ঠাট্টা করে চারুহাসিনী মা অপূর্ব প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। একটা মনোহর আনন্দ-শিহরণে আমাদের শরীর কেঁপে উঠত। সেই সময় সাময়িক একটুকু স্বর্গীয় সুখানন্দে আমাদের মন অতলে তলিয়ে যেত।

মা মঞ্চে বার বার বলেছেন : তোমারা এ শরীরটাকে যা বল, যা মনে কর, এ শরীরটা তাহাই।

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী বারংবার প্রশ্ন করে মা'র মুখ দিয়ে বলাতে চাইছিলেন, মা সাক্ষাৎ ভগবতী।

মা ততবারই বলছিলেন : এ শরীরটা ভিখারী। এমন ভিখারী যে ভিক্ষা চাইতেও জানে না। রাস্তার পাশে যদি ছোট্ট একটি শিশু পড়ে থাকে, তাকে দেখে যেমন সকলের মায়া হয়, আদর করতে ইচ্ছা হয়, এই শরীরটাও ঠিক সেই রকম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবারের সংযম মহাব্রতের মাতৃ-সংসঙ্গের সময় মা'কে খুব বেশী প্রশ্ন করতে দেওয়া হয়নি। মা প্রায়দিনই সুমধুর সংকীর্ত্তন গেয়ে ব্রতীদের শ্রবণেন্দ্রীয়কে ভাবাবেশে অভিভূত করে দিতেন। একটা অনির্বচনীয় আনন্দে ভেসে ভেসে যেন এক দিব্যলোকে গিয়ে হাজির হতাম। এবারে সবিশেষ লক্ষণীয় ছিল যে, মা'র কাছে সনত্র মিনতি জানাতেই মা কীর্ত্তন করেছিলেন।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর এখানে আমরা তুলে ধরছি।

১। আজকাল সাধুরা শহরে আসে কেন? জঙ্গলে কেন থাকে না?

মা বললেন: তুমি আগে জঙ্গলে গিয়ে আদর্শ দেখাও। তাঁরপর সবাই যাবে।

পরদিন মহামণ্ডলেশ্বর গোবিন্দপ্রকাশজী বললেন: আমরা সাধুরা হলাম অধ্যাত্ম-জীবনের ডাক্তার। রোগী সব হোল শহরে। আমরা যদি জঙ্গলে থাকি তাহলে শহরের রোগ সারাবে কারা? তাই আমাদের শহরে আসতে হয়। জঙ্গলে তো রোগী নেই।

২। সত্য পথে থাকলে কষ্টভোগ করতে হয় কেন? বাধা আসে কেন?

মা বললেন: যে কোন ভাল কাজে বাধা আসবেই। ঠিক ঠিক সত্যের পথে থাকলে কোনো বাধাই কিছু করতে পারবে না।

৩। যোগীরাজ নানকচাঁদ একদিন বলেছিলেন: হৃদয়ে পরমাত্মা আছেন। অন্য কোথাও খোঁজ খবর দরকার নেই। সেই দিন রাত্রে প্রশ্নোত্তরের সময় মা যোগীরাজকে বললেন: পরমাত্মা কাঁহা নেহী হ্যায়, বাবা, পরমাত্মা কাঁহা নেহী হ্যায়!

৪। নাম জপ ও মূর্ত্তি ধ্যান কি একসঙ্গে করা যায়? যদি করা যায়, তাহলে যে কৃষ্ণ নাম করছে এবং তার ধ্যানে যদি তার প্রিয়তম মূর্ত্তি মা এসে যান, তাহলে কি করবে? মা বললেন: যে মূর্ত্তি এসে যায় তাঁরই ধ্যান করা, অবিরত করতে থাকা। কৃষ্ণকে বলা—হে কৃষ্ণ, ভগবান যে রূপে আমার ধ্যানে আসছেন, আমি সেই রূপই ধ্যান করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। আপনার কাছাকাছি যে ভক্তরা রয়েছেন, তাঁরা সব সময় আপনার আশীর্ব্বাদ, আপনার স্পর্শ পাচ্ছেন। আর যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনার আশীর্ব্বাদ বা স্পর্শ পান না তাঁরা ভিন্ন প্রকারের ভক্ত। এই দুই ভক্তে প্রভেদ কি?

মা বললেন ঃ এই শরীরের কথা ছেড়ে দাও। এই শরীর তো ভিখারী। এই শরীরের কথা বাদ দাও। আমি একটা শোনা কথা বলছি ঃ

একটা পুকুরে একটিই মাত্র পদ্মফুল ছিল। পদ্মটি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ ফুটে যেত আর সকালবেলায় আবার বন্ধ হয়ে যেত। ঐ পুকুরে একটা বড় মাছ ছিল। চলতে ফিরতে পদ্মফুলের ডাঁটাটির সঙ্গে মাছের ঘষা লাগত, ধাক্কা লাগত। একদিন একটা ভ্রমর উড়ে এলো। ভ্রমর মাছকে জিজ্ঞাসা করল ঃ ঐ পদ্মে কি আছে, তুমি জানো? মাছ বলল ঃ ওখানকার খবর পাওয়া বড় কঠিন। রোজ আমি ঐ ডাঁটার সঙ্গে কত ধাক্কা খাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ওখানকার খবর আমি কিছুই জানি না। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা যখন পদ্মটি প্রস্ফুটিত হয়েছে অমনি ভ্রমরটি উড়ে গিয়ে পদ্মের মধ্যে বসে পড়ল। সকালে যখন পদ্ম বন্ধ হয়ে গেল ভ্রমরটি সেখানেই থেকে গেল। সন্ধ্যাবেলায় আবার যখন পদ্মটি খুলল তখন ভ্রমর উড়ে গেল। মাছকে বলে গেল ঃ যা পাবার আমি পেয়ে গেছি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ভ্রমর যা পাবার পেয়ে উড়ে চলে গেল।

মা আগেও বলেছেন ঃ এই শরীরটার খাটের সঙ্গে লেগে থাকলেও হয়তো কিছুই হবে না। অনেক দূরে থেকেও হয়তো সব কিছুই পেয়ে যাবে। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

এমনিভাবে ২৭তম সংযম মহাব্রতের দিনগুলি মহানন্দে কেটে গেল। ৬ই নভেম্বর সকালে যজ্ঞে মা পূর্ণাহুতি দিলেন। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ঐ দিন রাত্রে গোণ্ডাল উপনগরীতে স্বর্গলোক হ'তে পুষ্পসম শুভ বৃষ্টিধারা নামল! যে বৃষ্টি সৌরাষ্ট্রে অতি বিরল ও সবচেয়ে বাঞ্ছিত। মা রাত্রে বললেন ঃ যজ্ঞের ফলে ভগবান সন্তুষ্ট হয়েছেন। বৃষ্টি দিয়ে দিলেন। যজ্ঞ তো সাত দিন ধরেই হচ্ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ তার পূর্ণাহুতি হয়েছে।

৭ই নভেম্বর বৈকালে মা গোণ্ডাল থেকে একটি দ্রুততম যাত্রা শুরু করলেন। গুজরাটের রাণাআও, ভাওনগর, আমেদাবাদ, বম্বে, পুনা, আবার বম্বে, রাজস্থানের করৌলী, দিল্লী, পাটনা, রাঁচী—এই সব জায়গায় এক মাসেরও কম সময়ে মা তাঁর পদধূলি দিলেন। আর সেই পদধূলির কণামাত্র পেয়ে ধন্য হল অগণিত মুমুক্ষু জনতা।

সদা প্রসন্ন সদা সুস্মিতা প্রাণপ্রতিমা, মাগো, তোমাকে আমাদের শত কোটি প্রণাম।

আমাদের মস্তকে থাকুক তোমার পদধূলি, আমাদের হৃদয়ে থাকুক তোমার বাৎসল্য, আমাদের সকল কর্মে থাকুক তোমার সদা জাগ্রত দৃষ্টি, আমাদের বিপদে আপদে থাকুক তোমার করুণা-আশীর্ব্বাদ। আমরা তোমার অসীম কৃপাধন্য সন্তান ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃত-অবগাহন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমিতা ঘোষাল

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু!
পারে কে লঙ্ঘিতে তুর্জয় আদেশ তোমার
কত সে কামনার নিত্য আবিষ্কার, নিঃশব্দে যেতে হবে ছাড়ি.
এ পারের অবারিত স্নিগ্ধশ্যাম তীর্থ তটভূমি, জীবনের তুর্লভ সম্ভার!
যত কীর্তি গৌরব সব কিছু পিছু রবে পড়ি।

বিজ্ঞ বক্তারা বার বার সাবধান করে গেছেন, মায়া মোহ একটা ব্যাধি, বড় ধরণের ভ্রান্তি, সব সময় মুক্ত থাকবার চেষ্টা করতে হবে মনে প্রাণে। ছোট বেলায় এসব কথার গুরুত্ব বোধতো ছিল না, থাকবার কথাও নয়, মনে হোত গান বাজনার মত বুঝি এই সবও এক ধরণের বাজনা। আমার পিতা-মাতা ছিলেন সব সমাজের সম্মানিত মানুষ। গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ হয়েও যে কোন ধর্মের তীর্থস্থান পর্যটন বাদ পড়তো না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছোটর দলও নানা ধরণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপরায়ণ মানুষের রীতিনীতি মতামত কিছু কিছু মুখস্থ করে ফেলেছি, যাকে বলে 'ছোট মুখে বড় কথা', কিন্তু সে অতীতের কথা। ১৯৪২ সালের কথা। চাঁট্গা ছেড়ে যেতে হবে, আজ ছোট খাটো ব্যাপারগুলো বড় গুরুতরভাবে উপলব্ধি কোরছি। কথার প্রসঙ্গে অতীতের ঘটনাও বাদ দেওয়া যায় না।

বাড়ীর শূণ্য চাতালে বসে আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে সারা। এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই শ্রীশ্রীমা তাঁর শুভ্র কমলতাসম তু-বাহুযুগল উর্দ্ধে তুলে নিঃস্পলক নয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জনপূর্ণ উঠোনে, চারদিকে তাঁকে অনুসরণ করে নাম কীর্তন কোরছে কুমারী ও অন্যান্যরা। একটি দিনের সঙ্গে আর একটি দিনের মিল নেই। আগের দিন মা ছিলেন গানে সুরে সুমধুর বাণীতে হাসি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় অনন্যরূপ, আজ হলেন আশ্চর্য, অপরূপ! অপসারিত হোল যখন সবার মনের জড়তা, জোড়করে জড়ো হোল সবাই গৃহস্থের উঠোনে, চাতালে। মনের মত পরিবেশ গড়লো বুঝি এতো দিনে, তাই আজ শ্রীশ্রীমা নীরব হয়ে ভাসিয়ে দিলেন —সরে সরে এগিয়ে যেতে লাগলেন যেন কেউ রয়েছেন সবার অন্তরালে মায়ের পাশে পাশে—। এতদিনের কত লীলা এই সামান্য উঠোনটুকু ঘিরে, সব কি মুছে যাবে, ভাব্‌ছি। ভাব্‌ছি, শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব উপলক্ষে বহু মহাপুরুষের চরণরেণু লিপ্ত হোয়েছে—এতো এক পরমতীর্থ। কোন কালে গড়ে উঠতে পারে না কি একটি ছোট্ট মন্দির, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী লীলা মন্দির। এমনি করেইতো তীর্থের সৃষ্টি। ভাবনায় ছেদ পড়লো, বিকট সুরে সাইরেন-এর গোঁঙানীতে ছুটে এলো সবাই চারপাশ থেকে—"খোলা জায়গায় বসে আছো শিশু নিয়ে—তোমার প্রাণে ভয় নেই"! —বন্দীদশায় তখন আমার প্রাণের কি-বা মূল্য আছে, কিন্তু প্রাণের কথা-তো ভগবান ব্যতীত বোঝে না কেউ।

লেখার চাইতে বড় সান্ত্বনা বুঝি নেই, তাই রাতের অবকাশে লুকিয়ে লুকিয়ে আপন মনে লিখি। তৎকালীন শ্রীশ্রী মায়ের লীলামহিমা যতটুকু উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ছিল আমার তার সঙ্গে পারিপার্শ্বীকের প্রসঙ্গও জড়িয়ে আছে, যাকে অনেক পাঠকের অবান্তর বোলে মনে হতে পারে। ভল মন্দ সব মিলিয়ে আমার লেখার অমৃত-অবগাহন।

সে সময় নিজের হাতে ফটো তোলার বাতিক ছিল যা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা সম্ভব হয়নি বলে খুবই অনুতাপ হয়। চাঁটগার মানুষের ঘরে অবশ্যই কিছু আছে। —ভাঙনের ঢেউ উঠেছে, বিদায় নেওয়ার সময় যত সংক্ষেপ হোয়ে আসছে বিশেষ করে মনে পড়ছে সব কথা—এত দিনের সঞ্চয় জিনিসপত্র সবের মায়া। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মত "চট্টল তীর্থের" অফুরাণ বিচিত্র বিস্ময় পর্ব।

অনেক লিখেও অনেক থেকে যায় বাকি।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে চট্টগ্রামের অধিবাসী এক প্রাণ একতায়—'ধর্মে মহান - কর্মে মহান'। ইংরাজী উনিশ-তিরিশ সালে অগ্নিযুগে স্বাধীনতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্দোলনে চট্টগ্রামের কাহিনী বিশ্বমানবকে স্তম্ভীত করেছে। তৎকালীন অগণিত পুত্রহারা শোকসন্তপ্ত পরিবার হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হয়েছে মন্দিরে মস্‌জিদে দেবস্থানে দরগায় সৎকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, পরম সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। শিশুবেলায় চট্টগ্রামে আসবার পূর্বে আত্মীয় স্বজন অশ্রুপাত করে বোলেছিলেন : কী দুর্ভাগা তোরা, শেষটা রাজঐশ্বর্য ফেলে চল্‌লো বনবাসে মগের মুলুকে তোদের নিয়ে। পরে মনে হোয়েছিল কি ভাগ্যে কত পূণ্যের ফলে এমন পিতামাতার ক্রোড়ে জন্ম হোয়েছিল আমার, তা না হলে ভারতের অন্যতম ভূ-স্বর্গ (ভীতি থাকলেও) সমুদ্রকুলে পূর্ববঙ্গের পার্বত্য শোভা ঐশ্বর্যমণ্ডিত অপূর্ব স্থান সম্পর্কে কিছুই জানা হোত না। শ্রীশ্রী মায়ের করুণা হতেও বঞ্চিত হতে হোত।

জয় মা তোমার—তোমার জয়।

চট্টোগ্রামের দুরন্ত দুঃসাহসী সাধারণ মানুষের জীবন। তবু শহরের বুকের মানুষ এবার প্রাণ ভয়ে দিশাহারা। যে যেদিকে পারে ছুটে চলেছে ঘর বাড়ী ফেলে। যুদ্ধ! যুদ্ধ! একেই পরাধীনতার অত্যাচার তার ওপরে বাহির শত্রুর আক্রমণ। এদিকে আজো তেমনি নীলাভ ধুসর নিরুত্তাপ দিগন্তের বুকে মোহনার মৌন গভীরতা। আবিষ্ট করে দেয় হৃদয় মন। আজো এক নিয়মে ফিরে চলেছে, উদ্বেগহীন নিশ্চিন্ত আবেশে শিথিল পক্ষ বিস্তার করে বলাকার পাঁতি। অজ্ঞাত কোন দূর উপত্যকায় রৌদ্রস্নান সেরে ওরা যেন যায় কোন মন্দির তীর্থে। শঙ্খচিলেরা ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করে আকাশ পথ। ব্যতিক্রম শুধু আমাদের। আতঙ্কগ্রস্থ সদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। আকাশে সামান্য ছায়াপাত ঘটলেই মনে হয় ঐ বুঝি এলো বোমারু বিমান।

মাত্র কদিন আগে অতর্কিত আক্রমণে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে শহর প্রান্তর। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল ফুটফুটে রাত। কাজেই ভীষণ কড়াকড়ি চলেছে — ব্ল্যাক আউট, কারফিউ, সময় অসময় নেই সাইরেন পড়ছে আর আমরা ঢুকছি সিঁড়ির তলায়. অবশ্য বাগান জুড়ে বিরাট ট্রেঞ্চ্ খোঁড়া হয়েছে ওপরওলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ অনুযায়ী। সে সময় শ্রীশ্রী মা কোথায় ঠিক জানা নেই কারণ শাশুড়ীমাতার কাছেই চিঠিপত্র আসতো, অবশ্য লিখে দেওয়ার ভার পড়তো আমার ওপর। শ্রীশ্রী ভোলানাথ বাবার তিরোধানের পরে শ্বাশুড়ীমাতা প্রায়ই আশ্রমবাসে গমন করতেন। আমার নিজের নামে চিঠিপত্র লেখবার অনুমতি ছিল না। পরের ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু মেনে নিতে হতো, মনে মনে ব্যাকুল হতে লাগলুম তাই মাতৃ দর্শনের অভিপ্রায়ে। আমাদের বিপদের কথা জানাবার কোন উপায় নেই বোলে আরো অস্থির হয়ে থাকে মন। বাড়ীর অন্যান্য গুরুজন কচিকাচা আশ্রিতরা সকলেই চলে গেল, বাকী রইলুম ছেলেকে নিয়ে আমরা দু-জন আর কেরাণী বাবুরা। এতোবড় বাড়ী জমজমাট সংসারের উদয় অস্তের হাড়ভাঙা কাজ থেমে গিয়ে একেবারে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি কোরলো। ভয় ভীতির মধ্যেও খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বেস নিয়ে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব অনুভব কোরলুম। বুক ভরে কাঁদি হাসি, প্রাণ ভরে গান আসে "হে গোপাল, হে গোবিন্দ."—তুমি হে দুঃখ দাতা, কভু অপরূপ অপার আনন্দ। বিপদ দেন যিনি তিনিই সর্ব বিপদ ভয়ভঞ্জন, নয়ন হৃদিরঞ্জন দয়াময় স্বয়ং নারায়ণ। "তাঁকে ডাকো, তিনিই নেবেন সব ভার" —শ্রীশ্রী মার বাণী। ডাকবার নিয়ম জানি না, অনিয়মের মধ্যেই আপনি যেটুকু ঘটে যায়। মনে কোন তাড়া নেই তাগিদ নেই। গাছ ভরে ফুল ফুটে থাকে। আমি বলি, ঠাকুর ওখান থেকেই নাও। রোজ কি ছিঁড়ে কুটে বাগান খালি কোরতে ভাল লাগে। একটি চারা বড় কোরে ফুল ফোটাতে অনেক সাধ্য সাধনা কোরতে হয়। হয়তো ঠাকুর অপরাধ নিয়েছিলেন, তাই সাজান বাগান আমার শুকিয়ে গেল ছারখার হয়ে। কিন্তু তাই বা বোলি কি কোরে। তোমরা যে মুঠোমুঠো রাঙা জবা ছড়িয়ে, থাবা থাবা চন্দন লেপে দিলে এতোকাল তবু সাত তাড়াতাড়ি ভজনপুজন ভুলে বিমর্ষ বদনে ছুটলে কেনো শুনি ? বিশ্বাস গেলো কোথায় ? ছোট মুখে বড় কথা বোলে লজ্জা পাই নিজের মনে, জানিনা আমার যাওয়ার 'পালার' শমন ঝুলছে হয়তো শিয়রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন ভোরে দেখলুম শুভ্রবসনা মহিলা একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ভাবলুম সকালে যাঁরা ওঠেন তাঁদের মধ্যে একজন। খানিক পরে আমাকেও নামতে হবে ফুল তোলার জন্যে। অনিচ্ছাসত্বে সেদিন একটু তাড়া-তাড়িই নেমে গেলুম কিন্তু কেউ কোথাও নেই, দরজা খোলা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে এলুম আবার ওপরে। দেখি তখনও যে যার মত ঘুমোচ্ছে ঘরে ঘরে। খুব ভয় কোরলো। সকালে সবাইকে জানালুম। কারণ আগেও কেউ কেউ ওরকম ঘোরাফেরা কোরতে দেখেছে, যাই হোক শ্রীশ্রী মাকে জানানো হলে তিনি বলেছিলেন ঃ ওরকম দেখা যায়—পুণ্যাত্মা চলে গেলেন। আমার মনে হোল সেই দুর্দ্দশার কাল আরম্ভ। আমারও যাওয়ার পালা এলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী খালি করে দিতে হবে মিলিটারি ক্যাম্প-এর জন্যে। কাজেই আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়ীতে। আসা যাওয়া সপ্তাহকালের ব্যাপার। এইখানে ঠিক বিপরীত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ঘুমন্ত গ্রাম শহরে পরিণত হোয়েছে। বদ্ধ বাড়ী ঘরে হৈ হৈ করছে মানুষ। গ্রামীন রীতিনীতি আরো মর্মান্তিক আমার কাছে। যুপকাষ্ঠে বলির পাঁঠার মত অবস্থা। যদিও দোল দুর্গোৎসবে দু-একবার এসেছি এই গ্রামে তবু মর্মান্তিক শাস্তি বলে মনে হতে লাগলো। সত্যিই বুঝি "মরণের পালা" এলো। চাঁটগার বাড়ীর বড় বড় ফটো-গুলি আনা হয়েছে আগে, নাম কীর্ত্তন ও পুজো পাঠ হচ্ছে ভাগে ভাগে। তারপর বাস্তু-বিগ্রহ আছেন আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত। বহুকালের মন্দির চাতাল, নাট মন্দিরে উৎসব চলে আসছে যেখানে এখন সব মিলিয়ে অষ্ট প্রহরের মহোৎসব, তবে ভজন পূজনের পর্বের চাইতে রন্ধন-ভোজনের হাঙ্গামায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। মনে মনে বলি কোথায় তুমি মাগো, এর চাইতে চাঁটগার বোমার ঘায়ে মরা যে অনেক সুখের ছিলো। ব্যাকুল হয়ে ডাকি, ভেবে ভেবে অবশেষে অল্প দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তারপর একদিন আবার স্থানান্তরিত করা হোল আমাকে ঢাকা শহরে মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালে।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন পুজনীয় যোগেশ দা। এই প্রথম তাঁর শুভ দৃষ্টি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতের সৌভাগ্য লাভ। মনে হোল পরম পূণ্যাত্মা বাবা ভোলানাথের করুণাচ্ছায়া নিয়ে এলেন কোন দেবদূত, হাবভাবে উছ্‌লেপড়া শিশুসুন্দর আনন্দ। শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেলেন। এতদিন এতো কাণ্ডের পর ফিরে পেলেম যেন হারিয়ে যাওয়া পরশরতনের হৃতশক্তি। তারপর উক্ত হাসপাতালেই এক একটি ভীষণ বিভীষিকাময় রাত পেরিয়ে গেল। উনিশশ-বেয়াল্লিশের ৯ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের মাতৃলীলা তীর্থভূমি সদরঘাটের বাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ হোল। অসংখ্য হতাহতের সঙ্গে আমার স্বামীকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেলাম এবং সেই দিন জন্মগ্রহণ কোরলো আমাদের দ্বিতীয় পুত্র। অভাবনীয় দুঃশ্চিন্তা ছিল যে জন্মের অন্তরালে, সে হোল দেবদূতকান্তি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর। অনিবার্য মৃত্যুর পালা শ্রীশ্রী মা দিলেন বদল ক'রে। জ্ঞান হয়ে দেখলুম আমার পাশের বেড-এর রোগিনীর মৃত্যু হোয়েছে, মাঝখানে নবজাতক, এক পাশে আমি। নিতান্তই স্থানাভাবে—মৃতের পাশে শুয়ে সারারাত ব্ল্যাক আউট-এর আলোয় বোঝবার চেষ্টা কোরেছি জীবন মৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্য যাঁর অমোঘ ইঙ্গিতে তাঁর প্রভাবকে।—জয় মা জগদ্ধাত্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-প্রসাদ

(প্রথম খণ্ড)

মৌনী মা

(১২)

যেমন আসে তেমনি লিখি আমি কিন্তু নেই ।
সাধন-পথে পথের শোভায় মুগ্ধ হলে তুমি
মূলে যেতে ভুলে যাবে বলে দিলাম আমি ।
সাধনে সাবধান থাকিতে হয়
কিন্তু গুরুবল মস্ত বল
হাত ধরে পার করিবেন কিবা আছে ভয় ।

(১৩)

আমি তুমি ভিন্ন কিছু নয়
গুরুকে প্রধান রাখিতে হয়
গুরু–বলে বলিয়ান হও যদি তুমি
পাহাড় দলিয়া যাবে এখনই ।
গুরু মানে আত্মা সর্ব্বঘটে রয়
সর্ব্ব ঘটে থেকে থেকে অনেক কথা কয়
ব্রহ্ম সর্ব্বময়, ব্রহ্ম সর্ব্বময়
আর ত কিছু নয় ।

(১৪)

গুরু মানে তোমার আত্মা, মনে রেখ তুমি
এক ছাড়া দুই নাই এইত হইল বাণী ।
সাধন-পথে পাহাড় কেটে
রাস্তা করে দেন গুরু
নাচিতে নাচিতে চলে যাও আনন্দ ভরপুর ।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানা গান

শ্রীঅভয়

অনেক দিন আগের কথা বলছি। হয়ত তিরিশ বছরের মত হয়ে গেল। শ্রী আনন্দময়ী মা আমাকে দুখানা গান দিয়েছিলেন রচনা দ্বারা পূরণ করবার জন্য। দুখানা গান দুসময়ে দিয়েছিলেন। মা দিয়েছিলেন প্রতি গানের প্রথম দু-এক কলি বা কলির অংশ। আর, বলেছিলেন, সম্পূর্ণ কর দেখি।

একখানা গান কিছু সময়ের মধ্যেই পূর্ণ করেছিলাম। মাকে বোধহয় শুনিয়েও ছিলাম। গেয়ে শুনিয়েছিলাম কি না তা আর এখন মনে নেই। আর এক খানা গান আর হয়ে ওঠেনি। চেষ্টা কিছু যে করিনি তা নয়। হয় নি। বহু কাল পরে সেই গানে হাত দিলাম। এখন গানটা দাঁড়িয়েছে এই ঃ—

জলের ছিটায় পাথর ক্ষয় পায়—
এই কথা কে না জানে।
কিছু কিছু করি মুখে বল হরি,
এক দিন বলিবে প্রাণে॥

তোমার আঁধার নহেক অপার
লুকায়ে তাহাতে আলো।
যতই মন্দ করুক অন্ধ
ভিতরেতে আছে ভাল॥

যদি থাক ধ'রে যাবে তুমি ত'রে,
সন্দেহ কিবা আছে।
আলো, ভাল যাহা ক্রমে ক্রমে তাহা
ফুটিবে গো তব কাছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত করিলাম ঠাকুরের নাম—
সকলি হ'ল যে মিছে,
ভাবিয়া এমন ছাড়িয়া ভজন
যেওনাকো প'ড়ে পিছে ॥
রতন আগার বদ্ধ-ছুয়ার
চলহ আঘাত করি'।
আগল টুটিবে, আলোক ফুটিবে
পাইবে ঠাকুর হরি ॥
দিন যায় ওই, সার কথা কই—
সাধনা ক'রো না বন্ধ।
মায়ের আদেশে আজি অবশেষে
অভয় গাঁথিল ছন্দ ॥

"কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মনে হইয়াছে তাহা করিবার চেষ্টা ত আছেই—হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ কর্ত্তব্য যে ভগবৎ-চিন্তা—আমি কে সেটা জানবার ইচ্ছা যে কর্ম্ম জাগায় তা জানবার দিকে যেন মন থাকে। ইহার দিকেও বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। নিত্যকর্ম্ম যেন মনে থাকে। অবসর মত কেবল স্মরণ—তিনিই যে একমাত্র সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে প্রকাশিত সেই বোধের জন্য।"

—শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমণ কাহিনী

কৈলাস ও মানসসরোবর

— শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী; এম০,এ০

উদ্যোগ

হিমালয়ের পারে মানসসরোবর আর কৈলাসপর্ব্বতের কথা খুব ছোটবেলা থেকেই শুনেছি। মনে পড়ে—যখন শীতের শেষে গরমের আমেজ দেওয়া বাতাস বইতে সুরু করত আর আকাশ দিয়ে উত্তর মুখে উড়ে চলত সারি-বাঁধা হাঁসের দল—তখন অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে তাই দেখতাম আর মনটা কেমন উদাস হয়ে যেত, তাদের পাখার সেই চঞ্চলতা যেন বালকের মনকে বার বার ক'রে ডাক দিয়ে যেত। তার কল্পনাকে তখন আর বাস্তবের কোন বাধা-বিঘ্নই বেঁধে রাখতে পারত না— সে-ও ডানা মেলত নীল আকাশের ঐ প্রবাসী যাত্রীদলের সঙ্গ নেবার জন্যে। লোকের কাছে শুনতাম—ওরা নাকি ফিরে চলেছে নিজেদের দেশে—কৈলাসপর্ব্বতের নীচে মানসসরোবরের ধারে—যেখানে স্ফটিকের মত টল্‌টলে জলের উপর ফোটে সোনার সহস্রদল পদ্ম আর সোনার রাজহাঁস সারাদিন তারই মধ্যে খেলা করে বেড়ায়।

লোকের মুখে এইসব শোনা কথার সঙ্গে ছোটবেলার পাঠ্যপুস্তকের সেই 'কৈলাস ভূধর অতি মনোহর' থেকে আরম্ভ ক'রে সংস্কৃত কাব্যের—বিশেষ ক'রে কালিদাসের মেঘদূতের অনির্ব্বচনীয় বর্ণনার রঙে মিলে, মনের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রেছিল। পরে অবশ্য নানা দেশের পর্য্যটকদের ভ্রমণ-বিবরণ প'ড়ে নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা বোঝা গিয়েছিল যে, আসল জিনিষের সঙ্গে কাব্যের বর্ণনার অনেক দিক থেকেই মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও কৈলাস কিংবা মানসের সম্বন্ধে মনের আগ্রহটা মোটেই কমেনি। কল্পনার মধ্যে রজতশুভ্র কৈলাসের পায়ের কাছে মানসসরোবরের জল তেমনি টল্‌টল্ করেছে আর শীতের শেষে "আকৈলাসাৎ বিসকিশলয়চ্ছেদ পাথেয় বন্তঃ" হাঁসের সারির সঙ্গ নেবার জন্যে মনটা তেমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখনও এ কথা ভাবতে সাহস হয়নি যে, কখনও সত্যি সত্যিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কল্পনার জিনিষটিকে বাইরে দেখতে পাব। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সে সুযোগ একদিন বাস্তবিকই এসে পৌঁছুল।

অল্পবয়স থেকেই স্বভাবটা আমার একটু ভবঘুরেগোছের। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান—নতুন নতুন জায়গা ও তাদের বিচিত্র লোকজন দেখা—এ আমার একরকম নেশার মত। সব নেশারই একটা দস্তুর এই যে, সেটা একা একা ঠিক জমে না, তুই একজন সঙ্গী-সাথী দরকার হয়—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আরও কয়েকজন আমারই মত জুটে গেল এবং তার ফলে একটা ভবঘুরের দল আপনা থেকেই গড়ে উঠতে বেশী দেরী হল না—নামটা অবশ্য একটু সভ্যগোছেরই দিলাম—"বেনারস টুরিষ্টস্ ক্লাব।" প্রথম কয়েক বছর সাইকেল করে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানই ছিল আমাদের লক্ষ্য—নগরাধিরাজ হিমালয়ের দিকে দৃষ্টি দেবার মত সাহস তখনও আমাদের হয়নি। কিন্তু ক্রমে সে সাহসও হ'ল এবং ১৯৩২ সালে আমরা তিনজনে হিমালয়ের কোলে পিণ্ডারী তুষার প্রবাহ (Pindari Glacier) দেখে ফিরে এলাম। হিমালয়ের সঙ্গে এই মুখোমুখি পরিচয়ে একদিকে যেমন সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেল, অন্যদিকে তেমনি তার বিরাট মহিমা ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখে তার উপর আকর্ষণ আরও গেল বহুগুণে বেড়ে। পিণ্ডারী থেকে ফিরবার পথেই কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেল—এর পরের বার আমাদের লক্ষ্য হবে মানসসরোবর ও কৈলাস।

এর পর থেকে রীতিমত খোঁজখবর নেওয়া চলতে লাগল। কৈলাস-যাত্রার সম্বন্ধে যতগুলো বই সংগ্রহ করতে পারা গেল, সবই পড়ে নিলাম। কোন্ রাস্তায় যাওয়া হবে এবং কোন্ রাস্তা দিয়ে ফেরা হবে সে সম্বন্ধেও নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা চলতে লাগল। ম্যাপে ত অনেকগুলি রাস্তাই আঁকা আছে :—

(১) একটি রাস্তা গিয়েছে গঙ্গোত্রীর উত্তর দিয়ে। এ রাস্তায় থাগ্‌গা (Thagga Pass) ও অন্যান্য গিরিপথ পার হয়ে তীর্থপুরী দিয়ে কৈলাস পৌঁছুনো যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) দ্বিতীয়টি গিয়েছে বদ্রীনারায়ণের কাছ দিয়ে--নিতি পাস পার হয়ে।

(৩) তৃতীয়টি গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে কাংরি-বিংরি গিরিপথ অতিক্রম করে।

এ তিনটি রাস্তাই হরিদ্বার থেকে আরম্ভ, আর তীর্থপুরী হ'য়ে কৈলাস যেতে হয়।

(৪) আর একটা রাস্তা বরাবর আলমোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে আসকোট ও গার্বিবয়াং হয়ে মানসসরোবর আর কৈলাসের দিকে চলে গিয়েছে। এই রাস্তাটাই সব চেয়ে সোজা--এবং সাধারণ যাত্রীরা এই রাস্তা দিয়েই কৈলাস যায়। আসকোট পর্য্যন্ত আবার দুদিক দিয়ে যাওয়া চলে--একটা হ'ল আলমোড়া দিয়ে এবং আর একটা হ'ল টনকপুরের রাস্তায়। আসকোট থেকেও দু'দিক দিয়ে কৈলাস পৌঁছুনো যায়। অনেক যাত্রী যাবার সময় সোজা গার্বিবয়াং না যেয়ে জ্ঞানিমামণ্ডি হয়ে কৈলাস যায় আর ফিরবার সময় গার্বিবয়াঙের রাস্তায় ফিরে আসে।

এই সব রাস্তার মধ্যে আমরা কোন্‌টিকে বেছে নেব সেই নিয়ে উঠলো সমস্যা। এক রাস্তায় যাওয়া এবং ফেরা—এটা নেহাৎ বিরক্তিকর। শেষ পর্য্যন্ত একটা অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা না থাকলে মনের স্ফূর্ত্তি যায় ম'রে। তারপরে পর-পদাঙ্কিত 'মার্গে' অর্থাৎ যে রাস্তায় সাধারণ যাত্রীরা যায়—সে রাস্তার উপর গরম রক্তওয়ালা অল্পবয়সীদের একটা স্বভাবগত বিরাগ থাকেই থাকে। যদি কীর্ত্তির অসাধারণত্বই কিছু না রইল—প্রতি পদে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন এবং অপ্রত্যাশিত বিপদকে জয় করার মহৎ আনন্দই যদি না উপভোগ করা গেল—তাহলে তাতে যৌবনের মর্য্যাদা রক্ষা হয় কিসে! মনের ভাবখানা আমাদের সকলেরই প্রায় এই রকম। তবে এটা হল নিছক ভাবের দিকটা। ঠাণ্ডাপ্রকৃতির হিসেবী বুদ্ধিটাকেও অনেক সময়ে মান্য করতে হয়। তার দিকেও যে সব যুক্তি ছিল তাও একেবারে উপেক্ষা করবার মত নয়।

প্রথমতঃ পিণ্ডারী যাবার সময় পাহাড়ী রাস্তার—বিশেষ ক'রে হিমালয়ের রাস্তার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে এইটুকু বেশ বোঝা গিয়েছে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্যাপের পাতায়, সরু মোটা লাইন টেনে যে রাস্তা আঁকা থাকে তা থেকে আসল জিনিষটি একেবারে স্বতন্ত্র। কাজেই একটু বুঝে-সুঝেই পা বাড়ান বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্বিতীয় যুক্তি হল সঙ্গতির। আর এর বিধি-নিষেধগুলিই আমাদের মত অবস্থার লোকের কাছে একেবারে চরম। কাজেই সবদিক ভেবে শেষে ঠিক হল যে মহাজনো যেন গতঃ' সেইটিকেই আপাততঃ পন্থা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ঠিক হল আলমোড়ার রাস্তায় যাওয়া হবে আর ফিরবার সময়ে 'মুখ বদলান স্বরূপ' আসকোট থেকে টনকপুর দিয়ে ফিরলেই যথাসম্ভব দু'দিকই বজায় থাকবে।

পথ ত' একরকম ঠিক হয়ে গেল কিন্তু আদত জিনিষ—অর্থাৎ পথিক কই—সেইখানেই গোল বাধল। আমার অবশ্য কোন দিক দিয়েই বিশেষ অসুবিধা কিংবা প্রতিবন্ধক ছিলনা—তা ছাড়া কৈলাস-দর্শনের ইচ্ছাটাও ছিল নিতান্ত অদমনীয়। কিন্তু আর সকলের অবস্থা ঠিক সে রকম নয়। ইচ্ছা অবশ্য কারো কম নয়, কিন্তু অন্যান্য নানা অসুবিধার জন্যে আর কেউ প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারলনা। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বছর দুই এমনি জল্পনা-কল্পনা করেই কেটে গেল—কারণ এসব দুর্গম দেশে নেহাৎ একলা-দোকলা যাওয়া ঠিক নয়, তা' ছাড়া দলছাড়া হয়ে যেতেই বা মন সরে কোথায়। তবে আকাঙ্ক্ষাটা যেহেতু নেহাৎ প্রবল ছিল সেহেতু জল্পনাটা একেবারে চাপা পড়ল না। প্রতি বছরেই যখন মে/জুন মাসে কাশীতে অসহ্য গরম পড়ত আর বদ্ধ ঘরের মধ্যে পড়ে প্রাণটা হাঁসফাস করত, তখন আপ্না থেকেই মনটা পাড়ি দিত হিমালয়ের পারে—সেই বরফের দেশে, যেখানে সরোবরের ঘন নীল জলের উপর শুভ্রবর্ণের হাঁসের দল আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছে আর তাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলি আনন্দে কলরব করতে করতে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মনভোলান দৃশ্যের সঙ্গে বরফের গা-ছোয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার স্নিগ্ধ পরশটুকুর কথা মনে করে একদিকে যেমন মুহূর্ত্তের জন্যে ভিতরটা সত্যিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুড়িয়ে যেত ; অন্যদিকে তেমনি ঘরের অসহ্য গরমটা যেন আরও অসহ্য বলে মনে হত। কিন্তু অসহ্য হলেই বা কি- আমরা হ'লাম নানারকম সুবিধা-অসুবিধা অভাব-অভিযোগের-তারে-ঢাকা খাঁচায়-পোরা প্রাণী--কঠিন বাধাকে স্বীকার করতেই হয়। নেহাৎ অসহ্য হ'লে খাঁচার গায়ে পাখা ঝাপ্‌টিয়ে মরা ছাড়া আর উপায় নেই! এ ক্ষেত্রেও তাই হত। কিছুদিন ধরে ছ'বেলা চলত নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা—কিন্তু তার বেশী আর এগুতো না।

এবার কি জানি – কৈলাসপতির দয়াতেই হোক আর নিজেদের সুপ্রসন্ন ভাগ্যের জোরেই হোক—জল্পনার মধ্যে সত্যিই একটু দানা বাঁধল। বন্ধুদের মধ্যে দুর্গাদাসবাবু আর সুরেশ বাবু ছ'জনেই যাবার জন্য রাজী হলেন। সুতরাং আমাদের তিনজনের যাবার একরকম পাকাপাকী কথা হয়ে গেল। খবর শুনে দ্বারকাপ্রসাদ্‌ও জানাল যে সেও আমাদের সঙ্গে যাবে এবং তার দেখাদেখি বিশ্বনাথও এসে দলে ভিড়ে গেল। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন এমনিই ঘটে থাকে।

যাক্‌ দলটা ভারি হওয়াতে মনে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হল। ঠিক হল জুন মাসের গোড়াতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাবে। এখন সুরু হল আয়োজনের পালা। এদিকে এই সব কথাবার্ত্তা ঠিক করতেই এপ্রিল মাসের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছে—সময় বেশী হাতে নেই। অথচ কৈলাসের মত দূর ও দুর্গমদেশে যেতে হলে তার জন্যে তোড়জোড় বেশ ভাল রকমেই করতে হয়। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে কৈলাস জায়গাটা নেহাৎ কম দূর নয়। আলমোড়া থেকে যাতায়াতে প্রায় পাঁচ শ' মাইল পড়ে। তার মধ্যে শেষের এক তৃতীয়াংশ রাস্তায় লোকালয় প্রায় নেই বল্লেই হয়। আশ্রয় নেবার ঘর বা খাবার-দাবার জিনিষ পাওয়ার আশা মোটেই নেই। কাজেই যাবার আগে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়েই যেতে হবে। কৈলাস যাত্রার আয়োজন করতে হলে কয়েকটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ :—

(১) প্রথমেই হল সেখানকার প্রচণ্ড শীত—অনেক জায়গাতেই বরফের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর দিয়ে চলতে হয়—তার সঙ্গে আবার ঝড় জল কখন আসে তারও কিছু ঠিক নেই।

(২) দ্বিতীয় ব্যাপার আগেই প্রায় বলা হয়েছে অর্থাৎ শেষের দিকে অনেকখানি রাস্তায় কোন লোকালয় কিংবা খাবার-দাবার জিনিষ পাওয়ার আশা নেই—অথচ রাস্তার পরিশ্রমে এবং সেখানকার জল হাওয়ার গুণে ক্ষুধা-জিনিষটা বিলক্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। আবার যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার না পেলে অত পরিশ্রমে শরীর দুদিনেই ভেঙে পড়তে বাধ্য।

(৩) আর তৃতীয় হল—আকস্মিক দুর্ঘটনা। একে ত' রাস্তার পরিশ্রমে এবং নানা রকমের জলহাওয়ার পরিবর্ত্তনে অসুখ—বিশেষ করে রক্ত-আমাশয়, নিউমোনিয়া ইত্যাদি হবার খুব ভয়, তার উপর আবার পাহাড়ী রাস্তায় একটু অসাবধান হলেই পড়ে যেয়ে হাত-পা জখম হবার আশঙ্কাও কম নেই।

কাজেই এই তিনটি বিষয় মনে রেখে এগুলি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করতে হবে। আবার বোঝা খুব অসম্ভব রকমের বিরাট না হয়ে ওঠে সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

যাক্ অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাধ্যমত তোড়জোড় সব প্রায় একরকম সমাধা করা গেল। শীতের পোষাক, গরম টুপি, দস্তানা, বর্ষাতি, রঙ্গীন চশমা ইত্যাদি সব নেওয়া হল। বিছানার জন্যে প্রত্যেকে এক একটি Hold-all (হোল্ড-অল) ও তার মধ্যে দু'তিনখানা করে কম্বল নিলাম। ঠিক হল খাদ্যসামগ্রী সব আলমোড়াতেই কেনা হবে। কেবল কিছু চাট্‌নি, আচার, গুড়া মশলা ইত্যাদি সঙ্গে নেওয়া হল। অসুখ-বিসুখের জন্যে সঙ্গে রইল কিছু ওষুধপত্তর। এ ছাড়া ক্যামেরা, টর্চ্চ, মোমবাতী ইত্যাদি আরও নানা রকমের ছোট বড় জিনিষ নেওয়া হল। আর সঙ্গে চল্‌ল একখানি বড় ত্রিপল ও কয়েকটি কাঠের খুঁটী—যাতে দরকার পড়লে তাঁবুর কাজও চলতে পারে; আবার অন্য সময়ে ভিজে মাটীতে পেতে তার উপর বিছানা করলেও অনেকটা উপকার হয়।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি নিবেদন

আনন্দবার্ত্তা'র সহৃদয় গ্রাহক/গ্রাহিকা,

আপনি অবগত আছেন যে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী দ্বারা পরিচালিত বালকদের জন্য "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ" ও বালিকাদের জন্য "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ" নামে দুইটি শিক্ষায়তন বহু বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রাচীন গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শে প্রায় ৬০ জন বালকবালিকা দিগকে শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতেছে।

গত দুই বৎসরে আহার্য্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, কিছুটা সরকারী অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও, এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাসিক ব্যয় সংকুলন হইয়া উঠে না। প্রতি মাসে কন্যাপীঠের ঘাটতি পড়ে আনুমানিক ৫০০০৲ টাকা ও বিদ্যাপীঠের ৩০০০৲ টাকা।

এই কারণে মাসিক সাহায্য দ্বারা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

প্রতি ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য মাসিক আনুমানিক খরচ পড়ে ৬০৲ টাকা করিয়া। আমাদের অনুরোধ যে আপনি অন্ততঃ একটি ছাত্র বা ছাত্রীর মাসিক ব্যয়ভার বহন করুন। যদি ইহা আপনার পক্ষে সম্ভবপর না হইয়া ওঠে তাহা হইলে ঐ ব্যয়ভারের অর্দ্ধেকাংশ অর্থাৎ মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া দিতে পারেন এবং বাকী ৩০৲ টাকার জন্য আমরা অন্য কোন সহৃদয় ব্যক্তির শরণাপন্ন হইব। আপনার দেয় বাৎসরিক অনুদান আপনি একবারেই দিতে পারেন অথবা আপনার সুবিধানুযায়ী ছয় মাস অন্তর, তিন মাস অন্তর অথবা প্রতি মাসে দিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার দেয় টাকা ড্রাফ্‌ট, চেক্‌ বা মনিঅর্ডার দ্বারা "জেনেরাল সেক্রেটারী, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটী, ভাদৈনী, বারাণসী ১" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে এই টাকা যে বিদ্যাপীঠ বা কন্যাপীঠের ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে ইহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবেন।

আপনার অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে ইন্‌কাম ট্যাক্‌স কমিশনার, লখ্‌নউ দ্বারা মঞ্জুর প্রাপ্ত সার্টিফিকেট্‌ নং সি০ এন্‌০ ৫৮/৫৯ (১৭)/৭৩-৭৪/টেক্‌/৮২৭৩ তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ অনুযায়ী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটিকে প্রদত্ত যে কোন অনুদান ইন্‌কাম ট্যাক্‌স করমুক্ত থাকিবে এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক অনুদানের জন্য উপযুক্ত রসিদ দেওয়া হইবে।

ভবদীয়
স্বামী পরমানন্দ
উপ-সভাপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan–"Bhaiji"	...	5-50
Sad Vani "	...	2-00
Sri Sri Anandamayee– Gurupriya Devi, Vol I to XX	...	61-00
Ma Anandamayee–Dr. Pannalal	...	5-00
Akhanda Mahayajna–Gurupriya Devi	...	2-50
Kirtan Rasa Swarupa	...	6-00
Sankirtan–Stav–Arati	...	0-75
Amar Vani	...	6-00

BENGALI

Matri Darshan–"Bhaiji"	...	5-00
Sad Vani–"Bhaiji"	...	2-00
Sri Sri Anandamayee–Gurupriya Devi, Vol. I–XVII	...	48-50
Akhanda Mahayajna	...	2-50
Kirtan Rasa Swarupa	...	10-00
Amar Vani	...	10-00
Matri Lila Sankirtan	...	0-30
Shree Shree Ram Gita– Swami Narayanananda Tirtha	...	2-00

GUJRATI

Ma Anandamayi-Na Sannidhyama-(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri–Vol. I	...	4-00
–Vol. II	...	2-00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me–"Bhaiji"	...	6-00
Matri Vani (Sayings)	...	3-50
Words of Sri Anandamayi Ma (Rexin)	...	7-50
Mother as Seen by Her Devotees	...	7-50
Ma Anandamayi Lila	...	5-00
Sad Vani	...	3-00

PHOTOS

Photos–Various sizes Ranging from 1-00 to 15-00

Registered with the Registrar of Newspapers of India under No. 4725-27/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्री श्री आनन्द मयी चैरिटेबल सोसाइटी

ॐ मा

मातृ शरण

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

বর্ষ ২৪ জুলাই, ১৯৭৭ সংখ্যা ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দবার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

চতুর্বিংশ বর্ষ] জুলাই, ১৯৭৭ [সংখ্যা ৩

পরামর্শ-পরিষদ্

ডঃ গোপীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ, পি. আর. এস., ডি. লিট্

ডঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম, এ. পি. এইচ. ডি.

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ, এম. এ., শাস্ত্রী

কার্য্যকরী সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—আট টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং (ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

প্রতি সংখ্যা—২৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী-সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী ও আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তা ভিঃ পিঃ দ্বারা পাঠান হয় না।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক-কমিশন বাবদ অতিরিক্ত তিন টাকা পাঠাইবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা	জেনারল সেক্রেটারী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী (পাবলিকেশান একাউন্ট্) ভাদৈনী, বারাণসী-১
* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা	সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা' শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী ভাদৈনী, বারাণসী-১

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী ভাগবতানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	মাতৃ-বাণী	—	১৪৫
২।	মাতৃ-সৎসঙ্গ	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	১৪৭
৩।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	—৺অমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত	১৫৪
৪।	"মাকে সেদিন দেখে এলাম"	—শ্রীবরুণ ভট্টাচার্য্য	১৬৫
৫।	"অভয়ার রূপে তুমি হৃদয়ে রাজো"	—জয়ন্ত মুখার্জী	১৭২
৬।	পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	—শ্রীজগদীশ্বর পাল	১৭৫
৭।	"যোগীরাজ" বাঘাট্‌-নরেশ শ্রীদুর্গাসিংহ	—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ	১৮১
৮।	মাতৃ-প্রসাদ	—মৌনী মা	১৮২
৯।	মাগো	—শিবানী	১৮৩
১০।	আনন্দ-ভাগবত কথা	—প্রসাদ রচিত	১৮৪
১১।	পরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	১৯০
১২।	কৃষ্ণের প্রতি	—শ্রীঅভয়	১৯১
১৩।	কৈলাস ও মানসরোবর	—শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৯৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

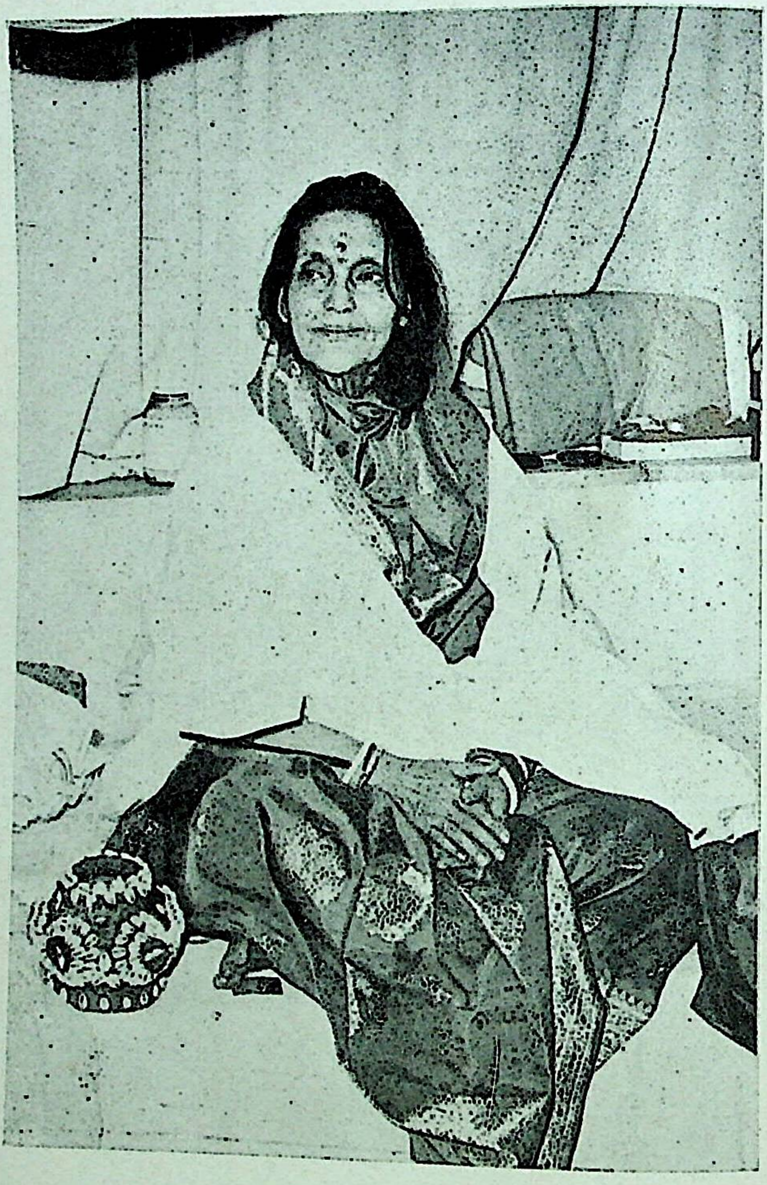

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃ মাতৃ-বাণী ঃ

[সংকলন—ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

সৎ-ইচ্ছা জাগরণ যেখানে হয়, পূরণও সেই ভগবানই করেন। সৎ-ইচ্ছা যেন সদাসর্ব্বদা জেগে থাকে—তাহলেই মঙ্গল কল্যাণ। সৎ-ক্রিয়া ইচ্ছা অনিচ্ছায় করলেও ফল হয়। সৎ-অনুষ্ঠান, সৎকর্ম্মাদিতে সৌভাগ্য খোলে, দূর্ভাগ্য দূর হতে থাকে।

* * * *

জীব-স্বভাব প্রশ্ন। 'যদি' যেখানে, প্রশ্ন সেখানে। যত্র জীব, তত্র শিব। সেইটি প্রকাশের জন্য, জীবজগত-গতির স্থিতি যেখানে—যাত্রী হওয়া। যাত্রা পূর্ণ যেখানে, শিবত্ব সেখানে। জীবজগতের যে গতিতে স্থিতি, সেখানেই দুঃখকষ্ট। গতি মানে ঘর্ষণ। ক্রিয়ায় এই ঘর্ষণ স্বাভাবিক। সেজন্যই যে যাত্রায় সাধক-যোগীর গতি, যে ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত, সেই জ্ঞানাগ্নিতে যখন ভষ্মীভূত—যা জ্বলবার, যা গলবার—শিবত্বই যে একমাত্র তাহা প্রকাশ।

* * * *

ঠিক ভক্ত যেখানে, সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ হওয়াই। যখন গুরুর প্রয়োজন, তখন গুরুর সাক্ষাৎ স্বাভাবিক। সাধারণের যতক্ষণ গুরুকরণ না হয়, ততক্ষণ কর্ত্তব্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, জপধ্যান, কীর্ত্তন—যার যে নাম ভাল লাগে। ভক্তের ভক্তস্থিতি আসার জন্য সৎ-ক্রিয়ায় ব্রতী থাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার কষ্ট? কে কষ্ট? কাকে কে দেয়? কোথায়? নিজেকে নিয়ে নিজে। নিজের দাঁতের কামড় জিভে পড়লে সেটি বোধ কে করে? নিজেই অঙ্গ—নিজেতেই নিজে স্বয়ং।

* * * *

মনুষ্য-জীবন সফল নিজ স্বরূপ প্রকাশের যাত্রীরই। সময়ের সফলতা, স্বময় হওয়ার তীব্র লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া।

* * * *

অন্তর্জ্ঞান জাগরণ হওয়া মানুষের কর্তব্য। অন্তর্দৃষ্টি খোলা প্রয়োজন।

* * * *

মনের মধ্যে চারিদিকের সঙ্গের কথা ও ব্যবহারে বিক্ষেপের সৃষ্টি নানা-রকম পরিবেশের জন্য হয়। অন্তর্মুখী যাদের মন নয় তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলেই এই বিক্ষেপ। সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন ডুব দিয়েই উঠ্‌তে হয়, সেরকম ভাবধারা মানুষ মাত্রেরই নেওয়া কর্তব্য। এই বিক্ষেপ যাতে না আসে এ জন্য সাত্ত্বিক ভোজন, সদ্‌ভাব, সদ্‌ব্যবহার, সদ্‌গ্রন্থ পড়তে বলা হয়। যা থেকে সৃষ্ট, তাঁর দিক্‌-ধারায় চলা। সেখান থেকে শক্তি আসলেই সব সামলাতে পারবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-সৎসঙ্গ
(১৮)
স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

১৯৫৭ সাল। এই বৎসর শ্রীশ্রী মার দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব আমেদাবাদে, পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রী মায়ের পবিত্র উপস্থিতিতে ২রা মে', ১৯৫৭ হইতে ১৭ই মে', ১৯৫৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী মার পরমভক্ত শ্রীকান্তিলাল মুন্‌শী ও শ্রীমুকুন্দভাই ঠাকুরের প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে আমেদাবাদে শ্রীশ্রী মার জন্মোৎসব, মায়ের পূর্ণ কৃপায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। প্রতিদিন রাত্রিতে মাতৃ-সৎসঙ্গ হইত। সেই সময়ে সম্পূর্ণ সভামণ্ডপ আকুল-হৃদয়ে জিজ্ঞাসুদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। সকলে একাগ্র হইয়া মার কথা শুনিতেন। সেই শুভ অবসরে আমারও শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাহাই আমি এখানে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যথাসম্ভব মার শব্দ রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছি, অবশ্য মার শ্রীমুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দই লেখা হইয়াছে কিনা ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিব না। যেমন গঙ্গার পবিত্র প্রবাহ হইতে লোকেরা নিজ শক্তি অনুসারে গঙ্গাজল নিয়া থাকেন ঠিক তেমনই আমিও মার কথামৃতরূপী গঙ্গা-প্রবাহ হইতে নিজ শক্তি অনুসারে যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ততটা লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং ভুলের জন্য পরমকৃপাময়ী মায়ের শ্রীচরণকমলেই ক্ষমা প্রার্থনা জানাইতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩রা মে ১৯৫৭

প্রঃ—মৌনের অর্থ কি ? মৌন কি করিয়া হয় ?

মা—মৌন মানে অ-মন হইয়া যাওয়া। অ-মন অর্থাৎ মন দেওয়ার যেখানে জায়গাই থাকে না। মনের দ্বারাই দুঃখসুখের অনুভব হয়। মনের অতীত মনোতীতে চলিয়া যাওয়া মৌনের অর্থ। বাক্ দ্বারা সৃষ্টি সর্ব্বদা হয়, যদি কথা বলিতে হয় ভগবানের বিষয়ে কথা বল - ইহাতে লাভ হইবে। যদি দুনিয়ার কথা বল তাহা হইলেও ফল পাইবে। সর্ব্বদা ভগবানের বিষয়ে কথা হয় না, তাই মৌন হইলে অন্ততঃ দুনিয়ার কথা বন্ধ হইয়া যাইবে আর ভগবানের কথায় মন দিবার ইহা একটি প্রকার। বাণীর সংযম করিয়া মন ভগবানে লাগানো উচিৎ। ধ্যানই কর বা জপই কর মন ভগবানের দিকে রাখিবার চেষ্টা কর। অ-মন হওয়ার জন্যই মৌন।

প্রঃ—অ-মন কি করিয়া হয় ?

মা—যেমন তুমি কুয়া খুঁড়িতে লাগিলে, কুয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে এমন স্থিতিতে পৌঁছাইলে যেখানে জল বাহির হইল। তাহা হইলে কূয়া খুঁড়িবার ফল হইল জল। তেমনই মৌনের ফল অ-মন হওয়া। মনের দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া হয়, মন ঘুরিতে থাকে। মনের এই প্রকার, যাহাতে শব্দের সৃষ্টি হয় না। ভগবানে মন লাগাইবার জন্য বাক্‌সংযম বা বাণী সংযম আবশ্যক। মৌন দুই প্রকারের হয়—একটি হইল গো-মৌন অপরটি কাষ্ঠ মৌন।

গো-মৌন—যেমন গোমাতা ইসারার দ্বারা নিজের আবশ্যকতা বোঝায় তেমনই মনুষ্য নিজ আবশ্যকতা ইসারার দ্বারা বুঝাইতে পারে।

কাষ্ঠ-মৌন—যেমন কাষ্ঠ কোন ইসারা করে না, তেমনই মনুষ্য কোন ইসারা করিবে না।

মা—এমন অনন্ত প্রকার আছে মৌনের। নিজের নিজের স্থিতি অনুসারে মৌন হইতে থাকে। নিজেকে পাওয়ার জন্য নিজকে বাজানো। এই শরীর তো ছোট্ট মেয়ে, বাবা ডাকে। তুমি পিতা, মাতা, সখা সব কিছুই। নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশের জন্য প্রশ্ন আসে। কৃপা মাত্র ফল দেয়। বাণীর সংযমে আধ্যাত্মিক পথে চলা আরম্ভ হয়। পড়া আরম্ভ কর, পড়া অর্থাৎ সাধনা কর। গ্রন্থে কি লেখা আছে তাহা তুমিই জান। পড়িলে জানিতে পারিবে। প্রশ্ন দুই ব্যক্তিতে উঠে না। এক তো যে পাশ করিয়াছে তাহার প্রশ্ন থাকে না, অপরটি হইল যে মূর্খ তাহারও কোন প্রশ্ন থাকে না। যে পড়ে তাহারই প্রশ্ন থাকে। মৌনের যথার্থ তত্ত্ব হইল অ-মন হওয়া, যা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা একাগ্র করিয়া ভগবানে লাগানো। মৌন সকলেই করিতে পারে। সকল সম্প্রদায়ই করিতে পারে। পরিজনের সহিত ক্রোধ করিয়া বাণী বন্ধ করিলে মৌন হয় না। মৌনের দ্বারা নিজেকে পাওয়ার রাস্তা খোলা। ক্রিয়ার স্বভাব ক্রম সৃষ্টি করা। যে ক্রম করিলে অতীতে যাওয়া যায় তেমন পরমার্থ ক্রমই করা উচিৎ।

(মা একটু থামিয়া বলিলেন)—কিছু যেখানে সেখানে ভগবান নাই। শিব থাকিলে পাথর নাই আর যদি পাথর থাকে তো শিব নাই। গুরু থাকিলে মনুষ্য নাই আর মনুষ্য থাকিলে গুরু নাই।

প্রঃ—আমার যথার্থ স্বরূপ কি ?

মা—এক আত্মা সত্য-স্বরূপ।

প্রঃ—তাহা হইলে সত্য প্রতীতি, আমিই আছি, এইরূপ কেন হয় না ?

মা—তাহা অহংকার। তাই সত্য প্রতীতি থাকে না ; যেখানে ভগবানই একমাত্র, সেখানে কোন প্রশ্নই থাকে না।

প্রঃ—"কিছু" শব্দ কোথায় থাকে ?

মা—যেখানে অহংকারের খেলা আছে সেখানে, অতএব সেখানেই আমার তোমার। যেখানে সব ভগবানই, সেখানে যা কিছু দেখ তাহা সব ভগবানই।

প্রঃ—তাহা হইলে ভগবানই কি সব ?

মা—হ্যাঁ সব ভগবানই। যেমন তুমি বাজাইবে তেমনই শুনিবে। ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন একটি সুন্দর বিধান যা বলিবে তিনি তাই। অবধূত বাবা একটি গল্প বলে : একটি স্ত্রী ছিল তাকে তার গুরু যে মন্ত্র দিলেন তাহাতে তার পূজনীয় পতির নাম ছিল। সে তার পতির নাম কেমন করিয়া নিবে ? তাই সে জপ আরম্ভ করিল "চম্পার কাকা তব শরণম্" ইহাতেই ভগবান প্রসন্ন হইলেন। এই সম্পূর্ণ বিশ্ব ভগবানেরই বিগ্রহ।

প্রঃ—ইহার প্রতীতি কি করিয়া হইবে ?

মা—প্রতীতি কাহার হইবে ? তত্ত্বস্বরূপ হওয়া উচিৎ।

প্রঃ—মা তো বেদান্তী হইয়া গিয়াছেন।

মা—যে যেমন বলে তেমন বলি, উট্‌পটাঙ্গ কথা বলি।

প্রঃ—নির্বিচার স্থিতি কি ভগবানের আছে ?

মা—একমাত্র ভগবানই আছেন। যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে স্থিতি অস্থিতির কথা কিরূপে হইতে পারে ? কেবল তিনিই আছেন। এইটিই পাকা কথা।

প্রঃ—জীব-ভাব কি করিয়া যাইবে ?

মা—গুরুর উপদেশ পালন কর, গুরু যেমন বলেন তেমন সাধন কর ও মহাত্মাদের সৎসঙ্গ করা উচিৎ।

প্রঃ—জপ করিলে ও আহারের নিয়ম করিলে বাহিরের বিকার মরিয়া যায় কিন্তু ভিতরের বিকার যাইতে চায় না—কি করা যাইবে ?

মা—অবধূতজী বলেন যে আহার শুদ্ধ কর। তাহা হইলে মনও শুদ্ধ হইবে।

প্রঃ—সারাদিন তো ভগবানেই মগ্ন হইয়া থাকি কিন্তু তবুও স্বপ্নে বিকার-প্রকাশ হইয়া যায়।

মা—বিকার যতক্ষণ না নির্ম্মল হয় ততক্ষণ পবিত্র ভোজন, মহাত্মাদের সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থের পাঠ, ধ্যান, পূজা করিবার চেষ্টা কর। যেমন নাকি যখন তুমি শুইতে যাও তখন ভাবিবে ভগবানের কোলে শুইতেছি। এমন শুদ্ধ ভাব রাখ। ক্রিয়ার পরিপাক হয় নাই, তাই বিকার আসে, তাতে ভয় পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিৎ না। ভগবানের স্বভাব হইল যে তিনি নিজ ভক্তের সম্পূর্ণ মলিনতা পরিষ্কার করিয়া নেন। যেমন গোমাতা নিজ বাছুরের সমস্ত মল চাটিয়া নেন তেমনই ভগবান নিজ ভক্তের মল ভোজন করেন। ভয় নাই, পরমার্থের রাস্তায় চলিতে থাক।

৪ঠা মে ১৯৫৭

প্রঃ—বাণীর সংযম তো হয় কিন্তু মনের সংযম হয় না।

মা—একটি কথা আছে। মনের স্বভাব হইল মানা। একটি জিনিষ হইতে মন সুখী হয়, আরেকটি জিনিষ হইতে মন দুঃখী হয়। যেমন কাহারো সাথে পরিচয় নাই পরিচয় হইলে মন লাগিয়া যায় তেমন কোথাকার মেয়ে ও কোথাকার ছেলে, পতিপত্নী হইয়া যায় আর একে অপরের দুঃখ সুখের ভাগী হইয়া যায়। এই সমস্ত মনেরই খেলা। (মা উদাহরণ দিলেন) দিদির কাকার ছেলের মেয়ের যখন বিবাহের কথা উঠল তখন এই শরীর বলিল "ইহার বিবাহ দিও না কারণ বিধবা হওয়ার সংযোগ রাহয়াছে।" কিন্তু উহারা মানিল না, মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল। কেবল ১৩ দিন পরিচয় ছিল। মেয়ের টি. বি. হইল। অবস্থা মৃত্যুর দিকে হইল। ছেলে আত্ম-হত্যা করিল। মেয়ে বিধবা হইল এবং মেয়েও বৈকালে মরিয়া গেল। কোথাকার ছেলে কোথাকার মেয়ে স্বল্প পরিচয় এই সমস্ত মনেরই তো খেলা। মনের এমন নিয়ম শরীরে আকর্ষণ হয়, জীবে জীবে প্রেম হয় না। জীব ও শিবে যথার্থ প্রেম হইলে নিজ স্বরূপের যথার্থ প্রকাশ হইয়া যায়। আত্মাই তো আছেন। আত্মজ ছেলেকে বলে, শিষ্যকেও আত্মজ বলে। এই শরীর তো বলে সর্ব্বদা মনের বিচরণ আছে, বৃক্ষমূলে বস অথবা মহাত্মাদের চরণে। যেমন বৃক্ষমূলে বসিলে, বৃক্ষ ছায়া দেয় ও শান্তি দেয়, এমন কি নিজেকে ফলরূপেও দিয়া দেয়। তেমনই মহাত্মাদের শ্রীচরণে বসিলে মহাত্মারা শান্তি দেন ও নিজ স্বরূপ দিয়া দেন। ভগবানকে যা বল তিনি তাই। শরীরের যে আকর্ষণ তা জাগতিক দৃষ্টিতে কি দেয় ? মৃত্যু দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন ভগবানের চরণে লাগাইলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া যায়, প্রেম অমৃত প্রাপ্ত হয়, ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের প্রকাশ হইয়া যায়। মৃত্যু কি? মনের তো খেলা। তুমি তো সব সময়ই মরিতেছ। বাচ্চা ছিলে, যুবা হইলে, বৃদ্ধ হইলে, সর্ব্বদা পরমাণুর পরিবর্ত্তনই মৃত্যু। যখন বাচ্চা ছিলে তখন দাঁত ছিল না। আবার দাঁত আসিল পড়িয়াও গেল। বৃদ্ধাবস্থায় আবার বেদান্তী হইলে। অর্থাৎ সংসারের সম্পুর্ণ দুঃখ সুখ মনের দ্বারাই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তুমি মৃত্যুর যাত্রী কেন হইতেছ? অমৃত পথের যাত্রী হইয়া যাও। যার যে লাইন ভাল লাগে সেই লাইনেই চল। ভক্তির লাইনে অথবা অদ্বৈতের লাইনে "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি" এই লাইনে চল। নিজের গুরু যেমন বলেন তেমনই চল। নিজ স্বরূপ প্রকাশের জন্য সাধনা কর। নিজ স্বরূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ তাহা প্রকাশ হইবে। সংসারের সমস্ত মানিয়াই হইতেছে। যেমন মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর শেঠ্ বিড়লা গান্ধীজীর স্থানে নিয়া গেল। সে সব দেখাইল যে কেমন করিয়া প্রথমে তাঁহার উপর আক্রমণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তারপর কেমন করিয়া তাঁহার গুলি লাগিল ও সেই জায়গাটি দেখাইল যেখানে "হে রাম" লেখা ছিল এবং ইহাও বলিল যে দুইটি পার্টি ছিল। একটি পার্টির তাহার মৃত্যুতে খুব দুঃখ হইল। এমনও শোনা গিয়াছে যে মৃত্যুর খবরে কেহ কেহ হার্ট ফেলও করিয়াছে। অপর পার্টির হর্ষ হইল। ক্রিয়া একটি কিন্তু তাহার প্রভাব দুই হইল। ইহার কারণ কি? কেবল মনের মানিবার কারণ। কেহ মিত্র মানিয়া নিল, কেহ শত্রু মানিল। এই মন ভগবানে লাগাও তবেই মন অ-মন হইয়া যাইবে। সেইখানে কোন প্রশ্ন থাকিবে না। তখন মন লাগাইবার পৃথক জায়গাই থাকিবে না। যেমন পিতা, পুত্র, পতি সব একজনই, তেমনি ভগবানের সমস্ত নামও সমস্ত রূপ একই, আবার অনাম অরূপ সব কিছু ভগবানই। যখন মন অ-মন হইয়া যায় তখন নিজ স্বরূপের প্রকাশ হয়।

প্রঃ—ঈশ্বরের ভক্তিতে কখনও কখনও ভক্তের অশ্রুবর্ষণ হয়। কেহ কেহ বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা মনের দুর্বলতা। এই কথা কি ঠিক ?

মা—সংসারের লোক দুঃখে কাঁদে, কাহারো যদি ভগবানের জন্য কান্না আসিয়া থাকে তবে বুঝিবে তিনি ভগবান। এখনও ভগবান প্রাপ্ত হন নাই, এই জন্য কান্না আসিতেছে, ভাল কথা।

প্রঃ—মনের চঞ্চলতা কষ্ট দেয়, কি করিব ?

মা—যথার্থ চঞ্চলতা এখনও আসে নাই। ভগবানের জন্য চঞ্চলতা আসিলে শান্ত হইবে। খেয়াল কর যে ভগবদ্-ভজনে বাধা আসে। মনের সামনে যে চঞ্চলতা ও সংকল্প উঠিয়া থাকে, ভাবা উচিৎ যে ভগবান আমাকে দেখাইতেছেন যে আমার মন কোথায় কোথায় বন্ধনে পড়িয়া আছে। ইহা হইতে মুক্তি না পাইলে ভগবৎ প্রকাশ কি করিয়া হইবে। ভগবানের কাছে আসা ভাল কথা। বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা কর। নিত্য ভগবানকে নিয়া বস। ভগবান নিজ প্রাণের প্রাণ। ভগবানকে পাওয়া মানে নিজেকে পাওয়া আর নিজেকে পাওয়া মানে ভগবানকে পাওয়া। খুব সাধনে লাগিয়া যাওয়া উচিত। ভগবানের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা আসিলে চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কর। সত্যি কথা তো এই যে ভগবানকে ডাকিলে ফল অবশ্যই পাইবে। সম্পূর্ণ বিশ্ব জগৎগতি মায়াই। জগৎ মানে যেখানে গতি আছে। সেই জগৎ ও যে বন্ধনে আছে সেই জীব। তাই যেখানে জীব ও জগৎ আছে সেখানে ফল প্রাপ্তির আশা অবশ্য থাকিবে। যে যে জীব যেমন যেমন কর্ম করে, ভগবান তেমন তেমন ফল অবশ্য দেন।

প্রঃ—নিঃস্বার্থ সেবা করা কি ভাল ?

মা—নিঃস্বার্থ সেবা ভাল কথা।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ
(৬ষ্ঠ খণ্ড)

৺অমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত

নৌকায় যাইতে ডাকাতের হাতে পড়া

মা যখন এই ভেড়ার গল্প করিতেছিলেন উহার একটু পরেই আশ্রমের বাহিরে পাঁঠার ডাক শুনা গেল। উহা শুনিয়া মা বলিলেন, "এ আবার কি? ভেড়ার কথা বলিতে বলিতে দেখি শব্দরূপে তাহারা দেখা দিতে আসিয়াছে। এখানে ত পাঁঠার শব্দ বড় শুনা যায় না।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। একটু পর মা আবার বলিতে লাগিলেন, "সে অনেক দিনের কথা। তখন এ দেহ বৌ সাজিয়াছিল। পূজার সময় সকলে মিলিয়া বিদ্যাকূটে যাইতেছি। একটি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে। নৌকাখানি ছোট। উহাতে ভোলানাথ এবং আমি উঠিয়াছি, মধুবাবু এবং তাহার স্ত্রী কন্যা ইত্যাদি তিন চারিটি লোকও উঠিয়াছে। কালী বাড়ীতে বলি দিবার জন্য একটি পাঁঠাও সঙ্গে লওয়া হয়েছে। সকলে মতলব করিয়াছিল যে নৌকাতে কিছুদূর গিয়া শেষে ষ্টিমারে যাওয়া হইবে। সেই জন্যই নৌকাখানা ছোট লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন কারণে ষ্টিমার পাওয়া গেল না। সমস্ত রাস্তাই নৌকায় যাইতে হইল। নৌকার মধ্যে মেয়েছেলের সংখ্যাই বেশী, পুরুষ মাত্র দুইজন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন সময় একখানা বড় নৌকা উহাতে অনেকগুলি বলিষ্ঠ লোক আমাদের পিছু নিয়াছে। কিছুক্ষণ পর তাহারা আমাদের নৌকার খুব কাছে আসিল এবং তামাক খাইবে বলিয়া আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝির কাছে আগুন চাহিল। মধুবাবু এবং ভোলানাথ সন্দেহ করিতে লাগিল যে উহাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। আমাদের নৌকার লোকজন এবং জিনিষপত্র দেখিবার জন্যই তাহারা আমাদের এত কাছে আসিয়াছে। তখন মধুবাবু এবং ভোলানাথ এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল যাহা শুনিয়া উহারা মনে করিল যে এই নৌকায় যাহারা যাইতেছে, তাহারা পুলিশের লোক। এইসব কথাবর্ত্তার জন্যই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক ঐ বড় নৌকাটি একটু দূরে সরিয়া গেল কিন্তু আমাদের পেছন ছাড়িল না। এদিকে ঘোর অন্ধকার করিয়া রাত্রি আসিল। ভোলানাথ ও মধুবাবুকে ভয়ে খুব কাতর দেখিলাম। উহা দেখিয়া আমি মাঝিদিগকে একটা দিক্ দেখাইয়া সেইদিকে নৌকা চালাইতে বলিলাম। মধুবাবু আমার কথা শুনিয়া একটু সাহস পাইয়া মাঝিদিগকে বলিল, "ছোট ঠাকুরণ যখন বলিতেছেন তখন ঐ দিকেই নৌকা চালাও।" তাহাই করা হইল। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের নৌকা আর উহারা দেখিতে পাইল না। কিন্তু এদিকে একটি নূতন উৎপাত উপস্থিত হইল। আমাদের সঙ্গের পাঁঠাটি চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। উহা শুনিয়া মধুবাবু প্রভৃতি আবার ভয় পাইয়া গেল। তাহারা ভাবিল যে যদিও অন্ধকারের জন্য নৌকা দেখা যাইতেছে না কিন্তু এই পাঁঠার চিৎকার শুনিয়াই ত ডাকাতের দল আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহারা পাঁঠার চিৎকার বন্ধ করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতে লাগিল। আমাদের নৌকা যে রাস্তা দিয়া যাওয়ার কথা ছিল যদি সেই রাস্তায় যাওয়া হইত তবে আর উপায় ছিল না, কারণ উহা এত নির্জ্জন এবং খারাপ ছিল যে ঐখানে আমাদের সকলকে মারিয়া যদি জিনিষপত্র লুট করিয়া নিয়া যাইত তবে উহাদের বাধা দিবার কেউ থাকিত না। যাহা হউক আমরা নূতন পথ দিয়া এক জেলে-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জেলেরা নদীর ধারে নৌকায় ভোরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদের নৌকাও তাহাদের মধ্যে নিয়া রাখা হইল। রাত্রিটা তাহাদের সঙ্গে কাটাইয়া আমরা ভোরে বিদ্যাকুটে রওনা হইলাম। যখন বিদ্যাকুটে গিয়া আমরা পৌঁছিলাম তখন সকলেই বলিতে লাগিল যে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে যে রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, সে রাস্তায় রাত্রিবেলা কেহ আসে না এবং আসিলে বিপদ হয়ই হয়।

জ্ঞানীর রোগ যন্ত্রণা থাকে কি ?

১১ই শ্রাবণ বুধবার (ইং ২৭।৭।৪৯)। বেলা ১॥০ টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন শ্রীশ্রী মাকে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে দেখিলাম। ভদ্রলোকের নাম শ্রীসুধীর গোপাল মুখার্জি। তিনি পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য। তুই দিন ছুটি পাইয়া ইনি মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম সুধীরবাবু মাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নটি এই—সন্তদাস বাবাজী নাকি এক সময় বলিয়াছিলেন যে এমন অবস্থা আছে যখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যেও অসুখের অনুভূতি থাকিতে পারে। আবার শ্রীঅরবিন্দ নাকি বলিয়াছেন যে উচ্চতম অবস্থা হইল তাহাই যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে অসুখের তুঃখ ও বেদনা অমৃতবৎ মনে হয়। এই তুইটি কথার তাৎপর্য্য সুধীরবাবু মার কাছে জানিতে চাহিলেন। আমি গিয়া মাকে বলিতে শুনিলাম, "এ দেহ ব্যাক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলে না। আর এ দেহের নিকট উচ্চ নীচ অবস্থা বলিয়াও কিছু নাই। তবে এমন অবস্থা আছে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোতের মধ্যেও অসুখের অনুভূতি আসিতে পারে। এই যে অসুখের অনুভূতি বা ব্যথাবেদনার প্রকাশ ইহাও তাঁহারই এক রূপ। বেদনা রূপে ত তিনিই। কাজেই এখানে ব্যথাবেদনাই আনন্দময়। আবার এমন অবস্থা আছে যেখানে বেদনার তীব্রতা ও জ্বালা স্পষ্ট হইতেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানও আছে যে জ্বালারূপে, বেদনারূপে তাঁহারই প্রকাশ হইতেছে। এখানে হয়ত মহাত্মারা বেদনার জন্য অজ্ঞানীর মতই 'আহা', 'উহু' করিতেছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহাদের শান্ত নির্বিকার ভাব চলিতেছে। বাহিরের প্রকাশটা অজ্ঞানীর মত হইলেও ভিতরে কিন্তু স্থির শান্তভাব।

ইহা ছাড়া আরও একটি অবস্থা আছে যেখানে সুখ, তুঃখ, আরাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যারামের কোন প্রশ্নই নাই। ইহা অদ্বৈত অবস্থা। যে অবস্থাকে অদ্বৈত বলা হয় তাহাকে সুখ দুঃখরূপে ভোগ করা যায় না। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। যিনি অদ্বৈত অবস্থায় স্থিত, তাহার মধ্যে সুখ দুঃখাদি ভাবের প্রকাশ দেখা গেলেও তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞানের কোন হানি হয় না। জগৎগুরুর অবস্থা ধর না কেন। জগৎগুরু অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিয়া পরমপদে স্থিত করাইয়া দেন। এখানেও বলা চলে যে জগৎগুরুর মধ্যে অজ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি অজ্ঞানীর অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং উহা বুঝিয়াই উহা দূর করিবার উপায় বলিয়া দেন। এক্ষেত্রে যেমন অজ্ঞান জগৎগুরুর পূর্ণ জ্ঞানের বাধক নয় সেইরূপ এমন অবস্থা আছে যেখানে ব্যথা বেদনার প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞানের কোন হানি হয় না।

মালা ও স্বরূপধারণের উপকারিতা

সুধীরবাবুর শরীরে নানারূপ স্বরূপের (অর্থাৎ তিলকাদি) চিহ্ন ছিল। এই চিহ্নগুলি দেখিতেও সুন্দর। শ্রীমান ভূপেন কয়েকটি চিহ্ন দেখাইয়া সুধীর-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল যে এগুলি কিসের প্রতীক। সুধীরবাবু বলিলেন, "এগুলি দেখিতে ঠাকুরের পায়ের আংশিক নুপুরের চিহ্ন।"

নির্ম্মলাদিদি - ইহা শরীরে ধারণ করিয়া লাভ কি ?

সুধীরবাবু—শরীরে এইসব চিহ্ন ধারণ করিবার দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ এই চিহ্ন ধারণ করিবার সময় মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে ঐ সকল জায়গায় স্থাপনা করা হয়। এই দেহ যে ঠাকুরেরই মন্দির এবং এ দেহের সহিত যে ঠাকুরের নিত্য সম্বন্ধ ইহা সর্বদা মনে জাগরূক রাখার ইহা একটা উপায় মাত্র। তাহা ছাড়া এই চিহ্ন ধারণ করিয়া কোন অপকর্ম করিতে গেলে এই চিহ্ন হইতে অনেক সময় বাধা আসে। তখন মনে হয় যে যদি মিথ্যা বা অন্যায় আচরণ করাই হইল তবে এই চিহ্ন ধারণ করা কেন ? এই হিসাবে স্বরূপ ধারণের একটা উপকারিতা দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি দিয়া এই স্বরূপ করা হয় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সুধীরবাবু বলিলেন "অনেক জিনিষ দিয়াই ইহা করা যায়, যেমন চন্দন, ভস্ম, গোপীচন্দন, তুলসীতলার মাটি, গঙ্গার মাটি, কুমকুম্ ইত্যাদি।"

স্বামী শঙ্করানন্দ—এগুলিকে তিলক না বলিয়া স্বরূপ বলা হয় কেন ?

সুধীরবাবু—এই চিহ্ন দ্বারা ঠাকুরের সহিত যে এ দেহের নিত্য সম্বন্ধ তাহা বুঝান হয় ; অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমি যে ঠাকুরই ইহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিহ্ন ধারণ করা হয় বলিয়া ইহাকে স্বরূপ বলা হয়। মালা ধারণের উদ্দেশ্যও তাহাই। ঠাকুরের চরণের সহিত এ মস্তক যে বাঁধা হইয়া গিয়াছে মালা ধারণ করিয়া তাহাই বুঝান হয়।

নির্ম্মলা দিদি—চিহ্ন ধারণ করিলেই কি এ ভাব মনে আসে ?

সুধীরবাবু—যাহার ঐ সব ভাব আসিবার নয় তাহার কিছুতেই আসিবে না। তবে ঐ সব ভাব মনে আসিবার উপায়রূপে ইহার ব্যবহার হয় মাত্র এবং ইহা ধারণ করিতে করিতে ঐ সকল ভাব আসিয়াও পড়ে।

এই সময় শ্রীশ্রী মা বলিলেন, "এই যে মন্ত্র পড়িয়া চিহ্ন ধারণ করা হয় উহারও একটা ফল আছে। তাহা ছাড়া দ্রব্যগুণও আছে। যে সব জিনিষ দিয়া স্বরূপ করা হয় এসব দ্রব্যের একটা স্পর্শগুণও আছে। এই যে বলা হইল যে এগুলি ধারণ করিলে কোন ফলই হয় না, একথা সত্য নয়। ভাবের সহিত স্বরূপ ধারণ করিলে ভাবের ফল এবং চিহ্ন ধারণের ফল এ দুইই পাওয়া যায়। ভাব না থাকিলেও দ্রব্যগুণের জন্য এবং নিত্য ধারণ করার ফল হইতেও ভাবের উদয় হয়। কাজেই এগুলি ধারণ করা যে বৃথা তাহা বলা যায় না। এ দেহ একবার কুচবিহার গিয়াছিল, যে বাড়ীতে এ দেহ গিয়াছিল সেখানকার লোকের ভাবগুলি বেশ ভাল। বাড়ীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনে থাকিয়া ঐ বাড়ীর এক বৃদ্ধার সঙ্গে মোটরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম যে বৃদ্ধার শরীরে স্বরূপের চিহ্নগুলি জ্বলজ্বল করিতেছে। অপরে অবশ্য ইহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। বেড়াইয়া যখন আবার কীর্ত্তন স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসা হইল তখন আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বুঝি বৈষ্ণব ?" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা খুব আশ্চর্য্য বোধ করিল। সে বলিল, "তুমি ইহা জানিলে কিরূপে ?" আমি বলিলাম যে আমি তাহার শরীরে স্বরূপের চিহ্ন দেখিয়াছি, ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা অবাক হইয়া গেল। ব্যাপার হইল এই যে ঐ বাড়ীর সকলেই শাক্ত। বৃদ্ধা চুপে চুপে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলে যাহাতে টের না পায় সেইজন্য সে জল দিয়া দেহে স্বরূপ করিত। কাজেই অপরে ইহা বুঝিতে পারিত না। ঐ মা (অর্থাৎ নির্ম্মলা দিদি) বলিতেছিল না যে স্বরূপ করা বৃথা কিন্তু এই ঘটনা হইতে প্রমাণ হইল যে উহা বৃথা নয়। অন্যে না দেখিলেও যে স্বরূপের একটা ক্রিয়া থাকে তাহা অনেক সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

স্বাভাবিক ভাবে প্রাণায়াম এবং কুম্ভক

১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।৭।৪৯) আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বে আশ্রমে গেলাম। তখন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মা হলঘরে আসেন নাই। দেবশঙ্করবাবু সস্ত্রীক আসিয়াছেন এবং শ্রীশ্রী মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বেলা ১০ টার পর মা হল ঘরে আসিলেন। নানা কথা হইতে লাগিল। দেবশঙ্করবাবু কুম্ভকের কথা উঠাইলেন। মা উহা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে প্রাণায়াম এবং কুম্ভক ইত্যাদির কথা বলা হয় ইহা কিন্তু অবস্থাভেদে স্বাভাবিক ভাবেই হয়। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বা প্রাণের গতি আমাদের কর্ম্ম ও ভাবের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই প্রাণের গতি দুই ভাবে ক্রিয়া করে · এক হইল অভাবের দিকে অর্থাৎ জাগতিক কর্ম্মের দিকে ; আর এক হইল আধ্যাত্মিক কর্ম্মের দিকে অথবা স্বভাবের দিকে। জাগতিক কর্ম্মের যে দিকটা উহা অভাবেরই দিক, কারণ ঐ কর্ম্ম করিয়া অভাব মিটান যায় না। কর্ম্মও যেমন হইয়া যাইতেছে অভাবও সেইরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। এটা জগতের দিক অর্থাৎ গতির দিক দিয়া তাই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন কারণে এই ক্রিয়া যখন বন্ধ হয় এবং আমাদের লক্ষ্যটা তাঁহার পরশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া যায় তখন আপনাআপনি জগতের দিকে যে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে উহার উপর একটা পরদা পড়িয়া যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস তখন স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই কুম্ভক বলে এবং ইহা স্বাভাবিক ভাবেই হয়। শাস্ত্রে অবশ্য কুম্ভক করিবার বিধি আছে এবং ঐভাবে কুম্ভক করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবেও কুম্ভক হইয়া যাইতে পারে। কুম্ভক হইয়া যাওয়ার জন্যই কুম্ভক অভ্যাস করা। জাগতিক দিকে প্রাণের বা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি থাকিলে যেমন নানা কামনাবাসনা এবং উহা পূর্ণ করিবার চিন্তা একের পর এক করিয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, আবার ঐ প্রাণের গতি যখন স্বভাবের দিকে ফিরিয়া যায় তখনও কিন্তু নানা দৃশ্য ফুটিয়া উঠে। এগুলিকে সূষম জগতের দৃশ্য বলিতে পার, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে পার। এগুলির প্রকাশ হইলেই সাধক শক্তির আভাস পায়।"

কুসুম ব্রহ্মচারী—এগুলি শুধু শুনিয়াই গেলাম। ইহা যে হয় তাহা বোধে আসিল না।

মা—শুনিয়া গেলেই সোনা হইয়া যায়।

পূজাদি করিয়া রোগ-শান্তি হয় কিনা

আবার অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবার খুব ভুগিয়া উঠিলেন। তাঁহার বহুমূত্রের দোষ আছে তাহার উপর আবার কারবাঙ্কল (carbuncle) হইয়াছিল। তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন এখন আবার এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কি জন্য তাঁহার এই রোগ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে নানা গুজব আছে. সুধীরবাবু সেইসব কথা মাকে বলিতেছিলেন। একটি গুজব হইল এই যে কোন শিষ্যের রোগ-শান্তির জন্য পূজা করিয়াই গোপাল দাদার এই দশা। দেবশঙ্করবাবু এই সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "পূজা করিয়া যে রোগ-শান্তি হয় ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "তাবিজ কবজ ধারণ করিয়া যদি রোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি হয় তবে পূজা করিয়াই বা উহা হইবে না কেন? তোমাদের কাছেই শুনিয়াছি যে তোমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে যে মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজা করিলে রোগ শান্তি হয়, কিন্তু এই পূজা যদি বিধিপূর্ব্বক না হয় তবে রোগ নাকি আরও বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া তোমরা জাগতিক ভাবেও দেখিতে পাও যে কোন অপরাধ করিয়া যদি বড় কর্ত্তাকে বলিয়া ক্ষমা পাওয়া যায় তবে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী আর কিছু করিতে পারে না। সেইরূপ কোন রোগ হইলে সেই রোগের অধিপতি যে দেবতা আছেন তাহাকে পূজা দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে তুষ্ট করিতে পারিলে আর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

গুরুদত্ত কায়া

এইসব কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা গুরুদত্ত কায়ার কথা উঠাইলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, গুরুদত্ত কায়া সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেদিন তুমি বলিয়াছিলে যে গুরু শিষ্যকে দীক্ষার সময় যে বীজ দেন যাহার মধ্যে শিষ্যকে পরমপদে পৌঁছাইয়া দিবার পক্ষে যাহা কিছু দরকার তাহা পূর্ণভাবে আছে এবং যাহা কালক্রমে শিষ্যকে পরমপদে স্থিত করিয়া দেয়, সেই বীজই হইল শিষ্যের গুরুদত্ত কায়া।"

মা—হাঁ।

আমি—যে শিষ্য এই বীজ লাভ করে তাহার অবশ্য নিজের করণীয় খুব কম জিনিষই থাকে ; কারণ গুরুদত্ত বীজ নিজ শক্তির গুণেই শিষ্যকে পরমপদে স্থিত করিয়া দেয়, যে গুরু হইতে এই বীজ পাওয়া যায় তিনি নিশ্চয়ই যোগী গুরু। কারণ যিনি যোগযুক্ত নন তিনি অপরকে পরমপদে পৌঁছাইবার শক্তি কোথা হইতে পাইবেন? এখন প্রশ্ন হইল যদি যোগী গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট দীক্ষালাভ করা যায় বা যদি পুস্তক হইতে কোন মন্ত্র লইয়া অভ্যাস করা যায় তবে পুরুষাকার বলে কি গুরুদত্ত কায়ার মত কোন কায়া তৈয়ার করা যায়? যদি করা যায় তবে ঐ কায়ার গতি স্থিতি কিরূপ হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—সেদিন তোমাদিগকে বলিতেছিলাম যে গুরুদত্ত কায়া লাভ করিয়াও শিষ্য নিজ কর্ম্ম দ্বারা নূতন নূতন অনুভূতি পাইতে পারে। গুরুশক্তিই তাহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায় যখন তাহার নিজ হইতে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম হইতে থাকে। এইসব কর্ম্মকে তোমরা কৃপাশূন্য কর্ম্ম বলিতে পার। অবশ্য এ কথা বলা চলে যে, গুরু যে বীজ দিয়াছিলেন উহার মধ্যেই এই জাতীয় কৃপাশূন্য কর্ম্ম করিবার শক্তি নিহিত ছিল। গুরুশক্তির দিক ত অনন্ত, কাজেই এই শক্তির ক্রিয়াও অনন্ত ভাবে হইতে পারে। তাহা ছাড়া সেদিন আরও বলিয়াছিলাম যে স্বপ্নে কেহ কোন শক্তি পাইল এবং এমনভাবে পাইল যাহাতে তাহার আর লৌকিক গুরু গ্রহণের দরকারই পড়িল না। শাস্ত্র পাঠ হইতেও এরূপ হইতে পারে অর্থাৎ শাস্ত্রের কোন একটা কথা তাহার নিকট এমনভাবে প্রকাশিত হইল যাহার জন্য তাহার লৌকিক ভাবে কোন দীক্ষার প্রয়োজন হইল না।

আমি—তুমি যাহা বলিতেছ উহা সমস্তই গুরুকৃপার কথা, কোন না কোন রূপে গুরুশক্তি আসিয়াই পড়িতেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল এই যে এরূপ কোন শক্তি যদি না পাওয়া যায় তবে কেবলমাত্র পুরুষাকার বলে পরমপদ লাভের জন্য কোন শক্তি অর্জ্জন করা যায় কিনা ?

মা—গুরুশক্তি যদি প্রথমে নাও থাকে, যদি তুমি নিজে নিজে কোন নাম বা মূর্ত্তি লইয়া জপ ধ্যান ইত্যাদি করিতে থাক তবে দেখিবে যে তোমার ঐ কর্ম্মের পথ দিয়াই গুরু বা ভগবান আসিয়া হাজির হইয়াছেন। যদি খাল কাটিতে আরম্ভ কর তবে ঐ খাল দিয়াই গঙ্গার জল আসিয়া পড়িতে কতক্ষণ ?

শ্রীশ্রী মায়ের দীক্ষা

সুধীরবাবু— মা আপনার মধ্যে যেভাবে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ হয় সেই কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।

মা—(হাসিয়া) একটা কথা তোমাদিগকে বলিতেছি—এ দেহ এখনও যাহা, ছোট বেলায়ও ঠিক তাহাই ছিল, এ দেহের প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন অবস্থা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কথা আমি গঙ্গার উপর বসিয়া বলিতেছি। (সকলের উচ্চ হাস্য) তবে এ দেহের উপরে একটা সাধনার খেলা হইয়াছে। কিছুটা সময় এ দেহ সাধক সাজিয়াছিল এবং সাধকের যে সব ভাব হয় তাহাও পূর্ণভাবে এ দেহে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি অনেক সময় বলি না যে দেখিয়া আসি ননী* কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি আমি এখানে বসিয়া জানি না যে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বার বার ননীকে দেখিয়া আসি; আমার সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।

সুধীরবাবু—কিভাবে এই সাধনা প্রথম আরম্ভ হইল এবং কিভাবে আপনার দীক্ষাদি হইল তাহা সংক্ষেপে শুনিতে ইচ্ছা করে।

মা—এ দেহের পিতা কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মসঙ্গীত করিতে ভালবাসিতেন। শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি সমস্ত পথেরই ধর্ম্মসঙ্গীত তিনি করিতেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা খুব কম ছিল। তিনি এই সব গান গাহিয়া গাহিয়া রাত্রি কাটাইতেন। এ দেহের যখন চারি পাঁচ বৎসর তখন একদিন এ দেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা, হরির নাম করিলে কি হয়?" তিনি বলিলেন, "নাম করিলে হরিকে দেখা যায়।" আমি আবার বলিলাম, "হরি দেখিতে খুব বড় নাকি?" তিনি বলিলেন, "হাঁ খুব বড়।" আমি বলিলাম, "এই যে মাঠ দেখা যায় এই মাঠের মত বড়?" তিনি বলিলেন, "ইহার চেয়ে অনেক বড়। তুই তাঁহাকে ডাক না তবেই দেখিতে পাইবি ইনি কত বড়।" এইখান হইতেই কিন্তু নাম করিবার সূত্রপাত হইল। কিন্তু প্রকৃতভাবে নাম আরম্ভ হইল যখন ভোলানাথ বিবাহের পর আমাকে নিয়া অষ্টগ্রামে গেল। সেখানে আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম সেখানে আরও একটি লোক ছিল এবং সে ভোলানাথের বন্ধু ছিল। যদিও আমি লম্বা ঘোমটা দিয়া থাকিতাম তবুও সে আমাকে মা বলিয়া ডাকিত এবং তাহার মা যে ঘরে মারা গিয়াছিল সেই ঘরেই আমাদিগকে থাকিতে দিল। ছোটবেলায়

* ইনি শ্রীযুক্ত সুধীর মহাশয়ের স্ত্রী, ইতিমধ্যে ইনি কলিকাতা হইতে কাশীতে বেড়াইতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীগাছের যত্ন করিতে শিখিয়াছিলাম। এ দেহের মাই তাহা শিখাইয়াছিল। অষ্টগ্রামে আসিয়াও একটি তুলসী মঞ্চ করিলাম। সেখানে ফুল বাতি দিয়া এমন করিয়া রাখিতাম যে লোকে ঐখানে আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিত। এই তুলসীমঞ্চ দেখিয়াই এখানে কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত হয়। অন্য এক জায়গা হইতে কীর্ত্তনের দল রাত্রিবেলা বাতি এবং খোল করতাল লইয়া গান করিতে আসিল এবং আসিয়াই ঐ তুলসীতলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিল। যখন কীর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন আমি এক রোগিনীর সেবায় ছিলাম; কিন্তু ঐ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেলাম। তখন আর লজ্জা সরমের কোন প্রশ্নই নাই। ইহার পূর্ব্বে কিন্তু আমি লম্বা ঘোমটা দিয়া খুব সাবধানের সঙ্গে চলিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলে মনে করিল যে আমার ফিট হইয়াছে। তাহারা আমাকে উঠাইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল। এদিকে মানুষের শরীর দিয়া ঘাম যেরূপ দরদর ধারায় পড়িতে থাকে সেইরূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ কীর্ত্তনের সঙ্গে যেন আমি এক হইয়া গেলাম। কীর্ত্তন করিতে করিতে যদি কাহারও ভাব হয় তাহা কিন্তু অন্য রকমের হইবে। কারণ ঐ ভাব ক্রিয়ার সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া উহাতে জাগতিক ভাবের কিছু লেশ থাকে। কিন্তু এ দেহের যে ভাব হইল উহা ক্রিয়ার জন্য নয়। কাজেই এখানে জাগতিক দিকটা একেবারেই বন্ধ এবং এখানে আনন্দের অনুভূতিও কতকটা স্বতন্ত্র। কীর্ত্তনের এই ভাব হওয়ার পর হইতেই নিয়মমত হরিনাম চলিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে যে নাম বাবা করিত তাহা মাঝে মাঝে হইত। প্রত্যহ নিয়মিত করা হইত না।

শ্রীশ্রী মা এই পর্য্যন্ত বলিলে মাকে আহার করাইবার জন্য নিতে আসিল, আমরাও প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিকাল বেলাও এই আলোচনা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

(ক্রমশঃ)

"সংসারে মালিক না হয়ে, মালী হয়ে থাথ। —শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মাকে সেদিন দেখে এলাম"

শ্রীবরুণ ভট্টাচার্য্য

মায়ের দেওয়া ছ'চোখ ভরে,
মাকে সেদিন দেখে এলাম,
বহু দেখা যাঁর ছবিটি,—
বুকের মাঝে বেঁধেছিলাম,—

হ্যাঁ জগজ্জননী শ্রীশ্রী মা আনন্দমীকে আমার এই তৃতীয় দর্শন। প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল চন্দননগরে। ৯ই মার্চ ১৯৭৪ মাকে প্রথম দর্শন করার পর মা যেন ধীরে ধীরে কাছে টানছেন, ঢেলে সাজাচ্ছেন মন আমার। দ্বিতীয় দর্শনের সুযোগ এসেছিলো প্রায় ১৪ মাস পর। আগরপাড়ায় মায়ের জন্মোৎসবে মাকে আরো কাছের থেকে দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম ডঃ প্রফুল্ল দত্তের আনুকুল্যে। একটি মালা দিয়ে দূর থেকে মঞ্চের ওপর মাথা (রেখে) ঠেকিয়ে প্রণাম করার সুযোগও জুটেছিল ভাগ্যে অভাবনীয় ভাবে। যখন সভা চলছিল ঠিক এমন সময়ে মনে হয়েছিল—মাকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঐ মঞ্চের ওপর মাথা ঠেকিয়ে যদি প্রণাম জানাতে পারতাম তাহলে ধন্য হ'তাম—কারণ যতক্ষণ বসেছিলাম সভায় মনে হচ্ছিলো যেন মা ঠিক আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ মা একজন কর্ম্মীকে কি যেন বললেন—সঙ্গে সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোষণা হ'ল যাঁরা প্রণাম করতে চান তারা শ্রেণীবদ্ধভাবে এক এক করে প্রণাম করে যান। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিনি—সান্ত্বনাকে খবর দিয়ে দু'জনে দুটি মালা হাতে দুটি আলাদা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুরু হ'ল প্রণাম। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'লাম যখন অল্পক্ষণের মধ্যে প্রণামপর্ব স্থগিত রাখা হ'ল ঠিক আমাদের দুজনের প্রণামের পরেই। মনে তখন একটি কথা বার বারই অনুরণন তুলল "তোরা যেমন বাজাস্ তেমন বাজি"। মা যে আরো কাছে টেনেছেন তা অনুভব করলাম—যখন দেখলাম ডঃ প্রফুল্ল দত্তের বিশেষ আগ্রহ আর চেষ্টায় আগরপাড়া আশ্রমে নিয়মিত সৎসঙ্গের আয়োজনের উদ্যোগ চল্‌ছে। ইতিমধ্যে ডঃ দত্তের বাড়ী 'আনন্দমে' যে সৎসঙ্গের আয়োজন নিয়মিতভাবে মাসের তৃতীয় রবিবার হয়ে আসছিল বহুদিন থেকে, সেখানে যাতায়াত সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। চতুর্থ রবিবার আগরপাড়ায় নতুন সৎসঙ্গের ব্যবস্থার কথা যখন ডঃ দত্তের মুখে শুনলাম তখন মন খুশী হ'ল ঠিকই কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে অত দূরে যাওয়া (চন্দননগর থেকে) ঘ'টে উঠ্‌বে কিনা এবিষয়ে মনে একটু সন্দেহ রয়ে গেল। শ্রীদিব্যদর্শী (শ্রীগণেশ চন্দ্র চৌধুরী), ডঃ প্রফুল্ল দত্ত, অলকেশ বাবু আর আমাদের কয়েকজন আত্মীয়স্বজন নিয়ে, প্রায় ১৩/১৪ জন হাজির হ'লাম আমরা আগরপাড়ায় দুপুর তিনটের আগেই। মাসটা ছিল অক্টোবর, ঠিক পূজোর পরেই বসল প্রথম সৎসঙ্গ আর মায়ের করুণায় তা অচিন্তনীয় সাফল্যে উজ্জ্বল হ'ল। পূজ্যপাদ্ স্বামী স্বরূপানন্দজী ও ব্রহ্মানন্দজীর উপস্থিতিতে এই আয়োজন যে সবার মন ভরিয়ে দিয়েছিলো তা সুস্পষ্ট বোঝা গেল যখন অনুষ্ঠানের শেষে 'স্বরূপদা' আমাদের সবাইকে নিয়মিত এই সৎসঙ্গে হাজির হওয়ার জন্যে বললেন,—ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যখন বললেন তখন স্বাভাবিকভাবেই মুখ থেকে উচ্চারিত হ'ল—"মহারাজ, মা কৃপা করলেই হবে—মা টানলেই ছুটে আসতে হবে"। হয়েছেও তাই। গত এক বছর নিয়মিতভাবে প্রতি চতুর্থ রবিবার আগরপাড়া আশ্রমে প্রতিটি সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দিব্যবাণী পাঠ ও ব্যাখ্যার গুরুদায়ীত্ব মাথায় নিয়ে মায়ের চরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম রেখে বসেছি অর্ঘ্য বিরচনে। প্রতিদিনই অনুভব করেছি মাতৃকৃপার পুণ্য পরশ। যদিও আমি বেশ জানি—

ভক্ত হ'বার যোগ্যতা মোর কই ?
শত ভক্তের চরণ ধূলিতে অঙ্গ ভরিয়া লই।
যদি কোন মতে, জীবনের পথে,
সৎসঙ্গের অবারিত স্রোতে—
জোটে এক কণা কৃপা অনুভব,—
আমি যে ধন্য হই।
আমি জানি আমি ভক্তের দাস,
ভক্ততো আমি নই।
এই আয়োজনে, যদি কোনক্ষণে,
ত্যাগে অভিমান অজ্ঞান মনে;
তীব্র আঘাতে, সে বাধা সরাতে
যেন জাগ্রত রই।
কোন ক্ষমতাই নেই যে আমার
ভক্ত আশীষ বৈ।
আমি জানি আমি ভক্তের দাস, ভক্ততো আমি নই।

তবুও মনের গহনে একটি গোপন ইচ্ছা উকিঝুকি দিয়েছে বারবার। মাকে আরো একটু কাছে থেকে দর্শনের সুযোগের প্রতীক্ষায় পঞ্চদীপ জ্বেলে বসেছিলাম বল্‌লে বেশী বলা হবে না। হঠাৎ এলো সেই বহু আকাঙ্খিত সুযোগ। ডঃ দত্তের বাড়ীতে তৃতীয় রবিবার (জন্মাষ্টমীর আগে) সৎসঙ্গে গিয়ে জানতে পারলাম যে মা কল্‌কাতার উপকণ্ঠে 'ভাসায়' এক উৎসবে এসেছেন। কথাটা শুনে মন সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠ্‌লো ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই আনন্দের ঢেউ স্তিমিত হ'ল যখন শুনলাম যে মা কখন আগড়পাড়ায় যাবেন তা বলা শক্ত, কারণ মায়ের প্রোগ্রাম্ কেউই কখনও জানেন না। তবু সোমবার ১৬ই আগষ্ট ডঃ দত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেজে যাওয়ার কথা ঠিক করলাম। বিকেল চার-টের মধ্যে ওঁর সঙ্গে দেখা করার কথা দিলাম। কিন্তু বিধি বাম্। সোমবার আর মঙ্গলবার কেটে গেল, কোন যোগাযোগ করে উঠ্‌তে পারলাম না। কেন যে পারলাম না, সে কথা ঠিক বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়—তাই এখন সে আলোচনায় গেলাম না। বুধবার সকালে শ্রীদিব্যদর্শীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করলাম, আমরা একসঙ্গে দু'জনে 'ভাসায়' মাতৃ-দর্শনে যাবো। কথা বলে বেরিয়ে আসছি পথে নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। বুঝলাম এও মায়েরই খেলা। পরীক্ষা দিতেই হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে মায়ের দরজায় হাজির হওয়ার কথা ভাবা যায় না। যেন আগ্রহ পুরোপুরি বাঁচিয়ে না নিয়ে এগোতে দিতে চান না। মায়ের কথায় "ক্ষুধা চাই" তা না হলে কিছুই হবে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভিজে ভিজেই বাড়ী ফিরে আধ্ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে পথে নামতেই বৃষ্টি গেল থেমে—কে যেন 'তিষ্ঠ' বলে আমার মাথার ওপর কালো মেঘের ঘনঘটাকে স্তব্ধ করল—অবাক হ'লাম মনে মনে। স্টেশনে দু'জনে একই সঙ্গে ট্রেনে উঠ্‌লাম। মনে কিন্তু তখনও এক সন্দেহের দোলা মা 'ভাসায়' আসছেন তো! না আগরপাড়ায়? না অন্য কোথায়? আর ঠিকানা আমাদের জানা নেই। 'ঠাকুরপুকুরে' বাস থেকে নেমে আর একটা বাস-এ ওঠ্‌বার আগে এক স্থানীয় মহিলার মুখে শুনলাম মা 'ভাসাতে'ই আছেন। খুশী মনে ১০/১৫ মিনিট কেটে গেল, পৌঁছলাম 'ভাসায়', সেই আনন্দনিকেতনের দরজায়—যেখানে বিশ্বজননী অবস্থান করছিলেন কয়েকদিন। দু'জনে দু'টি মালা কিনে নিয়ে কাছে রাখলাম, সুযোগমত কাজে লাগানোর আশায়।

ভেতরে ঢুকে নজরে পড়ল অনেক চেনা মুখ। তাদের মুখে আগের ক'দিনের মাতৃদর্শনের আর স্পন্দনের অভাবনীয় ঘটনা সব শুনে নিজেকে বড় হতভাগ্য বলে মনে হ'ল। ধিক্কার দিলাম বারবার নিজেকে, সোম, মঙ্গল দু'দিনই, মাতৃদর্শনের তীব্র প্রয়াসে প্রয়াসী হইনি বলে।

আশেপাশে নন্দ-উৎসবের ছড়ানো ছিটানো রেশটুকু তখনও আনন্দ ছড়াচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব ঘুরে ঘুরে দেখছি হঠাৎ কানে এলো 'মা বিকেলে আর নীচে নামবেন না'—। কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম ওপরে ওঠবার সিঁড়ির ধারে। এমন সময় এক হৈচৈ কানে এলো—মা ছাদের ওপর থেকে দর্শন দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। ওপরে তাকিয়ে দেখি—মাথার ওপর নীল আকাশের দিগন্তবিস্তৃত চাঁদোয়ার ঠিক তলায় জগজ্জননীর হাসিমাখা মুখখানি করুণাঘন দৃষ্টি নিয়ে যেন তাকিয়ে আছেন ঠিক আমারই দিকে—বুঝিবা শত শত ভক্তের বুকে ঐ একই অনুভূতির তৃপ্তি—একই আনন্দস্রোত প্রবহমান তখন।

প্রাণের প্রণতি জানালাম দু'হাত তুলে—

চরণপদ্মে অঞ্জলিতে,
প্রাণের প্রণাম পৌঁছে দিতে;
স্বপ্ন ছিল এই হৃদয়ের
ইচ্ছা তাইতো ঢেলে দিলেম।
চরণযুগল বন্দনাতে
মনটি যে মোর বেঁধেছিলেম।

মন অনেক হাল্কা হয়ে গেল। ভেতরের হলঘরে বসে আমার 'মাতৃদর্শন' নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ থেকে এক এক করে আটটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। বিভিন্ন সময়ের বহু অভিব্যক্তির লিপিবদ্ধ অঞ্জলি অর্পণ করলাম মায়ের চরণে পরম আনন্দে, অনন্য শ্রদ্ধায়।

মন বলছিল দর্শন যখন হয়েছে, কাছে যাওয়ার সুযোগও একটা হবে। তিন তলায় ছাদের বন্ধ দরজার কাছে উঠে গেলাম অনেক কায়দা করে। কারণ ওপরে উঠ্‌বার রাস্তা ছিল বন্ধ। সামনাসামনি ভূমিষ্ঠ প্রণাম রাখার লোভে সুরু হ'ল ধৈর্য্যের পরীক্ষা, প্রায় দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম একভাবে। চারিদিক বন্ধ, বন্ধ সিঁড়িটার মাথায় আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব-দোলায় মন তখন দুলছে।

দৃষ্টি পথে অনেক ছবি,—
কাতর আর্তি-আবরণে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠোর আঘাত হেনেছিলো।
বিপুল ব্যথা সঙ্গোপনে,
পাহাড়সম আড়াল করে
আশার আলো ঢেকেছিলো।

দর্শন অসম্ভব ভেবে ফিরে যেতে নেমে এলাম নীচে একেবারে বাইরের দরজার সামনে।

স্বপ্ন ভাঙ্গার মুহূর্ত্তটি
হঠাৎ যেন কাছে এলো,
ব্যর্থতারই গ্লানিটুকু শেষ প্রয়াসের গোপন করে,
ক্লান্ত ধীর পদক্ষেপে
পথের দিকে পা বাড়ালেম।
মনভ্রমরার গুঞ্জনেতে
কাতর কান্না শুনতে পেলাম্।

এবার মায়ের কৃপাদৃষ্টি সবার অলক্ষ্যে আমাদের আবার (শ্রী দিব্যদর্শী সঙ্গে ছিলেন) ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যখন নাটকীয়ভাবে পূজ্যপাদ্ স্বরূপানন্দজী ঢুকলেন দরজায়—হ্যাঁ, একেবারে মুখোমুখি। স্বরূপদাকে অনুরোধ করলাম আমাদের হয়ে মায়ের পায়ে মালা দুটি, যা এতক্ষণ বুকে করে ফিরছিলাম, পৌঁছে দিতে। কিছুতেই রাজি হলেন না স্বরূপদা আমাদের কথায়। স্বরূপদার পিছুপিছু এক অদৃশ্য আকর্ষণে আবার ভেতরে গেলাম। সে পুরানো দৃশ্য আবার চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌লো—শত শত ভক্তের মাতৃদর্শনের আকুল আর্তি। স্বরূপদা মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে সবাইকে সিঁড়ি থেকে নেমে রাস্তা পরিস্কার করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলেন—মাতৃদর্শনের ব্যবস্থা হচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই—আমরা তাঁরই ইঙ্গিতে নীচের হলঘরে নেমে এলাম আবার। আকাশ থেকে তখনও হতাশার মেঘ কাটেনি—বসে রইলাম তবু। এক কর্মীকে ডেকে মাতৃদর্শনের সম্ভাবনার কথা জানতে চাইলে—সে একেবারে সঙ্গে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃদর্শনের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান দীর্ঘ ভক্তসারির গা ঘেঁসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় একেবারে মায়ের সামনে হাজির করলেন। এক অব্যক্ত আনন্দে ভেসে গেল মন। মনে হ'ল যেন অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হাজির হয়েছি সেই মন্দির দ্বারে, সেই জাগ্রত বিগ্রহের সামনে সেখানে একটি প্রাণঢালা প্রণাম রাখতে পারলেই নিজেকে কৃতকৃতার্থ ধন্য মনে হয়—মনে হয় পরম ভাগ্যবান।

স্বরূপদা সংসার-খেলায় ধূলোকাদা মাখা দামাল ছেলেকে মায়ের সামনে তুলে ধরলেন যেন আনুষ্ঠানিকভাবে। মালাটি মায়ের পায়ে সযত্নে অঞ্জলি দিয়ে 'মাতৃদর্শন' নাটকের তু'কপি অর্ঘ্য দিলাম।

প্রণাম করার সুযোগ পেয়ে
মায়ের কাছে পৌঁছে গেলেম।
আশীর্ব্বাদী পুষ্পমালার
পরম পরশ প্রথম পেলেম।

সমস্ত ক্লান্তি, সব অবসাদ যেন নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল, মায়ের দেওয়া আশীর্ব্বাদী মালা তু'হাত পেতে গ্রহণ করে স্বর্গীয় আনন্দের হাল্কা হাওয়ায় যেন ভেসে ভেসে নেমে এলাম নীচে, মুখে তখন—

মায়ের দেওয়া তু'চোখ ভরে
মাকে আমি দেখে এলাম।
বহু দেখা যাঁর ছবিটি
বুকের মাঝে বেঁধেছিলাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অভয়ার রূপে তুমি হৃদয়ে রাজো"

জয়ন্ত মুখার্জি

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম
স্বর্গদ্বার, পুরী

পরমপূজ্যা মা,

পুরী-আশ্রমে বসে আজ কাঁদি আফ্‌শোষে
কন্‌খলে এইক্ষণে হ'ল না যাওয়া,
জননী সুস্থ ন'ন তাই এই অঘটন—
হ'ল না তোমার পদরেণুটি পাওয়া।

সুদূর সে-শৈশবে শিশুমন-অনুভবে
তোমাকে রম্‌নাতে প্রথম দেখে,
হৃদয়ের বেদীমূলে আজি মোর দ্বার খুলে
তোমারি শ্রীমুখখানি রেখেছি এঁকে।

পিতা—নিজে জেলা-জজ্‌ ঢাকায় কি ছিল কাজ
সপ্তাহ দুই তরে তাঁরই সাথে,
গিয়ে শুনি—দলে দলে রম্‌নার দিকে চলে
পুরুষ ও নারী সবে—পূর্ণিমাতে।

জ্যোছ্‌নায় ভরা মাঠ মন্দির-পথ-ঘাট
বৈশাখী রাত ছিল মায়াতে ভরা,
তারই সাথে একধারে দাঁড়ালাম চুপিসারে
দেখ্‌লাম তব রূপ হৃদয়-হরা।

ভক্তেরা ব'সে ঘিরে গায় শুধু ফিরে ফিরে
'মা-মা' বলে', অশ্রুতে কেহ বা ভাসে।
আল্‌তা কেহ পরায়, কেহ বা কপালটায়
সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে পুলকে হাসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিতে ঠেকিয়ে মাথা মোর পিতা মোর মাতা
শ্রদ্ধাপ্লুত প্রাণে জানান্ প্রণাম,
মা ডাকেন, "তুই আয়, আনন্দময়ী পায়
জানা—যেন জীবন হয় সবল-সুঠাম!"

মার কথা গেল কানে, তবুও কিসের টানে
দু'চোখ রইল বাঁধা তোমারি মুখে—
শিশু আমি কি বা বুঝি চিন্তার সব পুঁজি
সেদিন হারিয়ে গেল পরম সুখে।

গৃহে ফিরে মা শুধান "কেন অত আন্‌চান্
করছিলি তুই আজ রম্‌না-মাঠে ?"
উত্তর দেবো কি যে, ভেবে কি তা পাই নিজে ?
শুধু জল আসে ধেয়ে নয়ন-পাতে।

কেবলি তোমার আঁখি ওঠে ফুটে থাকি থাকি—
অবোধ শিশুর কচি মনের পটে,
এদিকে ওদিকে চাই আঁখি ছাড়া কিছু নাই
যেন দাঁড়িয়েছি আঁখি-সাগর তটে।

সেই আঁখি সেই মুখ আজও ভরে আছে বুক
সংসার-সমরেতে যখনি আজো
দিশাহারা হয়ে যাই তখনি দেখতে পাই
অভয়ার রূপে তুমি হৃদয়ে রাজো।

তারপর, যৌবনে— বিদেশের আবাহনে
ইউরোপ-যাত্রার পূর্ব্ব-ক্ষণে
বালিগঞ্জেতে গিয়ে তোমার আশীষ নিয়ে
নবতেজে ভরপুর হৃদয়-মনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুরু হ'ল মুসাফিরি কত পথ-নদী-গিরি
পার হয়ে অবশেষে, পুরীতে এসে
তোমারি এ-আশ্রমে দাঁড়িয়ে স-সম্ভ্রমে
তোমাকেই লিখি লিপি দীনের বেশে।

প্রার্থনা শুধু—মাগো! অন্তরে তুমি জাগো
সহস্রাংশু নব-দুর্গা রূপে—
যে-রূপের মায়া-বাণে তব পদে টেনে আনে
একই সাথে তাপী দীন অথবা ভূপে।

শ্রীশ্রীমায়ের নববর্ষের বাণী

"পরমপথ লাভ-লক্ষ্যে নিত্য ব্রতী হওয়ায় চেষ্টা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

বাণী সংকলন—শ্রীজগদীশ্বর পাল

৺কাশীধাম—বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম, ৩।১০।৬৫, সময় সকাল ১০টা।

"এখন ভগবান লাভ সহজ হইয়াছে—পূর্ব্বের মত কঠিন নাই। তিনি ধরা দিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। শুধু এখন দরকার আমাদের চোখ মেলিয়া দেখা, কিন্তু আমরা চোখ মেলিতে জানি না। এই সত্যকার চোখ মেলার জন্য প্রয়োজন সরল বিশ্বাস, তাহাও আমাদের নাই। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন শ্রীভগবানের বিভূতি দর্শনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—তাঁহার শক্তির অতি অল্পই প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

৺কাশীধাম, ২এ, সিগ্‌রা, ৩।১০।৬৫, রাত্রি ৮ ঘটিকা।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : সরল বিশ্বাস কিসে হয়। উত্তরে আচার্যদেব বলিয়াছিলেন "প্রয়োজন নিষ্ঠার—প্রয়োজন অভ্যাসের—প্রয়োজন বালকসুলভ সরলতাপ্রাপ্ত হওয়ার—যেমন বালককে ভূতের ভয় দেখাইলে সে সেখানে আর যাইতে চাহে না, সত্য সত্যই ভূত বিশেষ স্থানে আছে সরল চিত্তে বিশ্বাস করে।"

৯।১০।৬৫, সকাল ৯ টা ৩০ মিঃ

স্থান :—আচার্যদেবের ঘর, ৺কাশীধাম।

"সহজ সাধন এবং সম্মুখভাব হচ্ছে আজকের দিনের প্রধান কথা। জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন দুর্বল—তখন সর্বমঙ্গলময় তার কাছ থেকে আর কিছুই চান না, চান শুধু তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ। তিনি সম্মুখে উপস্থিত আছেন। আমরা যেন তাঁর প্রতি সামনা সামনি তাকাই। তাঁহার সম্মুখ-উপস্থিতি যেন আমরা উপলব্ধি করি। তাঁর সম্মুখভাব প্রথমে বুঝিতে হইবে—তারপর উপলব্ধির প্রয়োজন। এই সম্মুখভাব ধরা বড় কঠিন—তাই প্রথমে Intellectually ধরিতে হইবে। একটি চক্ষু সব সময় আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। সেই চক্ষুর প্রতি যেন আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। সে দৃষ্টি যে কোন দিক হইতে পারে; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। আমাদের দৃষ্টিও আসিবে দিব্যদৃষ্টি হইতে, তখন সব সময়েই তাঁকে আমরা দেখিতে পাইব, অনুভব করিতে পারিব—to feel His presence. এই দিব্যদৃষ্টি-দর্শন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘটিয়াছিল ডালহৌসি পাহাড়ে, তবে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের এই দৃষ্টির কথা বারে বারে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গান রচনায় বলিয়াছেন "তুমি রয়েছ নয়নে নয়নে"। এই অনুভূতির মাধ্যমে অনন্তময়ের অনন্ত সৃষ্টির দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে, আমরা আনন্দলোকে বিচরণ করিতে পারিব। তখন আর আমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না—তখন জগজ্জননী আমাদের সমস্ত ভার তুলিয়া লইবেন। কিন্তু তার পূর্বে তিনি দেখিতে চান তাঁর সন্তান তাঁকে পাওয়ার জন্য সচেষ্ট এবং সে চেষ্টায় সে ক্লান্ত। একমাত্র সে অবস্থায় তিনি আবির্ভূত হন সন্তানের সম্মুখে।"

৯।১০।৬৫, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা
স্থান :—সিগ্‌রার বাড়ী; আচার্যদেবের ঘর
বিষয় : সাধনায় অগ্রগতির পথের ক্রম।

"প্রথমে জ্যোতি দর্শন এবং তার পূর্বে দেহাত্মবুদ্ধির লোপ—ইহাকে ব্রহ্মাবস্থা বলে। তারপর জ্যোতির মধ্যে বিন্দু দেখা দেয় এবং বৃত্তের সীমারেখা দেখা দেয়—তারপর বিন্দুর মধ্যে মূর্ত্তির প্রকাশ হয় এবং জ্যোতি ঘনীভূত হয়—ইহাকে পরমাত্মা অবস্থা বলা হয়। তারপর মূর্ত্তি আরও স্পষ্টীকৃত হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের বর্তমান দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি বক্র এবং সেই হেতু খণ্ড জিনিষ প্রতিভাত হয়”।

১৫।১০।৬৫, সকাল ১০ ঘটিকা

স্থান—সিগরার বাড়ী, আচার্যদেবের ঘর

“আবরণ দুইটি—জীবাত্মার আবরণ ও পরমাত্মার আবরণ। জীবাত্মার আবরণ অজ্ঞানের ফল এবং তাহা কাটিয়া গেলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু পরমাত্মা লাভ বা ভগবান দর্শন হয় না। সেজন্য প্রয়োজন পরমাত্মার আবরণ অপসরণের। সে আবরণ অপসারিত হয় একমাত্র ভগবানের ইচ্ছায়, সেজন্য তাঁহার কৃপার একান্ত প্রয়োজন। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে পাবার আর কোন উপায় নাই।”

বিরহ মিলনেরই সেতু—বিরহ মিলনকে মধুর করে। দুঃখ, দারিদ্র, রোগ, শোক প্রভৃতি জীবনে না থাকলে আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি যথার্থভাবে হয় না তাই এ সবের প্রয়োজন।

১৫।১০।৬৫—বিকেল বেলা

আচার্যদেবের ঘর, সিগ্‌রার বাড়ী

“বেদান্তে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি নেতি নেতির মাধ্যমে বলা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয় ইত্যাদি। সব কিছু বাদ দিবার পর যাহা রহিল তাকে আত্মা বলা হইয়াছে। জোরের সঙ্গে আত্মা কি একথা বলা হয় নাই—শুধু বলা হইয়াছে চৈতন্য স্বরূপ। কিন্তু তন্ত্রে আমি কি এবং কে জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে। তন্ত্র হচ্ছে যোগের পথ আর বেদান্ত হচ্ছে বিয়োগের পথ। বিয়োগের পথে গেলে কৈবল্যপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহাতে আত্মা পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ণ অহংতার বোধ থাকে না তাই যোগের পথে সব কিছুর রূপান্তর ঘটে—ছোট অহংকে পূর্ণ অহংতার সঙ্গে মিল হওয়ার প্রশ্ন থাকে—ইদং রূপের অহংরূপে পরিণত হওয়ার প্রশ্ন থাকে, মাইক আবরণের ফলে ইদংরূপকেই অহং বলিয়া বোধ হয়। আসলে ইহা মেকী অহং। যখন ইদং ভাব থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যকার অহংভাব উদয় হয় এবং তার পূর্ণ প্রকাশ পূর্ণাহংতায় পরিণত হয়।

তিনিই সব হইয়াছেন ইহার উপর জোর দিতে হইবে। তিনি পাপী, তিনিই তাপী, তিনিই যোগী। তিনিই অন্নে, তিনি বিষ্ঠায়—তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, এক কথায় তিনিময় ব্রহ্মাণ্ড।

আমাদের বর্তমান দেহ মাইক দেহ। দীক্ষার পর বৈন্দব (শুদ্ধ) দেহ প্রাপ্তি ঘটে। মাইক দেহের এবং বৈন্দব দেহের কাজ পাশাপাশি চলিতে থাকে। মাইক দেহ প্রারব্ধের ফল। প্রারব্ধ শেষ হইলে কর্ম শেষ হয় এদং দেহপাত ঘটে। বৈন্দব দেহের কাজের ফলে মোক্ষলাভ অথবা মুক্তি ঘটে। কিন্তু সে মুক্তিকে কৈবল্যপ্রাপ্তি বলা চলে, তাহাতে ভগবান লাভ হয় না। কৈবল্যপ্রাপ্তির পরও যদি ভগবৎ লাভের ইচ্ছা জাগরূক থাকে এবং তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় তাহা লাভ হইলে ভগবৎ লাভ হয়।

১৭।১০।৬৫

আচার্যদেবের ঘর, সিগ্‌রার বাড়ী।

"প্রারব্ধ কাটিয়া গেলেই দেহপাত ঘটে। বৈন্দব দেহের পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ এই মায়িক দেহ থাকিতে থাকিতেই হইতে পারে—তখন মায়িক দেহের সঙ্গে বৈন্দব দেহেরও অবস্থান চলে। তবে মায়িক দেহের কাজ কর্ম চলে কেননা প্রারব্ধ রহিয়াছে।"

২৪।৭।৬৬—সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা

সিগ্‌রার বাড়ী, আচার্যদেবের ঘর।

আচার্য নিজেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতো এ দেহে থাকিয়াও এমন কোন্ জায়গায় স্থিতি হইলে সেখান হইতে সব কিছু দেখা যায়, জানা যায়—যেখানে দেহের বন্ধন থাকে না" আমাদের নীরব দেখিয়া নিজেই উত্তর দিতে শুরু করিলেন "দেহাত্ম বন্ধনই আবরণের কারণ। যতই আমরা intellectually বলি না কেন দেহ আর দেহী এক নয় তবু আমরা দেহাত্মবন্ধনে আবদ্ধ।"

"আজ্ঞা চক্রের উপরে সেই জায়গা যেখান হইতে সব কিছু দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। সেখানে জ্যোতি, তারপর মণ্ডলাকার এবং তারপর বিন্দু দেখা যাইবে—তারপর জ্যোতি মিলাইয়া গিয়া একটি মূর্ত্তি দেখা যাইবে। সেই মূর্ত্তিকে আমরা গুরু বলিতে পারি—মা বলিতে পারি। আজ্ঞা চক্রের উপরের সেই জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেহাত্মবোধ থাকে না। তাই আবরণও কাটে এবং আমরা আসল স্বরূপ জানিতে পারি। সেই মূর্ত্তিকে আমরা বিগ্রহ তত্ত্ব বলিতে পারি। সেই বিগ্রহে আমার লয় ঘটিতে পারে—আমার প্রবেশ হইতে পারে॥ কিন্তু প্রবেশের পরে আর দুই থাকে না—এক হয়। কিন্তু জীবেয় পক্ষে দুইয়ের প্রয়োজন আছে আস্বাদনের নিমিত্ত। (সমস্ত সাধন পথের মূল কথা জ্যোতি দর্শন প্রথমে—তারপর সাধন পথে আরও অগ্রসর হইতে হয়)।

সেই জায়গায় স্থিতি হইলে দেহের বন্ধন থাকে না বটে কিন্তু চেতনা থাকে—বিশুদ্ধ চৈতন্য। সেই অবস্থায় মনে হয় বিশ্ব জ্যোতি-সাগরে ভাসমান। তখন কাল থাকে না—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান থাকে না। তখন দেহ ব্রাহ্মণদেহ কিংবা ক্ষত্রিয়দেহ মনে হয় না—তখন সবাইয়ের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কালগণ্ডির বেড়াজাল এবং জাতিভেদ থাকে না!"

২৮। ৭। ৬৬

আচার্য্যদেব উপরিল্লিখিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিসর্গকে (:) দুই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জ্যোতির মধ্যে মণ্ডল ফুটিয়া ওঠে। মণ্ডলের মধ্যে বিন্দু বা পরে বিগ্রহ। এই বিন্দুই হচ্ছেন পরমেশ্বর। যখন জীব ঐ বিন্দুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি করিতেছে তখন স্বয়ং তিনি নিজে জীবের মণ্ডলের মধ্যকার বিন্দু অবলোকন করিতেছেন। জীবের মণ্ডল হইতেছে অন্ধকারের এবং সেই মণ্ডলে জীব বিন্দুরূপে উপস্থিত। এই অবলোকনের মাধ্যমেই জীবের পক্ষে কৃপা পাওয়া সম্ভব হয় এবং তাঁহার সঙ্গে পূর্ণযোগ স্থাপিত হয়। ইহাকেই বলে যোগ। ইহার পুর্বে যাহা থাকে তাহা স্রষ্টার অবলোকন। এই যোগ স্থাপিত হওয়ার পর তাঁহার ইচ্ছাই জীবের ইচ্ছায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত হয়। জীব তখন যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পাইতে পারে—কিন্তু জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকে না।

২৬।১০।৬৬—সকাল ১০॥০ ঘটিকা

আচার্যদেবের ঘর, সিগ্‌রা।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—"Descent-এর কথা বলিতে গেলে পূর্বে ascent-এর কথা ভাবিতে হয়। Ascent না করিলে descent কিভাবে হইবে। প্রথমে নিজেকে সত্তার স্বরূপ জানিতে হইবে। স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার পর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। এই Power বিয়োগের মাধ্যমে আসে না—যোগের মাধ্যমে আসে—মন্দের ত্যাগ নয়, মন্দের রূপান্তরের মাধ্যমে।" উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন—"গরম জল এবং ঠাণ্ডা জলের সংমিশ্রণের পর (অবশ্য proportion রাখিয়া) জল উষ্ণ করিতে করিতে ঈষৎ উষ্ণ হয়। আলো এবং অন্ধকারের মিলন হয়—ভোরবেলায় এবং সন্ধ্যায়। সেই অবস্থায় স্থিতি হইলে সভায় আসীন হওয়া যায়। সাংখ্য অথবা বেদান্তের পথ বিয়োগের পথ। সেখানে ভালকে গ্রহণ এবং খারাপকে ত্যাগ করিতে হয়। তার ফলে নির্বাণ হয় বটে কিন্তু লোককল্যাণের শক্তি থাকে না। একথা সত্য এই নির্বাণের মাধ্যমে ব্যক্তির সুবিধা হয় কিন্তু সমষ্টির বা অন্যের কোন লাভ হয় না—সে মুক্তির বা নির্বাণের ভাগীদার হয় না। এক অর্থে এই পথ স্বার্থপরতার পথ। ঋষি শ্রীঅরবিন্দের integral যোগের পথ মন্দকে ত্যাগ করায় নয়, মন্দকে রূপান্তর করায়। আমার টাকা থাকিলে আমি তাহা অন্যকে দান করিতে পারি। কিন্তু আমার যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে অন্যকে দিবার প্রশ্ন আসে না। এই সাধন পথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া অন্যকে পথ দেখানো চলে, তার পূর্বে নয়। (এই পথ দেখানোর সময় অন্য সাধককে বা শিষ্যকে পথ প্রদর্শকের যে পাথেয় অর্থাৎ তিনি যে পর্যন্ত গৃহনির্মান করিয়াছিলেন সেই নির্মিত গৃহ শিষ্যকে দিতে হয়, শিষ্য তাহার উপর নির্মান কার্য শুরু করে)। অখণ্ড স্বরূপের দর্শনের পর হইতেই ইহা অথবা আত্মস্বরূপের দর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর সত্যকার স্বরূপের শক্তি লাভ করা যায়। তাই ascent পূর্বে পরে descent। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায় লোককল্যাণের পূর্বে শক্তির চাপরাশ চাই অর্থাৎ আত্মস্বরূপে দর্শন চাই। স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার পর মায়িক দেহ চিন্ময় দেহে পরিণত হইতে পারে এবং তখন যতদিন খুশী দেহ রাখা চলে এবং জগতের কল্যাণ করা চলে। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আসুরিক ক্ষমতা মানুষের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহা ধ্বংসের কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে—স্বরূপের সঙ্গে যোগাযোগ হইলে লোক কল্যাণের কার্যে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সত্যিকার প্রেম এবং ভালোবাসা না জন্মাইলে লোক-কল্যাণ সম্ভব নয়।

'যোগিরাজ' বাঘাট্-নরেশ শ্রীদুর্গা সিং

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

বাসন্তী বিজয়া সগু নিয়াছে বিদায়,
দেবীর প্রয়াণলগ্ন মেঘেরা উড়ায়
মন্থর অপরাহ্ণের পিঙ্গল জটায়,
মুমূর্ষু বর্ষের প্রান্তে বিষাদ বিলায়
চৈত্রের বিসণ্ণ বেলা। শূন্য পড়ে আছে
সিংহাসন, বিদায়ের ক্ষণ আসে কাছে,
মৃত্যুর নৈরাজ্য হতে অমৃতের তীর্থী
তুমি, হে নরেশ ঋষি, তুমি, কৃতকীর্ত্তি,
সাধিয়াছ 'সংযম-সপ্তক' বর্ষে বর্ষে,
প্রভিন্ন প্রস্থানে ইষ্ট অনুধ্যানে, হর্ষে,
মায়ার মুকুট তব পড়িয়াছে খসি,
ইষ্ট দাক্ষিণ্যে পেয়েছ পুণ্যে 'তত্ত্বমসি'—
শাশ্বতী শরণাগতি ঋতমন্ত্রময়,
জীবন হয়েছে ধন্য, জয়! তব জয়!

তোমা লাগি খুলিয়াছে দ্বার মহারাত্রি,
আলোর দোলায় তুমি জ্যোতির্লোক যাত্রী,
অন্তহীন মহাশূন্য রোধিবে না পথ,
তাপস সত্তম তুমি, তুমি সুমহৎ।
পৃথিবীর কোন দৈন্য অমর্ষ ক্ষুদ্রতা
স্পর্শেনি তোমার চিত্ত হিংসার রুদ্রতা ;
তাই আজি সুপ্রসন্ন পৃথ্বী তব লাগি
অতর্ক্য-ঐশ্বর্য্য-রিক্ত, তুমি হে বিবাগী।
নহে অশ্রু তোমা লাগি, নহে কোন শোক,
তোমার আনন্দ-লোক, তুমি যে বিশোক।
হে পৃথ্বীশ, ধরায় লহ অভিনন্দন,
তপোলব্ধ সত্য তব হোক চিরন্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-প্রসাদ

(১ম খণ্ড)

মৌনী মা

(১৫)

শ্রীমা টেনে আনিলেন আপন ঘরে
সাধন-ধারা গেল বদলে
মা আসিলেন আপন ঘরে
নূতন ছাঁচে গড়ে।
নূতন রাজ্যে প্রবেশ করে দেখিলাম ভাই
আর কেহ'ত নাই, একলা আমার ঠাঁই।
সবার মধ্যে থেকেও কিছুর মধ্যে নাই
মুখের ভাষা নয়, কার্য্যে পরিণত হয়।
দোষে গুণে নাহি পায়
পাপ পুণ্য নাই, এমনি জায়গা ভাই
আত্মভোলা তাই।
যোগ-বিভূতি নাইক হেথা
আপনি আপনি বলছে কথা।

(১৬)

ঐ যে আমার পুরাণ ঘর
কাঁপছে সবে থর থর।
বলে একি হইল ব্যাপার;
যা পায়না ব্রহ্মা আদি তাই পেল এবার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিয়া চমকিত হইল দেবতারা
বলে এ বড় বিষম কথা।
পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভজিত ; এখন বলে আত্মা।
কৃষ্ণ ভজিয়া পাইত কত সুখ।
এখন বলে আত্ম-স্বরূপ আপনি রসময়।
শুনিয়া দেবতাদের বাণী আত্মভোলা কয়
মায়ের কৃপায় হয়।
মোহ নিদ্রা হইতে মহা জাগরণ
অপূর্ব্ব শক্তি করেছি ধারণ।

(ক্রমশঃ)

মাগো

শিবানী

বিত্তবিহীন কর যদি মোরে
চিত্তে দিওনা লোভ,
বঞ্চিত যদি কর মা আমায়
সঞ্চিত রেখ না ক্ষোভ।
দুঃখই যদি দাও পদে পদে
ধৈর্য্য করিও দান,
শক্তি দিও মা সহিবারে যত
লাঞ্ছনা অপমান।
রিক্তই যদি করিবারে চাও
তিক্ত কোরো না হিয়া।
তৃপ্ত করিও অন্তরখানি
স্নিগ্ধ পরশ দিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ-ভাগবত কথা

(জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর লীলানুধ্যান এবং মাতৃলীলাকথা
বা 'হরিকথা' কীর্তনের অমৃতময় ফলশ্রুতি)

প্রসাদ রচিত

* ভূমিকা *

মাতৃলীলাকথা শ্রবণ-মঙ্গল, মনন-মঙ্গল—মাতৃলীলাকথা নিদিধ্যাসন-মঙ্গল। মাতৃকথাই যে আনন্দ ভাগবত! পরমানন্দ–প্রস্রবণ–সন্ধানী এ লীলাপ্রসঙ্গ —তাই তো এ অমিয়-লীলা যেমন শ্রবণে আনন্দ, তেমনি আনন্দ এ'র মননে ও নিদিধ্যাসনেও।

১০৮ বৎসর বয়সেও যাঁর মেধা বা স্মৃতিশক্তি অটুট, এমনি এক অসাধারণ প্রতিভাবান পণ্ডিত এবং মহাসাধক—তৎকালীন ভক্তসমাজে যিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি এবং বিদ্বৎমণ্ডলিতে বিদ্যাভূষণ - সেই রসবেত্তা পুরুষ রসিক বিদ্যাভূষণ মহাশয় মাতৃদর্শন মাত্র যে ভক্তি-অর্ঘ তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলিপুটে জননীর উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন, মাতৃমহিমা বিষয়ে এমন সুস্পষ্ট মূল্যায়ণ বিরল। মাতৃসাক্ষাৎকারের সেই মহালগ্নে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্বতোৎসারিত উক্তি :

"বেদে, উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, অষ্টাদশ পুরাণে, এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমানন্দের নিত্য প্রস্রবণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সার সত্তার নিগূঢ় নির্য্যাস আপনার শ্রীমুখমণ্ডলের হাসির রেখায় প্রকাশ পায়। তাহা এ জগতের জনসাধারণের অবিদিত।"...১

উপরন্তু, নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত, মাতৃ-প্রসঙ্গে এই বিদগ্ধ প্রবীণের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণীও এইরূপ : "সময় আসিতেছে যখন জ্ঞানীর জ্ঞানে, প্রেমিকের প্রেমে উহার কিরণছটা বিন্দু বিন্দু মাত্র প্রকটিত হইবে। তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতি পরমাণুতে সেই মহীয়সীর আনন্দশক্তির গৌরব ও বৈভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতাপ ও প্রভাব বিস্ফুরিত হইয়া সমগ্র দেশের মহাকল্যাণ সাধন করিবে।" ২ ইনি আরও বলেন, "আমি দেখিতেছি এ যে চিণ্ময় মূর্তি।" ৩

এই মহাবাক্যের প্রবক্তা পুরুষটি সম্বন্ধে এমনও জনশ্রুতি ছিল, যে ইনি সত্য সত্যই নিদ্রা জয় করেছিলেন এবং আপন ইষ্ট গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গেও তাঁর নিত্য সাক্ষাৎ ও আলাপন হ'ত। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই: ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ/জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রী মায়ের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় উপস্থিত থাকাকালীন পাঞ্জাব প্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় বৈষ্ণব সাধু হরিবাবা মহারাজের বিশেষ আগ্রহে এই মহাপুরুষের সাথে মায়ের সাক্ষাৎ যোগাযোগের ঠিক আট মাস পূর্বে একদিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমা আলমোড়া আশ্রমস্থ মাতৃমন্দিরে প্রায় নিমিলিত-নেত্রে শায়িত অবস্থায় থেকেই হঠাৎ বলে ওঠেন (সম্ভবতঃ গুরুপ্রিয়া দিদিকে উদ্দেশ্য করেই, কারণ তিনিই তখন নিকটে ছিলেন) : "এখনই কি দেখিতেছি জানিস্ ?······শিশুর মতই এক মহাপুরুষ শুইয়া আছেন x···আর শিশুর মতই একটা শব্দ করিতেছেন x একজন বিধবা শিষ্যা চামচ দিয়া একটু একটু করিয়া কি খাওয়াইয়া দিতেছে x এমন সুন্দর x দেখ্, পা দু'খানি উঠাইয়া শিশুর মতই শুইয়া আছেন x পুরুষাঙ্গটিও দেখা যাইতেছে, তাহাও শিশুর মত x সমস্ত শরীরেই বেশ একটা সৌন্দর্য্য আছে" ৪ —আবার কলকাতায় এসেও মা সেই প্রাচীন মহাত্মাটিকে ঠিক ঐ ভাবেই এবং ঐ পরিবেশেই দেখতে পান, যেমনটি দেখেছিলেন জননী তাঁকে আপন ভাগবতী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আলমোড়া থেকে। এই বৃদ্ধ তো বাস্তবিক মুণ্ডিত-মস্তক বা গৌরিক-শোভিত—আমাদের চিরাভ্যস্ত লক্ষণ-যুক্ত কোন সন্ন্যাসীর মতো আদৌ ছিলেন না—বরং লৌকিক দৃষ্টিতে এ ছিল এক গৃহীরই আবাস। তাই, দিদিকে নিয়ে হরিবাবা মহারাজ বৃদ্ধের দ্বিতল ঘরটিতে উঠে গেলে, মা গৃহীর বাটীতে উঠবেন না বলেই হয়তো, নীচে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু, ক্ষণকালের মধ্যেই মা আপন খেয়ালে ঝড়ের বেগে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে বৃদ্ধের নয়ন সম্মুখে এসে উদিত হলেন। মা ঐ সময়ে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে উপরে উঠে গেলেন সেই কথা বলতে গিয়ে পরে বলেছেন, "একটা শুকনা পাতা যে ভাবে উড়ে যায় এ দেহও প্রায় সেই ভাবেই সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।" শ্রীশ্রী মা এ ভাবে সেদিন কৃপা না করলে অমন উত্থান-শক্তি-রহিত অষ্টোত্তর-শতবর্ষ বৃদ্ধের মাতৃ সাক্ষাৎকারের আর কোনই আশা ছিল না। কিন্তু, অন্তর্যামী জননীর তো কিছুই অজানা নেই, তাই উপরে গিয়েই দেখেন—গৃহীর নিবাস হলেও ঐ ঘরখানিতে যেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রম কুটিরের মতোই রিক্ততা ও পবিত্রতা বিরাজ করছে। আর এমন মহাত্মাও যে তাঁ'র আপন সাধন-সিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই মাতৃদর্শন ক'রে, "আমি দেখিতেছি এ যে চিন্ময় মূর্তি", এই মহাবাক্য উচ্চারণ ক'রে থাকবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মাতৃ-স্বরূপ সম্বন্ধে এই দুর্লভ অভিজ্ঞান আমাদেরও প্রাণে যেমন অপার আনন্দের সাথে সাথে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে, তেমনি ব্যাকুল আর্তি ও প্রার্থনা জাগে প্রাণে জননীর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে :

অখণ্ড-ভাব-ঘন
আনন্দ মূরতি জননী,
সত্য জ্ঞান ও প্রেমের
পরিপূর্ণ মহিমা ল'য়ে
আবির্ভূতা হও গো তুমি
সন্তানের অন্তর উদ্ভাসি' ॥
চিন্ময়ী মূরতি তব, মাগো
কি অমিয় সুধাই
ঢালে এই অন্বরে।
থাকি থাকি যে হাসি রাশি
ফোটে ওই অধরে,
চকিতে দামিনী যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণেকের তরে
পরিচিত এ ভুবনে
দেখায় নূতন ক'রে।।
যে অমৃত রসও
মায়ের প্রশান্ত বদনে
নিয়ত নির্ঝরে,
তা'র কি তুলনা মিলে
কোথাও এ ত্রিভুবনে।।

ক্ষুদ্রের সাধ যা'ই থাকুক, সাধ্য তা'র নিতান্তই সীমিত। এই নির্মম সত্য সম্বন্ধে সন্তান সম্পূর্ণ অবহিত। সে জানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে—যথাসময়ে তেমন যোগ্য পাত্রের আবির্ভাব হবেই, যিনি এই পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞান-সরিতার দিকে সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষকে চিরতরে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবেন তাঁর সার্থক-রচনা "আনন্দ ভাগবত"-এর মধ্যেই। সেই উত্তর-সাধক আনন্দ ভাগবত-কার এর কাছে নিশ্চয় অপ্রতুল হবে না আমাদের প্রত্যাশা। আমরা অন্তরে অন্তরে এই আশাই পোষণ করব—উত্তরকালের যে অক্ষয় কীর্তি একদিকে যেমন হ'য়ে উঠবে তাঁর আঙ্গিক ও আলঙ্কারিক সুষমার গৌরব-মণ্ডিত, অপর দিকেও সে সুধাভাণ্ড তা'র মৌলিক তথ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েও বিষয় বস্তুর অন্ত-র্নিহিত ভাব-ব্যঞ্জনায় হবে সত্যই ভরপূর।

তবুও—যে অকৃতী সন্তানের কেবল কথা ও গাথাই সম্বল, সেও যে চাইবে প্রাণের সাধ মিটিয়ে তা'র সেই সামান্য কথা ও গাথায় মালা রচনা ক'রে জননীর রাতুল শ্রীচরণে অর্পণ করতে, সে কোন ধৃষ্টতাবশতঃ নয়। অতি নগণ্য ব্যক্তিটিও তা'র অন্তরের সাধ-আহ্লাদের চরিতার্থতায় যেমন কোন দুঃসাহসের কাজে অকুণ্ঠিতচিত্তে ঝাপিয়ে পড়ে, সন্তানের এই উদ্যমও কতকটা সেইরূপ। শুধু এই আন্তরিকতাটুক নিয়েই এ কথা-মালা রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া—যে, যে সূত্রে একে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেথে তোলা হবে, সেই সহজ ভক্তি-শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে যেন কোন দুর্বলতা প্রবেশের অবকাশ না পায়।

সেদিন এক সুপ্রভাতকে 'স্বাগতম্' বলে বন্দনা করেছিলেন আমাদেরই এক কবি। যে প্রভাত-সূর্য্যের দারুণ দীপ্তি শুধু রজনীর আঁধার ভেদ ক'রে এবং কবির ব্যক্তি-জীবনের সকল স্বপ্ন-জাল ছিন্ন ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি—সেই অরুণোদয়ের এক বিশেষ অবদান কবির জীবনে রেখে যায়, তাই উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ব'লে ওঠেন :

"বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া ;
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দু'খানা করিল কাটিয়া।" ৫

নিঃসংশয়ে বলা চলে, সেদিনের সে সুপ্রভাত ছিল কবির আপন জীবনের একনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণারই সোনার ফসল—তাঁ'র নিজস্ব চেতনার রাজ্যে, নব-নবোন্মেষশালিনী সৃজনী পথে এক সহজ আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা। আর আজ যে সুপ্রভাতকে আমরা স্বাগত জানাতে একে একে বেরিয়ে পড়েছি ঘরের বাইরে, সে অরুণোদয়ের প্রভাত কেবলমাত্র ব্যষ্টি চেতনায় নয়, সমগ্র মানবের সমষ্টি চেতনায় যে সেই প্রকাশ ও আলোড়নের মহোৎসব-সম্ভাবনা! এই প্রভাতের উৎসবে তাই আজ সবার আহ্বান, সবারই আমন্ত্রণ :

আজি বাজাও ঢোলক মাদল মৃদঙ্গ
বাজাও কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খ,
এসেছে জননী, এসেছে জননী—
এসো এসো সবে যতো নর-নারী
সাথে ল'য়ে করতাল খরতাল খঞ্জনী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘ অমানিষার অবসানে—
প্রভাত-রবি আসার কুসুমে
যেমনি ফোটায় সবার প্রাণে,
তেমনি জননী এসেছে আজিকে
সবার পরাণে অভয় দানিতে ॥

জাগো জাগো সবে, (আজ) ঘুমায়োনা আর
এসেছে জননী—খোল, খোল হৃদয় দ্বার,
আঁখি মেলে শুধু দেখ একবার
কে এসেছে আজি দুয়ারে তোমার ॥

(ক্রমশঃ)

"ভগবৎবুদ্ধিতে সেবা—তাহাতে ভগবানের সেবা হয়। সবই ভগবানের সৃষ্ট—ভগবান এইভাবে সেবা নিচ্ছেন।"

শ্রীশ্রীমা

১, ২ ... ... শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, নবম ভাগ, পৃঃ ৬১
৩ ... ... ঐ পৃঃ ৬০
৪ ... ... ঐ পৃঃ ৪১/৪২
৫ ... ... "সুপ্রভাত" (কবিতা) —রবীন্দ্রনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

[১৭]

জীবন বড় করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

যে জীবন বেঁচে থাকে শ্বাস টেনে টেনে, তাকে বড় করে বাঁচতে বললে সে দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলা ছাড়া আর করবে কি! জীবনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার শেষ নেই। তা'বলে তা শেষ নিঃশ্বাসও নয়। চলার এক পথ বন্ধ হলে, জীবন অন্য পথে চলে। আপস করার 'হিরো' সে চিরকাল।

সে এক নদী। কূলের সঙ্গে আপস করে, বাঁক-মোড় মেনে নিয়ে এগিয়ে চলে।

আমাদের সঙ্গী জীবন নিঃশ্বাস ফেলে গঙ্গার স্রোতে তাকিয়ে রইল। দেখতে লাগল কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, আরও কি ঘটে। কান্তবাবু আমাকে বললেন, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আনন্দকে পাচ্ছি। তাঁকে দেখছিনে, কিন্তু আনন্দে গড়া আকাশ, নদী, জীবনগুলি—তিনি এই ভুবনভরা রূপে ধরা দিলেন। প্রাণ রয়েছে ভ'রে। অপেক্ষার কি শেষ হোল তবে?

বললাম, মায়ের 'মর্জি', তিনি ধরা দিয়েছেন। সেই ধরতে পারাকে রাখতে পারাও চাই। এবার সেই অপেক্ষা।

তিনি বললেন, সবেতেই তিনি 'মধুরতা-ময়ী'। তাঁকে আবার রাখতে পার-কি? তিনি বা যাবেন কোথায়; আমি মাছি, মধু ছেড়ে আমি বা কোথায় যাব?

কান্তবাবু আনন্দের নদী পেয়েছেন, স্রোতের নৌকো ভেসে চলেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-লাভের সৌভাগ্য তার চোখে-মুখেও প্রকাশ পাচ্ছে।

তার দিকে তাকিয়ে বললাম, স্বর্গ কাছে স্বর্গ দূরেও—ধরা দেয়, ধরা দেয় না। মা তাঁর শরীরকে বলেন "তোমাদের ছোট মেয়েটা'। সেই ছোট মেয়ের মতো লুকোচুরি খেলেন—জলে জোয়ার হয়ে এসে ভাটায় লুকোন; আকাশে

---

* এই রচনায় উদ্ধার চিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোয় হেসে উঠে মেঘের ঘোমটা টানেন, ধরায় দৃশ্যপটে আঁকা হয়ে কুয়াশায় ডুবে থাকেন। বললাম, তাই মায়ের এই লীলা দর্শনকে ধরে রাখায় বাধা আসে। সে বাধা বাইরের, অন্তরেরও—আকাশকে যেমন আড়াল করে আকাশের মেঘের খেলা, আড়াল করে নিজের ঘরের ছাদও।

কান্তবাবু মাথা নাড়লেন, অন্তরায় আমার অন্তরে নেই।

বললাম, অন্তও নেই অন্তরায়ের। শ্রীশ্রীমা যে পথ খুলে দিয়েছেন, সে পথের জাগা যেমন স্বভাব, ঘুমিয়ে পড়াও স্বভাব। তাকে নিত্য ক্রিয়ায় নিত্য জাগিয়ে রাখা —"যতক্ষণ ক্রিয়া ততক্ষণ কৃপা। অখণ্ড-ভাবে চিন্তা না করলে অখণ্ডকে পাওয়া যায় না।" আবার সদ্য-কৃপায় এতদিনের অভ্যাসের গেরো এখন শিথিল হলেও একেবারে চলে যেতে চাইবে না। "যেমন কাপড়ে গেরো দিয়েছ, সেটি খুলিতে হইলে তাহার মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়া হাত দিয়া খুলিতে হইবে। কর্ম করা চাই।" তা'ছাড়া, পরশনের প্রথম আবেশও সকলেরই কমে আসে। তখন যতো জাগতিক আনন্দের স্বাদ আছে, জগৎ তাদের একত্র করে প্রাণকে টানতে থাকে। "সবই ভোগ—ফুলটি ভাল লাগে, গাছটি ভাল লাগে, শিশুটি ভাল লাগে, সবই কিন্তু ভোগ, ইহাও চাই না।"

কান্তবাবু বললেন, আমার কাছে এ সব কথা ভারি ভারি ঠেকে। আমি সবেতেই মাকে দেখেছি, সবেতেই তিনি।

জীবন বলে বসল, মা কিন্তু কাউকে কাউকে বলেছেন "একটা অবস্থা আছে তা হ'লে তবে লোকে এসব বুঝতে পারে ; আর তোমরা যে এই সব কথা বল, ওটা বই পড়া অথবা শোনা কথা মাত্র।"

লজ্জিত মানুষটি বললেন, তাই ভেবে নিজেকে এত পীড়ন করছি, তবু আর কিছু যে দেখতে পাচ্ছিনে!

তাঁর চোখের দৃষ্টি, কণ্ঠের স্বর, দাঁড়াবার ছাঁদও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। মা বলেন কারও ভাব ভাঙতে নেই ; আমি সত্যকে তবু ভেঙে বলতে গেলাম। বললাম, মা শুধু এই দৃশ্যপট ন'ন, যে চোখ এ সব দেখছে তিনি সেই আঁখির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলো। যে হৃদয়ে এই অনুভূতির মূল, তিনি সেই হিয়ার হিয়া।

"এই যা দৃশ্য সবই স্বপ্ন। তুমিও না, সেও না। যাহা দেখ তাহাই স্বপ্নে আসে। তুমিই ত সর্বত্র। স্বপ্নে তোমারই সব, জাগ্রতেও তোমারই সব। স্থূল, সূক্ষ্ম, অনন্ত শরীর তোমারই। আপনিই আপনাকে দেখা।"

ভাগ্যবানটি বললেন, অতোশত বুঝতে পারছি নে—বুকের মধ্যে যেন হরিবাবার কাঁসর বাজছে। প্রাণ ধূপের ধোঁয়ার মতো সবখানে ছড়িয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছে। মায়ের কথা শুনতে পাচ্ছি—"বাবা আবশ্যকতা বোধ বিশেষভাবে হওয়ায় কাপড়টাকে যেমন পরে থাক, এই আনন্দকে সর্বক্ষণ পরে রাখা।"

দেখলাম কথা বলতে বলতে তার চোখে-মুখে একটা আলো ফুটে উঠছে। সে আলোর এমনই মহিমা, যে-কথা বিশ্বাস করা কঠিন, শ্রোতার মন তা বিশ্বাস-ভরে না নিয়ে পারে না।

শ্রীশ্রী-মায়ের কৃপাসঞ্চারে এই দুর্লভ অবস্থা আরো দেখেছি। কান্তবাবু দীপ্তিভরা মুখে বললেন, দেখছি কাছের মানুষ মা। আমার মধ্যে যে আনন্দ সে জেগে সবার মধ্যেকার আনন্দের সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছে—এই যা কিছু দেখছি এ যেন মায়ের কাছে বসে থেকে কতো কথা-কওয়া!

জীবন বলল, সবই যদি কল্পনা হয়? কাশী, কনখল, কিষেণপুরের আশ্রমের মতো মায়ের নামজাদা খাস আবাস হলে তবু কথা ছিল। এই আগড়পাড়া, এই আশ্রম, ঘাট, মন্দির কতো আর তাঁকে পায় যে 'মা' হয়ে গেছে? এদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে লোক হাসাতে বাকি থাকবে নাকি? উঠুন উঠুন, এবার চলুন।

কান্তবাবু বললেন, বেশ দেখতে পাচ্ছি যে! যা ঘটে, তা বটে।

উত্তর পেলেন, আপনি নতুন আর কি দেখছেন যা গঞ্জিকা বা কারণ-সেবীরা দেখেন না। কিছুর নেশায় ধরলে সব এমনই দেখায়।

কান্তবাবু তাকে বলেন, তুমি রাগ করছ। তোমার এ রাগ মিছে, তোমার খুশিও মিছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন বলল, মহামান্যেরা তাইতো বলে থাকেন—জীবনের হাসি-কান্না মিছে। 'সব মায়া' বলে যারা পদ্য লিখে জীবনকে লজ্জা দিয়ে ধুলোয় মেশাতে চেয়েছিলেন তারাই ধুলোয় মিশে গেছেন। জীবন পদ্য বোঝে না, তাই লজ্জা পায় নি, ধুলোও হয় নি। জগতে সে আছে, সে থাকবে। যাকে মা রাখছেন তাকে মারে কে ?

এমন চিরায়ুষ্মান নিজগুণে বাঁচার উপায় শেখাবে ভাবলে, থামবে কি করে। জীবন হিতোপদেশ দিল, যাক ধর্মের নেশায় চেয়ে দেখা, তার দেখা তার চোখেই থাক। ও নেশায় পেয়ে বসলে মানুষ ভুলে যায় যে সে মানুষ। তখন সে পারে না হেন কর্ম নেই। সে মানুষও থাকে না, দেবতাও হয় না—কিন্তু জীবন তো মানুষের জন্যেই।

এ আয়োজন মিষ্টালাপের নয়। কান্তবাবু ও সঙ্গী জীবন একে অপরকে চুপ বানিয়ে দেবার বাসনা করলেন। আর, যা বিধি, আমি সাক্ষীবৎ নীরব হয়ে রইলাম।

কান্তবাবুর উক্তি হোল, তুমি নেশাকে দুষছো, কিন্তু ডেরায় ফেরা তোমার নেশা নয় ? সংসার বোঝবার জন্যেই সংসারের নেশা তোমার ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।

জীবন বলে, তবে ঘর-বাঁধা কেন ?

কান্তবাবু বললেন, মানুষ একদিকে ঘর বাঁধার অধিকারী, আর একদিকে ঘর ছাড়ারও অধিকারী।

'ঘর ছাড়ারও অধিকারী'—এতদূর আপনি ভাবছেন ?

মনে করেছ, তুমি আমাকে বাধা দেবে ?

জীবন কাছে এসে নিম্নস্বরে বলল, শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—আজ যদি মা চান, ভাইজীর মতো এক-কাপড়ে চিরদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়তে পারেন ? কথা বলছেন না যে ? না যদি পারেন, রাত হচ্ছে ঘরে চলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জীবন আশ্রমের নামে নেচে এসেছিল, তখন আশ্রম ছিল আশ্রম। এখন ঘরই হলো ঘর, অন্য ভাবনা নেই। জীবন এই রকম।

কান্তবাবু মহা চিন্তায় তলিয়ে গেলেন। শেষে বললেন, তুমি পার ভাইজীর মতো যেতে ?

জীবন অম্লান মুখে বলল, সে পাত্র এই আমি জীবন নয়। আমার জগৎ এই সংসার, সংসারে সংসারী সাজা।

গঙ্গার প্রবল হাওয়ায় আশ্রমতরু দুলছিল। কান্তবাবুরও সেই দশা। বললেন, 'সাজা মানে শাস্তি, তবু ভাইজীর মতো যেতে পারছিনে আমি। দেখ ব্যাপারখানা, এই জীবন্ত চরাচর সশরীরে কেমন বিরাজিত! তার সকল অবয়বে আপনিই যা ঘটে চলেছে আমিও তারই সঙ্গে একজন, তবে কোথায় যাওয়া? আপনিই যা হচ্ছে সে তো যিনি আপন তিনিই করছেন। সেই মায়ের সঙ্গে সংযোগের স্পর্শও পাচ্ছি। উল্টো এও ভাবছি, মাকে কোথায় পাব আমি।

জীবন বলল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এই জীবন যতদিন আছে ততদিন সন্ধানের অভাব থাকবে নাকি! আপনি কাল গেলে মাকে পাবেন 'নিরাময় হলে'।

'কাল' গেলে? ভবব্যাধি নিরাময় হ'লে মাকে পাব, তাই শোনাচ্ছ বুঝি?

না। বাস্তব কথাবার্তা আমার। শুনেছি, কাল মায়ের দর্শন মিলবে গড়িয়াহাটায় 'নিরাময় হল্'-এ।

ব্যস্, কান্তবাবুকে জয় করা হয়ে গেল। বাতাস যেন তার প্রাণের মধ্যে মুখ রেখে সংবাদ দিল, কাল আবার কাছের মানুষকে কাছে পাওয়া যাবে।

কান্তবাবু যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এই সংবাদে, এই আলোয়, এই হাওয়ায় যে আনন্দ তা শুধু আমারই লাভ-লোকসান সুখ-দুঃখ নিয়ে যে-মানুষটি ছিল তার জায়গা একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছে। বুঝতে পারছিনে, এ আনন্দধারা বাইরে, না আমারই প্রাণের ভিতরে।

"তোমাদের ভিতর বাহির আছে বলিয়া এই কথা। একই কিন্তু আছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবুকে ঘরমুখো করতে পেরে জীবন জয়ের হাসি হেসে বলল, যাকে চেয়েছিলেন তাঁকে পেয়েছেন যদি, তবে আবার অস্থির হয়ে এই যাওয়া কেন ? যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন ভেবে ও সব স্বপ্ন দেখা। যা চাই তা পাইনে।

জীবন প্রায় দার্শনিক হয়ে উঠল।

তার উত্তর দিলাম আমি, এ যাওয়া তো শুধু যাওয়া নয়, এ যাওয়া তাঁকে পাওয়ারই এক রূপ। এই গঙ্গা তো সাগরকে পেয়েছেন, তবু তো চলা ছাড়েন নি। গঙ্গার কোল পেয়ে, হাওয়া শীতল হয়েছে, তবু হাওয়া বয়েই চলেছে। আমাদেরও মাকে পেয়ে তবু মাকে দেখতে চলা।

সাগরের বান দেখেছি আশ্রমের ঘাটে বসে। যে সাগর সেই বান পাঠান তাঁকে দেখতে রওনা হলাম। কান্তবাবু চলতে চলতে বললেন, আজ যা ঘটল, এখনো ঘটে চলেছে, এ যে আমার জীবনে কোন দিন ঘটতে পারে ভাবতে পারিনি।

বুঝলাম, তিনি কোন্ কথা তুলতে চান। হাওয়ায় তরুশাখা কোন্‌দিকে ঝোঁকে তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

বললেন, এতটা কাল হেঁটেছি মাকে চেয়ে, এবার হাঁটব তাঁকে পেয়ে-- যে মন নিয়ে এসেছিলাম সে মন নিয়ে ফিরছি নে। অতএব যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরব না। মত বদলালে পথও বদলে যায়, কি বলো ?

মায়ের কথা বললাম, "কোন পথে কিসের মধ্য দিয়ে যে তিনি নিয়ে যাবেন তা তো তোমরা জান না। তাঁর উপর নির্ভর রাখা।"

সহজভাবে কথাটা বলেছিলাম। বুঝিনি হাওয়া কোনদিকে বইছে, কী মূর্তি তিনি ধারণ করবেন।

বিনীত হেসে বললেন, "সৎভাবের সঙ্গই সৎসঙ্গ"—মা বলেন। আশ্রমের গলি পেরিয়ে ডানদিকে চললে, গঙ্গার তীর দিয়ে পথ আছে শুনেছি। সেই পথে ফিরব। গঙ্গা পাশে থাকবেন, পবিত্র পথে হাঁটা হবে। সৎসঙ্গ হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে কি মানুষটা! জীবন সভয়ে বলল, এসব কী ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ করছেন ? কে বলল, পথ আছে ? বিকেলেও তো এ মত ছিল না!

উত্তর হলো, তখন ছিল তখন, আর এখন হলো এখন।

জীবন বলল; ঐ পথে যায় নাকি কেউ এমন রাতে ? মানুষের জ্বালা আলোটাও হয়তো নেই।

তাকে মায়ের কথা শোনালাম: "উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া যে কোন পথ ধরিয়া চলিলেই পথে যাত্রী পাওয়া যায় এবং তাহারা পথের সন্ধান বলিয়া দেয়।"

জীবন বলল, ও পথে লোক চলাচল নেই। জনমনুষ্যের দেখা মেলা ভার।

তাতে কান্তবাবু উৎসাহে বলেন, ভালই তো। যাকে দেখছি তিনিই শুধু চোখের সামনে থাকবেন। ঘর-বাড়ি, লোকের চেহারা, শত বাধা চোখে পড়বে না।

সে আঁধারে পথ পাবেন না, ভয় পাবেন।

ভয় পেলে তাঁকে ডাকব, 'কেউ নেই তুমি রক্ষা করো' বলে।

জীবনের-ভয় জীবনের। সে মুখে উচ্চাঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভালই হবে। ডাক শুনে পথে যদি পাকা মহাত্মাদের একজনও সাক্ষাৎ-দর্শন দেন, তবে পরমকরুণায় হাতের ঘড়ি, গায়ের জামা ছাড়িয়ে নিয়ে মহাপুরুষ বানিয়ে দেবেন। যে কাজ আস্ত বোকাও করে না, পুণ্যের নেশায় এ তাই করতে বসা। এ হয় না।

তাকে কান্তবাবুর দিকটা বোঝাতে বললাম, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় যে ধন তিনি পেয়েছেন, যে কোন দুঃখ গ্রহণের মূল্য দিয়ে তাকে আপনার করে নিতে চাইছেন। এ প্রসাদ লাভ করা কঠিন, তাই কঠিনের পর এই ভালবাসা।

আলোয় আলোয় যাওয়া হয় না দেখে, জীবন বলল, দুঃখ-রাতের গ্রাসে পড়তেই হবে ? রাতকে যে ফাঁকি দিতে চাই!

বললাম, দিন তা'হলে তোমাকে ফাঁকি দেবে। দিন পাবে না। সূর্যোদয়ের সকালে পৌঁছতে রাতকেও প্রহরে প্রহরে আঁধারের পথ পার হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতে হয়। মনে কর না কেন এই চলাটাও তেমনই একটা পথে।

জীবন মেনে নেয়। 'ধোয়া' যদি নাও হয়, জীবনও যে তুলসীর পাতা।

রাত হলেও আশ্রমের ছোট ফটকটি বন্ধ হয়নি। এ নিশ্চয় মায়ের কৃপা। হাতজোড় করে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করতে ফিরে, সেদিকেই চেয়ে রইলাম —শুভ্র বেশ-বাস কে যেন ধীর ছন্দে পশ্চিমের বাঁধানো চাতাল দিয়ে আস্তে আস্তে ক্রমেই এদিকে এগিয়ে আসছেন। আশ্রমের স্বামীজী কিছুটা এগিয়ে দিয়ে গেলেন। যিনি আসছিলেন তিনি ক্রমেই এগিয়ে এসে আমাদের দিকে চেয়ে একটু দাঁড়ালেন। ধুতি-পরা, ফতুয়ার ওপর সাদা চাদর গায়ে, প্রসন্নমুখ প্রবীন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম।

মানুষটি নীরবে একবার তাকিয়ে, তেমনি ধীর-স্থির চলার ছন্দে ফটক দিয়ে বের হয়ে গেলেন। যেন গ্রহান্তরের মানুষ, আমরা তাঁকে নাগালের মধ্যে পেলাম না। অদ্ভূত।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। তিনি চলে গেলে এই ভাবনা প্রথমেই পেয়ে বসল, এই দেখাটা বাস্তব. না আর কিছু। কেমন যেন কাছে এসেও দূরে থেকে গেলেন।

কান্তবাবু বললেন, একে বোধ হয় দেখেছি মায়ের রায়পুর বা নৈমিষারণ্য আশ্রমে। বোধ হয় মুণিঋষিদের সংবাদ ওকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যেত, এমন চেহারা!

উক্তি শুনে জীবন পর্যন্ত ঠাট্টা করল না। বলল. এমন এক একটা মানুষের দেখা মেলে যাকে জীবনে ভোলা যায় না। আজকের দিনটা মনে রাখার মতো হয়ে রইল।

মনে বড় বেশী করেই উঠতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য যে, যে প্রশ্নটা মন জুড়ে থাকল কেউ আর তা মুখে আনলাম না। থাক, থাক, নিশ্চয় একজন কেউ এমন মানুষ আছেন, তাকেই দেখেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের গলিতে এসে কান্তবাবু পিছনে ফিরে তাকাতে লাগলেন। আশ্রম কি মায়ের কণ্ঠে বলছে "বাবা, যাওয়া নেই" ?

আশ্রমে আসার সময় এখানেই তাকে বলেছিলাম, ফটকের পাশে ঐ মায়ের আঁচল দেখা যায়, ছেলেদের ঘরে ফেরা দেখেছেন। কান্তবাবু বলেছিলেন, ওটা গঙ্গার একফালি স্রোত। গলি থেকে অমন দেখা যায়। এখন সেই বাস্তব-বাগীশ ফিরে চাওয়ার কারণ বললেন, ফটকের পাশে ঐ যে আলো, ঐ প্রদীপ-শিখা বাড়িয়ে মা আঁধার-গলি পার করে দিচ্ছেন ও গঙ্গার বুকে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি নয়, আমি বানিয়েও বলছি নে।

সেই আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে, তিনি গলি পেরিয়ে ডাইনের পথ ধরলেন। জীবনও আর বাঁধা সোজা পথে হাঁটল না, এই নতুন পথে পা বাড়াল। এমন অনায়াসে এটা ঘটল যে, এ যে একটা ঘটনা একবারও তা মনে হোল না।

জীবনের মনোভাব—চলো, কোথায় নিয়ে যাবে। যা সওয়াবে সবই সইতে পারি। তোমাদের মতি যেদিকে আমারও গতি সেদিকে। কিন্তু মুখে সে লাভ-লোকসানের মূল্যবান বাক্যগুলি বিতরণে ক্ষান্ত দিল না। বলল, ঐ সোজা পথটায় লোক ধরে না। আর এ পথ কোন লোক ধরে না। এ পথে এসে তাপ-সহা কেন ?

বললাম, এ তপস্যার দুর্লভ ভাগ্য এই মানুষটির আছে বলে। স্বচক্ষে নিত্যই দেখছ শ্রীশ্রীমাকে ঘিরে লৌকিকের মতো অলৌকিকের প্রকাশ। শরণাগতদের দর্শন, স্পর্শ, বা মাত্র ইচ্ছার প্রসাদ দিয়েই দিব্যানন্দের অধিকারী করে, জীবনগতি বদলে দিয়েছেন। আজ এই মানুষটির ভাগ্যে মিলেছে সেই প্রসাদ। রূপে রূপে অপরূপাকে দেখছেন। আশ্রম, ঘাট; নদী, নৌকো, এমন কি তার শরীরের মধ্যে যে মানুষটি—সবই আনন্দময়ী-মূর্তি ছাড়া অন্য আর কেউ ন'ন। এ চাক্ষুষ, জীবন্ত, সত্য। তবু এর বাস্তবতাকে ঘষে-মেজেও দেখতে চাইছেন, দেয়ালে কপাল ঘসে বুঝতে চাচ্ছেন স্বপ্ন দেখছেন না জেগে আছেন—তাই এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাপ-সহা।

জীবন বলল, কিন্তু এযে অশান্তিভরা পথ!

"শান্তির জন্য এ অশান্তি না এলে তো স্থায়ী শান্তি আসবে না। সব অবস্থাই সহ্য করতে হয়। যখন যে রকম থাকা হয় তাতেই আনন্দ পাওয়া দরকার।"

একত্রে এসেছি, একস্থানে যাব, তিনে মিলে এক হয়ে চলেছি। পথের আপদে-বিপদে যখন একই ভাগ্যলিপি তখন কি পথ বাছতে দ্বন্দ্ব-অশান্তি ভাল ?

বললাম, এক-কথায় যে তিন হয়ে চলেছি তাও জেনেছি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায়। মাতৃ-কৃপা লাভের সৌভাগ্যে একবচন গৌরবে বহুবচন হয়েছি—কার কি চেহারা পৃথক করে, স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি। এ দ্বন্দ্ব নয়, এ আত্মবিচার। এতদিনের পথ ত্যাগ করে এক-যোগে নতুন পথ ধরেছি। "ফল ছাড়লে সব কর্মই হয়ে পড়ে যোগ।" —এখন যে মায়ের দর্শনলাভ ছাড়া আমাদের অন্য তাড়া নেই।

কাকে বা শোনানো এ সব ধর্মের-কাহিনী। জীবন মানতে কি চায়! সে কিছুক্ষণ চলে দেখল, সুমুখের পথ প্রশস্তও নয়, আঁধারও বটে। থমকে দাঁড়িয়ে বলল, যে পথ নিজেই হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে চলে কোথায় পৌঁছব।

চলো, নিজেকে না হারালেই পৌঁছব।

সহসা আর্ত চিৎকার তুলে পথের কয়েকটা কুকুরের তাড়ায় এক বনের শেয়াল প্রাণ ভয়ে দক্ষিণের ঝোপে ছুটে চলে গেল। আমাদের পথও ঐ দক্ষিণ দিকে গেছে।

জীবন বলল, যমের দক্ষিণ দুয়ার দক্ষিণে নিশ্চয়।

সে চলতে চলতে অস্বস্তিতে আবার দাঁড়াল। বলল, আঁধারে যিনি সাহস দেন তিনি পথ দেখিয়ে আগে চলেন, না আগে চলতে বলে নিজে পিছনে হাঁটেন ?

বললাম, কেন তুমি ভয় পাচ্ছ ? "তিনি ধরে আছেন, ভয় কি ? অভয়কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায় ?"

সে বলল, আমার কথার উত্তর দেও তুমি।

বললাম, যিনি সাহস দিচ্ছেন তাঁর 'আগে'ও নেই, 'পিছনে'ও নেই, যেখানে যা চলেছে তার মধ্য দিয়ে তিনি চলছেন। তাঁর 'চলা'ই নেই।

জীবন বলল, তাই দেখো, পথও নেই। পথের শেষে হাতে স্বর্গ পাওয়ার কথা ছিল, এখন পথিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটতে পারবে। বিপদই হোল।

বললাম, "বিপদকে বিপদ বলে মনেই না করা। বিপদ মনে করাই পাপ।"

ঘটনাস্থল ঘর হতে শুধু দুই-পা দূরে আগরপাড়া-কামারহাটি। গিরি-কান্তার মরু-পারাবার নয়, রাতও নিশীথ হয়নি, তবু বইয়ের পাতায় লেখা দুর্গম-তীর্থ যাত্রা-কাহিনীর যাত্রী হয়ে চলতে লাগলাম।

মায়ের 'মর্জি' হলে, শিশিরের বিন্দুতে তিনি সূর্য এনে দেখান।

(ক্রমশঃ)

"দুর্লভ মানুষ–জন্ম পেয়েছ, বৃথা একটি মুহূর্ত্তও যেন না যায়। গাছ-পালা, পশু-পক্ষী কয়েকদিন জীবিত থেকে আবার নতুন গাছ-পালা, পশু-পক্ষী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি কেবল তাই করলে তবে আর প্রভেদ রইল কি ?"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণের প্রতি

শ্রীঅভয়

বাঁশী ছেড়ে তুমি ঘোড়ার লাগাম ধরেছ কৃষ্ণচন্দ্র।
অর্জুন প্রতি বাণীটি তোমার বেজেছে জলদমন্দ্র।
মোহেতে মলিন অর্জুন-মন। অবসাদে ভরে প্রাণ।
বলে, করিব না যুদ্ধ, কৃষ্ণ। অতিশয় ম্রিয়মান।
যুদ্ধের গুরু ; জগতের গুরু, মন্ত্রের গান তব
অর্জুনমনে জাগায়ে তুলিল উজ্জ্বল আলো নব।
মোহঘোর থেকে জাগালে পার্থে, কহিলে অমর বাণী।
এ দুর্বলতা ত্যজ হে পার্থ, ত্যজ এ ভ্রান্তিখানি।
কেহ কিছু নয়, সকলি আত্মা। বাসুদেবময় সব।
কর হে যুদ্ধ এক ক'রে নিয়ে জয় আর পরাভব।
একের মাঝারে এক হয়ে আছে জগতের যাহা যত।
সেই-সে একের পানেতে চাহিয়া যুদ্ধেতে হও রত।
কর্ম এবং অকর্ম দুটো এক ছাড়া কিছু নয়।
জেগে ওঠো এই মহান্ সত্যে, দূরে যাক্ সংশয়।
যাহা কিছু কর সর্বদা কর পরমে সমর্পণ।
ব্রহ্মযোগেতে জাগিয়া থাকুক সর্বদা তব মন।
দুনিয়ার খেলা দুদিনের খেলা, সুখহীন এই লোক।
পরম প্রভুর পানেতে তাকাও, ত্যাগ কর সব শোক।
কর কর শুধু তাঁহার স্মরণ, ভজন কর হে তাঁর।
তাঁহারি পূজনে রত হও, তাঁরে কর হে নমস্কার।
সেই একভাবে ভাবিত যে-জন তারি বুদ্ধিটি পাকা।
ছেড়ে দেওয়া চাই ভাঙা দুনিয়ার সুখদুখ নিয়ে থাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁর কাছ হতে প্রবর্তিত এ বিশ্বকর্ম যত
বিশ্বকর্মা মহাত্মা তিনি, হও তাঁর পায়ে নত।

ভাব দিয়ে তাঁর করে যাঁরা পূজা তাঁরাই চক্ষুষ্মান।
বুদ্ধিযোগেতে যাঁরা যোগী তাঁরা প্রকৃত বুদ্ধিমান।
তাই হে পার্থ, বুদ্ধিযোগেতে যোগী হও, ওঠো জাগি।
তাঁহার ভুবনে তুমি তাঁর কাজ করহ তাঁহার লাগি।
সকল ধর্ম হয়ে যাক্ ত্যাগ, একটি ধর্ম থাক্।
সেই পরমের পরম ধর্ম। শোন আজ তার ডাক।

কৃষ্ণ, আমার কানেতে পশেছে তোমার গীতার বাণী।
কৃষ্ণ, আমার ক্ষুদ্র প্রণাম পায়েতে দিলাম আনি।
কৃষ্ণ, আমার জীবনে আজিকে এনে দাও জাগরণ।
কৃষ্ণ, তোমার চাহি যে প্রসাদ— জীবন-সঞ্জীবন।
আত্মারি কথা কহিয়াছ তুমি। আত্মারি মাঝে সব।
আত্মা জাগিলে ফিরে চ'লে আসে যাহা কিছু গৌরব।
আমি অসীমের একটি পথিক, চলেছি আমার পথে।
কৃষ্ণ, তুমি কি সারথি হইবে আমার জীবন রথে ?

গীতা জয়ন্তী—২।১২।৭৬
বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈলাস ও মানসরোবর

শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌, এ

(২)

যাত্রা

তারপর একদিন সত্যি-সত্যিই যাত্রার দিন এসে পড়লো। ৬ই জুন, ১৯৭৫ দিনটাকে জীবনে সহজে ভুলতে পারব না। কী যে অধীর আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে সেদিন ঘুম ভাঙল তা বলে বোঝান যায় না। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত যে তা'র দিকে পা বাড়াচ্ছি—যা শুধু এতদিন কল্পনার ধন ছিল তাকে একবার চোখের সামনে দেখতে পাব—এই আনন্দে মন নেচে উঠতে চায়। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে কোথা থেকে যে একটা অকারণ আশঙ্কার কালো ছায়া থেকে থেকে ঘনিয়ে আসে তা বুঝতে পারি না—ভয় হয়—কি জানি যদি কোন দৈব-দুর্য্যোগে সব পণ্ড হয়ে যায়! এমনিই মানুষের অসহায় জীবন—সাহস করে একটু আগাম আনন্দ করবার অধিকারও তার নেই। জোর করে মনের উন্মত্ত আনন্দটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করি—মনকে ভবিষ্যতের ভালমন্দ সব কিছুকেই স্বীকার করে নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলি। কিন্তু যাই হোক কপালজোরে অঘটন আর কিছু শেষ পর্য্যন্ত ঘটল না।

প্রায় ১১টার সময় ট্রেন। তার অনেক আগেই, নিজের নিজের মোটঘাট নিয়ে সকলে এসে জমলাম দ্বারকা প্রসাদের 'ষ্টুডিও'-তে এবং সেখান থেকে অন্যান্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চারজন—অর্থাৎ দ্বারকা, সুরেশ, দুর্গাদাস আর লেখক—ষ্টেসনে এসে পৌঁছুলাম। বিশ্বনাথও ষ্টেসনেই আমাদের সঙ্গে এসে মিলল। গাড়ীর তখনও কিছু দেরী আছে। কিন্তু মন তখন এতই অধীর হয়ে উঠেছে যে, কোন রকম বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। যাক্ কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এসে পৌঁছুল আর আমরাও মোটঘাট নিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। এতক্ষণে যেন প্রাণটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তা হলে সত্যিই আমরা কৈলাসের দিকে চলেছি!—কথাটা যেন হঠাৎ বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। গাড়ী যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়ল, আর ক্যান্টনমেন্টের ষ্টেসনটা একটু একটু করে চোখের আড়ালে চলে যেতে লাগল, তখন কেমন জানি একটা অস্পষ্ট ভাব এসে মনকে অভিভূত করে বসল। সেটা কি যাকে ছেড়ে চলেছি সেই বহুকালের—পরিচিতের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা, না যে ভবিষ্যৎকে পেতে যাচ্ছি তার অনিশ্চিত রহস্যের প্রতি সশঙ্ক সম্ভ্রম—কিংবা দুই-ই—তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু এটা বুঝলাম যে, এবার শুরু হল নতুন পথে যাত্রা। সকলের ভবিষ্যতের চাবি-কাটি যাঁর হাতে, তাঁর উদ্দেশে বারবার করে প্রণাম জানিয়ে মন বললে—

"এবার আমার যাত্রা হল সুরু,
(এখন) ওগো কর্ণধার,
(তোমারে) করি নমস্কার !

রাত্রি তখন সবে ভোর হচ্ছে—পূব আকাশের দিকে প্রত্যাসন্ন নতুন দিনের সবেমাত্র একটা আশ্বাস বাণী পাওয়া যাচ্ছে—এমন সময় চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে তাকাতেই—দূরে উত্তরের দিকে অস্পষ্ট মেঘের মত ভেসে উঠল নগাধিরাজ হিমালয়ের বিরাট মহিমাচ্ছবি। প্রভাতের স্নিগ্ধ পবিত্রতার মধ্যে গম্ভীর বিশালতার এই ধ্যাননিমগ্ন মূর্ত্তি—মনকে নিবিড় বিস্ময়ে অভিভূত করে দিল। ভারতবর্ষের সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত উত্থান-পতন, সম্পদ-বিপদের শাশ্বত সাক্ষী এই হিমালয়—যার প্রতি কন্দরে-কন্দরে লুকান রয়েছে অতীত ভারতের বিরাট সভ্যতা-গরিমার ইতিহাস—যার প্রত্যেক নির্ঝরে নির্ঝরে প্রচারিত হচ্ছে তার অফুরন্ত বিভব-সম্পদের সন্ধান। এমন বিরাট গাম্ভীর্য্যের কাছে মানুষের অহমিকা-বোধ আপনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে—সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে—মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে যায়।

গাড়ী কাঠগুদামের দিকে চলেছে। ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের গাছপালাগুলো একটু একটু করে স্পষ্ট হতে লাগল। আশে-পাশের গাছপালাতেও বেশ একটু পাহাড়ী আমেজের দেখা দিয়েছে। বুঝতে পারা গেল যে, এবার শেষ হল সমতলের পালা। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী কাঠগুদামে এসে থামল। এইটিই হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিককার শেষ ষ্টেশন। এর উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফিট। আগের ষ্টেসন হলদুয়ানীতেই অনেক যাত্রী নেমে গিয়েছে। এখানেও বহু লোক নামল। বেশীর ভাগই নৈনীতালের যাত্রী। পাহাড়ে যাবার মরসুম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, কাজেই ভীড় কম নয়। ষ্টেসনের বাইরেই অসংখ্য মোটর আর বাস—মালিকেরা যাত্রীর জন্য ডাকাডাকি করছে। আমরাও বাস ঠিক করে নিলাম। আলমোড়া পর্য্যন্ত বিরাশি মাইলের জন্যে মাথা পিছু সাড়ে তিন টাকা করে মোটর ভাড়া আর আট আনা করে toll fee দিতে হবে। আগের বারে যখন এসেছিলাম, তখন ধরা-বাঁধা কোন ভাড়া ছিল না—বাসওয়ালারা যখন যেমন দাঁও বুঝত তখন তেমনি হাঁকত। তাতে করে যে, এদের নিজেদের মধ্যে রেশারেশির সৃষ্টি হ'ত, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানটাই হ'ত বেশী। এই সব কারণে এরা সকলে মিলে একটা সঙ্ঘ তৈরী করেছে আর ভাড়াও সব নির্দ্ধারিত করে নিয়েছে।

প্রায় ছ'টা সাড়ে ছ'টা আন্দাজ বাস ছাড়ল। কাঠগুদাম থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড়ী রাস্তা। বরাবর নৈনীতাল পর্য্যন্ত বাইশ মাইল একটানা চড়াই। মোটরের রাস্তাটিও অতি সুন্দর। একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তাও এখান থেকে ভীমতাল হয়ে আলমোড়ার দিকে গিয়েছে। পায়ে হেঁটে যেতে প্রায় দু'দিন লাগে। আমাদের মোটর পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে সাপের মত রাস্তা দিয়ে ছুটে চল্‌ল। রাস্তার প্রথম খানিকটা দু'পাশেই ঘন বন—শাল, শিমুল আরও নানা জাতের ছোট বড় গাছ। রাস্তার বাঁ-দিকে খাড়া পাহাড় আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে; আবার ডানদিকেও তেমনি খাড়াইভাবে নেমে গিয়েছে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে এবং তার অপর পার থেকে আবার এমনি পাহাড়ের সারি সোজা হয়ে উঠেছে! আর রুদ্রদেবের পিঙ্গল জটাজালের মত এই পাহাড়ে-ঘেরা সঙ্কীর্ণ বন্ধুর উপত্যকার মধ্য দিয়ে পাহাড়ী নদী উন্মাদিনীর মত ছুটে চলেছে। পাহাড়ের কোলের কাছে কোথাও কোথাও বা এক একটা ছোট্ট গ্রাম কলা-বাগানে ঘেরা তারই আশে-পাশে অধিবাসীদের চাষ-আবাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত—পাহাড়ের গায়ে থাকে যাকে যেন সিঁড়ির মত সাজান। মোটর চলেছে আর প্রত্যেক মোড়েই যেন নতুন নতুন দৃশ্য ভেসে উঠছে চোখের সামনে —কোথাও যেন পুনরুক্তি নেই। ক্রমে শাল গাছের বন শেষ হয়ে গেল—সুরু হল চীরের জঙ্গল। গাছগুলি একেবারে সোজা সোজা—খুব উঁচু, নীচের দিকে ডালপালা মোটেই নেই—উপরে অনেকটা ঝাউ গাছের মত দেখতে। এর রস থেকে রজন ও তার্পিন-তেল তৈরী হয়। এই সব সংগ্রহের জন্য সরকারী 'ডিপো'ও অনেকগুলি দেখলাম।

পথে রাণীবাগ পেরিয়ে বারো মাইলের মাথায় ব্রিউয়ারীতে (Brewery) এসে পৌছুলাম। পাহাড়ীরা সাধারণতঃ একে ব'লে বীরভট্টি। এখান থেকে বাঁ-দিক দিয়ে নৈনীতালের দিকে দু'টো রাস্তা চলে গিয়েছে—একটা মোটরের জন্য আর একটা পায়ে হাঁটা। মোটরের রাস্তায় নৈনীতাল প্রায় এগারো মাইল পড়ে কিন্তু পায়ে-হাঁটা রাস্তায় এর দূরত্ব মাত্র আড়াই মাইল। সামনেই অনেক উঁচুতে নৈনীতাল সহরের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। নীল রঙের পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বাড়ীগুলি যেন সন্ধ্যাকাশে তারার মত ঝক্‌ঝক্ করছে। এবার মোটর চল্‌ল রাণীক্ষেতের দিকে। ক্রমাগত চড়েই চলেছি। আর যতই ওপরে উঠছি, আশে-পাশের পাহাড়গুলিও যেন ততই বেশী উঁচু হয়ে উঠছে। উচ্চতার একটা সীমা আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। আর সঙ্গে সঙ্গে জুন মাসের নিদারুণ উত্তাপ যেন কোথায় যাচ্ছে পালিয়ে। হাওয়া ক্রমশঃই বেশী ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। কালকে সারাদিন আর রাত্রি গাড়ীতে অসহ্য গরম আর ভীড়ে যে কি কষ্টই ভোগ করেছি তা আর বলা যায় না; কিন্তু তখন গরমকে বলেছি—আর কতক্ষণ,—রাতটা পোহালেই তোমার হাত থেকে এ বছরের মত সসম্মানে পলায়ন অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে honourable retreat। এখন মনে হচ্ছে যেন গায়ে আর একটা কিছু ঢাকা দিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। বেচারী গ্রীষ্মকাল—সমতল ভূমির লোক—পাহাড়ী রাস্তায় মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়াই ওঠা তার সাধ্য নয় ক্রমশঃই যাচ্ছে পিছিয়ে। কিন্তু মোটরের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই,—পাগলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈত্যের মত সে গোঁ-গোঁ করে ছুটে চলেছে—কখন বাঁ-দিকে কখন ডাইনে। পাহাড়ী রাস্তা—আধ ফার্লংও কোথাও সোজা নেই। একটু পরে-পরেই মারাত্মক বাঁক। কিন্তু আচ্ছা বে-পরোয়া এই বাসওয়ালাগুলো। এমন সাংঘাতিক রকমের মোড় ঘুরবার সময়ও যেন গাড়ীর গতি কমাবার মোটেই তাদের ইচ্ছা নয়। কিন্তু আমাদের মত অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে ব্যাপারটাকে নেহাৎ নির্ব্বিকারভাবে দেখা অসম্ভব। এক একবার ত' এমন হচ্ছে যে, মোড় ঘুরবার সময় হয়ত বিপরীত দিক থেকে হঠাৎ আর একখানা মোটর কোন আওয়াজ না দিয়েই এসে উপস্থিত। ছু'টিতে ধাক্কা লাগে আর কি! বুকের মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করে উঠল। একটু ঠোকাঠুকি হলেই কিংবা পাশ কাটাবার সময় এক চুল এদিক ওদিক হলেই একেবারে সবশুদ্ধ হাজার ফুট নীচে খাতের মধ্যে পড়তে হবে, চিহ্নমাত্র আর থাকবে না। কিন্তু যেন নেহাৎ দৈবক্রমেই সংঘর্ষটা কেটে যাচ্ছে। তবে যখন অজানা পথে পা বাড়িয়েছি তখন ভাগ্যদেবতা আর এই রথ-চালকদের ওপর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে না দিয়ে আর উপায় কি—এই ভেবে মনকে এক রকম জোর করেই নির্ব্বিকার করবার চেষ্টা করলাম।

চলতে চলতে দেখলাম জায়গায় জায়গায় রাস্তায় মেরামত হচ্ছে, —কোথাও কোথাও বা সতর্কতাসূচক চিহ্ন দেওয়া। বাসওয়ালা বললে—গত বিহার-ভূমিকম্পের সময় নাকি রাস্তার অনেক জায়গায় ফাটল ধরেছিল, এখন সেগুলিকে মেরামত করছে

কিছুদূর আরও চড়াইয়ের পর সুরু হ'ল নামবার পালা। কয়েক মাইল উৎরাই নেমেই বাস এসে পৌঁছুল ভাওয়ালীতে। যক্ষ্মা রোগীদের হাঁসপাতাল আর বাসস্থান থাকার জন্যে জায়গাটি খুব প্রসিদ্ধ। আশে-পাশের লোক-সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়াবার পর বাস আবার চলতে শুরু করল। ক্রমাগত উৎরাই—গরমপানি পর্য্যন্ত। তারপর আবার রাণীক্ষেত পর্য্যন্ত তেরো মাইল একটানা চড়াই। যতই এগুচ্ছি গাছপালা ততই কমে আসছে—পাহাড়-গুলো সব রুক্ষ শ্রীহীন—কেবল কোথাও কোথাও এক একটা কাট-খোট্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেজুরগাছ কোন রকমে সজীবতার পরিচয় দিচ্ছে। রাণীক্ষেতের খুব কাছাকাছি আসতে আবার চীরের জঙ্গল সুরু হল আর সহরের প্রায় মধ্যে এসে প্রথম দেখা পেলাম দেওদারের। বেলা প্রায় বারোটা আন্দাজ রাণীক্ষেত বাজারের মধ্যে এসে গাড়ী থামল। বেশ বড় জায়গা! সব রকমের জিনিষই যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়। বড় বড় মনোহারী দোকান আর তাদের সাজ-সজ্জা দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, ইউরোপীয়ানদের বসতি এখানে নেহাৎ কম নয়। গোরা সৈন্য-দের জন্যে এখানে একটা ছাউনিও আছে। জায়গাটি তাদের পক্ষে বেশ আরাম-দায়ক। এর উচ্চতা প্রায় ৫৫০০ ফিট। এখানকার জলহাওয়াও যেমন ভাল আবার প্রাকৃতিক দৃশ্যও তেমনি চমৎকার। আকাশ একটু পরিষ্কার থাকলে দূরে বরফের চূড়াগুলি খুব স্পষ্ট দেখা যায়। বিশেষ করে সকাল আর সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের রক্ত আভায় তাদের কী অপরূপ সৌন্দর্য্য হয় তা' বলে বোঝান যায় না। আগের বারে পিণ্ডারী যাবার সময় সে দৃশ্য একবার দেখেছিলাম—এখনও তা মনের ভেতর জ্বলজ্বল্ করছে। এবার কিন্তু আমাদের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয়। কেমন একটা ধোঁয়ার মত আবরণে দূরের পাহাড়গুলি একেবারে ঢেকে রেখেছিল।

যাক্, কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করে—আবার বাস্ ছাড়ল আলমোড়ার দিকে। কিছুদূর এগিয়েই সুরু হ'ল উৎরাই। এ রাস্তায় আগে একবার সাইকেলে চড়ে নেমেছি। সেদিনকার বিপুল উত্তেজনা এখনও মনে পড়ে। রাস্তার মোড়-গুলিও প্রায় বেশীর ভাগ চেনা। তবে এবার আর সে উত্তেজনা নেই। নির্ব্বিকারভাবে এসে পৌছুলাম কোশীতে। ছোট্ট জায়গা কোশী-নদীর ধারে। এর পর আবার চড়াই সুরু হয়েছে। প্রায় বারো মাইল চড়াই উঠে বেলা আন্দাজ ছ'টোর সময় আমরা আলমোড়া সহরে এসে পৌছুলাম। প্রথমে ওঠা হ'ল এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে—তার নামে পরিচয়-পত্র ছিল। পরে সন্ধ্যার দিকে সুবিধামত একটি হোটেলে উঠে এলাম।

সমস্ত কৈলাস-যাত্রাটাকে তিনটি প্রধান পর্ব্বে ভাগ করা যেতে পারে, তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমটির সীমানা এই আলমোড়া পর্য্যন্ত এসেই শেষ হয়েছে। পূরোপূরি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা ও তার সব রকম ভাল-মন্দর সঙ্গে এইখানেই শেষ বিদায় নিতে হয়। এর পরে যেটা আরম্ভ হয় সেটা চলে প্রায় গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত —এ পর্ব্বটাকে হয়ত মধ্যযুগীয় বলা যেতে পারে; কারণ চাল-চলন এবং অন্য অনেক বিষয়ে সাবেক আমলকে এখানে এখনও সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নি, আবার দক্ষিণের আধুনিক হাওয়া যে এই দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীরের অতি সঙ্কীর্ণ অবসর দিয়েও একটু-আধটু এদিকে প্রবেশ করেনি তাও জোর করে বলা যায় না। এ সব জায়গায় একটু লক্ষ্য করলেই সনাতন আলখেল্লার ভীড়ের মধ্যে দুই একটা বুকখোলা হাল-ফ্যাসানের কোট বা এক আধটা 'নেকটাই' কিংবা দোকানের মধ্যে এখানকার সেই মান্ধাতার আমলের বিরাটকায় কলকের পাশে দুই একটা 'পেড্রো' বা 'রেলগাড়ী' মার্কা সিগারেটের বাক্স—এ অনায়াসেই চোখে পড়বে। কিন্তু গার্ব্বিয়াঙের পর থেকে যেটা আরম্ভ অর্থাৎ তিব্বতের মধ্যের অংশটা—সেটি একেবারে বিশুদ্ধ পুরাকালীয়। হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল ডিঙিয়ে নব সভ্যতার চঞ্চল হাওয়া কিংবা তার চোখ-ভুলান রূপসজ্জা এখনও সেখানে পৌছুতে পারেনি।

আবার অন্যদিক দিয়েও এই পর্ব্ব বিভাগের একটু সার্থকতা আছে। আলমোড়া পর্য্যন্ত আসতে শরীরকে তেমন কিছু বেগ পেতে হয় না। যন্ত্ররাজের রথের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বেশ ঘুমুতে ঘুমুতেই আসতে পারা যায়। এর পর কিন্তু রাস্তার প্রতি ইঞ্চিটি নিজের দৈহিক শক্তির দ্বারা অতিক্রম করতে হবে। অবশ্য অনেক দূর ঘোড়ায় চড়েও যাওয়া যায় কিন্তু তাও নেহাৎ কম শ্রমসাপেক্ষ নয়। কিন্তু তবু গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে রাত্রিবেলা থাকবার জন্যে বিশেষ ভাবতে হয় না। প্রত্যেক চটিতে দোকানদারদের আতিথেয়তার উপর অনায়াসে নির্ভর করা যেতে পারে—অবশ্য যদি তাদের ঘরে যথেষ্ট জায়গা থাকে। কিন্তু গার্ব্বিয়াঙের পর, হতে হবে একেবারে—স্বাবলম্বী, রাত্রি কাটাবার জন্যে দরকার মত তাঁবু পর্য্যন্ত নিজেদের নিয়ে যেতে হবে। এই পর্ব্বগুলি যেন হিন্দুদের তিনটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-বিভাগ। প্রথমটাকে বলা যেতে পারে গার্হস্থ্য—বাইরের সাহায্য এবং আশ-পাশের সঙ্গে লেনদেনের কারবারই যেখানে প্রধান। একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধের মধ্যে এমনি গাঁটছড়া বাঁধা যে, অনেকের সমবেত টানের মধ্যে পড়ে একের চাকা আপনিই গড়গড়িয়ে চলতে থাকে। ইচ্ছে থাকলেও দাঁড়াবার উপায় নেই।

দ্বিতীয়টি হল যেন বানপ্রস্থ—যাতে পরের সাহায্য কিংবা সম্পর্ককেও একেবারে অস্বীকার করতে পারে নি…অথচ শক্তির প্রবাহকে এনেছে অনেকটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে। সাধারণ জন-স্রোতের ঠেলাঠেলি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে …নিজের এলাকার রাস্তা নিজে খুঁজে নেবার জন্যে।

আর শেষের পর্ব্বটাকে বলা যেতে পারে সন্ন্যাস…যেখানে অপরের সঙ্গে সব সম্বন্ধ গিয়েছে ঘুচে…হয়েছে একেবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই সন্ন্যাসীদের বহু-দিনের দুঃখ কষ্ট, পরিশ্রমকে সার্থক করবার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে—শরণাগত ভক্তের প্রতি যোগীশ্বর শিবের প্রসন্ন করুণার মত নির্ম্মল মাধুর্য্য এবং গম্ভীর শান্তিতে ভরা কৈলাসের অনুপম রূপ!

(ক্রমশঃ)

"সং সাজিয়া সংসারে থাকিলে সুখী হওয়া যায়। যাহারা সংকে সার মানিয়াছে তাহারা তো সংসারী—সেখানে সদাই সংসরণ আর সংস্করণ, নিত্য যাওয়া আসা সুখদুঃখের দোলায় দোদুল্যমান। যাহারা নানা বেশে সং সাজে তাহারা নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া যায় না। তোমরা ত অমৃতের পুত্র। তোমাদের স্বরূপ তো সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan–"Bhaiji"	5-00
Sad Vani "	2-00
Sri Sri Ma Anandamayee–Gurupriya Devi, Vol I to XX	61-00
Ma Anandamayee–Dr. Pannalal	5-00
Akhanda Mahayajna–Gurupriya Devi	2-50
Kirtan Rasa Swarupa	6-00
Sankirtan–Stav–Arati	0-75
Amar Vani	6-00

BENGALI

Matri Darshan–"Bhaiji"	5-00
Sad Vani–"Bhaiji"	2-00
Sri Sri Ma Anandamayee–Gurupriya Devi, Vol. I–XVII	48-50
Akhanda Mahayajna " "	2-50
Kirtan Rasa Swarupa	10-00
Amar Vani	10-00
Shree Shree Ram Gita–Swami Narayanananda Tirtha	2-50
Vivek Churamani— " " "	3-50

GUJRATI

Ma Anandamayi-Na-Sannidhyama-(Containing Bhaiji's "Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha") by Swami Bhagavatananda Giri–Vol. I	4-00
–Vol. II	2-00

ENGLISH

Mother As Revealed to Me–"Bhaiji"	6-00
Matri Vani (Sayings)	3-50
Words of Sri Anandamayi Ma	7-50
Mother as Seen by Her Devotees	7-50
Sad Vani	3-00
Ma Anandamayi Lila—Hari Ram Joshi	15-00

PHOTOS

Photos–Various sizes	1-00 to 15-00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्री श्री आनन्द मयी चैरिटेबल सोसाइटी

ॐ मा

मातृ शरण

Registered with the Registrar of Newspapers of India under No. 4725-27/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

বর্ষ ২৪ অক্টোবর, ১৯৭৭ সংখ্যা ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

JUST OUT !

New Publication

Mātri Vāni

From the Wisdom of Sri Anandamayi Ma

Volume 2

Compiled by : **Sister Uma**

Translated by : **Atmananda**

With a Foreward by Dr. A. Lipski, Ph. D., Director of Religious Studies, California State University, Long Beach.

Contents

I Dharma

II Paramārtha

III Japa

IV Guru

V Vairagya Marga

VI Ānanda Swarūpini (Ma on Herself)

Contains two photos of Sri Ma not published before. Pocket size, Paper back, 320pp.

Price Rs. 5·50 or s 10 or $ 1.50

To be had of :

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

Bhadaini, Varanasi–221001 (India)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ বার্ত্তা

"অমর আত্মা—অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি"

চতুর্বিংশ বর্ষ] অক্টোবর, ১৯৭৭ [সংখ্যা ৪

পরামর্শ-পরিষদ্

ডঃ গোপীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., পি. আর. এস., ডি. লিট্

ডঃ বিবেক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম, এ. পি. এইচ. ডি.

ব্রহ্মচারী শিবানন্দ

★

সম্পাদক—ব্রহ্মচারী নির্ম্মলানন্দ এম. এ., শাস্ত্রী

কার্য্যকরী সম্পাদক—নারায়ণ চৌধুরী

* বার্ষিক চাঁদার হার *

ভারতে—আট টাকা (সডাক)

বিদেশে—(সি মেলে)—১২ টাকা ৫০ পয়সা অথবা ১ পাউণ্ড অথবা ৩ ডলার

— (এয়ার মেলে)—৩০ টাকা অথবা ২ পাউণ্ড ১৫ শিলিং (ইউরোপ)

— ৪০ টাকা অথবা সাড়ে ছয় ডলার (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা)

প্রতি সংখ্যা—২৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মাবলী

* 'আনন্দবার্ত্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী—এই তিন ভাষায় তিনটি পৃথক্ পৃথক্ সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

* জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ হয়। বৎসরের যে-কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

* প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকার নিকট পত্রিকা যথাসময়ে পাঠান হইয়া থাকে। ডাকের গোলমালের জন্য কখন কখন পত্রিকা গন্তব্যস্থানে পৌঁছায় না। ফেব্রুয়ারী, মে, আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজখবর লইয়া পরে কার্য্যালয়ে সূচনা দিবেন।

* শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য উপদেশাবলী-সম্বলিত রচনা বিশেষভাবে 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষা—সংস্কৃতিমূলক ও তথ্য-বহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী ও আখ্যায়িকাদিও 'আনন্দবার্ত্তায়' প্রকাশিত করা হয়।

* প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৫/৬ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বদা নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। প্রয়োজনমত প্রকাশনযোগ্য পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জ্জন করা হইবে।

* আনন্দবার্ত্তা ভি॰ পি॰ দ্বারা পাঠান হয় না।

* স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে সত্বর জানাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* চাঁদা পাঠাইবার সময়ে এবং পত্রাদি ব্যবহারকালে নিজের নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর পরিষ্কারভাবে মণিঅর্ডার কুপনে লিখিয়া পাঠাইবেন।

* যাঁহারা চেক্ দ্বারা চাঁদা পাঠাইবেন, তাঁহারা ব্যাংক-কমিশন বাবদ অতিরিক্ত তিন টাকা পাঠাবেন।

* টাকাকড়ি ও চেক্ ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা — জেনারল সেক্রেটারী, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী (পাবলিকেশান একাউন্ট্), ভাদৈনী, বারাণসী-১

* রচনাদি, সমালোচনার পুস্তক পাঠাইবার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার ঠিকানা — সম্পাদক—'আনন্দবার্ত্তা', শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী, ভাদৈনী, বারাণসী-১

*

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, বারাণসীর পক্ষে স্বামী ভাগবতানন্দ দ্বারা
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ও
অনুপ প্রিন্টার্স, রামাপুরা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	মাতৃ-বাণী	—	২১১
২।	মাতৃ-সৎসঙ্গ (১৯)	—স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি	২১৩
৩।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	—৺অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত	২২০
৪।	"আবার এস"	—নারায়ণ চৌধুরী	২২৯
৫।	জগজ্জননী মা আনন্দময়ী	—শ্রীতারাকুমার ঘোষ	২৩৪
৬।	মাতৃ-কৃপা	—বেলা দত্ত	২৪০
৭।	পরশন	—অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ	২৪২
৮।	মাতৃ-প্রসাদ (১ম খণ্ড)	—মৌনী মা	২৪৮
৯।	মাতৃ-কথামৃত	—শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৯
১০।	সুরের তরে এসেছি আজ	—শ্রীঅভয়	২৫৬
১১।	কৈলাস ও মানসসরোবর	—শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫৯
১২।	ভারতের মহান ঐতিহ্য ও সাধনা	—ডঃ সুধাংশু ভট্টাচার্য্য	২৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

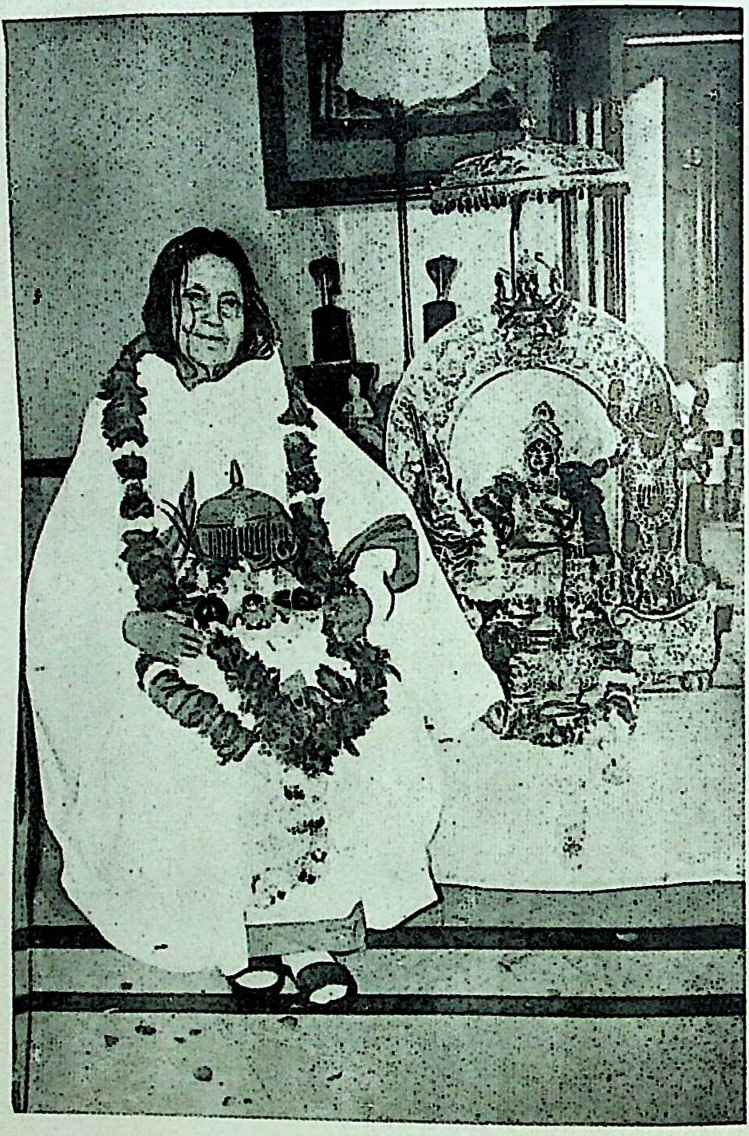

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃ মাতৃ-বাণী ঃ

[সংকলন—ব্রহ্মচারিণী চিত্রা]

সৎ-কথা, সৎ-ব্যবহার, সৎ-চরিত্র—শুদ্ধ পবিত্র জীবনধারার গতিতে সর্ব্বক্ষণ চলা। ধার্ম্মিক নীতিবিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে শক্তির জাগরণ হয়। জন্ম সফল হওয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। নিজ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হওয়া—সেই লক্ষ্যেই তো থাকা।

*　　*　　*

অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ভাব্বার সময় দেওয়া কেন? নিজের যাত্রা সফলের চেষ্টা প্রয়োজন। সত্যানুসন্ধান বিনা মানুষের বিঘ্ন-বিনাশের রাস্তা নেই। কেবল নিজকে পাওয়ার, নিজের অনুসন্ধানই করণীয় নয় কী?

*　　*　　*

দয়াল ঠাকুরের রাজ্যে দয়ার ব্যবস্থা তো করেই রেখেছেন। তিনি তো ঢেলেই আছেন—দিচ্ছেন, বর্ষাধারার মতন দিচ্ছেন। পাত্র সোজা করে রাখলে তো ভরে যায়। উল্টো করে রাখলে পাত্র ভেসেই যায় ফেঁসেই থাকে। নেয় কে? ধরে কে? হাহাকার, শুষ্কতা—যেদিক শুকাইবার শুকায়।

*　　*　　*

কত জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম-সংস্কারে মানুষের জন্ম। তিনি বিপদ-হারী, দুঃখহারী—অসহনীয় ব্যথার ভিতর দিয়ে এইরূপে তিনিই। দুঃখ ও ব্যথার ভিতরে সাধারণের ভগবদ্ভাব রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু ভগবৎ-ভক্ত যিনি তার সর্ব্বাবস্থায় "তিনিই—একমাত্র।" যার ভিতরে ঠাকুরের নাম বসে গেছে তার কল্যাণেরই দিক্।

*　　*　　*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক ঠিক গুরু-শিষ্য যেখানে, সেখানেই নিত্য সম্বন্ধ। শক্তিশালী গুরু যেখানে, সেখানে সাময়িক অবিশ্বাস আসলেও অন্তর্নিহিত গুরুশক্তির দ্বারা তাকে বিশ্বাসের দিকে টেনে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকেই।

* * *

জগতের চিন্তায় পাগল হবে কেন ? পরমার্থ চিন্তায় পাগল হতে হয়। বিশেষ ধারা সব সময় উপস্থিত না হতে পারে, কিন্তু স্রোত থাকা দরকার। ঐ স্রোতের সঙ্গেই ধারা আসা স্বাভাবিক। জগতের বিক্ষেপযুক্ত ব্যাপারে ভেসে যাবে কেন ? ভেসে যাওয়া তো পরমার্থপ্লাবনে।

* * *

সৎ-অনুষ্ঠান ক্রিয়া করা চাই, ক্রিয়া-স্বরূপ প্রকাশের জন্য—যে প্রকাশে অপ্রকাশ নাশে। শরীরের বর্হিমুখী ক্রিয়ার গতি অন্তর্মুখ করবার চেষ্টা। ভগবৎ-ক্রিয়ায় শরীরকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ। মনের দুর্গতি—অর্থাৎ যে ভাবনাচিন্তার গতি ভগবানকে দূরে রাখে। অভাবের তাড়না হতে মুক্ত হয়ে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাই মানুষের করণীয়।

* * *

আশ্রমে মোহের সেবা নয়—জনজনার্দ্দনবোধে সৎভাবে, প্রীতিতে সেবার চেষ্টা সকলে করছে। যারা ভগবৎ-পথের যাত্রী তারা আশ্রমে আসে, থাকে, আশ্রমের গুণগুলি দেখে, বাছে. গুণগ্রাহী হবার চেষ্টা করে। দোষদর্শন না হওয়াই শ্রেয়—যতক্ষণ মানুষের পরমস্থিতি লাভ না হয়। মানুষের দোষত্রুটি স্বাভাবিক। যাতে নির্দ্দোষ হতে পারা যায়, সেইজন্যেই তো আশ্রমবাসী।

—— ০ ——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-সৎসঙ্গ

(১৯)

স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি

৫ই মে, ১৯৫৭

প্রঃ—ভগবানের এত জন্ম ও অবতার হইয়া গেছে তবুও আমরা অজ্ঞানী কেমন করিয়া থাকিলাম ?

মাঃ—এত ভাগবতী-কথা শোনাইলাম তবুও তোমার প্রশ্ন থাকিয়া গেল ?

প্রঃ—আমরা বুঝি নাই।

(সভাস্তে কেহ বলিল) আপনি উঁচু হইতে কথা বলেন।

মাঃ—তুমি নীচে বাজাইয়া শোন। যেমন বাজাইবে, তেমন শুনিবে। নিজের কথাই শুনিবে।

প্রঃ—ভগবান কৃপা কেন করেন না ?

মাঃ—প্রার্থনা কর, কখনো না কখনো লাগিয়াই যাইবে।

প্রঃ—মা, কোনও ব্যক্তিকে বিছায় কাটিলে যাহারা ঝাড়ফুঁক্ করে তাহারা পনেরো-মিনিটের মধ্যে মন্ত্রশক্তির দ্বারা ব্যথা ভাল করিয়া দেয়। তিন ঘণ্টায় একেবারে সুস্থ করিয়া দেয়। আর যাহারা রামনাম জপ করে, তাহারা কিছুই দূর করিতে পারে না, কিছুই করিতে পারে না।

মাঃ—তুমি রামনাম জপ কর আর তাহাতে মিটিবে না, ইহা হইতেই পারে না।

প্রঃ—যাহারা বিছার ঝাড়ফু ক্ করে, তাহারা বছরে একদিন তিন ঘণ্টা নিজের মন্ত্র জপ করে কিন্তু অন্যে সম্পূর্ণ বৎসর রামনাম জপ করিয়াও কিছু করিতে পারে না, ইহার কারণ কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঃ—একটি কথা আছে। মহাত্মারা বলেন যে ফলের দিকে তাকাইও না। রামের জপ করিবে আর ফলের দিকেও তাকাইবে ইহা ঠিক না। রাম দুঃখ দূর করিবেন না ইহা হইতে পারে না। যে কেবল বিছার কাঁমড়ানোই দূর করিতে পারে আর কিছু করিতে পারে না, সাপে কাটিলে কিছু করিতে পারে না। সর্পের মন্ত্রও আছে, মন্ত্রতন্ত্র ভগবানের মধ্যেই আছে। শিব, বিষ্ণুর পৃথক পৃথক মন্ত্র। যাহা ঋষিমুনিদিগের মন্ত্র, তাহাতে যথার্থ শক্তি আছে। যেমন আমি তোমাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিলাম আর তুমিও 'হ্যাঁ' বলিয়া উত্তর দিলে। ক্রোধের সহিত ডাকিলে তুমি অন্যরকমের উত্তর দিবে। মন্ত্রজপে সংসারের ত্রিতাপজ্বালা শান্ত হইয়া যায়। যেমন সর্পের বিষ মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা দূর হইয়া যায় তেমনই যথার্থ বিষরূপী জগতের গতিকে রুদ্ধ করা ভগবানের নামের দ্বারাই সম্ভব হয়। মৃত্যুর সময়ে রাম কহিলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া যায়। 'রাম রাম' করিতে থাক, ফলের দিকে তাকাইও না। সত্যি কথা তো এই যে যদি ফলপ্রাপ্তি চাও তাহলে বুঝিতে হইবে অমৃত চাহিতেছ না। যেমন কর্ম্ম করিবে তেমনই ফল পাইবে। যতটা বদনাম করিতেছ ততটা ফল অবশ্যই জমা হইতেছে। যেখানে ফলাকাঙ্খা আছে, সেখানে ক্রিয়া করিলে ফল পাইবে না ইহা হইতে পারে না। ভগবান কে? ভগবান যন্ত্রী, তিনিই চালাইতেছেন। "আমি" বলিবার শক্তি কোথা হইতে আসিল? তুমি রাম-রাম কর। যত রাম রাম করিবে ততই ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইবে। সাধক বলে আমি মরিতেছি। রাম মানে আরাম—আত্মারাম তোমাকে মরিতে দিবে না। এই ভগবানের জন্য তোমার ব্যাকুলতা আরোও বাড়িবে। তাহাতে মলিন বাসনা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আর রামনাম ছাড়িবে না। হা রাম! আরাম!

৬ই মে, ১৯৫৭

প্রঃ—মন্দিরে মূর্ত্তি দেখি কিন্তু ইহাতে ভগবানের দর্শন হয় না।

মাঃ—আমি দেখিলাম কিন্তু ভগবান আমাকে দেখিলেন না ইহা হয় না। কোনও এক অন্ধ ব্যক্তি বদ্রীনারায়ণ যাইতেছিল। লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল : তুমি অন্ধ, এত কষ্ট করিয়া বদ্রীনাথ কেন যাইতেছ ? কি দেখিবে ? সে বলিল, "আমি তো দেখিব না কিন্তু ভগবান তো দেখিবেন।" যদি যথার্থ দর্শন হইয়া যায় তবে আর কোন প্রশ্ন থাকিবে না। যত্র জীব, তত্র শিব। ভগবান যতক্ষণ আছেন "আমিও" ততক্ষণ আছে। ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। বাবা, তুমি অজ্ঞানের দ্বারা বলিলে, বই-এ পড়া ও শোনা কথা বলিলে। তোমার কি প্রত্যক্ষ অনুভব আছে ?

প্রঃ—না, শাস্ত্র হইতে শুনিয়াছি।

মাঃ—এই শরীর তো বলে তুমি ভগবানের কাছে সদা সর্ব্বদা আছ। আত্মদৃষ্টিতে এক আত্মাই আছেন। সেবকরূপেও তুমি ; এরূপ জ্ঞান জ্ঞানবান পুরুষের হইয়া থাকে। কখন আমি ছিলাম না ? সর্বক্ষণ তাঁহার কাছেই আছি। অতৃপ্তরূপে ভগবান প্রকট হন। যেমন গুরু উপদেশ দেন সেইভাবেই ভগবানকে পাইবার চেষ্টা কর। কান্না আসে যে এখনও ভগবান পাইলাম না। এমনই তীব্র ব্যাকুলতায় ভগবান প্রকট হন। বিরহ থাকিয়া যায়। প্রথমে ভগবানের সাথে মিলন হয় তারপর বিরহ, পুনঃ মিলন। ভগবান প্রকাশিত হইলে নব নব রূপের দর্শন হয়। কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন "পিতামাতা হইতে ছেলেমেয়ের উৎপত্তি হয়। এই শরীর তো বলে তুমি স্বয়ংই পুত্ররূপে উৎপন্ন হও। পিতা, পতি ও পুত্র তোমাতেই আছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সবকিছুই আছে। নিজের পুত্র, কন্যা ও পত্নী নিজেতেই পাইবে। সবাই মাতা-পিতা। সকলেই বালমুকুন্দ। (মুকুন্দ ভাই-এর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) সত্যি কথা তুমিই সর্ব্বরূপে। ভগবানকে পাওয়া অর্থাৎ নিজকে পাওয়া। একটি একটি করিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুন ভয় পাইল। নিজকে পাইলে অর্জুনের ভয় লাগিত না। প্রথমে তো ভগবানের দর্শন করিতে পারিল না, যখন ভগবান দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন তখন দর্শন করিতে পারিল। ভগবান দেখাইলেন যে আমাতেই সবকিছু আছে স্থিতি-রূপে, গতিরূপে, তাহার অতীতরূপে, স্বয়ংই। এই জন্যই পুত্রকে আত্মজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়। এই শরীরকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "তোমার মাতাপিতা কয়-জন?" এই শরীর বলে যে "এক পিতা ও অনন্ত পিতা। এক মাতা ও অনন্ত মাতা। আবার কে কাহার মাতা ও পিতা?" মাতাপিতার তো তখন কথাই থাকে না। হে ভগবান, সব তোমারই রূপ। নিজকে পাওয়ার চেষ্টা কর। আপনি কে? ইহার খোঁজ কর। সাধন মানে স্বধন অর্থাৎ নিজের ধন প্রাপ্তির চেষ্টা কর। এই সমস্ত ভগবানেরই খেলা, ভগবান অন্তর্যামীরূপে সবাইকে চালান। তোমাকে শক্তি দিয়াছেন, শক্তি ভগবৎ-প্রাপ্তিতে লাগাও। তুমি নিজের খেলাধুলায় সময় কাটাইতেছ, তোমাকে এই ভাব কে দিয়াছে? (মুকুন্দ ভাই-এর দিকে তাকাইয়া) তুমি ভাগবৎ পাঠ করাইলে আর স্বয়ং ভগবান তোমা হইতে এই কথা প্রকট করাইলেন। যথার্থ ব্যাকুলতা এখনও আসে নাই, নইলে অবশ্য প্রকাশ হইয়া যাইত। ভগবৎ-প্রকাশ হইতে এক সেকেণ্ড, মুহূর্ত্তও লাগে না।"

৭ই মে, ১৯৫৭

প্রঃ—যথার্থ আনন্দ কি রকম?

মাঃ—যেমন কেহ মিষ্টি খাইতেছে, অপর কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে মিষ্টি কিরূপ? সে তাহা বুঝাইতে পারে না, বা কেহ সুন্দর ফুল দেখিল, কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে ফুলের সুন্দরতা কিরূপ? তবে সে ভাষার দ্বারা নিজের পূর্ণ অনুভব বুঝাইতে পারিবে না। তেমনই যথার্থ আনন্দ কিরূপ? ইহাও বোঝানো যায় না। অনুভবের দ্বারাই বোঝা যাইতে পারে।

প্রঃ—আজ হরিবাবা গুরুর চরণরজের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, ইহাতে গুরুর কি মাহাত্ম্য?

মাঃ—যেমন তুমি বাজাইবে তেমন শুনিবে। এই শরীর একটি কাহিনী শুনিয়াছিল। বাংলাদেশে বংশপরম্পরায় গুরু-কুলগুরুর প্রথা আছে। এক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন গুরুদেব ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। গুরুদেব বেশী পড়ালেখা ছিলেন না। তাঁহার পত্নীও ছিল। তাঁহারা বড় দরিদ্রাবস্থায় দিন কাটাইতেন। একদিন পত্নী তাঁহাকে বকিয়া কহিলেন, "আপনার ঘরে আসিয়া আমি না ভাল খাওয়া, কাপড় পাইলাম আর না কোনো গহনাই পাইলাম, বড়ই দুঃখ রহিয়া গেল।" ইহাতে তাঁহার বড় দুঃখ হইল। নিকটস্থ গ্রামেই কোন শিষ্যের কাছে গেলেন। মধ্যে নদী পড়িত। নদীতে কম জল ছিল, নদী পার করিয়া প্রাতঃকালে একটু একটু রৌদ্র আসিতেই শিষ্যের বাড়ী পৌঁছিলেন। শিষ্য কহিল যে আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে গুরুদেব সকালেই দর্শন দিয়াছেন। সে তাহার পত্নীকে কহিল "গুরুদেব রান্না করিবেন। অতএব তুমি তাঁহার সব জোগাড় করিয়া দাও।" এই বলিয়া শিষ্য জিনিষ আনিতে গ্রামের বাজারে চলিয়া গেল। সে ধনী ছিল। শিষ্যের পত্নীর সম্পূর্ণ অঙ্গে গহনা ছিল। এই দেখিয়া গুরুর নিয়তি বিরূপ হইল আর সে একটি বড় পাথর আনিয়া এমন স্থানে মারিল যে বেচারী স্ত্রীলোকটি সেইখানেই মরিয়া গেল। গুরুদেব সেই সমস্ত গহনা খুলিয়া নিজের গামছায় বাঁধিয়া নিয়া চলিল। ইতিমধ্যে সে নদীর পাড় দিয়া শিষ্যকে আসিতে দেখিল। শিষ্য তো গুরুকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল এবং বলিল যে "গুরুদেব আমাকে প্রসাদ না দিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না, কৃপা করিয়া আপনি ঘরে ফিরিয়া চলুন।" গুরুদেব ঘরে ফিরিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাঁহার ভিতরে ভয় ছিল যে শিষ্য যেনো তাঁহার কুকর্ম্মটি জানিয়া না ফেলে। কিন্তু শিষ্যের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে যাইতেই হইল। শিষ্য দেখিল গুরুর হাতে একটি পুটলী, যাহাতে কিছু বাঁধা আছে। তাই শিষ্য বলিল "পুটলীটি আমাকে দিন আমি নিয়া যাইতেছি, আপনি কেন কষ্ট করিবেন ?" গুরুদেব দিতে ভয় পাইতেছিলেন কিন্তু শিষ্যের হৃদয়ে কোন শঙ্কা ছিল না, তাই সে গুরুর নিকট হইতে পুটলীটি নিয়া নিজের মাথায় রাখিল। ঘরে পৌঁছাইয়া সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিল। সে দেখিল যে তাহার স্ত্রী পড়িয়া আছে, তাহার শরীরে প্রাণ নাই। কিন্তু শিষ্যের মধ্যে দৃঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল, তাই সে ভাবিল যদি স্ত্রীর কথা ভাবি তাহা হইলে গুরুদেবের সেবা হইতে বঞ্চিত হইব তাই স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিল না। প্রথমে গুরুদেবকে ভোজন করাইল, প্রসাদ নিল। গুরুদেবের মনের অবস্থা মনই জানে। গুরুদেবের মনতো গহনার পুটলীর উপরেই ছিল। কিন্তু শিষ্য গুরু-দেবের চরণকমলের জল—চরণামৃত পান করিল ও খানিকটা চরণামৃত নিজ মৃত পত্নীর অঙ্গে ছিটাইয়া দিল ও বলিল "গুরুদেবের কৃপায় ভাল হইয়া যাও।" শিষ্যের এই অগাধ শ্রদ্ধা ও গুরুভক্তিতে স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। পতী ও পত্নী গুরুদেবকে প্রণাম করিল। শিষ্য নিজ স্ত্রীর অঙ্গে গহনা না দেখিয়া কিছু মনে করিল না। গুরুদেব নিজ পুটলী লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। গুরুদেব ঘরে গিয়া নিজ পত্নীকে গহনা দিলেন। দ্বিতীয় দিনে গ্রামে কানা-ঘুষা হইতে লাগিল যে এরা এত গরীব কিন্তু গহনা কোথা হইতে আসিল, শেষে সত্য কথা খুলিয়া গেল। কিন্তু শিষ্যের ভক্তিই তাঁহাকে বাঁচাইল। শিষ্য সমস্ত খবর শুনিয়াও বিশ্বাস করিল না, সে নিজ গুরুভক্তিতে অটল রহিল।

প্রঃ—ইহাতে গুরুর কি মহত্ত্ব হইল? ইহা তো শিষ্যের ভক্তির মাহাত্ম্য। গুরুর কি আবশ্যকতা রহিল?

মাঃ - তোমার শাস্ত্রে কি আছে তাহা তুমি জান। তুমি শাস্ত্রী পাশ করিলে, বি. এ. পাশ করিলে। এই সমস্ত কি গুরু বিনা করিয়াছ? প্রশ্ন তুমি করিতে পারিতে যে গুরু জ্ঞানী ছিলেন না। শিষ্যের ভক্তিতেই হইল। কিন্তু এইদিকের কথাও আনিতে পার যে ইহা গুরুশক্তিতেই হইয়াছে। ঐ বংশপরম্পরাগত কুলগুরু হইতে যে শক্তি আসিতেছে তাহাই গুরু শিষ্যকে দিয়াছেন। গুরু করার পর হইতে তোমাতে ভক্তি আসিল। যেমন দ্বিজদের গোত্র হয়। কোন গোত্র হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, কোন ঋষির সন্তান তুমি, ইহা জানা যায় আর সেই ঋষিদিগের মন্ত্রশক্তি বীজরূপে তোমাতে নিহিত থাকে। যেমন ছোট একটি বৃক্ষের বীজের মধ্যে অনন্ত বৃক্ষ নিহিত আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনই মন্ত্রের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। সমস্ত শক্তি ভগবানে লাগাও। নাম ও নামী অভিন্ন। নাম স্বয়ং ভগবান, যেমন অক্ষর—যে ক্ষর হয় না, সেই শব্দব্রহ্ম কে? পুনঃ ভগবানই শব্দ অতীত ব্রহ্ম তিনিই সব-কিছু। ভগবানের নামে এত শক্তি যে একবার নাম নিলেও এত পাপের ক্ষয় করিয়া দেয়, যে যত পাপ মনুষ্য জীবনেও করিতে পারে না। অগ্নিতে ও অগ্নিকণায় দাহিকা-শক্তি একই। ইহাতে ভক্তি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। গুরু-শিষ্যতে শক্তিপাত করে। তোমার বংশপরম্পরা ক্রিয়া হইয়া আসিতেছে। দীক্ষা নিলেই ভগবৎ-শক্তির জাগরণ হয়। শক্তিপাত করিতে পারে না এমন গুরুও যদি হয় পূর্ব গুরুশক্তি তো রহিয়াই গেছে। দীক্ষা হইলে সকলের জাগরণ হয়। তোমরা যাহা পড় তাহা তো অর্থকরী বিদ্যা, অবিদ্যা। ব্রহ্ম-বিদ্যা বিনা অবিদ্যার নাশ হয় না।

প্রঃ—শ্রদ্ধা ধাপে ধাপে হয়। কাহারো কম কাহারো বেশী কেন হয়?

মাঃ—সর্ব্বরূপেতে তুমিই। বাচ্চার রূপে তুমিই তো প্রকাশিত। আমের গাছে আম আসে। কাঁঠালের গাছে কাঁঠাল আসে। এই সমস্ত বৃক্ষের ক্রম, সেখানে সম্পূর্ণ অনন্ত প্রকার নিহিত আছে। মস্তক বৃক্ষের মূল, যেমন গীতায় পড় "ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখ।" ভগবানে অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত শক্তি সব-কিছু। কোন এক মায়ের ৫টি সন্তান। যে বাচ্চার যাহা আবশ্যক তাহাই দেন। ১২ বছরের বাচ্চাকে ভাত দেন ও এক বছরের বাচ্চাকে দুধ পান করান। যে বাচ্চার যেমন আবশ্যক মা তেমনই তাহাকে দেন। যেমন ক্রমানুসারে পড়িলে পড়িতে পড়িতে বিদ্বান্ হয়, তেমনই অক্রমেও হইতে পারে। সেখানে ক্রম, অক্রম সবকিছুই সম্ভব।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(৬ষ্ঠ খণ্ড)

৺অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

বিকালবেলা ৫টা বাজিতে বাজিতেই আশ্রমে গেলাম। মা তখনও উপর হইতে নামেন নাই। একটু পরই মা নামিয়া আসিলেন। আসিয়া চত্বরের উপর বসিলেন। সুধীরবাবু সকালবেলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে আমাদের হিন্দুদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে গুরু ছাড়া সাধন ভজন চলিতেই পারে না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম শ্রীঅরবিন্দ এবং আপনার মধ্যে দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দ যদিও প্রথমে একটি গুরু স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুকে ছাড়াইয়া অনেক উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ হইতেই যে তাঁহার এই অবস্থা লাভ হইয়াছে এ কথা তিনি বলিয়া-ছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যদি ভগবৎ কৃপার জন্য উন্মুখ হওয়া যায় তবে উহা লাভও করা শক্ত নয় এবং সেইজন্য গুরু যদি পূর্ণ জ্ঞানী নাও হন তাহাতেও কোনও বাধা সৃষ্টি হয় না। আর গুরু যদি পূর্ণও হন কিন্তু শিষ্য যদি সেরূপ আধারসম্পন্ন না হন এবং ভগবানের দিকে নিজকে উন্মুখ করিয়া রাখিতে অসমর্থ হন তবে গুরু পূর্ণ হইলেও তাহাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারেন না।

মা—আচ্ছা, কৃপার দিকে নিজকে উন্মুখ করিয়া রাখিলেই কি ভগবৎ-কৃপা আসে, না ভগবৎ কৃপা আসিলেই নিজকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখা যায়? আমিও বলি যে শাবল দিয়া মাটিতে আঘাত করিলে শাবল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাটিতে ঢুকিয়া যায় তাহা আঘাতের জন্যই কি ঐরূপ হয়, না মাটি শাবলকে ঢুকিতে রাস্তা করিয়া দেয় বলিয়াই উহা মাটিতে ঢুকিয়া পড়ে ?

সুধীরবাবু—ইহার কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে হয় তাহা বলা শক্ত। বোধহয় দুইটিই এক সময়ে হয়। যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আপনার বেলাও কোন গুরু দেখা যায় না। সেইজন্য আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে আপনার গুরুকরণ করিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে না গুরু ছাড়াই হই-য়াছে ? সকালবেলা যতদূর বলিয়াছিলেন তাহার পর হইতেই এখন আরম্ভ করুন। সকালবেলা বলিয়াছিলেন যে কীর্ত্তনে আপনার দেহ এলাইয়া পড়িত।

মা—হাঁ, উহার পর হইতেই মাঝে মাঝে এরূপ হইত। আমরা যেখানে থাকিতাম তাহার নিকটেই এক ছুতোরবাড়ী ছিল। তাহারা নৌকা তৈয়ার করিত। দিনের বেলা তাহারা কাজকর্ম্ম করিত কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহারা কীর্ত্তন করিত। তাহাদের বাড়ী যদিও দেখা যাইত না, কারণ মাঝখানে একটি বাঁশঝোপ ছিল কিন্তু তাহাদের কীর্ত্তনের শব্দ আসিয়া পৌঁছিত।

ঐ শব্দ শুনিয়াই দেহের বিকল অবস্থা হইত। পরে এমন হইল যে দিনের বেলায় যখন ঐ বাড়ীর দিকে চাহিতাম তখন ওদিকের সবই যেন আনন্দময় বলিয়া মনে হইত এবং উহাদের সহিত সামাজিকভাবে সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর না হইলেও কীর্ত্তনের জন্য উহাদের সহিত একটা আনন্দময় সম্বন্ধ হইয়াছিল। ঐ ছুতোরদের বাড়ীতে একটা ছোট ছেলে ছিল। সে আমার কাছে আসিত। তাহাকে কীর্ত্তন করিতে বলিলে সে নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিত। তাহাকে কীর্ত্তন করিয়া নাচান এই দেহের একটা খেয়াল ছিল। এই কীর্ত্তন করিতে গিয়া তাহারও ভাব হইত। তাহার মা যখন ঐ ভাব দেখিল সে ভয় পাইয়া আমাকে বলিল, "এত এখনও শিশু, ইহাকে আর হরিবোল করিয়া নাচাইবেন না"। তাহার মা নিষেধ করার পর হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে আর নাচান হইত না। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হইলেই সে 'হরিবোল', 'গোবিন্দ বল' বলিয়া জোরে জোরে চেঁচাইত। যাহা হউক এইরূপে নানাস্থানে এবং নানাভাবের কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে শরীরের বিকল অবস্থা হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ইহাকে গোপন করিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু এ চেষ্টাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। কারণ ভাবের বেগ যখন প্রবলভাবে আসিত তখন গোপন করিবার চেষ্টা কোথায় ভাসিয়া যাইত। কীর্ত্তনে যে আমার ভাব হয় ইহা লইয়াও আমাকে ঠাট্টা করিত। আমিও তাহাদের ঠাট্টাতে হাসিয়া যোগ দিয়া জিনিষটা হাল্কা করিয়া নিতাম। এইজন্য কীর্ত্তনে যে আমার ভাব হইত উহার উপর কেহ জোর দিত না এবং ভোলানাথ ব্যতীত বাহিরের লোকও উহা বিশেষ জানিতে পারিত না। আর তখন আমার একটা খেয়াল ছিল যে আমার এই ভাব হওয়াটা বাহিরে যেন বিশেষ প্রকাশ না হয়। ইহার পর গগন কীর্ত্তনীয়া নামে এক ভাল কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন করিতে আসিল। তাহারা কীর্ত্তন করিবে এবং কীর্ত্তন শেষ হইলে আহার করিয়া যাইবে। সেইজন্য তাহাদের জন্য নানাভাবে রান্না করিয়া রাখা হইল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। দেখিতে পাইলাম যে কীর্ত্তনের মধ্যে দুইটি অল্প বয়স্ক বালক নৃত্য করিতেছে। মজাও এমন, এ দেহটিও একটি শিশু সাজিয়া শিশুর মত চঞ্চল ব্যবহার করিতে লাগিল। একবার ছুটিয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিতেছি যে খাবার জিনিষ ঠিক আছে কিনা, আবার কীর্ত্তন-স্থানে আসিতেছি, এইরূপে এ দেহের ছুটাছুটি চলিতেছে। এই ছুটাছুটির উদ্দেশ্য হইল খাবার জিনিষ রক্ষা করা। কিন্তু উহা ঠিকভাবে রক্ষা হইতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য নাই। কীর্ত্তন-স্থানে একটি চৌকী পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একবার ঐ চৌকীতে বসা আবার রান্নাঘরের দিকে ছোট শিশুর মত ছুটিয়া যাওয়া। এইরূপ করিতে করিতে কখন যে চৌকীর উপর দেহটা এলাইয়া পড়িল সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। এদিকে যখন কীর্ত্তন শেষ হইল তখন কীর্ত্তনীয়াদিগকে খাওয়াইতে নিয়া দেখা গেল যে রান্নাঘরে কুকুর ঢুকিয়া সমস্ত জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা দেখিয়া ভোলানাথের খুব রাগ হইল। সে তখন আমার খোঁজ করিতে লাগিল। খোঁজ করিয়া দেখে যে আমি বেহুশভাবে পড়িয়া আছি। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া যখন দেখিল যে আমি একেবারেই জ্ঞানশূন্য তখন আর সে কাহাকে গালাগালি দেবে? এদিকে পাশের বাড়ী যাহারা ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া খিচুড়ী ইত্যাদি রান্না করিয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে খাওয়াইয়া দিল। আমি কিন্তু সারারাত্রি বেহুঁশভাবেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিনও যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না দেখিল তখন ভোলানাথ ঐ কীর্ত্তনীয়াদিগকে ডাকিয়া আবার গান শুরু করিয়া দিল। গান প্রায় বেলা তিনটা পর্য্যন্ত চলিলে আমার হুশ হইল। এই সময় হইতেই দেহের এই ভাবকে লোকে হিষ্টিরিয়া বলিতে লাগিল। ভোলানাথ এ দেহের পিতামাতার নিকট চিঠি লিখিল। তাহারাও এই সংবাদ শুনিয়া খুব ব্যস্ত হইলেন। এ দেহের মা কিন্তু দেখা করিতে আসিল না। সে ভাবিল এই ভাব যদি ধর্ম্মপথের সহায়ক হইয়া থাকে তবে সে গিয়া ইহাতে বাধা দিয়া কি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিবে? এইসব চিন্তা করিয়া সে এই রোগের কথা শুনিয়াও আমাকে দেখিতে আসিল না। ইহার পর যখন বিদ্যাকুট হইয়া বাজিতপুরে আসা হইল (অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক কথা বাদ দিয়া যাইতেছি) তখনও ঐভাব চলিতে লাগিল। পাছে লোকে এইসব কথা জানিতে পারে সেইজন্য ভোলানাথ বিশেষ সতর্ক থাকিত, কীর্ত্তন হইলে আমাকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত না। আমি যে ছোট ঘরে থাকিতাম সেইখানেই কপাট বন্ধ করিয়া রাখা হইত। আমি ঐ ঘরের মধ্যেই গড়াগড়ি যাইতাম। কিন্তু তবুও এখানে এক দুর্ণাম রটিয়া গেল যে রমনীবাবুর (ভোলানাথের) স্ত্রী কীর্ত্তনে ঢোল কাঁধে লইয়া নাচিয়াছে।

যাহা হউক এই সময় এখানকার সাব-রেজিষ্ট্রারের মাতার গুরুদেব আসিলেন। তিনি শক্তি-উপাসক ছিলেন এবং রক্তবর্ণের কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তাঁহার কাছে আমার অবস্থার কথা বলা হইলে তিনি আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে চাহিলেন। ভোলানাথ আমাকে লইয়া ঐ বাসায় গেল। সেখানে একটি ঘরে আমাকে শিবঠাকুরের কাছে বসাইয়া দেওয়া হইল। বাজিতপুর আসার পর হইতেই আসন করিয়া নিত্য নাম করিতে বসা হইত। সেই সময় এই দেহের নানাভাব হইত। কখন হয়ত বসিয়া নাম করিতেছি তখন আসনসহ আপনাআপনি পাক খাইতে লাগিলাম। আমাকে যখন ঐ শিব-ঠাকুরের কাছে বসান হইল তখন আপনাআপনি আসন হইয়া গিয়া শরীরের তুই একবার পাক খাওয়া হইয়া গেল। ঐ গুরুদেব ইহা লক্ষ্য করিলেন। ইহার পর তিনি লোক মারফতে আমাকে খবর দিতে লাগিলেন যে তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ এবং ইচ্ছা করিলে তিনি আমাকে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন। আমি ঐ সব কথা শুধু শুনিয়াই যাইতাম। ইহার পরের বার তিনি যখন আবার ঐ শিষ্যের বাড়ীতে আসিলেন তখন তিনি ভোলানাথকে বলিলেন যে তিনি ভোলানাথের বাসায় আসিয়া পূজা করিবেন। ইহা শুনিয়া আমি ভোলানাথকে বলিলাম যে উনি যখন এখানে আসিয়া পূজা করিবেন তখন তাঁহার খাবার আয়োজনও ত এখানে করিতে হয়। ভোলানাথ দেখিল যে ইহা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। তখন সে তাঁহার আহারের কথা বলিয়া আসিল এবং উহার যোগাড় করিয়া দিল। কিন্তু কাছারির কাজের জন্য নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। ভোলানাথ যখন কাছারিতে চলিয়া যায় তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি ত একা রহিলাম। ঐ গুরুদেব আসিলে আমি কি করিব?" উত্তরে ভোলানাথ বলিল, "কি আর করিবে? তিনি যাহা চাহিবেন তাহা দিবে এবং যাহা করিতে বলিবেন তাহা করিবে।" যদিও এ দেহ ছোট একটি বৌ ছিল, কিন্তু ভোলানাথ ইহাকে ফেলিয়া যাইতে কোনই ভয় করিত না। যখন সে মফঃস্বলে যাইত তখনও আমার কাছে কোন লোক রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিত না। ইহাতে লোকে তাহাকে মন্দ বলিত। কিন্তু ভোলানাথ আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিল যে এ দেহ নিজকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক ভোলানাথ চলিয়া গেলে ঐ গুরুদেব আসিলেন। আমিও তাঁহার পূজার যোগাড় পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি পূজা করিতে লাগিলেন। আমি রান্না করিতে লাগিলাম। তাঁহার পূজা শেষ হইলে তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমি ঘোমটা দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে পূজার আসনে গিয়া বসিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। কারণ আমি ভোলানাথ হইতে আদেশ পাইয়াছিলাম যে ইনি যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব। আসনে বসিলে তিনি আমাকে আচমন করিতে বলিলেন। এ দেহ ত পূজা ইত্যাদি করে নাই কাজেই আচমন কিভাবে করিতে হয় তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি চৌকীর উপর বসিয়াই উহা কিভাবে করিতে হইবে তাহা হাত দিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। এদিকে হইল কি, পূজার আসনে বসার জন্য এ দেহের ভাব হঠাৎ বদলাইয়া গেল। তখন যেভাবে আসন হয় ঠিকভাবে আসন হইয়া গেল। তখন আর লজ্জাসরমের ভাব নাই। হাত দিয়াও নানাভাবে ক্রিয়া হইতে লাগিল। এইসব দেখিয়া গুরুদেব ভয় পাইয়া গেলেন এবং তখনই আমাকে আসন হইতে উঠিয়া আসিতে বলিলেন। সেইজন্যই ত বলা হয় যে জিনিষ যদি খাঁটি হয় তবে ভয়ের কিছুই নাই। ইহাকে আগুনে ফেলিলেও পুড়িবে না, বাঘের মুখে দিলেও বাঘ গিলিতে পারিবে না। যাহা হউক, এই সময় ভোলানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুদেব আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরের বার যখন তিনি আসিলেন সেবারও তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ভোলানাথ তাহাকে নিয়া আমার কাছে আসিল। তিনি নানা কথা বলিতে বলিতে বলিলেন যে তাহার বগলাসিদ্ধি হইয়াছে এবং আরও এক দেবতা সিদ্ধি হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে সত্যের ভাব লইয়া থাকিলে সত্যের তেজও প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ বেলাও তাহাই হইল। যেই তিনি বলিলেন যে তাঁহার বগলাসিদ্ধি হইয়াছে তখন এ দেহ তেজের সহিত বলিল—"কি, বগলাসিদ্ধি হইয়াছে? ইহা মিথ্যা কথা।" কখন ইনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি কি কাজ করতে গিয়া বিফল হইয়াছেন তাহা একটির পর একটি করিয়া জোরে জোরে এই মুখ দিয়া প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গুরুদেব ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভোলানাথ আমাকে চুপ করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। পাছে আমার কথা বাহির হইতে কেহ শোনে এইজন্য ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 'চুপ' 'চুপ' বলিলে কি হইবে? এ দেহের যাহা হইবার তাহা হইবেই। ভোলানাথ অনেক সময় জোর জবরদস্তি করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু উহাতে ফল হইত না। তখন ঐ গুরুদেব এ দেহের কাছে বলিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহার বগলা সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু হয় নাই এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে তাঁহাকে কি করিতে হইবে তাহা তিনি এ দেহের কাছে জানিতে চাহিলেন। আবার মজাও এমন, তাঁহার জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে এ দেহ হইতে মন্ত্র এবং পূজার যাহা বিধি তাহা সবই বলা হইয়া গেল।

এই সময় আরও একটা কথা খেয়ালে আসিতেছে তাহাও বলিয়া ফেলি। অনেক সময় এ দেহকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। কেন যে দেওয়া হইত না তাহা ত লোকে বুঝিতে পারে না। তাহাদের সহ্য করিবার শক্তি নাই দেখিয়াই ঐ সব করা হইত। একবার হইল কি? বাজিতপুরে একটি ছেলে ছিল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু কোন সন্তান হইয়াছিল না। ইহা দেখিয়া তাহার বাবা তাহাকে আবার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিল। ছেলের কিন্তু এক স্ত্রী থাকিতে আবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। একদিন তাহার বাবার পীড়াপীড়ি দেখিয়া সে মনে করিল যে আমি যখন পূজা করিয়া উঠিব সে তখন আমার পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ছেলে হওয়ার প্রার্থনা মনে মনে জানাইবে। তখন কিন্তু এ দেহের পা স্পর্শ করা নিষেধ ছিল। সে ভোলানাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে আমার পা স্পর্শ করিয়াই ঐরূপ প্রার্থনা করিবে। একদিন আমি পূজা করিয়া উঠিয়াছি, সে অমনি আসিয়া আমার পা স্পর্শ করিল। যেইমাত্র স্পর্শ করা আর অমনি পড়া। মনে মনে যে প্রার্থনা জানাইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল তাহা আর হইয়া উঠিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে তাহার আর হুশ নাই। ভোলানাথ তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল এবং যাহাতে সে ভাল হইয়া উঠে সেজন্য আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ছেলেটি ছিল আমিন্ এবং ভোলানাথের বন্ধু। অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে বলিল যে সে কি যে আনন্দে ডুবিয়া ছিল তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। যদিও সে ছেলে হওয়ার প্রার্থনা জানাইতে পারে নাই, তথাপি আমাকে স্পর্শ করিবার সময় উহা তাহার মনে ছিল বলিয়া পরে তাহার ছেলেপেলে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাজিতপুর আসার পর হইতেই নিত্য নাম করিবার একটি খেয়াল হইয়াছিল। যে ঘরখানায় থাকা হইত তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইত। বাহিরের সঙ্গে তাহার একটা কুটারও যেন যোগ না থাকে তাহা দেখা হইত। সন্ধ্যাবেলা বাহির হইতে ঘরের চারিদিকে ধূপ ঘুরাইয়া লইয়া আসা হইত। কারণ ইহা যে মন্দির, এখানে বসিয়া নাম করা হয়। তখন পর্য্যন্ত কিন্তু দীক্ষা হয় নাই! যদিও প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা জপ করিতে বসা হইত উহা আর কিছুই নয় শুধু 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলা মাত্র। এই সময় শরীরের যে যে অবস্থা হইত তাহা কিন্তু নামের গুণেই প্রকাশ হইত। এই সময় একদিন ভোলানাথ আমাকে বলিল, "আমরা শাক্ত, তুমি সর্ব্বদা 'হরিবোল' 'হরিবোল' বল কেন ? ইহা ত ভাল নয়।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম "তবে কি বলিতে হইবে ? 'জয় শিব শঙ্কর, বম বম হর হর' বলিব ? এই দেহ ত মন্ত্র ইত্যাদি কিছুই জানে না, কাজেই যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিলাম।" ইহা শুনিয়া ভোলানাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ, উহাই বলিও।" ইহার পর হইতেই 'জয় শিব শঙ্কর' নাম চলিতে লাগিল। কিন্তু যখন 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতাম তখন হইতেই এ দেহের আসন ইত্যাদি হইতে থাকিত এবং উহা ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। 'জয় শিব শঙ্কর' নাম করার সময় উহা আরও প্রবল হইল। কতরকম যে আসন হইত—সিদ্ধাসন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মাসন, গোমুখী আসন একের পর এক হইয়া যাইত। মজাও এমন যে নাম করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়া আসন হইয়া গেল এবং মেরুদণ্ডের দিকে হট্ হট্ শব্দ হইয়া একেবারে সোজা হইয়া বসিলাম। এ বসার মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নাই, কোন অস্বস্তিভাব নাই। এই অবস্থায় আর শরীরকে এদিক সেদিক করা যাইত না বা নোয়ান যাইত না। মনে হইত সব যেন স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর নাম আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত এবং একটা তন্ময় ভাব আসিয়া পড়িত। এইভাব কিছুদিন চলিল। এই বিষয়ে অনেক কথা আছে। যাহা প্রকাশ করা হইবে না এবং যাহা প্রকাশ করা যায় তাহারও সব বলা যাইবে না। তাই অনেক কিছু বাদ দিয়া এখন দীক্ষার কথাই বলিতেছি।

এ দেহের দীক্ষা হয় ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রিতে। ঝুলনযাত্রা দেখিতে ঐদিন অনেকেই খাওয়াদাওয়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভোলানাথের খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া উহা টানিতেছে এবং আমি কি করিতেছি তাহা দেখিতেছে। আজ যে ভাবে আমি ঘরের মেজে লেপিয়া আসন করিয়া বসিয়াছি উহা তাহার কাছে একটু নূতন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা দেখিতে দেখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে মজাও এমন, দীক্ষা হইলে যেরূপ যজ্ঞ এবং পূজা করিতে হয় তাহা আপনাআপনিই এ দেহ হইতে হইয়া গেল। যজ্ঞস্থালী সম্মুখে স্থাপন করা হইল। পূজারও সমস্ত আয়োজন পুরাপুরি তৈয়ার। ফুল, ফল, জল ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষরূপে বর্ত্তমান, যদিও সকলে ইহা দেখিতে পাইবে না; কিন্তু উহা যে সবই সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাভি হইতে দীক্ষামন্ত্র স্ফুরিত হইয়া জিহ্বা দিয়া উহা বাহির হইল। পরে হাত দিয়া ঐ মন্ত্র যজ্ঞস্থালীর উপর লেখা হইয়া গেল এবং ঐ দীক্ষামন্ত্রের উপর পূজা এবং আহুতি ইত্যাদি হইল। অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাহা যাহা করিতে হয় সবই হইয়া গেল। তাহার পর যখন কর ঘুরাইয়া দীক্ষামন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপ আরম্ভ হইল, তখন ভোলানাথ জাগিয়া দেখে যে আমি জপ করিতেছি। এ দেহ ত কখনও কর ঘুরাইয়া জপ করে নাই এবং কেহ ইহাকে উহা দেখাইয়াও দেয় নাই। কিন্তু আপনি কর ঘুরাইয়া জপ চলিতে লাগিল। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন নিজে নিজে জপ করিতে গেলাম তখন দেখি যে সবই উলট্‌পালট্‌ হইয়া যাইতেছে। পরে দেহের আবার ঐ অবস্থা আসিলে আপনাআপনিই জপ হইয়া যাইত। এই-ভাবে এ দেহের দীক্ষা হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

—— :o: ——

"আবার এস"

নারায়ণ চৌধুরী

সে আজ অনেক দিনের কথা। শ্রীমাকে আমি প্রথম দর্শন করি সিমলা পাহাড়ে, ১৯৪১ সালের মে মাসে। আমি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের চাকরী উপলক্ষ্যে সিমলায় ছিলাম। সে সময়ে সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠেছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরে তখন রাতদিন কাজ, কাজ আর কাজ।

একদিন লাঞ্চ্-টাইমে কিছুটা হেঁটে আসার জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং যে রাস্তাটা সিমলার কালীবাড়ীর দিকে গেছে, সেই রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। কালীবাড়ীর কাছাকাছি এলে খোল করতাল সহযোগে সমবেতকণ্ঠে কীর্ত্তনের শব্দ কানে এল। কি উপলক্ষ্যে এই কীর্ত্তন তা জানবার কৌতুহল হওয়ায় কালীবাড়ীর গেট্ পার হয়ে ভিতরে ঢুকে দেখলাম একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় হল-ঘরে একটা সুসজ্জিত মঞ্চের চারিপাশে পরিক্রমা করে ছেলেরা মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন করে চলেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কীর্ত্তন শোনার পর উপলক্ষ্যটা কি তা জানবার জন্য উপস্থিত কাউকে না পেয়ে চলে আসব কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় দূর থেকে একজন ব্রহ্মচারীকে আসতে দেখে কীর্ত্তনের উপলক্ষ্যটা কি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এখানে এসেছেন এবং সেই উপলক্ষ্যেই অষ্টপ্রহর নামকীর্তন চলছে। আমি বললাম ঃ মায়ের নাম তো আমি শুনেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দর্শন করার সৌভাগ্য বা সুযোগ হয়নি। এখন কি দর্শন করা সম্ভব হবে? ব্রহ্মচারীজী পিছনের কয়েকটি ঘরের দিকে ইসারা করে বললেন ঃ মা ঐদিকে আছেন। দেখুন আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করে।

ব্রহ্মচারীজীর নির্দ্দেশমত সেইদিকে কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখলাম কিছু দূরে একটা ঘর থেকে একজন স্থূলকায়া মহিলা বের হয়ে এলেন। তাঁর চেহারা ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং ভাব গুরুগম্ভীর। পরনে হাল্কা হলদে রঙের ধুতী এবং মাথার চুল ছোট করে কাটা ও উস্কখুস্ক। তিনি দ্রুত পদক্ষেপে আমার সামনে এসে আমার পথরোধ করে গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি চাই ?" প্রশ্নের গম্ভীরতা ও বিরসভাব লক্ষ্য করে মনে হো'ল বোধহয় নিষিদ্ধ এলেকায় ঢুকে পড়েছি এবং সেখানে বিনানুমতিতে আমার প্রবেশ করা ঠিক হয়নি। কুণ্ঠিত স্বরে আমি বললাম ঃ শুনলাম শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা এখানে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার আজও হয়নি। এখন কি দর্শন হতে পারে? উত্তর এল পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোর স্বরে ঃ "এইটা কি দর্শন করার সময়? দেড়টা বাজে, মা এখন বিশ্রামে আছেন। তুমি অন্য সময়ে এস।"

উত্তরে শুনে মনে হ'ল--ভাগ্যদেবতা নিতান্তই বিরূপ। এত সহজে সাধুদর্শন হয় না। তারজন্যে চাই সুকৃতি ও সৌভাগ্য। আর সময়টাও ছিল সত্যিই বেখাপ্পা। বিশ্রামের সময় দর্শন করতে চাওয়াই আমার ভুল হয়েছে, অবিবেচনার কাজ হয়েছে। তাই আমি প্রত্যুত্তরে আর একটি কথাও না বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইরে যাবার রাস্তার দিকে কিছুটা দূর যেতেই পিছন থেকে সেই মহিলারই অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বর শুনতে পেলাম : "তুমি চললে বুঝি ?" তাঁর প্রশ্ন শুনে ভাবলাম—তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা "মা এখন বিশ্রামে আছেন, এখন দর্শন করার সময় নয়" এ কথা শোনার পর চলে না গিয়ে আর গত্যন্তর কি ? তবু তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে ফিরে যেতেই বললেন : "এখানে কি কর ?"

আমি সরকারী অফিসে কাজ করি।

তিনি—এখন কোথা থেকে আসছ ?

আমি—অফিস থেকে।

"বুঝ্‌ছি, একটু দাঁড়াও, দেখি"—এই কথা বলে তিনি যেঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই ঘরের দিকে চলে গেলেন। আর অকস্মাৎ ঘটনার পট পরিবর্ত্তনে একটু আশার আলোক ক্ষণতরে আমার মনের কোণে ঝিলিক্ মেরেই মিলিয়ে গেল।

কিন্তু বেশীক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হ'ল না। সেই মহিলাই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে হাতের ইসারায় আমাকে কাছে ডাকলেন এবং আমি নিকটে গেলে বললেন : "যাও, ঘরের মধ্যে মা আছেন। প্রণাম করেই চলে এস, এখন কথাবার্ত্তা বলার সময় নয়।" আমি ছাড়পত্র পেয়েই খুশী হলাম। মাতৃ-দর্শনের অনুমতির সঙ্গে যে সব বিধিনিষেধগুলি যুক্ত হ'ল সেগুলি পালন কোরব ঘাড় নেড়ে জানিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

পরে জেনেছিলাম উপরোক্ত যে মহিলাটির দয়ায় আমি প্রথম উদ্যোগেই মাতৃ-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম তিনি আর কেউ নন্, স্বনামধন্য দিদি—গুরুপ্রিয়া দেবী। দিদির সঙ্গে পরে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছি ও তাঁর অকৃপণ স্নেহধারায় সিক্ত হয়েছি। এখনও সে ধারা সমভাবেই বয়ে চলেছে। সেই প্রথম দিনের স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের সময় থেকে জেনেছি সে দিদির বাইরেটা আপাতঃদৃষ্টিতে "বজ্রাদপি কঠোরাণি" হলেও, অন্তরটা হচ্ছে "মৃদুনি কুসুমাদপি।" কিন্তু দিদির কথা বারান্তরে হবে। এখন মায়ের কথাই বলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি মায়ের ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখলাম একটি তক্তপোষের উপর বসাবস্থায় একরাশ জ্যোতিঃপুঞ্জ। হয়ত বাইরের প্রখর রৌদ্র থেকে ঘরে ঢুকে ভিতরের স্বল্পান্ধকারে মায়ের অবয়ব স্পষ্টতরভাবে ফুটে না উঠে, মায়ের মুখ-মণ্ডলের চতুর্দিকে যে জ্যোতির্মণ্ডল নিয়ত বিরাজ করে সেইটাই প্রথমে আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল এবং তারপর স্বল্পহাসিতে উদ্ভাসিত শ্রীমুখমণ্ডল স্পষ্টতর হ'ল। মনে হ'ল মা যেন দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান করে নিজেকে প্রকট করলেন, আমাকে তমসার জগৎ থেকে টেনে নিয়ে ক্ষণিকের জন্য জ্যোতিঃর জগতের পরশ দিলেন।

যিনি আমাকে এই দুর্লভ দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনিও যে আমার পিছনে কোন্ সময় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন তা আমি আগে জানতে পারিনি। জানতে পারলাম যখন তিনি বলে উঠলেন : "তাড়াতাড়ি কর। মা এখন বিশ্রাম করবেন।" আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। তাড়া-তাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে মুখ তুলতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি কি এখানেই (সিমলাতে) থাক ?"

কথাবার্ত্তা বলে মায়ের বিশ্রামে ব্যাঘাত না করার যে বিধিনিষেধ আমার উপর জারী করা হয়েছিল, তা আমার মনে ছিল। তাই আমি নিজে কোন কথা না বলে শুধু প্রণাম করেই চলে আসব স্থির করেছিলাম। কিন্তু মা যখন নিজে কথা বললেন ও আমাকে প্রশ্ন করলেন, তখন আমার উত্তর দেওয়াটা স্বভাবতঃই ঐ বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। তাই আমি উত্তরে বললাম : মা, আমি এখানে সরকারী অফিসে কাজ করি। সেই উপ-লক্ষ্যেই আমার সিমলাতে আসা।

মা বললেন : "আচ্ছা, আবার এস।" এই কথা বলেই মা ডান হাত পেতে দিদিকে কি যেন ইসারা করলেন। দিদি তাড়াতাড়ি তক্তপোষের নীচে রাখা একটা ঝুড়ি থেকে একটা আপেল মার হাতে দিলে মা সেই ফলটি আমাকে দিলেন। আমি ফল নিয়ে মাকে আবার প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরের বাইরে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম এই মনে করে যে—এই অসময়ে এই দুর্লভ দর্শনের সুযোগ যিনি করে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান উচিৎ। কিন্তু তিন/চার মিনিট কেটে গেল। দিদি ঘর থেকে বাইরে এলেন না দেখে এবং লাঞ্চ্-টাইম্ উত্তীর্ণপ্রায় দেখে আমি নীচে নেমে এসে অফিসের দিকের রাস্তা ধরলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে অফিসের দিকে চলতে চলতে এই প্রথম দর্শনকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে নানা কথার তোলপাড় হতে লাগল। প্রথমেই মনে হ'ল—আজ আমার শুভদিন। সুদূর কলিকাতা থেকে সিমলা পাহাড়ে এসে, বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে এবং এই অসময়ে মায়ের দর্শন হ'ল। এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল কি করে? নিশ্চয়ই মায়ের ইচ্ছায় ও দয়ায়। কারণ আমি ত কীর্ত্তনের উপলক্ষ্য জানতেই কালীবাড়ীতে ঢুকেছিলাম এবং সেখানে কাউকে না দেখে চলেই আসছিলাম। এমন সময় প্রথমে সেই ব্রহ্মচারীজী ও পরে দিদিকে ঠিক সময়ে আমার সামনে উপস্থিত করিয়ে মা স্বয়ং অলক্ষ্যে থেকে এই দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন—এই বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হ'ল। নতুবা প্রথমে যিনি আমাকে "এখন দর্শনের সময় নয়" বলে হতাশায় ডুবিয়ে পত্রপাঠ বিদায় দিচ্ছিলেন, তিনিই আবার যেন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে, এই অসময়ে দর্শনের সুযোগ করে দিলেন। এ অঘটন ঘট্‌ল নিশ্চয়ই অন্তর্যামিনী মায়েরই কৃপায়। এইসব কথা আমার মনের মধ্যে যতই আলোড়ন তুল্‌তে লাগল ততই আমার মনে এই বিশ্বাসই দানা বাঁধতে লাগল যে আমার মত একজন নগণ্যকে এইভাবে দর্শন দেওয়া মায়ের অহেতুক কৃপার সুস্পষ্ট নিদর্শন। এ কথা ছাড়াও, আর যে দুটি কথা আমার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল, তা হ'ল মায়ের শেষ দুটি কথা "আবার এস।" কিন্তু মনের এইসব ভাবনার স্রোতকে জোর করে ঠেলে ফেলতে হ'ল। কারণ ইতিমধ্যে অফিসে এসে পৌঁছলাম এবং অফিসে ঢুকে কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। (ক্রমশঃ)

—:o:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগজ্জননী

মা আনন্দময়ী

শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম. এ.

একজন অন্ধ আপন সঙ্গীর হাত ধরে দুর্গম পথ অতিক্রম করে তীর্থে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে দেখে একজন কৌতূহলী যাত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলো—"তুমি তো চোখে দেখ না, কি দেখতে তীর্থে যাচ্ছো?" সুরদাস গর্ব-ভরে উত্তর দিয়েছিল, "ভগবানকে দরোয়াজা পর দাখিল হোনা মেরা কাম হ্যায়, দেখনা নহী। দেখনে কা কাম উনকা হৈ, মেরা নহী।" সুরদাসের উত্তরের প্রতিধ্বনি তুলে আমরাও বলতে পারি ভগবতীর দ্বারে উপনীত হওয়াই আমাদের কাজ, দেখার কাজ তাঁর, আমাদের নয়। আশ্চর্য্যভাবে মাও বলছেন—"তোরা জেনে রাখ, তোরা কি করিস, নিকটেই বা দূরেই হউক, যে কোন সময় একটি দৃষ্টি তোদের ওপর সর্বদা জাগ্রত রয়েছে।"

মা যে আমাদের দেখছেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আমরা যে তাঁর দ্বারে উপনীত হ'তে পেরেছি - সেটা আবৃত। তাঁকে দেখা সহজ নয়। কারণ মাকে দেখতে গিয়ে চক্ষুষ্মান পণ্ডিত বিস্মিত হয়েছেন, মিষ্টিক্ বিহ্বল হয়েছেন, জিজ্ঞাসু স্তব্ধ হয়েছেন, অবিশ্বাসী বিভ্রান্ত হয়েছেন, বৈজ্ঞানিক উদ্ভ্রান্ত, রাজ-নীতিক দিশাহারা, জনগণ কোলাহলমুখর। অথচ তিনি একটি দৃষ্টিপাতে সমস্ত সমস্যা, সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত কোলাহল নিরসন করে দিতে পারেন। তাঁর অস্তিত্বের অর্থই হ'ল স্বীকৃতি, ব্যাহৃতি, প্রদীপ্তি, সচ্চিদানন্দ সাগরে সন্তরণের সহজ ছাড়পত্র।

হিমাদ্রির বুকে নির্ঝরিণীর মতো যে আধ্যাত্মিকতার ধারা জগতের উষা-লগ্নে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বাচকনবী, বড়বা প্রাতীথেয়ী এবং সুলভা মৈত্রেয়ীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে আত্মবিকাশ করেছিল, সেই ধারাই পৌরাণিক যুগে তাপসী শ্রমণী ও মাতঙ্গ শিষ্যা শবরীর মধ্যে বিকাশলাভ করে। আবার বৌদ্ধযুগে সুপ্রিয়া, পটাচারা, সংঘমিত্রা, আর্য্যা চন্দনার মধ্যে দৃঢ়সূত্রযোগে সত্য হয়ে ওঠে। তাই মধ্যযুগে ভক্তির দ্রবীভূত মূর্তিরূপে প্রকাশ পেল আলোকদ্যুতির মতো মীরাবাঈ-এ। তারপর ঘোর অমাবস্যার অন্ধতমসার মধ্যে দীপান্বিতার আলোর মতো উনবিংশ শতকে সেই সূত্র দৃঢ়তর হয়েছে মাতাজী, জ্ঞানানন্দ, দেবী সারদামণি, যশোদা মাঈ এবং গৌরীমা প্রভৃতির মধ্যে। এইরূপে বিভিন্ন যুগে বহু সাধিকার মধ্যে যে ধারা অক্ষয়দ্যুতিকে বরণ করে ক্ষুদ্র তরঙ্গের গতিকে শক্তিময়ীভাবে সক্রিয় করেছিল, সেই যেন যুগযুগান্তের সমগ্র সাধনার পুঞ্জীভূত মূর্তি হয়ে প্রবল আকার ধারণ করে আমাদের সম্মুখে বন্দনীয়াভাবে আবির্ভূতা হয়েছেন মা আনন্দময়ী-রূপে। তাই তিনি নিত্য নূতন হয়েও শাশ্বত পুরাতন, এবং শাশ্বত পুরাতন হয়েও নিত্য নূতন। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন ভারতের সাধিকা-জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপলব্ধির সারসত্য তাঁর একক জীবনে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে জগতের অবিনশ্বর বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অথচ এটি বিস্ময় নয়, মানসসরোবরে স্বর্ণকমলের বিকাশের মতো স্বাভাবিক।

অভিব্যক্তিবাদ কেবল প্রাণী-জগতেই নয়, এর মূল সূত্রটুকু আধ্যাত্মিক বিকাশেও প্রযোজ্য হয়েছে। বস্তুর বিকাশের পর প্রাণ, প্রাণের বিকাশের পর মন, মনের উপযুক্ত উদ্ভবের পর চেতনা, চেতনার পর পরাচৈতন্য এবং তারপর সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎকার—আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির এই ক্রম-পর্য্যায়। আমরা ইতিহাসের যে স্তরে এখন রয়েছি, সেখানে মনের বিকাশ এবং তার বাহ্য প্রকাশে অপরিসীম উন্নতিলাভ হয়েছে—ফলে টেক্‌নলজি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে। 'এর অপপ্রয়োগে সমূহ-বিপদ অপেক্ষমান। অথচ ঐ বিপদের হাত থেকে মুক্তির যা চাবিকাঠি তা মানুষের হাতে রয়েছে ঐ মন আর বুদ্ধির কাছে। বহির্মুখীন মন অন্তর্মুখীন হ'লে, জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে Intuitive, illumined, higher, over এবং supermind রূপ ধারণ করে। এগুলি হ'ল চেতনার বিভিন্ন স্তরের কথা। পঞ্চকোষ, সপ্তভূমি, ষটচক্রভেদ প্রভৃতির মধ্যে ঐ সত্যই প্রকাশিত। মায়াবদ্ধ জীব, মায়ামুক্ত শিব। ধর্ম হ'ল 'Manifestation of divinity, already in man." কাজেই ধর্মপথে জাগরণ মানেই সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর কৃপার ওপর দৃষ্টি রেখে—আত্ম-নিবেদন করতে করতে তন্ময় হওয়া। এই মনই হ'ল একটি বিশাল দ্বার, একটি বিরাট শক্তি। মনের একদিকে হ'ল Subliminal (আন্তর্নিমজ্জিত সমুদ্র) অন্যদিকে হ'ল Supramental (অতি-মানস)। সাধারণ মানুষের কাছে যে মন Surface-এ (ওপর ওপর) জাল পেতেছে—তার কাছে এই দুই বিশাল অংশ-ই অজ্ঞাত। আমাদের যে মন নিয়ে এত দৌড়ঝাঁপ, তা হ'ল Surface mind এর বড়াই—দ্বৈপায়নিক অহংকারে যা ঘুরপাক খেয়ে আবর্তিত হচ্ছে। এর স্বকীয় কৌলীন্য নেই— বহুকে নিয়ে লাফানি আছে। মা বলছেন—"মানুষের মনোরাজ্যে এমন সব গুপ্ত সম্পদ নিহিত আছে, যা জগতের আর কোথাও নেই। ডুবুরির মতো নিজের অন্তরের গভীরতায় ডুবে, সেই রত্নের উদ্ধার কর।"

আমরা ডুবতে পারি না—তাই রত্নের সন্ধান পাই না। তাই মা বলছেন—"তোরা তো মুখে হাসিস, মনে চাপা থাকিস। আমি তোদের কাছে মুখভরা, বুকভরা, প্রাণভরা হাসি চাই।"

হাসির উৎস বাহ্য জগতে বা মুখে নয়—প্রকৃত অবিদ্যা-বিদূরিত আত্মজ্ঞানে। "The whole story of spiritual assey is the story of unfoldment." চেতনা, বোধি, বেদনা, প্রজ্ঞা, গ্রন্থিভেদ, সমাধি,—নিত্যমুক্ত নিত্যশুদ্ধের তীর্থে মানুষের সাধকরূপে তীর্থযাত্রা। মা হ'লেন এই চিরজাগ্রত চেতনার শাশ্বত অভিব্যক্তি। বিশ্ববিশ্রুত Self-Realisation Fellowship of America-র প্রতিষ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে অপূর্ব-ভাবায় সেই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন—"I had found many men of God-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

realization in India, but never before had I met an exalted woman-saint. * * * * Oblivious to her out-ward garb as a woman, she knew herself as the changeless. স্বামীজীর অনুভূতির প্রতিধ্বনি রয়েছে মায়ের নিজের উক্তিতে। তিনি কে, প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন—"আমি আগেও যা, এখনও তা, পরেও তা।" "মা আনন্দময়ী লীলা" নামক ইংরাজী গ্রন্থে যোশী বলেন—"She replied that what she had been before, Her appearance in her present form, the same she would continue to be in future."

মা জানকীবাবুকে বলেছিলেন যে তিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। এর সমর্থনে প্রমাণ চাইলে, তিনি অনেক মন্ত্র ও স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং তাঁর মহাভাবে এমন পরিবর্ত্তন হ'ল যে ভয় পেয়ে তারা সরে পড়লেন।

বীরসিংহর ঈশ্বরচন্দ্র কোলকাতায় এসে হলেন বিদ্যাসাগর এবং ঐ উপাধির সমস্ত যশের অধিকারী হ'য়ে একক স্বীকৃতির ছাপ রাখলেন এমনভাবে তার ওপর, যে ঐ উপাধির দ্বারা তিনিই নির্দিষ্ট হলেন। কামারপুকুরের গদাধর দক্ষিণেশ্বরে এসে হ'লেন 'পরমহংসদেব' এবং ঐ বিভূতিময় পদবীটির এমন অধিকারী হলেন যে পরমহংস বলতে আমরা ওঁকেই বুঝি। ঠিক তেমনি খেওড়াগ্রামের নির্মলাসুন্দরী হলেন রমনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে মা আনন্দময়ী—এবং ঐ নামের মধ্যে একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা রেখে গেছেন। আমরা শুনে এসেছি "A thing of beauty is joy for ever"—'সুন্দর যাহা চিরনন্দিত।' মায়ের জীবনে দেখলাম—সুন্দর নির্মল না হ'লে আনন্দময় হয় না, কারণ সুন্দর হলেই নির্মল হয় না আর নির্মল না হলে আনন্দময় হয় না। তাঁর মাতৃদেবী স্নেহের দুলালীর নাম রেখেছিলেন 'তীর্থবাসিনী।' এ নামের বিভূতিটি তার সার্থক জীবনেরই পরিচয় বহন করে। যে সকল কথার এতদিন পুঁথি-পত্রে শাস্ত্রে বর্ণনা পাওয়া যেত, যখন সেই শাস্ত্রের সত্যগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া গেল মায়ের মধ্যে, তখন স্বাভাবিকভাবে আলোড়ন পড়ে গেল। তাই তিনি যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে যান, সেখানে কোলাহল পড়ে যায়, লোক ছুটতে থাকে, পণ্ডিতেরা চঞ্চল হয়ে ওঠেন, কর্মচাঞ্চল্যে দিগ্‌দিগন্ত ভরে ওঠে। বেদপাঠ, উপনিষদ-পাঠ, গীতা, চণ্ডী, স্তবস্তুতি, স্তোত্র-মন্ত্রে আকাশ ভরে ওঠে; কীর্ত্তন ও যজ্ঞ-ধূমে দিগ্‌মণ্ডল পবিত্র হয়ে ওঠে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে একটি মহামেলার সৃষ্টি হয়। কারণ তিনি যে শাস্ত্র ও গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূর্ত্ত্য বিগ্রহ। তাঁকে কেন্দ্র করে ভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, স্তব্ধজীবনে আসে চাঞ্চল্য। বইতে থাকে একটি ভাবের স্রোত; অথচ এই কোলাহলের মধ্যে থাকেন তিনি অ-চঞ্চল, আবার অ-চাঞ্চল্যের মধ্যে চলতে থাকে তাঁর একটি গতিময় সৃষ্টি-প্রবাহ। জনগণ তাঁকে ঘিরে ভিড় করলেও, তিনি থাকেন সকলের ধরা-ছোঁওয়ার বহু উর্দ্ধে—সকলের বাইরে। শ্রদ্ধেয় স্বামী যোগানন্দের ভাষায়—"The closest of dear friends, she made one feel, yet an aura of remoteness was ever around her—the paradoxical isolation of Omnipresnce."

যেখানে তিনি তাঁর পূত পাদ-পদ্ম স্থাপন করেন, সেখানে গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠান, মঠ, আশ্রম, নিকেতন। তাঁকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে সংঘ, পুথি, শাস্ত্র, দার্শনিক আলোচনা। অথচ তিনি পুঁথি নন, আয়তন নন, প্রতিষ্ঠান নন। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের ভাষায় বলা চলে, তাঁর পূত পরিবেশের সংস্পর্শে আসা যেতে পারে; mixing সম্ভব, 'meeting' নৈব নৈব চ। 'Mixing' হয় কাছে গেলে, Meeting হয় চেতনার স্তরের নাগাল পেলে। "Her beautiful eyes glanced, heaven-ward, half-opened, became stilled, gazed into near–far inner Elysium." "Near-far inner Elysium."-এর সন্ধান পাওয়া জনসাধারণের পক্ষে দুষ্কর।

ভারতের ধর্মের ইতিহাসে জগজ্জননী মা আনন্দময়ীর ভাস্বর জীবন একটি নোতুন অভিব্যক্তি। মহাতপস্বিনী, মহাযোগিনী মা মহাসন্ন্যাসিনী, অনিকেত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজ সংসারকে দূরে রেখে—নিয়ত মহাযোগে মগ্না। অথচ নিত্য উদ্বুদ্ধ, চেতনায় জাগ্রত হয়েও সংস্কাররূপে বিবাহকে স্বীকার করলেও সাংসারিকতা বন্ধনের জাল বিস্তার করতে এসে মুক্তির প্রাঙ্গনে বিস্তৃত হয়েছে। তাই দেখা যায় তিনি স্বামী, আত্মীয় পরিজনকে মঙ্গলময়ের চরণে নিয়ে গিয়ে—মাতৃদেবীকে করেছেন, মুক্তানন্দ গিরি, স্বামীকে করেছেন সাধক ভোলানাথের মাধ্যমে ত্রিবতানন্দ তীর্থ। "Onc of her chicf disciplc is her husband." তাই দেখতে পাই রামকৃষ্ণদেব যেমন আপন সহধর্মিনীকে পূজা করে নারীশক্তিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তেমনি মাও স্বীয় স্বামীকে প্রব্রজ্যার পথে অগ্রসর করে পুরুষকে স্থাপন করলেন স্ব-প্রভায়। একটি অপরটির পরিপূরক ও মাতৃশক্তির কাছে পুরুষের নব অভিধা-প্রাপ্তি। তাছাড়া এতদিন পুরুষেরা সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে মা, ভাই বোনকে কাঁদিয়ে চলে যেতেন—কিন্তু মা সকলকে আনন্দে মাতিয়ে সাধনলোকে নিয়ে গেছেন—এটা অভিনব, অপূর্ব ও বিস্ময়কর।

এ সম্ভবপর হয়েছে, কারণ জ্ঞানভক্তি কর্মের অপূর্ব বিকাশলাভ করেছে তাঁর মধ্যে। "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই দয়াময়"—এই বোধ তাঁর জন্মসিদ্ধ বিধিদত্ত নিত্য অধিকার। ভেদাভেদ সব ঘুচে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। বিজ্ঞান এখানে হার মানে, দর্শন এখানে ঘুলিয়ে যায়।

বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এক ছাগের প্রতি মায়ের ব্যবহারও—সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর জীবনীতে আছে—"বলির ব্যবস্থা ছিল। ছাগলটিকে স্নান করাইয়া মায়ের কাছে আনিলে তিনি সেটিকে কোলে নিলেন এবং খুব কাঁদিতে লাগিলেন। পরে উহার প্রতি অঙ্গে মন্ত্রপাঠ করিয়া কানে কানে কি জপ করিলেন। খড়্গ উৎসর্গ করিবার সময় মাটিতে পড়িয়া নিজের গলার উপর খড়্গটি স্থাপন করিলেন। সে সময় পাঁঠার ডাকের মতো তিনটি ডাক তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। পরে বলি দিতে গিয়া দেখা গেল, পাঁঠাটি কোন রকম চীৎকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল না। বলির পর উহার দেহ হইতে কোন রক্ত-ও পড়িল না।" অপূর্ব কৃপাময়ী মা বলেন—"পোকা, মাকড়, মাছি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, সবই তো এক পরিবার। কার সহিত কার জন্ম-জন্মান্তরের কিরূপ সম্বন্ধ রয়েছে কে বলবে ?"

মাতৃলীলা প্রসঙ্গ অসীম বারিধি। এই বারিধির তীরে দাঁড়িয়ে যুক্ত-করে কেবল বলা চলে—মা বিভিন্ন মুখে এতদিন যা বলিয়েছো এবং যা বলাচ্ছো, এবং এখন যা বলালে, আমরা তাই যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করলাম মাত্র। "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" আমাদের সকল প্রয়াস, সমস্ত বৃত্তি, তোমার চরণে অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হউক। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

—o—

মাতৃ-কৃপা

বেলা দত্ত

বিয়ের পর থেকেই মেয়ে দিল্লীতেই আছে, তাকে অর্থাৎ দিল্লীকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মুসৌরী, দেরাদুন, লছ্‌মনঝোলায় ক'দিন কাটিয়ে হরিদ্বারে আস্তানা নিয়েছি। ৺পূজার ছুটী। সেও প্রায় বছর দেড়েক হতে চল্‌ল। সকাল-সন্ধ্যায় 'হর-কি-পেয়ারী'তে' হাজিরা দিচ্ছি। ৺গঙ্গামায়ের সন্ধ্যারতি দর্শন করছি।

এমনি এক সন্ধ্যায় শুনতে পেলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এসেছেন হরিদ্বারে-কন্‌খল আশ্রমে। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়াশুনার একফাঁকে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলাম। হোষ্টেলে থাকি। হোষ্টেলেই দীক্ষা হল ক'জনার। এতদিন পর শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন আকাঙ্খায় প্রাণ-মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ছেলেবেলার মাতৃদর্শন চোখের উপর ভেসে উঠল।

পরদিন ভোর হতেই কন্‌খল আশ্রমে যাবার প্রস্তুতি আরম্ভ হলো। আশ্রমের প্রবেশ-পথে ভক্তবৃন্দের সঙ্গীতাঞ্জলী মনকে এক স্নিগ্ধ আবেশে পরিপূর্ণ করে দিল। সহরের কোলাহল নেই, নেই অশান্ত অস্থির জনতার ভিড়। সুশৃঙ্খল নরনারী-ভক্তবৃন্দ এসেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। আর এসেছেন ক'জন বিদেশী ও বিদেশিনী। সমবেত হয়েছেন মন্দির প্রাঙ্গনে; নিবেদন করছেন অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

শুভ্রবসনা সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীভগবতীস্বরূপা শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন হলো। দেহমন প্রশান্তিতে ভরে গেল। অপরূপ দর্শনের স্মৃতিটুকু ধরে রাখার জন্যে সঙ্গে ছিল ক্যামেরা। আত্ম-বিস্মৃতির কোন এক অতল তলে তলিয়ে গেল ইহজগতের সর্ব্বচিন্তা। দর্শনবিভোর মনেই পাকা ছবি হয়ে রইল শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ রূপ। করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা বুঝেছিলেন, অন্তরের সাধ ছিল ছবি তোলার। তাই বুঝি বা পূর্ণ করেছিলেন ছবি তোলার সাধ, অল্পকাল পরই।

ক'বছর ধরেই দীক্ষার কথা বলছিলাম। কর্ত্তাটি কৌতুক করে। বলে, ভালই তো! তুমি দেখবে পরকাল, আমি দেখব ইহকাল। দুজনার সংসার। অতি উৎকৃষ্ট শ্রমবিভাগের চিরকালের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকব আমরা। এমনি করেই চলছিল। একদিকে দীক্ষার ব্যাকুলতা, অপরদিকে হাসি-কৌতুকের ভিতর দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা।

এমনি সময়ে সদ্‌গুরুলাভের পথনির্দেশ করে দিলে মেয়েই। তার দিল্লীর কালকাজীর বাড়ী থেকে লিখলো, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নাও না কেন? লেখো না কেন শ্রীশ্রীমাকে তার কৃপা ভিক্ষা করে? তার বাড়ী কালকাজীর আশ্রম থেকে কাছে না হলেও তেমন দূরও নয়। একি শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা! বাড়ীর কর্ত্তা যিনি এ পর্য্যন্ত রঙ্গরসিকতায় দীক্ষা ঠেকিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখতেন তিনিই কিনা মুহূর্ত্তে সম্মতি দিলেন। এও কি শ্রীশ্রীমায়েরই ইচ্ছা? চিঠি লেখা হলো শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা ভিক্ষা করে। ভাস্করানন্দজীর চিঠিতে এলো শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ, এলো দীক্ষার অনুমতি, এলো দীক্ষার উপকরণের তালিকা। ঘুরে ঘুরে কেনা হলো উপকরণ। নূতন জীবনের নূতন পথের উৎসসন্ধানে চলে গেলাম দিল্লীতে। শ্রীশ্রীমা রয়েছেন সেখানে। সহরের কোলাহল, শত শত ভক্তবৃন্দের অবিরাম আনাগোনা। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লোভাতুর ভক্তের মৃদুমন্থর গতির প্রান্তসীমায় রয়েছে দ্বাররক্ষী। প্রচণ্ড তাদের প্রতাপ, হয়ত বা উত্তাপও। দ্বারীদের হতবাক্ করে ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীমাই চলে আসেন ভক্ত-সন্তানদের কাছে। শ্রীশ্রীমা তাদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। মনের এক নিভৃত কোণে, একান্তে সঙ্গোপনে বাসনা ছিল কর্ত্তার, শ্রীশ্রীমা যেন তার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীমা তাই বুঝি তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। অনুমতি এলো ছবি তোলবার। পূর্ণ হলো আমার মনোবাঞ্ছা। দীক্ষা হলো, সদ্গুরুলাভ হলো। মাতৃকৃপায় জীবন পবিত্র হলো, ধন্য হলো।

—*—

পরশন*

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

(১৮)

শ্রীশ্রীমাকে সকলে যেমন 'ব্রহ্মময়ী' বলেন তেমনি কান্তবাবুও বলেছেন। সকলে যেমন মাকে বলেন 'মূর্তিমতী কৃপা', তেমন কান্তবাবুও বলেছেন 'মূর্তি-মতী কৃপা।' সকলে যেমন বলেন তেমন কান্তবাবুও বলেছেন 'মহাভাগ্যে মাকে পেয়েছি।'

* এই রচনায় উদ্ধারচিহ্নে রাখা সমস্ত অংশগুলি স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি পাখি হয়ে যেখানে মা সেখানে উড়ে গেছেন।

কিন্তু মাতৃ-কৃপার ব্রহ্মস্বাদ যে পরমসুখদ কী বস্তু, এবার পদে পদে নিজেকে হারিয়ে নিজেকে পাবার মধ্যে তার স্বাদ পেয়ে চললেন। "সব স্থানে সব রূপে তিনিই।"

পথ ধরে যতো এগোচ্ছিলেন আঁধার, জ্যোৎস্না, গাছপালা, ঘরবাড়ি কৃপাদৃষ্টির বস্ত্র পরে চোখের সামনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছিল। শতবারের দেখাকে যেন প্রথম দেখে চলছিলেন। তার "মনে মনে প্রার্থনা রাখা—হে ঠাকুর, হে আমার ইষ্ট, তোমার কত সুন্দর সুন্দর প্রকাশ, সবই যে তুমি, আমায় তা বুঝিয়ে দাও।"

রাত বাড়ছিল। পথে প্রায়ই খানাখন্দ, কাঁটা-ঝোপ, ভাঙা দেউল। লতায় ঢাকা বনস্পতির কুটিল শাখা-প্রশাখা মাথার ওপরে আকাশ ছেয়েছে। ঝোপময় জোনাকির চোখ রহস্যভরে টিপ্-টিপ্ করছে। জীবন চমকে বলল, এ যেন দুর্গম পথস্তৎ। ভয়ের ব্যাপার।

কান্তবাবু বললেন, ভয় আসলে একটা—এ পথ থেকে না ফিরে যেতে চাও। "সুখ দুঃখ সব অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি পূর্ণ করে নেবেন বলেই তো এইসব দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে নিচ্ছেন।"

একটা আবশ্যক লক্ষ্য নিয়ে পথ-চলা যেন কান্তবাবুর শেষ হয়ে গেছে। ভয়ানক একটা নিশ্চিন্ত মনের সঙ্গে চলেছেন। এমন করে চলা কামারহাটিতে না হয়ে অন্য দেশে হলেও তার চলে, এমন রাতে না হয়ে দিনে হলেও তার চলে। তিনি ইচ্ছা করলে উড়তেও পারেন যেন।

কিন্তু চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, জীবন সে পাত্র নয়। সে দু'পা যায় আর ভাবে—জীবন যায় যদি! কান্তবাবুকে বলল, চোখে পথ দেখছেন?

কান্তবাবু বললেন, যাকে খোলা চোখে দেখা যায় না, বোঁজা চোখেও দেখা যায় তাকে, শুধু বোঝানো যাচ্ছে না।

ও-সব শাস্ত্রের লেখা। এ তো সাধনার পথ নয়, চলাচলের পথ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু বললেন, এই দুইয়ের মধ্যে কোথাও আছে নিশ্চয় মিল। সাধনার পথে যদি মা, এ পথ তবে উপমা। স্বয়ং মাকেও দেখি, মায়ের ছবিও দেখি—এও তেমনি।

নতুন যাত্রী, কাঁচা পথ। তা কারও দেয়াল ঘেষে, কারও বাড়ীর দরজা দিয়ে কোন'মতে রেখা টেনেও রক্ষা পায় না বুঝি। সামনে নতুন বাড়ী উঠছে। পাশের সংসারগুলির নর্দমার আবিল ধারায় পথ ক্লেদে কর্দমাক্ত।

জীবন বলল, যে পথ নেবে মুক্তধারা গঙ্গার পারে, সেই পথ পরেছে ঘরের বাঁধন। কেনা-জমি হয়েছে কারও।

কান্তবাবু বললেন, না। ঘর তো পথকে বাঁধেনি। পথ তাকে পথে নেবে ভয়ে, পথের মুখের পরে কপাট দিয়েছে। চোরার দৃষ্টি এড়াতে জানালাও খোলা নেই।

জীবন বলল, আমার আপন মাসীর বাড়ী এই কামারহাটিতেই, আমার জন্যে তার দরজা খোলা। আজকের রাতটা সেখানে কাটিয়ে, পথের কতোটা এসেছি কতোটা বাকী সে সব জেনে, কাল গেলে হয়।

আমি মায়ের কথা বললাম : "সেইদিকে চলিতে থাক, দাঁড়াইও না, দাঁড়াইয়া দেখিও না যে আমি কতটুকু আসিলাম, তাহাতে কি হয় জান? যেটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, সেইটুকু আবার কমিয়া গেল। তাই অপেক্ষা করিতে নাই, ক্রমাগত চলিতে হয়।"

গৃহবাসের ময়লা জলে কাদা-পথটুকুর সমস্যা কান্তবাবু লাফ দিয়ে পার হলেন। জীবন বিদ্রোহ করে উঠল। বলল, চোখে আঁধার দেখছি। কোন্‌টা পথ বোঝা যায় না। গাছপালা, বটের ঝুরি, দেয়াল-বাড়ী—এমন কি নিজের শরীর পর্যন্ত সব অস্পষ্ট আঁধার-আকৃতি। দলবাঁধা এই ছায়ামূর্ত্তিদের ইহলোকের চেহারার সঙ্গে সম্পর্ক গেছে ছিন্ন হয়ে। এদের চেহারা যেন কল্পনা ছিল!

কান্তবাবু বললেন, এতদিনে সংশয় প্রথম দেখা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এ জগৎ স্বপ্ন হলেও হতে পারে। সত্য কিন্তু সবদিকেই আছেন, তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে চেয়ে যেদিকে যাচ্ছি তাঁর দিকে যাচ্ছি। বললেন, দেখো না, সামনে উত্তর থেকে দক্ষিণে একটানা গঙ্গাই তো আছেন, আঁধারে পথের কিছু এদিক-ওদিক হয়ও যদি তবুও গঙ্গার কোলেই পৌঁছব।

তার যুক্তি অকাট্য হতেও পারে। কিন্তু যুক্তিতে জীবনের সমস্যা জল হয়ে যায় না। সে এক-পা নড়ল না, তার বিভ্রান্ত চোখের পাতাও পড়ল না—সামনে আঁধারমূর্তি বিশাল তেঁতুলগাছ। তার গুঁড়িটা যেখানে দো-ডালা হয়েছে, সেখানে আরও আঁধার এক-আকৃতির একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। ধক্-ধক্ করছে তার দিকে চেয়ে। সে যেন বন্যপ্রকৃতির দ্বারপাল, আঁধারের সীমা লঙ্ঘন করে যেতে দেবে না।

মানুষের চাওয়া ও প্রাণীর চাওয়া দাঁড়াল মুখোমুখি।

উনিও এক রূপ, বন-বেড়াল বা ভোঁদড় হবেন—বলে কান্তবাবু জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। বললেন, ও কিছু নয়। কিছুই কিছু নয়। পথে এই হেঁটে চলেছি এও কিছু দরকারে নয়। বাস্তব কিছু উপযোগিতার জন্যই এত গাছপালা নদীনালা নয়। এরা সবই কার আঁকা ছবিতে রং ও রেখার টান। ভয় লাগলে ভয়কেও শুধু দেখে চলে যাওয়া।

এ কথা শুনে কান্তবাবুর দিকে না চেয়ে পারলাম না। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা তাকে এমন এক বিস্ময় করে গড়ে তুলেছে। "গুরুশক্তিতেই সব হয়।"

জঙ্গলা পথে ঝিঁঝির একটানা মন্ত্র-আবৃত্তি একসঙ্গে হঠাৎ থেমে গেলে, সেই নীরবতায় কীর্তনের ক্ষীণ রেশ ভাসতে লাগল—নিষুতি রাত কি গান করে, মাকে গান শোনাতে! অতিদূরে কোথাও 'অষ্টপ্রহর' চলছে হয়তো। ভারী আশ্চর্য্য লাগল। রাতের নিস্তব্ধ আঁধারে এত রকমের আওয়াজ হয় যে, এ এক অনন্ত জগৎ। এই রাতের পথ যেমন তা গোচরে এনে দিল, তেমন দিনের কলরবের তলায় যে মৌন অখণ্ড হয়ে আছে রাতের এই নীরবে চলা দেখা দিল তার সঙ্গে যোগবন্ধনে ওতপ্রোত হয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু বললেন, দিন থাকে নি। রাতও চলে যাচ্ছে। এক মৌনতা নিত্য থাকেন।

জীবন হার না মেনে বলল, এ সব কেউ বিশ্বাস করে!

কান্তবাবু যেন নিজেকে বললেন, বিদ্যা-বুদ্ধি পড়াশোনায় এ বিশ্বাস ও বোধ আমার আসে নি। এ বিশ্বাস যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীমা, তিনিই দিয়েছেন। "বিশ্বাস বলিতেই অন্ধ। বিশ্বাসের চক্ষু নাই। গুরুশক্তিতেই সব পাইবে।"

অপর কেউ এ বৃত্তান্ত আমাকে বললে আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে বাধ-বাধ ঠেকত। রাত্রে কেউ বি, টি, রোডের বাঁধা পথ ফেলে জংলা পথে হাঁটে, তাও কিনা কাঁটা-ঝোপ খানাখন্দের নিসর্গ শোভা দর্শন অভিলাষে, এ সব কি বিশ্বাস করার কথা! কিন্তু সত্যই তো হাঁটছি।

সম্মুখের গাছের গুঁড়ির আড়াল সরে গেলে দূরে যা দেখা গেল, এই পথে তা যেন আশার অতীত ছিল। চোখের ভুলও নয়। ধরা ছোঁয়ার বাইরে অনেকটা দূর দিয়ে দুটি মানুষ চলেছেন। একজন আগে আলো দেখিয়ে, অপর সেই আলোর পিছুপিছু—আলো পড়ে আঁধারে তার ধুতি চাদর স্পষ্ট দেখাচ্ছে, যেন চেনা মনে হোল।

"মঙ্গলের জন্যই যা কিছু হইয়া যায়।"

প্রাণ আঁধারে যা চাই তা আলো। জীবন উৎসাহে বলল, মনে হচ্ছে মায়ের আশ্রমে যার দেখা, তিনিই। ওদিকেই চলি।

বললাম, মনে হয় না ওদের গিয়ে ধরতে পারা যায়। তা ছাড়া এধারে কোথায় এসেছিলেন, কোথায় বা যাচ্ছেন, এসব না জেনে কি যাওয়া ঠিক হবে?

যাওয়াটা যে ঠিক হচ্ছে না তা বুঝতে পেরেও দাঁড়িয়ে ভাবার সময় ছিল না। জীবন আলোয় আলোয় যাবার জন্যে রওনা দিয়েছিল। মায়েরও কথা—"তুমি সেই লক্ষ্যে চলতে থাক, দেখবে কেউ না কেউ এসে তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। সাহায্য পাবেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তবাবু খুশি হয়ে বললেন, গঙ্গা আর বেশী দূরে নেই। শীতল হাওয়া গায়ে এসে লেগে তাপ মুছিয়ে দিচ্ছে, কী শান্তি।

মায়ের কথা বললাম, "দূর অন্ত হইলেই শান্তি হয়। যতক্ষণ তিনি দূরে আছেন এই বোধ আছে, ততক্ষণই অশান্তিবোধ।"

আলোর নাগাল যখন ধরা গেল, তখন গঙ্গার তীরে পৌঁছেছি। জায়গাটি আশ্রম থেকে কতোটা দক্ষিণে তা বোঝা গেল না। একটা ঘাটের মতোও আছে, কূলে একখানা যাত্রীনৌকো।

ঘাটের মাঝপথে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য মানুষটি। পায়ের সাড়া শুনে নীরবে ফিরে দাঁড়িয়েছেন। লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট চেনা গেল, আশ্রমে একেই দেখেছিলাম। সঙ্গীটির হাতে আলো, মাথায় গামছা জড়ানো, নৌকোর মাঝি হবে।

কান্তবাবুর মন নেচে উঠল—তীর থেকে তরী! পারে যাবার তরী! পারে যেতে নৌকোই তো চাই।

জীবনের ভাল লাগল না। বিপন্ন মুখে বলল, রাতের গঙ্গায় নৌকোয় চড়া ভাল হবে?

নীরব মানুষটি বুঝি চিনেছিলেন। নৈশ আকাশের নীরবতাকে ভেঙে বললেন, ঘরে ফেরার যাত্রী বুঝি?

সে কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা শান্ত হয়ে আসে।

তবু জীবন যাকে চেনে না তাকে বিশ্বাস করে স্রোতে ভাসবে নাকি! সে গঙ্গার হাওয়ার শব্দ ডিঙোতে জোরেই বলল, কে আপনি?

রাত্রি নিশীথ, নদীর অবারিত তীর, জীবনের জিজ্ঞাসা শোনাল জীবন-জিজ্ঞাসার মতো।

মানুষটি মৃদু হাসলেন। গঙ্গার বুকেও জ্যোৎস্না ভাসছিল, মায়ের মুখের হাসির মতো।

(ক্রমশঃ)

—-—*—-—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-প্রসাদ

(১ম খণ্ড)

মৌনী মা

(১৭)

যেমন আসে তেমন লিখি
না আসিলে বসে থাকি
নরলোকের প্রীতি হইতেও দেবতাদের অধিক প্রীতি।
সেই প্রীতি হইতে সাধক আলগা হইল
গুরু-কৃপা অতি।

(১৮)

চিন্তা রাশি চিতার আগুন জ্বলত' দিবানিশি
ইহাতে সাধনের বিঘ্ন অতি বেশী
মা বলিলেন আমি আছি তোমার কাছে
কোন চিন্তা নাই।
শুনিয়া মায়ের অভয়বাণী, চিন্তা পালায় তখনি।
সংসার একটি বিষধর সর্প ;
সকল সময় দংশন করে, জীব কান্দে অবিরত।
মায়ার খেলায় ক্ষণিক সুখে প্রাণ হারায়
কি হবে উপায়।
জন্মমৃত্যুর পার হইতে হইলে
সংসার হইতে সৃষ্টি হইতে আলগা হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৯)

রসাল সৃষ্টি--মাধুর্য্য মরিচিকা ভবন
আকাশবৎ শূণ্য।
মন্ত্র গুরু, মন্ত্র ঈশ্বর, মন্ত্র হইল সার,
আত্মানন্দ পরমানন্দ সোহহং সোহহং
বলছে বার বার।
অতি আশ্চর্য্য কথা
শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মন নাই
আছি আমি একলা।

(ক্রমশঃ)

মাতৃ-কথামৃত

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জ্জিলিং

শাস্ত্রে 'বিদ্যা' 'অবিদ্যার' কথা বলা হয়েছে। আমরা প্রচলিত অর্থে যে বিদ্যাকে যথার্থ বিদ্যা বলে মনে করি শাস্ত্রের বিচারে সেই বিদ্যাই কিন্তু 'অবিদ্যা' এবং আমাদের ধারণায় যা অবিদ্যা তাই যথার্থ 'বিদ্যা।' উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিদ্যালাভ না করেও, অনেক বিদ্বানকে যথার্থ বিদ্যা দান করেছেন. অজ্ঞানীর জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছেন, অচেতনকে চেতনা দিয়েছেন। যার সাহায্যে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, তা হলো তাঁর কথামৃত। অমৃত পান করলে মানুষ অমর হয়। রামকৃষ্ণ কথামৃতও তৃষিত জীবকে সঞ্জীবনী শক্তি দিয়েছে। সে যথার্থ জীবনলাভে ধন্য হয়েছে।

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। জগতে আর কোন দেশে যুগে যুগে এত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা সেই সব মহাপুরুষদের সাধনায় পবিত্র হয়ে আছে। আর তাই যুগে যুগে এত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আমরা এখনও আমাদের অস্তিত্ব হারাই নি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সমস্যা (India and her problems) বইটিতে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং তাতে এই আশা ব্যক্ত করেছেন, ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের আধ্যাত্মপথের দিশারী হবে। আজকে আমরা যখন বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে অগণিত বিদেশী এবং বিদেশিনীকে দেখি তখন এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যে কতখানি সত্য হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

যে সব সাধুসন্ত বা মহাপুরুষেরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের অনেকেরই স্কুল, কলেজের শিক্ষা দীক্ষা ছিল না। স্কুল কলেজের শিক্ষা, দীক্ষা না থাকলেও, তাঁরা সকলে এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে শক্তিলাভে স্কুল, কলেজে পড়ে বা ডিগ্রী নিয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই সাধারণ জ্ঞানের সীমানা পার হয়ে তাঁরা এক অসাধারণ জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। আর সেই জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছানোর রহস্যের চাবিকাটি তাঁরা ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সেই জ্ঞানই যথার্থ বিদ্যা আর বাকী জ্ঞান অবিদ্যা ; আর এই জ্ঞানকে অজ্ঞানের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েই আসেন তাঁরা। এই জ্ঞান লাভ করলেই মনুষ্য জীবন দিব্য জীবনলাভে ধন্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীর আতপদগ্ধ নরনারীকে সেই জ্ঞান দ্বারা চৈতন্য দান করতে চেয়েছিলেন পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সহজ কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এই জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি। একটি কথা যেন অন্তরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকিত করে দেয়, অসত্য থেকে সত্যে উন্নীত করে, মৃত্যু থেকে জীবকে অমরতায় উত্তীর্ণ করে।

পানাপুকুরে ঢিল পড়লে কিছু সময়ের জন্য পুকুরের পানা সরে গিয়ে জল দেখা দেয়। তারপর আবার যেই কি সেই অবস্থা। মহাপুরুষেরা যে যুগে আসেন, সেই যুগের আবর্জনায় তাঁরা তাঁদের উপদেশ, বাণী দ্বারা যেন ঢিল নিক্ষেপ করেন। কিছু সময়ের জন্য মনের মলিনতা কেটে যায়। তারপর আবার মনের সেই পূর্ব অবস্থা। আর তাই মহাপুরুষদের আসা যাওয়ার বিরাম নেই।

বিংশ শতাব্দীতে জীবের কল্যাণার্থে আমরা আবার আমাদের মাঝখানে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে পেয়েছি। মা যেমন সন্তানকে তার সব আবর্জনা ধুইয়ে মুছিয়ে আবার তাকে শুদ্ধ, সুন্দর করে তোলেন, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীও ঠিক তেমনিভাবে তাঁর উপদেশামৃতে আমাদের মত তামসিক জীবকে তার তামসিকতার আবিলতা থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিকতার আলোকে শুদ্ধ করে নেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতই তাঁর স্কুল, কলেজের কোন পড়াশুনাই নেই। অথচ তাঁর কাছেই আমাদের যেতে হয় শান্তিলাভের আশায়। কত বিদগ্ধ জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত তাঁদের পাণ্ডিত্যের অহংকার বিসর্জ্জন দিয়ে মার পদতলে আশ্রয় নেন। মা তাঁর কথামৃতের দ্বারা তাঁদের ঊষর জীবনকে সরস করে তোলেন।

'সংসার'কে মা কি চমৎকার ভাবেই না ব্যাখ্যা করেছেন। 'সংসারে' অবিদ্যাসম্পন্ন আমরা 'সং' কে সার করেছি। অথচ এই সংসার মায়া বৈ ত কিছু নয়! মা তাই সুন্দর করে বলেন, সংসার করো আপত্তি নেই, কিন্তু সংকে সার করো না। অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে সার বস্তু মনে না করা, নিত্য-বস্তুর সন্ধানলাভে সচেষ্ট হওয়া। জীবের এইটাই কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ী জীবদের দেখলে কষ্ট অনুভব করতেন। কাম-কাঞ্চনের কীট তারা। আবার সঙ্গে সঙ্গে এও বলতেন, যাঁরা সংসারে থেকে ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারেন, তাঁর স্মরণ মনন করেন, তাঁরা অনেকদূর এগিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যান। আর সেইভাবে মাও বলেন, ভগবৎ পরিবেশ বজায় রেখে সংসার করা। এতে সংসারের মলিনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়।

আমরা ত সবাই জানি—সংসার বিদেশ। যাদের আমরা এত আপন-জন মনে করি সেই 'বিষয় পঙ্কক' বা 'ভূতগণ' সবই ত 'পর', কেউ ত 'আপন' নয় অথচ সেই 'পরপ্রেমে' অন্ধ হয়ে আমাদের সত্যিকারের 'আপনজন' যে ঈশ্বর তাঁকে ভুলে থাকি। আর মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটানোর জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের মতই সহজ, সুন্দর, সরলভঙ্গিতে মা তার উপদেশ বিতরণ করেন। আর সেই উপদেশামৃতের স্পর্শে আমরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠি।

আধ্যাত্মিক জগৎ 'ক্ষুরধারাসম সূক্ষ্ম।' সেই পথের যথার্থ কাণ্ডারী না পেলে পথ চলা অসম্ভব। আর শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী 'দুর্গম' সেই পথকে আমাদের সামনে 'সুগম' করে দেন। যেখানেই মা যান, সেখানেই অসংখ্যক ভক্ত মাকে ঘিরে থাকেন। উদ্দেশ্য মা তাঁদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। মা সহজ সুন্দরভাবে নানান প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। ভাবের গভীরতায়, বর্ণনার চমৎকারিত্বে সব সমস্যা সহজ হয়ে আসে।

মা বলেন, শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ মোহজনিত, ভগবানের দিকেই মানুষের যাত্রা হওয়া। যা পেলে সব পাওয়া—শান্তি, শান্তি, পরমানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও প্রায় একইভাবে বলেন, টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবের স্বভাবগুণে তাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন যাঁরা তাঁরা 'বিদ্যা' 'অবিদ্যা' 'সৎ' 'অসৎ' 'নিত্য' 'অনিত্য'—এদের পার্থক্য বুঝতে পারেন। আর তাই নিজের লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যান। রাজসিক এবং তামসিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ 'বিষয় বাসনা'কে কাটিয়ে উঠতে পারেন না। আর পারেন না বলেই জাগতিক দুঃখ ভোগ করেন এবং শান্তি-লাভের জন্য পরবর্ত্তীকালে অধ্যাত্মপথের পথিক হন। মা বলেন, সত্যানুসন্ধানই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।…মানুষেরই ভগবান লাভ, পরমপথের যাত্রায় ব্রতী থাকার চেষ্টা করা।

'অস্তীতি সত্যম্'—অস্তিত্ব যার আছে তাই সত্য। আর যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণা করতে পারি না তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে আমরা সব সময়ই দ্বিধা করি। আমাদের মনে সংশয় জাগে, দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ভগবান বা ঈশ্বরকে এই কারণেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তাঁর অস্তিত্বকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি কই? আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে না পারলেও, আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা সেই অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই উপলব্ধিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ, চরমতম সাধনা বলে থাকেন। আর সেই কারণেই জীবের প্রকারভেদ। আমরা বদ্ধজীব। বিষয়ে আসক্ত। আমাদের কাছে সেই সত্য প্রকাশিত হয় না। যাঁরা 'মুক্তজীব' তাঁরাই সেই অস্তিত্বের সন্ধান পান এবং আমাদের জ্ঞানোন্মেষে সাহায্য করেন।

মা বলেন, ভগবানকে ডাকবে ও তাহার ফল হবে না এ হতেই পারে না। তার সন্তান ধুয়ে মুছে তিনি ন্যান তো। তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। যথাশক্তি, সর্ব্বশক্তি দিয়ে তাহাকে নিয়ে থাকার চেষ্টা। তার চরণে নিজেকে লাগানো। তিনি স্বয়ংই তাঁর ক্রিয়া দেন—ক্রিয়াতীত করবার যাত্রী তৈরী করেন। তাই যথাশক্তি যেদিকে চিন্তা করিলে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া যায়—সেরূপ চিন্তা নিয়া মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়ার চেষ্টা—সময় চলিয়া যাইতেছে।

যে দুর্লভ মনুষ্যজীবন আমরা লাভ করেছি, সেই জীবন পরিপূর্ণ করতে হলে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, "The Divine alone is our object" রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য পূজার গানে তাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। আর "এই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও যদি ইষ্ট চিন্তায় সময় না দেয় তবে ভাবিতেই হইবে আমি কি করিতেছি? আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারাজীবন কি এইভাবেই চলিবে? যে কেউ এই ভাবনা করিবে তাহার মঙ্গল। না করিলে মৃত্যুগতি।"

সৎসঙ্গ না করলে মোহ আবরণ ছিন্ন হয় না। অচেতন জীবের অচেতন-ভাব কাটে না। আর তাই শাস্ত্র সৎসঙ্গ করবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন। মাও সুন্দর করে বলেন, "যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা-দের সঙ্গ কর। তোমরা বল না যে রোগের বীজাণু এক শরীর হইতে আর এক শরীরে আসিয়া উহাকে অসুস্থ করিয়া ফেলে। সৎসঙ্গের ফলও সেইরূপ। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে তাহাদের ভাল বীজাণু তোমার মধ্যে আসিয়া তোমার বিষয়বাসনারূপ বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সবাই ত রোগী। সর্ব্বদা সদ্সঙ্গ সদালোচনা লইয়া থাকিবে। তাহা হইলে তাহাকে পাইবার পথ মিলিয়া যাইবে। আর তাই ভক্তি এবং জ্ঞান এই দুইয়ের প্রয়োজন। ভক্তি না থাকলে জ্ঞান লাভ হয় না। ভক্তি মানে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ব্যাকুলতা, আন্তরিকতা। আর যাঁর মধ্যে এই নিষ্ঠা ব্যাকুলতা, আন্তরিকতা রয়েছে, তার পক্ষেই জ্ঞান লাভ সম্ভব। আর এই জ্ঞান সেই জ্ঞান যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীব,

'তং দুর্দ্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্
অধ্যাত্ম যোগধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ শোচৌ জজাতি'—

'যে ঈশ্বর বিশ্বের অন্তর্গত প্রতি পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং জীবের হৃদয়-গুহায় জীবাত্মরূপে অবস্থিত হয়ে কামনারূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, সেই দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে অধ্যাত্ম যোগ সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করে এই জাগতিক সুখ দুঃখ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করিতে পারেন। আর এই জ্ঞান আমাদের নেই বলেই "যুগে যুগে" যে সব মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন, তাদের আশ্রয়ে গিয়ে যথার্থ শান্তিলাভের চেষ্টা করি। এইসব মানুষদের জন্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বা আনন্দময়ী কথামৃত শ্রবণে, মননে তপ্ত জীবের তাপ নির্ব্বাপিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক গানের মাধ্যমে যা বলেছেন, "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা। প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।" সেইভাবে আমরাও যেন বলতে পারি—আমাদের জীবন যেন ঈশ্বরময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মা বলেন, "প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে—'হে অন্তর্যামী দেবতা, প্রতি জীবের হৃদয়ে তোমার দিকে যৎ কিঞ্চিৎ ভক্তি ও অনুরাগ জাগিয়ে দাও। সংসারের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহংকারকে ডেকে বলিও—দেখ, তোমাদের যে প্রভু, এখন তার নিকট যাচ্ছি, আমাকে তোমরা পথ ছেড়ে দাও"—

কত সরলভাবে কথামৃতের প্রকাশ। আর কথামৃতের সরলতা অন্তর স্পর্শ করে, তৃষিত হৃদয় শীতল হয়।

আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবৎ সেই মহাপুরুষের কথাই বলেছেন। আর যুগে যুগে এইসব মহাপুরুষেরা আসেন সেই বেদ, উপনিষদ, গীতার মর্ম্মকথা আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। বাইবেলের সেই কাহিনীর মত, ভগবৎচিন্তার এই বীজ তাঁরা আমাদের সত্তার ভেতর রোপণ করে দিয়ে যেতে চান। যদি সেই বীজ থেকে সামান্য অঙ্কুরও হয়, তবেও লাভ। মা বলেন, "বন্ধু কাহাকে বলে ? যে ইষ্টের প্রতি মন করিয়া দেয়। সেই ত পরম বন্ধু।" আর মহাপুরুষেরা জীবের 'পরম বন্ধু', হিসাবেই যুগে যুগে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীও এসেছেন আমাদের সব আবিলতা থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ, আনন্দময়, দিব্য জীবন দান করবার জন্য। আমরা সেই দুর্লভ সুযোগের যেন পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি।

সংসারী জীবের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "তেল হাতে মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আঁটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।" আমাদের সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই। অনাসক্তভাবে সংসারে থেকে আমরা যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্তরিকভাবে তাঁকে চাই, তবে তাকে পাওয়া যায়। আর তাঁকে পেলেই আমাদের সব পাওয়ার শেষ, সব আকাঙ্খার নিবৃত্তি। তিনি যে 'পূর্ণকুম্ভ।'

মাও বলেন, মানুষ মাত্রেরই ভগবৎ-ভাবের পরিবেশে মনকে রাখা—এইটিই কর্ত্তব্য।

সংসারে থেকেও যাঁর মন ঈশ্বরের চরণে খুঁটি বাঁধা আছে, তার কোন ভয় নেই। আর তাই আমরা সংসারে থেকে সরল বিশ্বাসে যেন ঈশ্বরের চরণে আমাদেরকে সমর্পণ করে দিতে পারি। মা মোহগ্রস্ত বদ্ধজীবের কল্যাণ কামনায় আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। মার কৃপায় আমাদের যেন চৈতন্য হয় এইটুকুই মাতৃচরণে আমাদের প্রার্থনা। জয় মা!

——*——

সুরের তরে এসেছি আজ

—শ্রীঅভয়

সুরের তরে এসেছি আজ
তোমার দুয়ারে।
যে সুরেতে হাসব হাসি,
ভাসব আমারে॥
একটুখানি সুর, একটুখানি সুর॥
যে সুরেতে জাগবে জীবন
নূতন ছন্দে—
যে সুরেতে চলব ভেসে
প্রাণের আনন্দে।
যে সুরে পার পেয়ে যাব
তোমার অপারে॥
একটুখানি সুর, একটুখানি সুর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটুখানি তবু যে সুর
একটুখানি নয়।
অনেকখানি, সকলখানি
সেই সুরেতেই রয়।
সেই সুরেতে জীবনটা যে
নেয় গো পূজার রূপ।
সেই সুরেতে তোমারে পাই
নিত্য অপরূপ।
সেই সুরেতে আপনি জাগো
বিশ্ব বিথারে॥
একটুখানি সুর, একটুখানি সুর।

সেই সুরেতে যায় দূরেতে
সকল পিপাসা।
সেই সুরেতে গোদাবরী,
গঙ্গা, বিপাশা।
সেই সুরেতে দেয় যে আলো
চন্দ্র রবি তারা।
সেই সুরেতে মহামানুষ
হয় যে আপনহারা।
সেই সুরেতে আলো ফোটে
সকল আঁধারে॥
একটুখানি সুর, একটুখানি সুর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুর বাঁধো না সেই সুরেতে
আমার বেহালায়।
তাই তো আমি এলাম গুণী,
এলাম তোমার পায়।
বেসুর আমি রইব না আর,
লব তোমার সুর।
দুঃখ হবে দূর গো আমার,
দৈন্য হবে দূর।
সেই সুরেতে দেব সাঁতার
পরম পাথারে ॥
একটুখানি সুর, একটুখানি সুর ॥

সুরের আসল খাজানাটি
তোমার কাছেই রাজে।
সেই সুরেরি আভাসেতে
জগতে সুর বাজে।
অভয় বলে, পূজায় পূজায়
নানান ভাবেই পাব তোমায়।
তোমার সুরই করবে সুরী
এই না আমারে ॥
একটুখানি সুর, একটুখানি সুর ॥

———•———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈলাস ও মানস সরোবর

শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ.

(৩)

হোটেলে জিনিষপত্র রেখে পাঁচজনে বেড়াতে বেরুলাম। ইচ্ছা ছিল একবার রামকৃষ্ণ-মিশনের দিকে যাবার। তাঁদের ওখান থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরই কেউ না কেউ কৈলাসের দিকে যায়। তাঁদের কাছ থেকে রাস্তাঘাট বা কুলির ভাড়া সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজখবর পাওয়া যেতে পারে।

দুর্গাদাসবাবু আর আমি এর আগেও একবার আলমোড়ায় এসেছি—রাস্তাঘাট প্রায় একরকম চেনাই, কাজেই আশ্রমের পথ খুজে নিতে বেশি বেগ পেতে হ'ল না। আশ্রমের কাছে যখন পৌঁছুলাম, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন অনেকটা ঘোর হয়ে আসছে—তবে পশ্চিম আকাশে মেঘের গায়ের রক্ত আভাটা তখনও একেবারে মরেনি। আশ্রমটি সহরের একেবারে এক প্রান্তে—যেমন নির্জ্জন, তেমনি রমণীয় তার আশে-পাশের দৃশ্য। সামনের পাহাড়গুলির ওপর তখন একটা ধূসর আবরণ এসে আশ্রয় নিয়েছে। পাহাড়ের নীচে, অনেক দূরে, দেখা যাচ্ছে একটি আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী নদীর ক্ষীণধারা—সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে ঠিক যেন একটি সরু রূপালী তারের মত ঝিক্‌মিক্ করছে। আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী সব মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে একটা নীরব শান্তি।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছুলাম তখন আশ্রমের সকলে খোলা বারান্দার ওপর বসে গল্প করছেন। একজন প্রাচীন ইউরোপীয় সাধুও সেখানে রয়েছেন দেখলাম। সকলেই আমাদের কৈলাস যাবার কথা শুনে খুব উৎসাহ দিলেন। শুনলাম তাঁদের আশ্রম থেকেও জনতিনেক এবার কৈলাস যাবেন, তবে তাঁদের বেরোতে এখনও দিনকয়েক দেরী আছে। কথায় কথায় সেখানকার অনুভবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি অনেক বছর ধারচুলাতে ছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা' ছাড়া চার পাঁচ বার কৈলাসেও গিয়েছেন—কাজেই এর রাস্তাঘাট, সুখ-সুবিধার সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। তাঁর কাছ থেকে কৈলাসের পথের দুর্গমতা ও বিপদাপদের সম্বন্ধে তাঁর নিজের এবং আরও অনেকের অভিজ্ঞতার গল্প শুনলাম—বোঝা গেল, কৈলাসের রাস্তাটি আর যাই হোক না কেন নেহাৎ 'কুশেশয়মৃদুরেণুরথ্যা' ত' নয়ই, তা' ছাড়া 'স্নিগ্ধানুকূলপবনশ্চ' বলে কল্পনা করে নেবার পক্ষেও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। স্বামিজী তাঁর একজন পরিচিত পাহাড়ী লোককে রাস্তায় রাঁধবার এবং অন্যান্য কাজ করবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে যেতে বার বার করে বললেন। আমরা এ বিষয়ে একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বোঝাতে লাগলেন যে, এ না করলে রাস্তায় আমাদের অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করতে হবে, এমন কি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কৈলাসে না পৌঁছুতে পারি—সে সম্ভাবনাও আছে। তারপরে একবার দ্বারকা আর বিশ্বনাথের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—'দেখুন, তা' ছাড়া, আমার ত' মনে হয় না এঁরা দু'জন অন্যলোকের সাহায্য না নিয়ে কৈলাস পর্য্যন্ত যেতে পারবেন।—এইটুকু আসাতেই যে রকম অবস্থা দেখছি তাতে শেষ পর্য্যন্ত মাঝরাস্তাতেই না এঁদের কোথাও থেকে যেতে হয়। অন্ততঃ এঁদের জন্যেও আপনাদের একজন শক্ত-সমর্থ লোকের দরকার, যাতে দরকার পড়লে পিঠে করেও কিছুদূর পৌঁছে দিতে পারে। তা' ছাড়া, তিব্বতের মধ্যে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রাস্তা হেঁটে যে আবার নিজের হাতে রান্না করে খেতে পারবেন—সে কল্পনাও মনে আনবেন না।' বেচারী বিশ্বনাথ, তার ওপর এই কটাক্ষে বাস্তবিকই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আমাদের মধ্যে দেহের আয়তনের দিক দিয়ে সত্যিই তার বেশ একটু 'সুনাম' আছে, আর, দ্বারকা হ'ল তার পরেই অর্থাৎ যাকে বলে 'দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ'; হিমালয়ের রাস্তার সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়—তার ওপর আশ্রমে আসবার সময় বেশ খানিকটা ভাল-রকম উৎরাই নেমে আসতে হয়েছে, কাজেই নিজের দেহভার নিয়ে তারা, বিশেষ করে বিশ্বনাথ যে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। অবশ্য সকলের অবস্থাই প্রায় সমান কেবল উনিশ-বিশ মাত্র। তবে আর তিনজনের দেহযষ্টি একেবারেই বাহুল্যবর্জ্জিত, তাতে করে বিপুল দেহ-খানিকে বয়ে নিয়ে যাবার গুরুদায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। বিশ্বনাথ কিন্তু মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললে যে, এরকম রাস্তায় হাঁটা এই নতুন বলেই এখন কষ্ট হচ্ছে, দু'চারদিন চললেই আবার অভ্যাস হয়ে যাবে। শেষে আরও জানাল যে, সে কারও সাহায্য না নিয়েই কৈলাস ঘুরে আসবে আর ফেরবার পথে স্বামিজীকে নমস্কার জানিয়ে যাবে। তার প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটি সে শেষ-পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিল কিন্তু ফেরবার পথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষের দিকটা পালন করে উঠতে পারেনি।

কথায় কথায় রাত্রি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা বিদায় নিলাম। কথা রইল অনুভবানন্দজী তাঁর কয়েকজন জানাশোনা কুলিকে কাল সকালে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দেবেন আর সময় পেলে তিনিও একবার সেখানে যেতে পারেন। হোটেলে ফেরবার পথে এইসব বিষয়েই আলোচনা চলতে লাগল। আমাদের মধ্যে কারো এমন ইচ্ছা নয় যে, কতকগুলো টাকা খরচ করে আবার একটা রাঁধবার লোক সঙ্গে করে নিয়ে যাই। কারণ, আমাদের লক্ষ্য হ'ল সবচেয়ে কম খরচে কাজ চালান। তবে মোটা লোকের পক্ষে এইসব পাহাড়ী রাস্তায় বিশেষ করে তিব্বতের মত উঁচু জায়গায় চৌদ্দ পনর মাইল করে রোজ হাঁটা যে সত্যিই কষ্টকর তা' আমরা সকলেই জানি। তবে, হিমালয়ের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হলেও বিশ্বনাথ ও দ্বারকা, অন্যান্য পাহাড়ী রাস্তায় এর আগে বহুবার চলাফেরা করেছে। তাতে করে তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর একটা বিশ্বাস আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। বরং সুরেশবাবু অবশ্য ইতিপূর্ব্বে কখনো পাহাড়ী রাস্তায় পা বাড়ান নি। কিন্তু যেখানে সংকল্পের দৃঢ়তা আছে,—লক্ষ্যবস্তুর ওপর আকর্ষণ আছে প্রবল - সেখানে কোন বাধা-বিঘ্ন বা অসুবিধাই যে চরমভাবে অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে পারে না—এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা কুলি ছাড়া অন্য কোনো লোক নেওয়ার প্রস্তাবকে একরকম পাকা ভাবেই বাতিল করে দিলাম। ঠিক হ'ল রাস্তায় রান্নার কাজটা নিজেরাই কোনরকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে। অবশ্য পরে এর জন্যে যে একটু-আধটু অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি, তা' নয় তবে তার জন্যে মারাত্মক কোন ক্ষতি কিংবা একেবারে অচল কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। আর অজানা রাস্তায় বেরিয়ে কে-ই বা আশা করতে পারে যে, তার পথ কুসুম বিছানই হবে।

এইসব আলোচনা করতে করতে হোটেলে পৌঁছুলাম। দেহ খুবই ক্লান্ত ছিল বলে আর বিলম্ব না করে রাত্রির মত বিশ্রাম নেওয়া গেল।

আলমোড়া

৮ই জুন—আলমোড়ায় বেশীদিন অপেক্ষা করবার ইচ্ছে ছিল না। যত শীঘ্র কৈলাসের জন্যে বেরিয়ে পড়তে পারি—সেজন্যেই মন ছট্‌ফট্‌ করছে। সুতরাং সকাল থেকেই কুলির জন্যে বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। অনুভবানন্দ-জীর সাহায্যে আমাদের জন্যে চারজন কুলি ঠিক হয়ে গেল। তারা গার্বিয়াং পর্য্যন্ত যাবে আমাদের সঙ্গে। প্রত্যেককে দশটাকা করে দিতে হবে। সাধারণতঃ এরা দিন-হিসেবে কিংবা 'পড়াও' বা চটি হিসেবেই মজুরী নেয়—প্রত্যেক পড়াও বা প্রত্যেক দিনের জন্যে বারো আনা থেকে একটাকা। তবে সবদিক থেকে একেবারে বন্দোবস্ত করে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ ও সুবিধার।

যাক্, একটা প্রধান কাজ শেষ হওয়ায় মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। ঠিক হ'ল কালকেই ভোরবেলা কৈলাসপতিকে স্মরণ করে উত্তরের দিকে পা বাড়ান যাবে। এখন বাকী রইল শুধু কয়েকটি দরকারী জিনিষ কেনা। সুতরাং সেইটে শেষ করবার জন্যে সকলে মিলে বাজারের দিকে চললাম। প্রায় পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা একটা পাথর দিয়ে বাঁধান রাস্তার দু'পাশে নানারকম জিনিষের দোকান। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দিকে রাস্তাটি উঁচু হয়ে গিয়েছে। মাঝখানটিতে ঢালু। সহরের মনোহারী আর কাপড়ের দোকান বেশীর ভাগ বাজারের পূর্ব্ব-দিকেই, আর, পশ্চিমদিকে ফল, শাক-সবজী এবং অন্যান্য জিনিষের দোকান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে রাণীক্ষেত কিংবা নৈনীতালের মত জিনিষের রকমারী বা প্রাচুর্য্য এখানে তেমন দেখলাম না। দোকানের জাঁকজমকও একটু কেমন মধ্যবিত্ত গোছের। জিনিষপত্রের দামও যেন একটু চড়া।

একটা দোকান থেকে পাহাড়ে চলার জন্যে পাঁচজনের জন্যে পাঁচটি লাঠি কেনা হ'ল—'ঘেণ্ডারু' কাঠের লাঠি—আগায় লোহা বসান। খুব মজবুত। এরাই হবে আমাদের দীর্ঘ পথের সকল সময়ের সাথী আর চড়াই-উৎরাই চলবার সময় সাহায্যকারী বন্ধু। কাজেই একটু সাবধানে এগুলোকে বেছে নিতে হয় যাতে পথের মধ্যে অসময়েই কোথাও জবাব না দিয়ে বসে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে একটি ছোট হারিকেন, একটি থার্মোমিটার, কিছু এলুমিনিয়ামের বাসন-পত্র, টিনের মাখন, শুখনো ফল বা মেওয়া আর সামান্য পরিমাণের কিছু চাল-ডালের রসদ কেনা হ'ল। বিশ্বনাথ আবার একজোড়া চামড়ার জুতোও কিনল। এ ছাড়া আরও কয়েকটি দরকারী জিনিষ কেনা শেষ করে তখনকার মত হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরবেলা আহারাদি করে কিছুক্ষণের মত বিশ্রাম নেওয়া গেল। বিকালটাও কাটল সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। আলমোড়া জায়গাটি বেশ—জলহাওয়া খুব সুন্দর। এর উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৫৫০০ ফিট; কাজেই গ্রীষ্মের প্রকোপ মোটেই টের পাওয়া যায় না, আবার নৈনীতালের মত অত কনকনে শীতও এখানে পড়ে না। কিন্তু সহর হিসেবে পদ-মর্য্যাদায় আলমোড়া নৈনীতালের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে দাঁড়াতে পারে না। নৈনীতাল হ'ল অতি আধুনিক সভ্যসমাজের লীলানিকেতন। তার রাস্তা-ঘাটে, হ্রদের জলে—সব জায়গাতেই যেন দিবারাত্র একটা স্ফূর্ত্তির চঞ্চল হাওয়া বইছে। তার বাড়ীঘর, দোকান-পসার, লোক-জনের সাজসজ্জা—সবটাতেই চোখে পড়ে ঝক্-ঝকে পালিস করা বিলাসিতার ছাপ। সকাল-সন্ধ্যায়, এমন কি দুপুরেও রাস্তায় আমোদকারীদের ছড়াছড়ি- কেউ চলেছে ঘোড়ায় চড়ে একলা একলা কেউ পায়ে হেঁটে দলের সঙ্গে মিশে আর কেউ বা আবার 'লেকের' ওপর পান্সী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেয়ে চলেছে আপনার সঙ্গিনীটিকে নিয়ে। দিবারাত্রি হাসিকলরবপূর্ণ সহরটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে, এটি হ'ল পয়সাওয়ালা সৌখীনদের ছুটি উপভোগের জায়গা। এক কথায় নৈনীতালকে বলা যেতে পারে 'অ্যারিষ্টোক্রেটিক'। এর সঙ্গে তুলনায় আলমোড়াকে দেখায় অনেকটা মধ্যবিত্ত গোছের—বা, যেন পেন্সন নেওয়া জীবন। এখানে সহরের সাজসজ্জায় কিংবা লোকজনের জীবন-যাপনের মধ্যে 'ছুটির দিনের উদ্দাম স্ফূর্ত্তির' ভাব চোখে পড়ে না, বরং দেখা যায় একটা শ্লথ মন্থর ভাব। রাস্তায় লোকজনের ছুটোছুটিও অনেক কম। নৈনীতালের মত চারদিকে অমন পাহাড়ের পাঁচিল এখানে নেই ; কাজেই চোখকে একান্ত স্বার্থপরের মত নিজের কাছের জিনিষের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকতে হয় না—চারিপাশের সঙ্গে তার অবাধ মিলন—দূরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই উদার আবহাওয়া আর নির্জ্জনতার জন্যে যে সব কর্ম্মক্লান্ত লোকের একটু শান্তি বা বিশ্রামের দরকার তাদের পক্ষে এ জায়গাটি বাস্তবিকই বেশ মনোরম। নৈনীতালের মত 'লেকের' সে সৌন্দর্য্য এখানে নেই সত্য কিন্তু তার বদলে রয়েছে একটা শান্ত গাম্ভীর্য্য।

সহরের মধ্যে দু'টো বড় রাস্তা। একটা হ'ল বাজারের মধ্যে দিয়ে—পাথর দিয়ে বাঁধান। এরই দু'ধারে দোকানের সারি আর এখানকার পুরানো অধিবাসীদের বিশেষতঃ গরীবদের বাড়ী। আর দ্বিতীয়টি হ'ল এখানকার প্রধান সড়ক—আগাগোড়া পিচঢালা। এরই আশে-পাশে এখানকার স্কুল, পোষ্টঅফিস, হোটেল আর অন্যান্য হালফ্যাসানের বড় বড় বাড়ী। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার বালাই নেই। মালপত্র সব কুলির পিঠেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। রাস্তার ওপরেই কুলিরা দল বেঁধে বসে গল্প গুজব করছে, সহরের একেবারে শেষের দিকেও অনেকগুলি সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী। সৈন্যদের 'বারাক'ও সেইদিকেই।

যাক্, এদিক সেদিক ঘুরে সন্ধ্যার একটু পরে আস্তানায় ফেরা গেল। কালকে আবার ভোরেই রওনা হতে হবে। জিনিষপত্র সব আগে থেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু কিছু গুছিয়ে রাখতে হ'ল। কুলিদেরও বলে দেওয়া হ'ল যেন তারা রাত থাকতেই এসে হাজির হয়। সকালবেলায় যাত্রার জন্যে মোটামুটি বন্দোবস্ত সব ঠিক করে অতি নিশ্চিন্ত মনে আজ বিছানায় আশ্রয় নেওয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

——:০:——

ভারতের মহান ঐতিহ্য ও সাধনা

ডঃ সুধাংশু ভট্টাচার্য্য, বারাণসী।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিরাট পুস্তক 'The Last Two Million Years' ভারতের মহান সভ্যতার বিষয় বলতে গিয়ে লিখেছে যে জগতের প্রাচীনতম কৃষ্টির ইতিহাসে ভারতের অবদান চার হাজার বৎসরেরও অধিক পুরাতন। পৃথিবীর খুব কম ভূখণ্ডেই এত অধিকবার বহিঃ-আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অরাজকতা একের পর এক আঘাত হেনেছে যেমন কি ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘটেছে স্মরণাতীত-কাল থেকে ; কিন্তু তবুও ভারতের মহান বৈশিষ্ট্য আজও পৃথিবীর সর্বোত্তম জাতির বা দেশের অনুভবশীল ব্যক্তিদের আকর্ষণ করছে—তার একমাত্র কারণ এই যে ভারতের আধ্যাত্মিক যোগান আজও গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে অব্যাহত রয়েছে। তাই দেখা যায় বহু বিদেশী আজ পাগলের মত ভারতের গুহায় গুহায় ধর্ম্মের তত্ত্বের জন্য ব্যগ্র হৃদয়ে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে যেহেতু "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, সেদিন রোম থেকে একজন যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের পুরাতন বাসভবন দেখবার জন্য এসেছিল এই কাশীতে যদি সেখান থেকে কিছু অন্তর্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের খোরাক পায়। আর একজন সম্প্রতি ক্যালিফর্ণিয়া থেকে এসে মাথা নেড়া করে মালা নিয়ে জপ করছে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কাছ থেকে 'নাম' নিয়ে। এরকম উদাহরণ সাম্প্রতিককালে বহু দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে যখন পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের শক্তির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে চাঁদে লোক পাঠাচ্ছে বা মঙ্গল গ্রহ থেকে, যন্ত্র নামিয়ে, গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করছে সেই সময়ই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ও জ্ঞানের আশায় দলে দলে ঐ সব দেশেরই লোক ভারতে পদার্পণ করছে বা ভারতীয় যোগীরা পাশ্চাত্য দেশে গেলে তাদের যথাযোগ্য আদর ও সম্মান দিচ্ছে। নিউইয়র্কের সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান, একজন জর্ম্মান পণ্ডিত, ভারতের কয়েকটি ধর্ম্মীয় সংস্থার ও লেখকের দোষ প্রচার করেও ভারতীয় তন্ত্রের উপাসক হয়েছেন ও গেরুয়া ধারণ করে ডঃ স্বামী অগেহানন্দ ভারতী নামে বর্ত্তমানে পরিচিত। অধুনা প্রায়-বিস্মৃত ভারতের আধ্যাত্মিক সাহিত্য ও সাধনার পূজারী ম্যাক্সমূলর, কোলব্রুক ইত্যাদির নাম ছেড়ে দিলেও ইদানিংকালের সমশ্রেণীর বোদ্ধার অভাব নেই। ভারতস্থ চিলি'র রাজদূত মিগুয়েল সিরানো তাঁর 'The Serpent of Paradise' গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁর পাশ্চাত্য দেশীয় আধ্যাত্মিক গুরু বলতেন যে তাঁদের দীক্ষার কাঠামো ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছে ও সেইজন্যই সিরানো ভারতে থাকাকালীন এ দেশীয় যোগী ও সন্তের খোঁজে বহুস্থানে ঘুরেছেন—হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত। শ্রীশ্রীমা আনন্দ-ময়ীর কালীরূপে দর্শনও তাঁর অনুভূতিতে হয়েছে। আলমোড়ায় আজও দুজন প্রায় নব্বই বৎসরের বিদেশী পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ভারতীয় সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন—'স্বামী মঙ্গলচৈতন্য' (আমেরিকান) ও 'শূন্যতা' (ডাচ্)। আর মাত্র এগার বৎসর পূর্ব্বে মির্ত্তোলা আশ্রমের (আলমোড়া থেকে ২০ মাইল) শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, যিনি ভারতে ইংরাজীর অধ্যাপক (Prof. Ronald Nixon) রূপে আসেন ও যাঁর কাছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বি. এ. ক্লাসে ইংরাজী পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, দেহত্যাগ করেছেন। ভারতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন ও সাধনার চর্চ্চার ফলস্বরূপ তিনি যে বইগুলি লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে 'The Yoga of Bhagavatgita' ও 'The Yoga of Kathopanishad' আজ আধ্যাত্মিকতার দিশারীরূপে পরিচিত। এরও পূর্ব্বে যিনি ভারতের গুহ্য বৈশিষ্ট্য ভারতীয় তথা বিদেশীদের কাছে উন্মোচন করেছেন তাঁর নাম আজ অনেকেই ভুলতে বসলেও তাঁর একদা দামী বইগুলির সস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে বর্ত্তমানে। ইনি বহুজনপরিচিত ইংরাজ যোগী ডঃ পল ব্রাণ্টন। ইনি তাঁর "A Search in Secret India" বইতে লিখেছেন—"বর্ত্তমান ভারতের সভ্যতার কাছ থেকে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা করার মত বস্তু নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিব যে ভারতের অতীত যুগের ও বর্ত্তমানেরও কোনও কোনও যোগী ও সন্তের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা করবার মত অনেক কিছু আছে। ভারতের সাম্প্রতিক রাজনীতির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ (স্বাধীনতা আন্দোলন) আবহাওয়ার মধ্যেও তার আধ্যাত্মিকতার গুহ্য সত্ত্বা বর্ত্তমান। এবং যেসব সিদ্ধপুরুষ আমাদের নশ্বর অস্তিত্বের মধ্যেও অমৃতত্বের সন্ধান পেয়ে শক্তি ও শান্তি অর্জন করেছেন সেরকম কয়েকজনের সম্বন্ধে নির্ভুল বিবরণ দিয়েছি।" বলতে লজ্জা নেই যে বর্ত্তমান লেখক ১৯৪২ সালে এর লেখা উপরোক্ত বই পড়েই প্রথম রমণ মহর্ষির নামের সঙ্গে পরিচিত হয় ও ১৯৫০ সালে তাঁর দর্শন লাভ করে ধন্য হয়। তখন কোনও ভারতীয় রমণ মহর্ষি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কিছু লেখে নাই।

মহাভারতে বর্ণিত ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করে বেড়ালে এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐক্য আছে তা সহজেই অনুভব করা যায়। এই ঐক্যের মূলে স্মরণাতীতকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় মুনি ঋষিদের সাধনা ও সিদ্ধির অবদান রয়েছে। সহস্র সহস্র বৎসরের উত্থান-পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও যোগের অনির্ব্বাণ শিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছেন আমাদের সাধু সন্তরা। শ্রীশংকর রায় তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি চৌদ্দ খণ্ড 'ভারতের সাধক' ও 'ভারতের সাধিকা'র মধ্যে তারই প্রমাণ দিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপৌরষেয় বেদের মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি ভারতের বাহিরেও যে সভ্যতার প্রসারে সাহায্য করেছিল সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Hindu Civilization'—Pt. I গ্রন্থে বলছেন "মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কৃত এক শিলালেখ থেকে জানা যায় যে বেদ ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক। জাভা, সুমাত্রা, বালি, শ্যাম ও কম্বোডিয়া যাহা কি একত্রে ইণ্ডোনেশিয়া নামে পরিচিত সে সব স্থানেও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবের স্বাক্ষর রয়ে গিয়েছে।" ইটালী দেশের পৃথিবী-খ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিত টুচি তাঁর 'Tibet' পুস্তকে লিখেছেন যে তিব্বতের প্রখ্যাত বিশাল গ্রন্থদ্বয় 'কাংগ্যুর' ও 'টেংগ্যুর' ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ও তপশ্চর্য্যার তথা অগণিত গুহা ও কন্দরের আদর্শভূমি নগাধিরাজ হিমালয় যে কত বিদেশীদের নানাভাবে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করছে তার বিবরণই একটি রামায়ণ বা মহাভারতের সমান। এদের মধ্যে রুশীয় দার্শনিক-কবি—চিত্রকর নিকোলাস রোয়েরিক, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশ বৎসর কুলু উপত্যকায় একনিষ্ঠ ধ্যানে অতিবাহিত করেছেন, সমধিক প্রসিদ্ধ। তাই এঁর 'Himalayas - Abode of Light' গ্রন্থে আমরা পড়ি— "হিমালয়! তুমিই ঋষিদের বাসভূমি। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণু ধ্বনিত হয়েছিল, এখানেই মহান গৌতম বুদ্ধের বাণী বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল, এখানেই সমস্ত বেদের জন্মস্থান, এখানেই পাণ্ডবদের গৃহ, এখানেই আর্য্যাবর্ত্ত, এখানেই শম্ভালা। হিমালয়—ভারতের মুকুটমণি; হিমালয় ঊর্দ্ধচেতনায় আরোহণের প্রতীক। আহা, সৌন্দর্য্যশালী ভারত। তোমার প্রাচীন জ্ঞান-গরিমার মহত্ত্ব ও প্রেরণার জন্য, তোমার জনপদ ও দেবদেউলের জন্য, তোমার প্রান্তর, পবিত্র নদী ও দেওবনের জন্য, তোমার ঐশ্বর্য্যশালী হিমালয়ের জন্য—আমার অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রশংসা অর্পিত হলো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ববশেষে ঋগ্বেদের সেই অমর-বাণী যাহা আজও ভারতকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের শিরোমণি করে রেখেছে—তাহাই উচ্চারণ করে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করছি ঃ—

"যত্র জ্যোতি রজ স্রম্
যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতন্
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান
অমৃতে লোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥" (ঋক্ঃ ৯. ১১৩. ৭)

"হে মানব, সেই অধ্যাত্ম-লোকের সন্ধান কর— যেখানে আত্মার আলোক ও চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজিত, যেখানে অমরজ্যোতি-দীপ বন্ধনহীন হয়ে বিচ্ছুরিত, যেখানে নাই দীনতা, মৃত্যুভয় ; যেখানে মুক্তাত্মা ক্ষয় ও মৃত্যু হতে নিশ্চিন্ত, যেখানে অনন্ত আনন্দ প্রবাহিত।"

——*——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ গুরুপূর্ণিমার বাণী ॥

"শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় মনুষ্য-জন্মে আত্মলক্ষ্য, ভগবৎপ্রাপ্তির যাত্রা ক্রিয়াপূর্ণের দিক্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY
LIST OF PUBLICATIONS

HINDI

Matri Darshan–"Bhaiji" ... 5-00
Sad Vani ,, ... 2-00
Sri Sri Ma Anandamayee–
Gurupriya Devi, Vol. I to XX ... 61-00
Ma Anandamayee–Dr. Pannalal ... 5-00
Akhanda Mahayajna–Gurupriya Devi ... 2-50
Kirtan Rāsa Swarupa ... 6-00
Sankirtan-Stav-Arati ... 0-75
Amar Vani ... 6·00

BENGALI

Matri Darshan–"Bhaiji" ... 5·00
Sad Vani–"Bhaiji" ... 2-00
Sri Sri Ma Anandamayee–Gurupriya Devi, Vol. I–XVII ... 48-50
Akhanda Mahayajna ,, ,, ... 2-50
Kirtan Rasa Swarupa ... 10-00
Amar Vani ... 10-00
Shree Shree Ram Gita–
Swami Narayananda Tirtha ... 2-50
Vivek Churamani— ,, ,, ,, ... 3-50

GUJRATI

Ma Anandamayi-Na-Sannidhyama-(Containing Bhaiji's
"Sad Vani" & "Sri Ma Anandamayi Lila Katha")
by Swami Bhagavatananda Giri–Vol. I ... 4-00
–Vol. II ... 2-00

ENGLISH

Mother As Revealed to me–"Bhaiji" ... 6-00
Matri Vani (Sayings) Vol. I ... 3-50
–Do– Vol. II ... 5-50
Words of Sri Anandamayi Ma ... 7-50
Mother as Seen by Her Devotees ... 7-50
Sad Vani ... 3-50
Ma Anandamayi Lila–Hari Ram Joshi ... 15-00

PHOTOS

Photos–Various sizes 1-00 to 15-00

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्री श्री आनन्दमयी चैरिटेबल सोसाइटी

ॐ मा

मातृ शरण

Registered with the Registrar of Newspaper for India under No. N. 4727/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi